



ফয়যানে রমযান

(সংশোধিত)

রমযান শরীফের
ফযীলত

রোযার আতকাম

ফয়যানে জারাবিহ

ফয়যানে
লাইলাতুল কদর

বিদায় মাহে রমযান

ফয়যানে ইতিক্বাফ

ফয়যানে
ঈদুল ফিতর

নফল রোযার
ফযীলত

রোযাদারদের
১২টি ঘটনা

ইতিক্বাকবরীদের
৪০টি মাদানী বাখর



শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওরাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্দুল্লাহ মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াম আত্তার কাদেরী রযবী

کامث بروجویم
العساکریه

নং	বিষয়	নং	বিষয়

ফযযানে রমযান

লিখক

শায়খে ভরীকভ, অমীরে আহলে সুন্নাত, দাওরাতে ইসলামীর
প্রতিষ্ঠাতা হযরত আব্বাস মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ

ইলহিয়াস আত্তার কাদেবী রযবী যিয়ায়ী رحمۃ اللہ علیہ

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল মদীনা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

কিতাবের নাম : **ফয়যানে রমযান**

লিখক : শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুনাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী رحمته

প্রকাশকাল : শাবানুল মুয়াজ্জম ১৪৩৯ হিজরি, মে ২০১৮ ইংরেজি

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা (দা'ওয়াতে ইসলামী)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এই কিতাবটি পাঠ করার ২৩টি নিয়্যত

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হচ্ছে: نَبِيَّةُ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ خَلِيْفَةِ رَسُوْلِهِ

অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।

(মু'জামুল কাবির, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল

❁ ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

❁ ভাল নিয়্যত যত বেশী, সাওয়াবও তত বেশী।

﴿১﴾ প্রতিবার হামদ ও ﴿২﴾ সালাত এবং ﴿৩﴾ তাউয (اَعُوْذُ بِاللّٰهِ) ও ﴿৪﴾ তাসমীয়া (بِسْمِ اللّٰهِ) সহকারে শুরু করবো। (এই পৃষ্ঠার প্রারম্ভে দেওয়া আরবী ইবারতটি পাঠ করাতে এই চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) ﴿৫﴾ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য কিতাবের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বো। ﴿৬﴾ দ্বীনি কিতাবের সম্মানার্থে যথা সম্ভব এই কিতাব ওয়ু সহকারে এবং ﴿৭﴾ দ্বীনের ফযীলত অর্জনের জন্য কিবলামুখী হয়ে পাঠ করার চেষ্টা করবো। ﴿৮﴾ কোরআনের আয়াত ও ﴿৯﴾ হাদীসে মোবারকার যিয়ারত করবো এবং এতে বর্ণনাকৃত বিধানাবলীর প্রতি আমল করার চেষ্টা করবো। ﴿১০﴾ যেখানে যেখানে “আল্লাহ তায়ালা”র জাতি বা গুণবাচক নাম মোবারক আসবে সেখানে “عَزَّوَجَلَّ” বা “تَعَالَى” অথবা “جَلَّ جَلَالُهُ” ইত্যাদি প্রশংসামূলক বাক্য পড়বো এবং ﴿১১﴾ যেখানে যেখানে “নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ” এর যেকোন জাতি বা গুণবাচক নাম মোবারক আসবে সেখানে “صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ” বা যেকোন দরুদ ও সালাম পাঠ করবো। ﴿১২﴾ কিতাবটি পাঠ করে শরীয়াতের মাসয়ালা শিখবো, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাত এবং ওলামায়ে দ্বীনদের পক্ষ থেকে বর্ণিত জীবনোপায়ের আদব ও সুন্দর সামাজিক ব্যবস্থা শিখবো। ইসলামী জ্ঞান, অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক চরিত্র ও আদব এবং বুয়ুর্গানে দ্বীনদের কাহিনী থেকে জ্ঞান অর্জন করবো, যেন নিজের জীবনে এরই আলোকে উত্তম বানাতে পারি। ﴿১৩﴾ যদি কোন বিষয় বুঝে না আসে, তবে ওলামার নিকট জিজ্ঞাসা করবো। ﴿১৪﴾ নেককারদের আলোচনা পাঠ করার বরকত অর্জন করবো। ﴿১৫﴾ অধ্যয়নকালে কোন গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা বা সুন্নাতে মোবারকা অথবা আখিরাতের

ধ্যান সম্বলিত কিংবা মনোরম সমাজ ব্যবস্থা বা বান্দার হক অথবা তাদের কল্যান কামনা সম্পর্কিত কোন এমন বিষয় জানতে পারি যে, যা স্মরণ রাখা বা নোট করা আবশ্যিক মনে করি, তবে তা স্মরণীয় করে রাখার জন্য নিজের ব্যক্তিগত কপিতে আন্ডারলাইন বা হাইলাইট করবো অথবা কিতাবে বা আলাদা ডায়েরীতে নোট করবো।

﴿১৬﴾ অধ্যয়নকালে এমন কোন কাজ করবো না, যা কিতাবে বর্ণনাকৃত বিষয়ের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে প্রতিবন্ধক হয়, যেমন মোবাইল ফোন ব্যবহার, কথাবার্তা বলা, হৈ হুল্লোড়ের মাঝে পাঠ করা, অধ্যয়ন করার জন্য এমন সময় নির্ধারণ করা যখন ক্লাস্তি খুবই বেশী হয় বা মন-মেজাজ স্বাভাবিক থাকে না, মোটকথা অধ্যয়নকালে পুরোপুরি মনোযোগ সহকারে ইলমে দ্বীন অর্জন করেবো। ﴿১৭﴾ কিতাব সম্পূর্ণ পাঠ করার জন্য ইলমে দ্বীন অর্জনে নিয়তে প্রতিদিন কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করে ইলমে দ্বীন অর্জনের অধিকারী হবো এবং এই নিয়তের অধিনে অটলতার সহিত নেক আমল করতে থাকার ফযীলতের অধিকারীও হবো। ﴿১৮﴾ ইলমে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য অন্যদেরকে এই কিতাব পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করবো। ﴿১৯﴾ এই হাদীসে পাক “**تَهَادُوا كِتَابِي**” অর্থাৎ একে অপরকে উপহার দাও, পরস্পর ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে।” (মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ২য় খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৩১) এর উপর আমলের নিয়তে (একটি বা সামর্থ অনুযায়ী) এই কিতাব ক্রয় করে অন্যান্যদেরকে উপহার স্বরূপ দেয়ার সময় ইলমে দ্বীন প্রসার করার নিয়তও করবো, যেন এই নিয়তেরও আলাদা সাওয়াব অর্জিত হয়। ﴿২০﴾ যাদেরকে দেবো যথাসম্ভব তাদেরকে সময়সীমাও দিয়ে দেবো যে, আপনি এত দিনের (যেমন ২৫দিন) মধ্যেই পাঠ করে নিবেন। ﴿২১﴾ এই কিতাবটি পাঠ করে যতটুকু দ্বিনি জ্ঞান অর্জিত হবে, শরীয়াতের অনুমতি স্বাপেক্ষে মুখস্ত অন্যদেরকে বলবো, নতুবা কিতাব থেকে দেখে দেখে যারা জানে না তাদের শিখাবো। ﴿২২﴾ উত্তম নিয়ত সহকারে কিতাব পাঠ করাতে যে সাওয়াব অর্জিত হবে, তা সকল উম্মতকে ইছাল করবো। ﴿২৩﴾ কম্পোজিং ইত্যাদিতে ভুল পেলে তবে কল্যাণ কামনার প্রেরণায় নেকীর কাজে সাহায্য করবো এবং শরয়ী ভুল পরিলক্ষিত হলে তবে ভুল মাসয়ালা প্রসার না হওয়ার নিয়তে প্রকাশকদেরকে এবং সম্ভব হলে লিখককে লিখিতভাবে অবহিত করবো।

(প্রকাশক ও লেখকদেরকে কিতাবের ভুলত্রুটি সম্পর্কে শুধু মুখে বলাতে বিশেষ কোন উপকার হয় না।)



বিষয়	পৃষ্ঠা
রমযান শরীফের ফযীলত	
দরুদ শরীফের ফযীলত	২১
ইবাদতের দরজা	২২
কোরআন অবতীর্ণ	২২
মাসগুলোর নামকরণের কারণ	২৩
লাল ইয়াকুত পাথরের ঘর	২৩
অন্ধ ভাগিনীর অন্ধত্ব দূর হয়ে গেলো	২৪
৫টি বিশেষ দয়া	২৬
'সগীরা' গুনাহের কাফফারা	২৭
আহ! সারা বছর যদি রমযান হতো!	২৭
প্রিয় আকা <small>رضی اللہ عنہا</small> এর জান্নাতরূপী বাণী	২৭
রমযান মুবারকের ৪টি নাম	২৯
রমযানুল মুবারকের ১৩টি মাদানী ফুল	২৯
জান্নাতকে সাজানো হয়	৩২
জান্নাত কে সাজায়?	৩২
জান্নাতে প্রিয় নবী <small>ﷺ</small> এর প্রতিবেশীত্বের সুসংবাদ	৩৩
প্রতি রাতে ৬০ হাজারের ক্ষমা	৩৫
প্রতিদিন দশলাখের দোযখ থেকে মুক্তি লাভ	৩৬
জুমার দিনের প্রতিটি মুহূর্তে দশ লক্ষ জাহান্নামীর মাগফিরাত	৩৬
ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও	৩৭
কল্যাণই কল্যাণ	৩৭
বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরেরা	৩৭
দু'টি অন্ধকার দূরীভূত	৩৮
রমযান ও কোরআন সুপারিশ করবে	৩৯
লাখো রমযানের সাওয়াব	৩৯
আহ! যদি ঈদ মদীনায় হতো!	৩৯
প্রিয় নবী <small>ﷺ</small> ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হতেন	৪০
প্রিয় নবী <small>ﷺ</small> রমযানে অধিকহারে দোয়া করতেন	৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রিয় নবী <small>ﷺ</small> রমযানে বেশি পরিমাণে দান করতেন	৪১
প্রিয় নবী <small>ﷺ</small> এর যুগে কি কয়েদী ছিলো?	৪১
সবচেয়ে বেশি দানশীল	৪১
হাজার গুণ সাওয়াব	৪২
রমযানে যিকিরের ফযীলত	৪২
সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও আল্লাহ তায়ালায় যিকির	৪২
৬টি কন্যা সন্তানের পর পুত্র সন্তান	৪৩
৪০ জন নেককার মুসলমানের জমায়েতের মাঝে একজন ওলী থাকে	৪৪
ছেলে হোক, মেয়ে হোক বা কিছুই না হোক সর্ববস্থায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন	৪৪
হযর <small>رضی اللہ عنہ</small> এর পবিত্র সন্তানের সংখ্যা	৪৫
রমযানের আশিক	৪৬
আল্লাহ তায়ালা অমুখাপেক্ষী	৪৭
তিনটির মাঝে তিনটি গোপন	৪৭
কুকুরকে পানি পানকারীনি ক্ষমা প্রাপ্ত হলো	৪৮
আযাব থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যম	৪৯
চোগলখোরীর কষ্টদায়ক শাস্তি	৫২
গুনাহের অপবাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি	৫২
কোন নেকীই ছেড়ে দেয়া উচিত নয়	৫২
গুনাহগারদের ৪টি ঘটনা	
(১) কবর আগুনে ভরে গেলো!	৫৩
(২) ওজনে অসতর্ক হওয়ার কারণে শাস্তি	৫৪
(৩) কবর থেকে চিৎকারের শব্দ	৫৪
হারাম উপার্জন কোথায় যায়?	৫৫
আগুনের দু'টি পাহাড়	৫৫
(৪) খড়-খুটোর বোঝা	৫৬
পাপ শুধু পাপই	৫৬
ঋণ পরিশোধে অবকাশ না নিয়ে দেবী করা গুনাহ	৫৭
তিন পয়সার শাস্তি	৫৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
কিয়ামতে নিঃস্ব কে?	৫৯
'অত্যাচারী' দ্বারা উদ্দেশ্য কারা?	৫৯
রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করার ফযীলত	৬০
কিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব	৬১
রমযানে ক্ষমা না হলে তবে কখন হবে!	৬১
জান্নাতের দরজাগুলো খুলে যায়	৬১
শয়তানকে শিকলে বন্দী করা হয়	৬২
গুনাহতো হ্রাস পেয়েই থাকে	৬২
যখনই অবাধ্য শয়তানরা মুক্তি পায়!	৬২
অগ্নিপূজারী রমযান মাসের সম্মান করলো তাই...	৬৩
রমযানে প্রকাশ্যে পানাহারের দুনিয়াবী শাস্তি	৬৩
আপনি কি মরবেন না?	৬৪
সুন্নাতে ভরা বয়ানের বরকত	৬৪
উদাসীনভাবে নেকীর দাওয়াত শ্রবন করা কাফেরের বৈশিষ্ট্য	৬৬
সারা বছরের নেকী বরবাদ	৬৭
দোষীদের রক্ত এবং পুঁজ	৬৮
রমযানে পাপাচারী	৬৯
অন্তরের কালো বিন্দু	৭০
অন্তরের কালো বিন্দুর চিকিৎসা	৭০
গুনাহ ক্ষমা করানোর জন্য ৮টি আমল	৭১
কবরের ভয়ানক দৃশ্য!	৭১
মৃতদের সাথে কথোপকথন	৭৩
রমযানের রাতে খেলাধুলা	৭৪
রমযান মাসে সময় কাটানোর জন্য...	৭৫
উত্তম ইবাদত কোনটি?	৭৫
রোযা অবস্থায় বেশি ঘুমানো	৭৬
প্রতিদিন ফিক্রে মদীনা করার পুরস্কার	৭৭
ফিক্রে মদীনা কি?	৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
রোযার আহকাম	
দরুদ শরীফের ফযীলত	৭৯
রোযা অনেক পুরোনো ইবাদত	৮০
রোযার উদ্দেশ্য	৮১
রোযা কার উপর ফরয?	৮১
রোযা ফরয হওয়ার কারণ	৮২
আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِ السَّلَام রোযা সম্পর্কিত প্রিয় নবী ﷺ এর তিনটি বাণী	৮২
রোযাদারের ঈমান কতটা পাকাপোক্ত!	৮৩
সন্তানদের কখন রোযা রাখাবেন?	৮৪
আলা হযরতকে তাঁর পিতা স্বপ্নে বললেন (ঘটনা)	৮৪
রোযায় সুস্বাস্থ্য অর্জিত হয়	৮৫
পাকস্থলীর ফুলা	৮৫
চাঞ্চল্যকর রহস্য উদ্ঘাটন	৮৫
চিকিৎসকদের অনুসন্ধানী টিম	৮৬
খুব বেশি আহার করলে	৮৬
রোগ-বালাই জন্ম নেয়	৮৬
বিনা অপারেশনে জন্ম হয়ে গেলো	৮৭
রোযার প্রতিদান	৮৯
রোযার বিশেষ পুরস্কার	৯০
নেক আমলের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত	৯০
সাহাবা ব্যতীত অন্য কারো	৯১
জন্ম ﷺ বলা কেমন?	৯১
আমি মুক্তার মালিককেই চাই	৯২
আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আর	৯২
জান্নাতও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর	৯২
যা চাওয়ার, চেয়ে নাও!	৯৩
রোযার ফযীলত সম্পর্কিত	৯৪
প্রিয় মুক্তফা ﷺ এর ১১টি বাণী	৯৪
জান্নাতী দরজা	৯৪
পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা	৯৪
জাহান্নাম থেকে ৭০ বছর সফরের দূরত্ব	৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
একটি রোযার ফযীলত	৯৫
লাল পদ্মরাগ মণির প্রাসাদ	৯৫
শরীরের যাকাত	৯৫
ঘুমানোও ইবাদত	৯৫
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তাসবীহ পাঠ	৯৫
জান্নাতী ফল	৯৬
স্বর্ণের দস্তুরখানা	৯৬
সাত প্রকারের আমল	৯৬
অসংখ্য প্রতিদান	৯৭
জন্ডিস ভাল হয়ে গেলো	৯৮
একটি রোযা নষ্ট করার ক্ষতি	৯৯
উপুড় করে বুলানো মানুষ	৯৯
তিন দূর্ভাগা	১০০
নাক মাটিতে মিশে যাক	১০১
রোযার তিনটা স্তর	১০১
১. সাধারণের রোযা	১০১
২. প্রিয় ব্যক্তির রোযা	১০২
৩. একান্ত প্রিয় ব্যক্তির রোযা	১০২
দাতা সাহেব رَحْمَةُ اللَّهِ تَمَعَالٍ عَلَيْهِ এর বাণী	১০২
রোযা রেখেও গুনাহ! তাওবা! তাওবা!	১০৩
আল্লাহ তায়ালার কোন কিছুর প্রয়োজন নেই	১০৩
আমি রোযাদার	১০৪
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোযার সংজ্ঞা	১০৪
চোখের রোযা	১০৫
কানের রোযা	১০৬
জিহ্বার রোযা	১০৭
জিহ্বার অসতর্কতার ক্ষতি	১০৭
হুযুর ﷺ এর ইলমে গায়েব	১০৯
হাতের রোযা	১১০
পায়ের রোযা	১১১
K ইলেক্ট্রিকে চাকরী হয়ে গেলো	১১২
রোযার নিয়্যত	১১৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
শরীয়াত সম্মত অর্ধ দিবস সম্পর্কে জানার পদ্ধতি	১১৪
রোযার নিয়্যত সম্পর্কিত ২০টি মাদানী ফুল	১১৫
দাঁড়িওয়ালী কন্যা!	১২০
সেহেরী খাওয়া সুন্নাত	১২০
হাজার বছরের ইবাদত অপেক্ষাও উত্তম	১২১
ঘুমানোর পর সেহেরীর অনুমতি ছিলো না	১২১
সেহেরীর অনুমতির ঘটনা	১২২
সেহেরী সম্পর্কিত হুযুর ﷺ এর ৩টি বাণী	১২৩
রোযার জন্য কি সেহেরী পূর্বশর্ত?	১২৩
খেজুর ও পানি দ্বারা সেহেরী	১২৩
খেজুর দ্বারা সেহেরী করা সুন্নাত	১২৪
সেহেরীর সময় কখন?	১২৪
'সেহেরীতে দেহরী' দ্বারা কোন সময়টি উদ্দেশ্য?	১২৪
ফযরের আযান নামাযের জন্যই, সেহেরী খাওয়া বন্ধ করার জন্য নয়!	১২৫
পানাহার বন্ধ করে দিন	১২৬
মাদানী কাফিলার নিয়্যত করতেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো!	১২৭
ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার আমল	১২৮
ঋণ পরিশোধের ওযীফা	১২৮
ইফতারের বর্ণনা	১২৯
ইফতারের দোয়া	১২৯
ইফতারের জন্য আযান শর্ত নয়	১৩০
ইফতারের ফযীলত সম্পর্কিত প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর ৫টি বাণী	১৩১
ইফতার করানোর মহান ফযীলত	১৩১
জিব্রাইল আমীন কর্তৃক মুসাফাহা করার নিদর্শন	১৩১
হুযুর ﷺ এর ইফতার	১৩২
খেজুরের ২৫টি মাদানী ফুল	১৩২

বিষয়	পৃষ্ঠা
হাদীসে পাকে বর্ণিত চিকিৎসা সবাই কি করতে পারবে?	১৩৬
ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়ে থাকে	১৩৭
আমরা পানাহারে লিগু থেকে যাই	১৩৭
ইফতারে খাবার খেয়ে নামাযের জন্য মুখ পরিষ্কার করা আবশ্যিক	১৩৮
দোয়ার ৩টি উপকারীতা	১৪০
দোয়ায় পাঁচটি সৌভাগ্য	১৪০
পাঁচটি মাদানী ফুল	১৪০
জানিনা কোন গুনাহ হয়ে গেলো	১৪১
নামায না পড়া যেনো কোন গুনাহই নয়!!!	১৪২
যেই বন্ধুর কথা আমরা মানি না	১৪২
দোয়া দেরীতে কবুল হওয়ার একটি কারণ	১৪৩
নেককার বান্দার দোয়া কবুল হওয়াতে দেরী হওয়ার হিকমত	১৪৪
তাড়াছড়াকারীর দোয়া কবুল হয় না!	১৪৪
অফিসারদের নিকট তো বারবার ধর্ণা দাও, কিন্তু...	১৪৫
দোয়া কবুলে বিলম্ব হওয়া তো দয়াই	১৪৭
পেশিবাতের (ইরকুল্লিসা) ব্যথা সেরে গেলো	১৪৮
পেশিবাতের (ইরকুল্লিসা) ২টি রুহানী চিকিৎসা	১৪৯
রোযা ভঙ্গকারী ১৪টি বিষয়	১৪৯
রোযাবস্থায় বমি হওয়া	১৫১
বমির ৭টি বিধান	১৫২
মুখভর্তি বমির সংজ্ঞা	১৫২
অযু অবস্থায় বমির ৫টি শরয়ী বিধান	১৫৩
বমি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা	১৫৩
ভুলবশতঃ পানাহার করাতে রোযা ভঙ্গ হয় না	১৫৪
রোযা ভঙ্গ না হওয়ার ২১টি বিধান	১৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
রোযাদারকে ভুলে পানাহার করতে দেখলে কি করবে	১৫৪
রোযার মাকরুহ	১৫৭
রোযার মাকরুহ সম্পর্কিত ১২টি নিয়মাবলী	১৫৮
স্বাদ যাচাই করে দেখা কাকে বলে?	১৫৯
আসমান থেকে কাগজের টুকরো পড়লো	১৬১
প্রার্থনাকৃত বাসনা পূরণ না হওয়াও পুরস্কার!	১৬২
কন্যা সন্তানের ফযীলত	১৬৩
রোযা না রাখার বিভিন্ন অপারগতা	১৬৩
শরয়ী সফরের সংজ্ঞা	১৬৪
রোযা না রাখার অনুমতি সম্বলিত ৩৩টি মাদানী ফুল	১৬৫
ফাসিক বা অমুসলিম ডাক্তার রোযা না রাখার পরামর্শ দিলে?	১৬৭
রোযা এবং হায়েস ও নিফাস	১৬৮
বয়োবৃদ্ধের রোযা	১৬৯
নফল রোযা ভঙ্গ করাতে শুধুমাত্র কাযা দিতে হয়, কাফফারা নয়	১৭০
বছরে পাঁচদিন রোযা রাখা হারাম	১৭০
দাওয়াতের জন্য রোযা ভঙ্গ করা	১৭১
স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারবে না	১৭১
কাযা সম্পর্কিত ১২টি মাদানী ফুল	১৭৩
কেউ বাধ্য করাতে রোযা ভঙ্গ করা	১৭৩
কাফফারার বিধান	১৭৫
রোযার কাফফারার পদ্ধতি	১৭৫
মহিলা এবং কাফফারার রোযা	১৭৬
'আ'য়েসা' হওয়ার বয়স কতো?	১৭৬
কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার একটি কারণ	১৭৬
কাফফারা সম্পর্কিত ১১টি মাদানী ফুল	১৭৭
সাবধান! সাবধান! সাবধান!	১৭৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
اللهم آمين বদলে গোলাম	১৭৯
বেনামাযীর সাথে বসা কেমন?	১৮০
ফয়যানে তারাবি	
দরুদ শরীফের ফযীলত	১৮৩
তারাবির দ্বারা সগীরা গুনাহ ক্ষমা হয়ে থাকে	১৮৩
সুন্নাতের ফযীলত	১৮৪
আশিকানে কোরআনের সাতটি ঘটনা	১৮৪
কুমন্ত্রণা এবং এর প্রতিকার	১৮৫
তिलाওয়াত করার সময় হরফ চিবানো	১৮৬
তারতীল সহকারে পাঠ করা কাকে বলে!	১৮৭
তারাবির পারিশ্রমিক নেয়া ও দেয়া কেমন?	১৮৮
তिलाওয়াত, যিকির ও নাত এর পারিশ্রমিক নেয়া হারাম	১৮৮
তারাবির পারিশ্রমিকের শরীয়াত সম্মত হীলা	১৮৯
খতমে কোরআন ও ভাবাবেগ	১৯১
তারাবির জামাআত 'বিদআতে হাসানা'	১৯২
১২টি উত্তম কাজ অর্থাৎ বিদআতে হাসানা	১৯৪
সকল বিদআত পথদ্রষ্টতা নয়	১৯৫
বিদআতে হাসানা ব্যতীত চলতে পারবে না	১৯৬
সবুজ গম্বুজের ইতিহাস	১৯৭
দিদারে মুস্তফা ﷺ	১৯৯
নেককারকে ভালবাসার ফযীলত	১৯৯
আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা রাখা সম্পর্কিত হুযুর ﷺ এর ৮টি বাণী	২০০
তারাবির ৩৫টি মাদানী ফুল	২০১
ক্যাসার রোগী সুস্থ হয়ে গেলো	২০৭
ফয়যানে লাইলাতুল কদর	
দরুদ শরীফের ফযীলত	২০৯
লাইলাতুল কদরকে লাইলাতুল কদর কেন বলা হয়?	২০৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
৮৩ বছর ৪ মাস ইবাদতের চেয়ে বেশি সাওয়াব	২১০
হাজার মাসের চেয়েও উত্তম রাত	২১১
আমাদের বয়সতো খুবই কম	২১১
কারামতের অধিকারী শামউনের ঈমান তাজাকারী ঘটনা	২১২
আহ! আমাদের নিকট গুরুত্ব কিসের?	২১৪
মাদানী ইনআমাতের রিসালার বরকত	২১৪
মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণকারীদের জন্য মহান সুসংবাদ	২১৫
সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত কে?	২১৬
সবুজ পতাকা	২১৭
বাগড়ার কুফল	২১৮
আমরাতো ভদ্রে সাথে ভদ্র আর...	২১৮
মুসলমান, মুনিম ও মুহাজিরের সংজ্ঞা	২১৯
অসহনীয় চুলকানী	২২০
কষ্ট দূর করার সাওয়াব	২২০
লড়াই করলে, নফসের সাথে করো	২২০
প্রিয় আক্বা ﷺ মুচকি হাসছিলেন	২২১
যাদুকরের যাদু ব্যর্থ	২২২
শবে কদরের নিদর্শন	২২২
শবে কদর গোপন রাখার রহস্য	২২৩
সমুদ্রের পানি মিষ্টি লেগেছে (ঘটনা)	২২৩
আমরা নিদর্শন কেন দেখিনা?	২২৪
বিজোড় রাতগুলোতে অব্বেষণ করো	২২৪
শেষ সাত রাতে অব্বেষণ করো	২২৪
লাইলাতুল কদর গোপন কেন?	২২৫
হিকমতের মাদানী ফুল	২২৬
বছরের যে কোন রাত শবে কদর হতে পারে	২২৭
রহমতে কাওনাইন ﷺ এর শায়খাইন رضى الله تعالى عنهم সহ আগমন	২২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইমাম আযম, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের উক্তি সমূহ	২২৯
শবে কদর পরিবর্তন হতে থাকে	২৩০
শায়খ আবুল হাসান শাযেলেী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এবং শবে কদর	২৩০
২৭শে রাত শবে কদর	২৩০
যেন শবে কদর অর্জন করে নিলো	২৩১
শবে কদরের দোয়া	২৩২
শবে কদরের নফল সমূহ	২৩২
বিদায় মাহে রমযান	
দরুদ শরীফের ফযীলত	২৩৯
“আল বিদা মাহে রমযান” পাঠ করা জায়য	২৩৯
“আল বিদা মাহে রমযান” সম্পর্কে ১২টি নিয়্যত	২৩৯
রমযানের আগমনে মোবারকবাদ দেয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত	২৪১
রমযানের বিরহে অন্তর ডুবে যাচ্ছে	২৪২
চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়	২৪৩
আমার জীবনের কি ভরসা	২৪৪
পূর্ববর্তী লোকদের দোয়ায় সারা বছরই রমযানের স্মরণ থাকতো!	২৪৪
ঈদের পূর্ব রাতে আশিকানে রমযানের অনুভূতি	২৪৫
রমযানের বিরহের উৎসাহ	২৪৫
রমযান মাসের বিচ্ছেদে কেন কান্না করবো না!	২৪৬
জুমাতুল ওয়াদার বয়ানে প্রাণ দিয়ে দিলো (কাহিনী)	২৪৬
রমযান মাসের শেষ রাতে খোদাতীতিতে ওফাত (কাহিনী)	২৪৯
“আল বিদা মাহে রমযান”এর শরয়ী প্রমাণ কি?	২৫১
মূলতঃ তা মুবাহ	২৫৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বীনে নতুন উদ্ভব পদ্ধতি বের করার হাদীসে অনুমতি	২৫৩
“আল বিদা” শবনে তাওবা ও নেকীর প্রেরণা অর্জিত হয়	২৫৪
সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ফতোয়া থেকে অর্জিত ৯টি মাদানী ফুল	২৫৬
খুতাবে ইলমীতে “আল বিদা”র পঙতি	২৫৭
খুতবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা	২৫৮
“আল বিদা মাহে রমযান” এর বাহার	২৫৮
ফয়যানে ইতিকাফ	
দরুদ শরীফের ফযীলত	২৬১
ইতিকাফ পুরোরো ইবাদত	২৬২
মসজিদকে পরিস্কার রাখার আদেশ	২৬২
দশ দিনের ইতিকাফ	২৬৩
আশিকদের প্রবল আগ্রহ	২৬৩
উটনী নিয়ে চক্কর লাগানোর রহস্য	২৬৩
ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্যই জামাআত সহকারে নামাযের অপেক্ষা	২৬৪
এক দিনের ইতিকাফের ফযীলত	২৬৪
পূর্ববর্তী গুনাহের ক্ষমা	২৬৪
প্রিয় আক্বা ﷺ এর ইতিকাফের স্থান	২৬৫
সারা মাসের ইতিকাফ	২৬৫
তুরস্কবাসীদের তাবুতে ইতিকাফ	২৬৬
ইতিকাফের মহান উদ্দেশ্য	২৬৬
কোন অন্তরাল ছাড়া মাটিতে সিজদা করা মুস্তাহাব	২৬৭
প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর দু’টি বাণী	২৬৭
দু’টি হজ্জ ও দু’টি ওমরার সাওয়াব	২৬৭
না করেও নেকীর সাওয়াব	২৬৮
প্রতিদিন হজ্জের সাওয়াব	২৬৮
ইতিকাফের সংজ্ঞা	২৬৯
ইতিকাফের শাব্দিক অর্থ	২৬৯
এখনতো ধনীর দরজায় বিছানা পেতে দিয়েছে	২৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ইতিকারফের প্রকারভেদ	২৬৯	কাঁচা পিয়াজ বিশিষ্ট আচার ও দধির তৈরী বুরহানী থেকে বিরত থাকুন	২৯০
ওয়াজিব ইতিকারফ	২৭০	মাহফিলে আগরবাতি জ্বালানো	২৯০
সুন্নাত ইতিকারফ	২৭০	দুর্গন্ধমুক্ত মুখ নিয়ে মুসলমানের সমাবেশে যেতে নিষেধাজ্ঞা	২৯০
ইতিকারফের নিয়ত এভাবে করণ	২৭১	নামাযের সময় কাঁচা পিয়াজ খাওয়া কেমন?	২৯১
নফল ইতিকারফ	২৭১	কাঁচা পিয়াজ খাওয়ার সময় سُورَةُ পাঠ করা মাকরুহ	২৯২
মসজিদে পানাহার করা	২৭২	মুখের দুর্গন্ধ সম্পর্কে অবগত হওয়ার উপায়	২৯২
সম্মিলিত ইতিকারফের ৪১টি নিয়ত	২৭২	মুখের দুর্গন্ধের প্রতিকার	২৯৩
ইতিকারফ কোন মসজিদে করবে?	২৭৬	মুখের দুর্গন্ধের মাদানী চিকিৎসা	২৯৪
ইতিকারফকারী ও মসজিদের সম্মান	২৭৬	ইস্তিজা খানা মসজিদ থেকে কতটুকু দূরে হওয়া উচিত?	২৯৪
আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি দয়া করবেন না	২৭৭	নিজ পোষাক পরিচ্ছদের প্রতি সজাগ থাকার অভ্যাস গড়ুন	২৯৫
আল্লাহ তোমার হারানো বস্তু ফিরিয়ে না দিক	২৭৭	মসজিদে শিশুদের নেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা	২৯৭
তবে তোমাদের শাস্তি দিতাম	২৭৭	মাছ-মাংস বিক্রেতারা	২৯৭
মুবাহ কথা নেকী সমূহকে গ্রাস করে	২৭৮	ঘুমানোর কারণে মুখ দুর্গন্ধ হয়ে যায়	২৯৮
৪০ বছরের আমল নষ্ট করে দেয়	২৭৮	ঘামের দুর্গন্ধমুক্ত পোষাক	২৯৮
মসজিদে হাসা কবরে অন্ধকার আনয়ন করে	২৭৮	মুখ পরিষ্কার করার উপায়	২৯৯
কবরে অন্ধকার	২৭৮	দাঁড়িকে দুর্গন্ধ থেকে বাঁচান	২৯৯
দা'ওয়াতে ইসলামীর মুফতীর ইতিকারফ	২৭৯	সুগন্ধিময় তেল তৈরীর সহজ উপায়	২৯৯
মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী ইস্তিকালের পরও মাদানী কাফেলার দাওয়াত দিয়েছেন	২৮০	সম্ভব হলে প্রতিদিন গোসল করণ	৩০০
মসজিদ সম্পর্কীত ১৯টি মাদানী ফুল	২৮১	পাগড়ীকে দুর্গন্ধ থেকে বাঁচানোর উপায়	৩০০
মসজিদকে সুবাসিত রাখুন!	২৮৬	পাগড়ী কিরূপ হওয়া উচিত	৩০১
মসজিদে কফ দেখে ছয়র এর অসম্ভষ্টি	২৮৬	সুগন্ধি লাগানোর নিয়ত এবং উপলক্ষ্য	৩০১
ফারুককে আযম এবং মসজিদে সুগন্ধি	২৮৬	ফিনায়ে মসজিদ ও ইতিকারফকারী	৩০৪
মসজিদকে সুবাসিত রাখুন!	২৮৬	ইতিকারফকারী ফিনায়ে মসজিদে যেতে পারবে	৩০৪
এয়ার ফ্রেশনার থেকে ক্যান্সার হতে পারে	২৮৬	আ'লা হযরত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ফতোয়া	৩০৫
মুখে দুর্গন্ধ হলে মসজিদে যাওয়া হারাম	২৮৭	মসজিদের ছাদে উঠা	৩০৬
মুখে দুর্গন্ধ হলে নামায মাকরুহ	২৮৮	ইতিকারফকারী মসজিদ থেকে বের হওয়ার অবস্থা	৩০৬
দুর্গন্ধযুক্ত মলম লাগিয়ে মসজিদে আসার নিষেধাজ্ঞা	২৮৯		
কাঁচা পিয়াজ খাওয়াতেও মুখ দুর্গন্ধময় হয়ে যায়	২৮৯		
মসজিদে কাঁচা মাংস নিয়ে যাবেন না	২৮৯		

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. শরয়ী প্রয়োজন	৩০৬
শরয়ী প্রয়োজন সম্পর্কিত ৩টি মাদানী ফুল	৩০৬
২. প্রাকৃতিক প্রয়োজন	৩০৭
প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পর্কিত ৪টি মাদানী ফুল	৩০৭
ইতিকাহফ ভঙ্গকারী বিষয়ের বর্ণনা	৩০৮
ইতিকাহফ ভঙ্গকারী বিষয় সম্পর্কিত ১২টি মাদানী ফুল	৩০৮
আমার কোমরের ব্যথা দূর হয়ে গেলো	৩১০
নিরব রোয়া	৩১১
প্রয়োজন মেটানোও এবং একদিনের ইতিকাহফের ফযীলত	৩১২
মুসলমানকে খুশি করার ফযীলত	৩১৩
ইতিকাহফে বৈধ কাজের অনুমতি সম্বলিত ৮টি মাদানী ফুল	৩১৪
ইতিকাহফ কাযা করার পদ্ধতি	৩১৫
ইতিকাহফের ফিদিয়া	৩১৬
ইতিকাহফ ভঙ্গ করার তাওবা	৩১৬
প্রসিদ্ধ ব্যাড পার্টির মালিকের তাওবা	৩১৬
ইতিকাহফকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র	৩১৭
ইতিকাহফের ৩০টি মাদানী ফুল	৩১৮
আশিকানে রাসুলের সঙ্গ আমায় কি থেকে কি বানিয়ে দিলো!	৩২৩
নিজের জিনিসপত্র সামলানোর উপায়	৩২৪
ইতিকাহফ অবস্থায় অসুস্থ হওয়ার কারণ	৩২৫
খাবারে সতর্কতার উপকারীতা	৩২৬
আমি মুসলমানদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি	৩২৬
অত্যাচারীদের জন্য দীর্ঘায়ুর দোয়া করা কেমন?	৩২৭
মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা সাওয়াবের কাজ	৩২৭
কাবাব ও ছমুচা ভক্ষণকারীরা মনোযোগী হোন	৩২৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
তেলে ভাজা বস্ত্র থেকে সৃষ্ট ১৯টি রোগ চিহ্নিত করণ	৩২৯
বিপদজনক বিষের প্রতিষেধক	৩৩০
তেলে ভাজা বস্ত্রের ক্ষতি কমানোর উপায়	৩৩০
অবশিষ্ট তেল আবানো ব্যবহার করার পদ্ধতি	৩৩১
চিকিৎসা বিজ্ঞান নির্ভুল নয়	৩৩১
ফ্যাশন পুজারী যুবক সূনাতের মুবাল্লিগ হয়ে গেলো	৩৩১
ইসলামী বোনদের ইতিকাহফ	৩৩২
ইসলামী বোনেরাও ইতিকাহফ করণ	৩৩২
ইসলামী বোনদের জন্য ১৩টি মাদানী ফুল	৩৩৩
ইসলামী বোনদের ইতিকাহফ কাযা করার পদ্ধতি	৩৩৫
প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর ৭টি পৃথক বাণী	৩৩৬
চিহ্নের নমুনা সমূহ	৩৩৬
ঈদ মুবারক (কালাম)	৩৩৭
চারজন মিথ্যা দাবীদার	৩৩৮
ছয় ধরনের ব্যক্তির জন্য কল্যাণের দরজা বন্ধ	৩৩৮
ফয়যানে ঈদুল ফিতর	
মাওলা আলী খালি হাতের তালুতে দম করলেন এবং...	৩৩৯
অন্তর জীবিত থাকবে	৩৪০
জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়	৩৪০
সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা	৩৪১
কোন ভিখারী নিরাশ হয়ে ফিরে না	৩৪১
শয়তানের অস্থিরতা	৩৪২
শয়তান কি সফল?	৩৪২
অপব্যয়ের ১১টি সংজ্ঞা	৩৪৪
অপব্যয়ের স্পষ্ট সংজ্ঞা:	৩৪৪
অস্থানে সম্পদ ব্যয় করা	৩৪৫
অপব্যয় ও অপচয়ের মধ্যে পার্থক্য	৩৪৫
মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য	৩৪৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
জীবনের উদ্দেশ্য কি?	৩৪৬
ঘরেই জন্ম হয়ে গেলো	৩৪৬
গর্ভ হিফাজতের ২টি রূহানী চিকিৎসা	৩৪৭
ঈদ নাকি শান্তি?	৩৪৭
আউলিয়ায়ে কিরামরাও رَحْمَةُ اللهِ تَكُنْ তো ঈদ উদযাপন করেছেন	৩৪৮
ঈদের অসাধারণ খাবার	৩৪৮
আত্মাকেও সাজান	৩৫০
অপবিত্র বস্তুর উপর রূপার পাত	৩৫০
ঈদ কার জন্য?	৩৫০
সায়িদুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ঈদ	৩৫১
আমাদের আত্মতৃপ্তি	৩৫১
শাহজাদার ঈদ	৩৫২
শাহজাদীদের ঈদ	৩৫৩
মরহুম পিতার প্রতি দয়া	৩৫৪
হুযর গাউছে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ঈদ	৩৫৫
একজন ওলীর ঈদ	৩৫৫
কারামতের এক শাখা	৩৫৬
একজন দানবীরের ঈদ	৩৫৭
সালাম তাকে, যিনি অসহায়কে সহায়তা করেছেন	৩৫৮
শ্রবণশক্তি পুনরায় ফিরে পেলো	৩৫৮
সদকায়ে ফিতর	৩৫৯
সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব	৩৫৯
সদকায়ে ফিতর অহেতুক কথাবার্তার কাফ্ফারা স্বরূপ	৩৫৯
রোযা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে	৩৬০
ফিতরার ১৬টি মাদানী ফুল	৩৬০
সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ	৩৬৩
কবরে এক হাজার নূর প্রবেশ করবে	৩৬৪
ঈদের নামাযের পূর্বকার একটি সুন্নাত	৩৬৪
ঈদের নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)	৩৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঈদের জামাআত সম্পূর্ণ পাওয়া না গেলে তবে....?	৩৬৫
ঈদের জামাআত না পেলে তবে কি করবে?	৩৬৬
ঈদের খুতবার আহকাম	৩৬৭
ঈদের ২০টি মাদানী ফুল	৩৬৭
ঈদুল আযহার একটি মুস্তাহাব	৩৬৮
আমি ঈদের নামাযও পড়তাম না	৩৬৯
আমি গুনাহগারের উপরও দয়ার ফেঁটা পড়েছে	৩৭০
রিযিকে বরকতের অতুলনীয় ওযীফা	৩৭১
পাগড়ী সম্পর্কে হুযর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ৬টি বাণী	৩৭২
নফল রোযার ফযীলত	
দরুদ শরীফের ফযীলত	৩৭৩
নফল রোযার ইহকালিন ও পরকালিন উপকারিতা	৩৭৩
রোযাদারদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ	৩৭৪
নফল রোযার ফযীলত সম্পর্কিত প্রিয় মুস্তফা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ১৩টি বাণী	৩৭৫
জান্নাতের অভিনব গাছ	৩৭৫
দোযখ থেকে ৪০ বছরের দূরত্ব	৩৭৫
দোযখ থেকে ৫০ বছর সফরের দূরত্ব	৩৭৬
পৃথিবী সমপরিমাণ স্বর্ণের চেয়েও বেশি সাওয়াব	৩৭৬
জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে	৩৭৬
কাক শিশুকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত উড়তে থাকে এমনকি...	৩৭৬
রোযার ন্যায় কোন আমল নেই	৩৭৭
রোযা রাখো, স্বাস্থ্যবান হয়ে যাবে	৩৭৭
হাশরের ময়দানে রোযাদারদের আনন্দ	৩৭৭
...তখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে	৩৭৭
যতক্ষণ রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হবে	৩৭৮
হাঁড় সমূহ তাসবীহ পাঠ করে	৩৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
রোযাবস্থায় মৃত্যুর ফযীলত	৩৭৯
সৎকাজের সময় মৃত্যুর সৌভাগ্য	৩৭৯
কালু চাচার ঈমান তাজাকারী মৃত্যু	৩৭৯
প্রচণ্ড গরমে রোযা রাখার ফযীলত (ঘটনা)	৩৮১
কিয়ামতে রোযাদাররা খাবে	৩৮১
আশুরার রোযার ফযীলত	৩৮২
আশুরায় সংঘটিত ৯টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা	৩৮২
মুহাররমুল হারাম ও আশুরার রোযার ৬ টি ফযীলত	৩৮৩
মুসা <small>عليه السلام</small> এর ওরশ দিবস	৩৮৩
ঈদে মিলাদুনবী <small>عليه السلام</small> ও দা'ওয়াতে ইসলামী	৩৮৪
আশুরার রোযা	৩৮৫
ইহুদীদের বিরোধীতা করো	৩৮৫
সারা বছর ঘরে বরকত	৩৮৬
রজবুল মুরাজ্জবের রোযা	৩৮৬
সম্মানিত চারটি মাসের নাম	৩৮৭
রজবকে সম্মান করার বরকতের ঘটনা	৩৮৮
আল্লাহ তায়ালা মাস	৩৮৯
রজবে কষ্ট দূর করার ফযীলত	৩৮৯
দুই বছরের ইবাদতের সাওয়াব	৩৮৯
রজবের বিভিন্ন নাম ও অর্থ	৩৯০
রজব শব্দের ৩টি হরফের বিষয়ে কি আর বলবো!	৩৯০
ইবাদতের বীজ বপনের মাস	৩৯১
যা সারা জীবনে শিখতে পারেনি তা দশদিনে শিখে নিলো	৩৯১
জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার পাঁচটি রাত	৩৯২
প্রথম রোযা ৩ বছরের গুনাহের কাফ্ফারা	৩৯৩
জান্নাতী প্রাসাদ	৩৯৩
একটি জান্নাতী নহরের (নদী) নাম রজব	৩৯৩
একটি রোযার ফযীলত	৩৯৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
হযরত নূহ <small>عليه السلام</small> এর নৌকায় রজবের রোযার বাহার	৩৯৪
একশত বছরের রোযার সাওয়াব	৩৯৫
২৭ রজব রাতে ১২ রাকাত নফলের ফযীলত	৩৯৫
৬০ মাসের রোযার সাওয়াব	৩৯৬
...তবে যেনো একশত বছর রোযা রাখলো	৩৯৬
দা'ওয়াতে ইসলামী ও জশনে মিরাজ্জুনবী <small>عليه السلام</small>	৩৯৬
কাফন ফেরত	৩৯৭
অতি আদর আমাকে একগুঁয়ে বানিয়ে দিয়েছিলো	৩৯৮
সংস্পর্শ সম্পর্কিত ৩টি বর্ণনা	৩৯৯
অসৎ সহচরের প্রতি নিষেধাজ্ঞা	৪০০
শা'বানুল মুয়ায্যমের রোযা	৪০১
প্রিয় নবী <small>عليه السلام</small> এর মাস	৪০১
শা'বানের পাঁচটি বর্ণের বাহার	৪০১
সাহাবায়ে কিরাম <small>عليهم السلام</small> এর আগ্রহ	৪০২
বর্তমান মুসলমানের প্রেরণা	৪০২
রমযানের সম্মানার্থে শা'বানের রোযা	৪০৩
প্রিয় নবী <small>عليه السلام</small> শা'বানের অধিকাংশ রোযা রাখতেন	৪০৩
হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা	৪০৪
মৃত্যুবরণকারীর তালিকা তৈরীর মাস	৪০৪
নফল রোযার পছন্দনীয় মাস	৪০৫
মানুষ এর প্রতি উদাসীন	৪০৫
সামর্থ অনুযায়ী আমল করুন	৪০৫
দা'ওয়াতে ইসলামীতে রোযার বাহার	৪০৬
ঘুড়ি উড়ানোর আগ্রহী	৪০৬
রমযানের পর কোন মাস উত্তম	৪০৭
পনেরতম রাতে তাজাল্লী	৪০৭
শত্রুতা পোষণকারীর দূর্দশা	৪০৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
অসংখ্য গুনাহগারের ক্ষমা হয়ে থাকে, কিন্তু...	৪০৮
হযরত সাযিয়দুনা দাউদ <small>عليه السلام</small> এবং শবে বরাত	৪০৯
বধিষ্ঠত লোক	৪১০
ইমামে আহলে সুনাত <small>رضية الله تعالى عنه</small> এর বার্তা, সকল মুসলমানের জন্য	৪১১
শবে বরাতের সম্মান	৪১২
কল্যাণময় চারটি রাত	৪১৩
বরের নাম মৃতদের তালিকায়!	৪১৩
ঘর নির্মাণকারী মৃতদের তালিকায়	৪১৩
সারা বছরের কার্যক্রম পরিবর্তন	৪১৪
স্পর্শকাতর সিদ্ধান্ত	৪১৫
উপকারী কথা	৪১৫
মাগরিবের পর ছয় রাকাত নফল নামায	৪১৬
অর্ধ শা'বানুল মুয়াযযমের দোয়া	৪১৭
সঙ্গে মদীনা <small>عليه السلام</small> এর মাদানী আবেদন	৪১৮
সারা বছর যাদু থেকে নিরাপত্তা	৪১৯
শবে বরাতে ও কবর যিয়ারত	৪১৯
কবরের উপর মোমবাতি জ্বালানো	৪২০
সবুজ প্রজ্ঞাপন	৪২০
আতশবাজির আবিষ্কারক কে?	৪২১
শবে বরাতে প্রচলিত আতশবাজি হারাম	৪২১
আতশবাজির জায়গ পছ	৪২২
হযর <small>عليه السلام</small> সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে রাখলেন	৪২৩
ঈদের পর ৬টি রোযার ফযীলত সম্বলিত মুস্তফা <small>عليه السلام</small> এর ৩টি বাণী	৪২৫
নবজাতকের ন্যায় গুনাহ থেকে পবিত্র	৪২৫
যেনো সারা জীবন রোযা রাখলো	৪২৫
সারা বছর রোযা রাখুন	৪২৬
ঈদের পর ছয় রোযা কখন রাখবে?	৪২৬
যিলহিজ্জাতুল হারামের প্রথম দশ দিনের ফযীলত	৪২৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
যিলহিজ্জাতুল হারামের ১০ দিনের ফযীলত সম্বলিত প্রিয় মুস্তফা <small>عليه السلام</small> এর ৪টি বাণী	৪২৭
'আইয়ামে বীয' এর রোযা	৪২৮
আইয়ামে বীযের রোযা সম্পর্কিত ৩টি বর্ণনা	৪২৮
আইয়ামে বীযের রোযা সম্পর্কিত প্রিয় মুস্তফা <small>عليه السلام</small> এর ৫টি বাণী	৪২৯
মৃত্যুর জন্য দোয়া প্রার্থনা করতেন	৪২৯
সোমবার শরীফ ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কিত ৫টি বর্ণনা	৪৩০
বুধবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার ৩টি ফযীলত	৪৩২
বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযার ফযীলত সম্বলিত প্রিয় মুস্তফা <small>عليه السلام</small> এর ৩টি বাণী	৪৩৩
শুক্রবারের রোযা সম্পর্কিত প্রিয় মুস্তফা <small>عليه السلام</small> এর ৫টি বাণী	৪৩৩
শুধুমাত্র শুক্রবার রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত প্রিয় মুস্তফা <small>عليه السلام</small> এর ৩টি বাণী	৪৩৫
শুক্রবারের রোযা সম্পর্কে একটি ফতোয়া	৪৩৬
শনিবার ও রবিবারের রোযা	৪৩৭
নফল রোযার ১৩টি মাদানী ফুল	৪৩৭
সর্বদা রোযা রাখা	৪৩৯
হাদীসের ব্যাখ্যা	৪৪০
রোযাদারদের ১২টি ঘটনা	
দরুদ শরীফের ফযীলত	৪৪১
১. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং রোযাদার গ্রাম্য লোক	৪৪১
২. সত্যবাদী রাখাল	৪৪২
৩. অনন্য কাফফারা	৪৪৩
৪. সিদ্দীকা <small>رضي الله تعالى عنها</small> লাখো দিরহাম লুটিয়ে দিলেন!	৪৪৫
আশিকানে রাসুলের সাক্ষাতের বরকত	৪৪৫
৫. হুরেরা কলসী ফেলে দিলো	৪৪৭
তীব্র গরমের দিনেও পানি গরম করে পান করতেন (ঘটনা)	৪৪৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
৬. তিনজনের মধ্যে বড় দানশীল কে!	৪৪৮
ইছারের ফযীলত	৪৫০
৭. রোযাদারের কবরের সুগন্ধিযুক্ত মাটি	৪৫১
ইমাম বুখারীর কবরের সুবাসিত মাটি	৪৫১
দালাইলুল খয়রাত প্রণেতার কবর থেকেও সুগন্ধি আসতো	৪৫১
৮. রমযান ও ঈদদের পর ছয় রোযার বরকত	৪৫২
৯. রমযানের চাঁদ	৪৫৩
লিভার ক্যাম্পার ভাল হয়ে গেলো	৪৫৪
১০. দু'জন গীবতকারীনির ঘটনা	৪৫৫
১১. লাগাতার চল্লিশ পর্যন্ত বছর রোযা	৪৫৭
হযরত দাউদ তাস্ট رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নফসকে কাবু করার ঘটনাবলী	৪৫৭
নিজের নেকীসমূহের ঘোষণা	৪৫৮
লৌকিকতার সংজ্ঞা	৪৫৯
হিফয করার খুশীতে অনুষ্ঠান	৪৫৯
হেফয করা সহজ কিন্তু হাফিয থাকা কঠিন	৪৫৯
হেফয ভুলে যাওয়ার শাস্তি	৪৬০
প্রিয় নবী ﷺ এর তিনটি বাণী	৪৬১
রযবী বার্তা	৪৬১
নেকী প্রকাশ করার কখন অনুমতি রয়েছে?	৪৬২
১২. রোযাদারদের এলাকা	৪৬৩
মাংসের স্রাণ নিয়েই...	৪৬৩
অবুবা শিশুর পক্ষ থেকে নেকীর দাওয়াত	৪৬৪
মাদানী মুন্নী মেহেদী দেয়া হাত কেন দেখালো?	৪৬৫
আমি জুমার নামায থেকেও বঞ্চিত ছিলাম	৪৬৬
ইতিকাফকারীদের ৪০টি মাদানী বাহার	
দরুদ শরীফের ফযীলত	৪৬৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. শিকারী নিজেই শিকার হয়ে গেলো	৪৭০
২. আমি কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম	৪৭১
৩. আমি ঈদ ছাড়া কখনো নামায পড়িনি!	৪৭৩
৪. ইতিকাফের বরকত পুরো বংশই মুসলমান হয়ে গেলো	৪৭৪
৫. আমি পুরোপুরি দুনিয়াদার ছিলাম	৪৭৪
৬. আমাকেও আপনার মত গড়ে নিন	৪৭৫
৭. আমার চোখে পানি এসে গেলো!	৪৭৭
৮. আশিকানে রাসুলের মায়া মমতা সম্মান রাখলো	৪৭৭
৯. ইসলাম পরিপস্থি মতাদর্শ পোষণকারীদের তাওবা	৪৭৮
১০. এখন তো গর্দান কেটে যাবে কিন্তু...	৪৭৯
১১. মৃগী রোগ ভাল হয়ে গেলো	৪৮০
১২. আমি ক্লিন শেভকারী ছিলাম	৪৮১
১৩. আমার গুনগুনিয়ে সিনেমার গান গাওয়ার অভ্যাস ছিলো	৪৮২
১৪. মডার্ন যুবক উন্নতি করতে করতে...	৪৮২
১৫. আমি নেশা কিভাবে ছাড়লাম!	৪৮৩
১৬. এই ইতিকাফে কি হয়?	৪৮৪
১৭. সে চুরিও করতো	৪৮৫
১৮. ইতিকাফের বরকতে শহরে মাদানী মারকায পেয়ে গেলো	৪৮৬
১৯. ইতিকাফের ফয়েয ইংল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছলো	৪৮৭
২০. আমি ফয়যানে মদীনা ছেড়ে যাবোনা	৪৮৮
২১. ইতিকাফের বরকতে হাটুর ব্যথা চলে গেলো	৪৮৯
২২. দাঁড়ি সাজলো, মাথা সবুজ হয়ে গেলো	৪৯০
২৩. কলহ দূর হয়ে গেলো	৪৯০
জীবনের শেষ বছর সংক্রান্ত একটি শিক্ষণীয় বর্ণনা	৪৯১

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৪. পরিবারের সদস্যরা ঘর থেকে বের করে দিতো	৪৯৩	আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় কোরআনের আয়াতের উচ্চারণ লেখা নাজায়িয	৫০৪
২৫. মসজিদের খতিব বানিয়ে দিলো	৪৯৪	৩৫. ঘরেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করে নিলো	৫০৫
২৬. জীবন উদাসীনতায় অতিবাহিত হচ্ছিলো	৪৯৫	৩৬. রমযানের রোযা খুবই কম রাখতাম	৫০৬
২৭. সে তাহাজ্জুদ গুজার হয়ে গেলো	৪৯৫	৩৭. মেরদন্ডের ব্যথা থেকে মুক্তি	৫০৭
২৮. হযুর ﷺ! আপনার দিদার করিয়ে দিন	৪৯৬	৩৮. হ্যাপি নিউ ইয়ারের অভিলাষ	৫০৮
২৯. সে আশ্চর্য যে, শ্লোকের খেলা কিভাবে ছেড়ে দিলো!	৪৯৭	আমাদের হিজরী সালকে সম্মান করা উচিত	৫০৯
৩০. কৌতুকাভিনেতা মুবাল্লিগ হয়ে গেলো	৪৯৯	৩৯. আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকত	৫০৯
৩১. হাজরে আসওয়াদকে চুমু খেলাম	৪৯৯	৪০. ভেজাল মিশ্রিত মসলার ব্যবসা বন্ধ করে দিলো	৫১১
৩২. অসৎ সহচর্যে থাকার গুনাহ ছুটে গেলো	৫০১	ফয়যানে সুন্নাত হতে দরসের ২২টি মাদানী ফুল	
৩৩. মদীনার প্রতি প্রবল আগ্রহের মধ্যে ১২টি চাঁদের কিরণ লেগে গেলো	৫০১	ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দেয়ার পদ্ধতি	৫১৬
৩৪. ৭০ বছর বয়স্ক ইসলামী ভাইয়ের অনুভূতি	৫০২	দরস শেষে এভাবে তারগীব দিন	৫১৭



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাত)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রমযান শরীফের ফযীলত

শয়তান লাখো অলসতা দিবে তবুও আপনি সাহস করে ফয়যানে রমযান (প্রতি বছর পবিত্রশাবান মাসে) সম্পূর্ণ পড়ে নিন, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকত আপনি নিজেই দেখবেন।

দরুদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মানুষদের মধ্যে আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী সেই হবে, যে আমার প্রতি সর্বাপেক্ষা বেশি দরুদ শরীফ প্রেরণ করবে।”

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দয়ালু আল্লাহ পাকের কোটি কোটি অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে রমযানের মতো মহান নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন। রমযান মাসের ফযীলত সম্পর্কে কী বলবো! এর প্রতিটি মুহূর্তই রহমতে পরিপূর্ণ, রমযানুল মোবারকে প্রত্যেক নেকীর সাওয়াব ৭০ গুণের চেয়েও বেশি। (মীরাভ, ৩য় খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা) নফলের সাওয়াব ফরযের সমান, আর ফরযের সাওয়াব সত্তর গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, আরশ বহনকারী ফিরিশতারা রোযাদারদের দোয়ায় ‘আমীন’ বলেন এবং প্রিয় নবী ﷺ এর বাণী অনুযায়ী: “রমযানে রোযাদারের জন্য মাছেরা ইফতার পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।”

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

ইবাদতের দরজা

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত হুযুর

عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “রোযা হলো ইবাদতের দরজা।”

(আল জামেউস সগীর, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১৫)

কোরআন অবতীর্ণ

এই মোবারক মাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, আল্লাহ পাক এতে কোরআন শরীফ অবতীর্ণ করেছেন। যেমনটি পবিত্র কোরআনের ২য় পারার সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালায় মহান ইরশাদ হচ্ছে:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ
الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ
عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ
بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

১৪৫

(পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৮৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: রমযান মাস, যাতে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে- মানুষের জন্য হিদায়াত ও পথ-নির্দেশ এবং মীমাংসার সুস্পষ্ট বাণী সমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেনো অবশ্যই সেটার রোযা পালন করে। আর যে কেউ অসুস্থ হয় কিংবা সফরে থাকে, তবে ততসংখ্যক রোযা অন্য দিনগুলোতে (পূর্ণ করবে)। আল্লাহ (তায়াল্লা) তোমাদের জন্য সহজ চান এবং তোমাদের জন্য কঠিন (ক্লেশ) চান না। আর এজন্য যেন তোমরা সংখ্যা পূরণ করবে এবং আল্লাহ (তায়ালার) মহিমা বর্ণনা করবে এর উপর যে, তিনি তোমাদেরকে হিদায়াত করেছেন এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হও।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

মাসগুলোর নামকরণের কারণ

রমযান (رَمَضَانَ) এটি “رَمَضٌ” থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে “গরমে পুড়ে যাওয়া”। কেননা যখন মাসগুলোর নাম প্রাচীন আরবদের ভাষা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে, তখন যে ধরনের ঋতু ছিলো, সে অনুসারেই মাস সমূহের নাম রাখা হয়েছে, ঘটনাক্রমে সে সময় রমযান খুবই গরমে এসেছিলো, তাই এই নাম রাখা হয়েছে। (আন নিহায়াতু লিহিবনিল আ'সির, ২য় খন্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা) হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى বলেন: কোন কোন তাফসীরকারক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى বলেন: যখন মাসগুলোর নাম রাখা হলো, তখন যে ঋতুতে যে মাস ছিলো, সে অনুসারেই ওই মাসের নাম রাখা হয়েছে। যে মাস গরমের দিনে ছিলো, সে মাসকে ‘রমযান’ বলা হয়েছে এবং যা বসন্ত কালে ছিলো সেটাকে ‘রবিউল আউয়াল’ আর যে মাস শীতের দিনে ছিলো, যখন পানি জমে যাচ্ছিলো, ‘সেটাকে জমাদিউল আউয়াল’ বলা হলো। (তাফসীরে নঈমী, ২য় খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

লাল ইয়াকুত পাথরের ঘর

হযরত সায্যিদুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছে: “যখন রমযান মাসের প্রথম রাত আসে, তখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং শেষ রাত পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। যেকোন বান্দা এই মোবারক মাসের যেকোন রাতে নামায আদায় করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তার প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে তার জন্য পনেরশত নেকী লিখে দেন এবং তার জন্য জান্নাতে লাল পদ্মরাগ পাথরের দ্বারা ঘর তৈরী করেন। আর যে কেউ রমযান মাসের প্রথম রোযা রাখে, তবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়, আর তার জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৭০ হাজার ফিরিশতা মাগফিরাতের দোয়া



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

করতে থাকে। রাত ও দিনে যখনই সে সিজদা করে, তার প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে তাকে (জান্নাতের) এক একটি এমন বৃক্ষ দান করা হয় যে, এর ছায়ায় (ঘোড়া) আরোহী পাঁচশত বছর পর্যন্ত চলতে থাকবে।”

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৩৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

অন্ধ ভাগিনীর অন্ধত্ব দূর হয়ে গেলো (মাদানী বাহার)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের সহচর্য অর্জিত হওয়াবস্থায় রমযানুল মোবারক মাসের বরকত লুটতে উত্তম মানসিকতা তৈরী হয়, নতুবা খারাপ সংস্পর্শ থেকে এই মোবারক মাসেও অধিকাংশ লোক গুনাহে ডুবে থাকে। আসুন! গুনাহের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত এক অভিনেতার “মাদানী বাহার” শ্রবণ করি, যাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশই আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে মাদানী রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে এবং তার অন্ধ ভাগিনীর অন্ধত্ব দূর করে দিলেন! যেমনটি আওরঙ্গি টাউন (বাবুল মদীনা) এর এক ইসলামী ভাই অভিনেতা ছিলো, মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম ও ফ্যাংশনে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো, অন্তর ও মস্তিষ্কে অলসতার এমন পর্দা পড়ে গিয়েছিলো যে, না নামায আদায় করার সৌভাগ্য হতো, না গুনাহের প্রতি অনুশোচনা হতো। সাহায্যে মদীনা বাবুল মদীনায় বাবুল ইসলাম পর্যায়ে অনুষ্ঠিত তিন দিনের সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় (১৪২৪ হিজরী, ২০০৩ ইং) অংশগ্রহণ করার জন্য এক যিম্মাদার ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে উৎসাহিত করলো। সৌভাগ্যক্রমে! এতে তার অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য নসীব হয়ে গেলো। তিন দিনের ইজতিমা শেষে হৃদয়গ্রাহী দোয়ায় তার জীবনের গুনাহের প্রতি খুবই অনুশোচনা হলো, সে তার উদ্দীপনাকে আর ধরে রাখতে পারলো না এবং ফুর্ফিয়ে ফুর্ফিয়ে কাঁদতে লাগলো, ব্যস এই কান্না কাজে এসে গেলো!



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আখ্শুর রাজ্জাক)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ পেয়ে গেলো এবং সে আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান থেকে তাওবা করে নিলো এবং মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে নিলো। ২৫ ডিসেম্বর ২০০৪ ইং তারিখে মাদানী কাফেলায় যাত্রা করার সময় তার ছোট বোনের ফোন আসলো, সে বুক ভরা কান্না নিয়ে তার এক অন্ধ মেয়ের জন্মের সংবাদ শুনালো এবং আরো বললো: ডাক্তার এও বলে দিয়েছে যে, এর দৃষ্টিশক্তি কখনো ঠিক হবে না। ততটুকু বলেই তার কথা আটকে গেলো এবং ছোট বোন প্রচণ্ড বেদনায় ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলো। সেই ইসলামী তাকে ভাই তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিলো যে, اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় দোয়া করবো। সে মাদানী কাফেলায় নিজেও দোয়া করলো এবং আশিকানে রাসূলের দ্বারাও দোয়া করালো। যখন মাদানী কাফেলা থেকে ফিরলো দ্বিতীয় দিনই ছোট বোন ফোনে খুশি মনে এই আনন্দের সংবাদটুকু শুনাল যে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমার অন্ধ মেয়ে মেহেকের দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে এবং ডাক্তাররা আশ্চর্য হয়ে গেলো যে, এটা কিভাবে সম্ভব! কেননা আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানে এর কোন চিকিৎসাই ছিলো না! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে বাবুল মদীনা করাচীতে এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের একজন রোকন (সদস্য) হিসেবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ করার সৌভাগ্যও অর্জন করছে।

আফাতু সে না ডর, রাখ করম পর নয়র, রৌশন আঁখে মিঁলে, কাফিলে মে চলো।

আপকো চা'রা গর, নে গো মাযুস কর, ভী দিয়া মত ডরৈ, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ কতইনা সুন্দর! এর সংস্পর্শে এসে সমাজের না জানি কতযে পথহারা মানুষ সৎচরিত্রবান হয়ে সুন্নাতে ভরা সম্মানের জীবন অতিবাহিত করছে! তাছাড়া মাদানী কাফেলার মাদানী বাহার তো আপনাদের সামনেই। যেমনিভাবে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে অনেকের দুনিয়াবী সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** তেমনি নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত **هَيُّر** **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর সুপারিশে আখিরাতেের বিপদাপদও প্রশান্তিতে পরিণত হয়ে যাবে।

টুট যায়েঙ্গে গুনাহগারোঁ কে ফওরান কয়দ ও বন্দ,

হাশর কো খোল জায়েগি তাকুত রাসূলুল্লাহ কি। (হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৩ পৃষ্ঠা)

৫টি বিশেষ দয়া

হযরত সাযিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** থেকে বর্ণিত; খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হযুর পুরনূর **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “আমার উম্মতকে রমযান মাসে পাঁচটি এমন বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে প্রদান করা হয়নি:

﴿১﴾ যখন রমযানুল মোবারকের প্রথম রাত আসে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন আর যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টি দান করেন, তাকে কখনো আযাব দিবেন না। ﴿২﴾ সন্ধ্যায় তাদের মুখের গন্ধ (যা ক্ষুধার কারণে সৃষ্টি হয়) আল্লাহ তায়ালা নিকট মেশকের সুগন্ধির চেয়েও বেশি উত্তম। ﴿৩﴾ ফিরিশতারা প্রত্যেক রাত ও দিনে তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। ﴿৪﴾ আল্লাহ তায়ালা জান্নাতকে নির্দেশ দেন: “আমার (নেক) বান্দাদের জন্য সু-সজ্জিত হয়ে যাও! শীঘ্রই তারা দুনিয়ার কষ্ট হতে আমার ঘর ও অনুগ্রহে প্রশান্তি লাভ করবে।” ﴿৫﴾ যখন রমযান মাসের সর্বশেষ রাত আসে তখন আল্লাহ তায়ালা সবাইকে ক্ষমা করে দেন।”

উপস্থিতিদের মাঝে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আরয করলেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! এটা কি লাইলাতুল কদর? ইরশাদ করলেন: “না”। তোমরা কি দেখনি যে, শ্রমিকরা যখন নিজের কাজ সম্পন্ন করে নেয়, তখন তাদেরকে পারিশ্রমিক দেয়া হয়?” (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬০৩)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

‘সগীরা’ গুনাহের কাফফারা

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরাইরা رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত; হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম صلى الله تعالى عليه وآله وسلم এর প্রশান্তিমূলক বাণী হচ্ছে: “পাঁচ ওয়াক্তের নামায আর এক জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং এক রমযান মাস থেকে পরবর্তী রমযান মাস পর্যন্ত গুনাহ সমূহের কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা হয়।” (মুসলিম, ১৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৩)

আহ! সারা বছর যদি রমযানই হতো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পূরনূর صلى الله تعالى عليه وآله وسلم এর মহান বাণী হচ্ছে: “যদি বান্দারা জানতো যে, রমযান কি, তবে আমার উম্মতরা আশা করতো যে, আহ! সারা বছর যদি রমযান হতো।” (ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৮৬)

প্রিয় আক্বা হুযুর ﷺ এর জান্নাতরূপী বাণী

হযরত সাযিয়দুনা সালামান ফারসী رضي الله تعالى عنه বলেন; রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صلى الله تعالى عليه وآله وسلم শাবান মাসের শেষ দিনে ইরশাদ করেন: “হে লোকেরা! তোমাদের নিকট মহত্বপূর্ণ বরকতময় মাস এসেছে, মাসটি এমন যে, তাতে একটি রাত (এমনি রয়েছে যা) হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম, এর (মোবারক মাসের) রোযা আল্লাহ তায়ালা ফরয করেছেন আর এর রাতে কিয়াম^(১) সূন্নাত, যে ব্যক্তি এতে নেক কাজ করে, তবে তা এমন, যেন অন্যান্য মাসে ফরয আদায় করলো এবং এতে যে ফরয আদায় করলো, তবে তা এমন, যেন অন্যান্য দিনে সত্তর ফরয আদায় করলো। এই মাস হলো, ধৈর্যের আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত এবং এই মাস হচ্ছে সমবেদনা জ্ঞাপন ও কল্যাণ কামনার আর এই মাসে মু’মিনের রিযিক বাড়িয়ে দেয়া হয়।

১. এখানে কিয়াম দ্বারা উদ্দেশ্য তারাবীর নামায।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

যে ব্যক্তি এতে রোযাদারকে ইফতার করায়, তা তার গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ। আর তার গর্দান আগুন থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে এবং এই ইফতার করানো ব্যক্তিরও তেমনি সাওয়াব পাবে, যেমন রোযা পালনকারী পায়, তবে এতে তার (রোযাদারের) প্রতিদানে কোনরূপ কমতি হবে না।” আমরা আরয করলাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এমন জিনিস পাই না, যা দ্বারা রোযাদারদের ইফতার করাবে। নবী করীম, হুযুর পুরনূর ﷺ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ তায়ালা এ সাওয়াব ওই ব্যক্তিকে দান করবেন, যে এক চুমুক দুধ কিংবা একটি খেজুর অথবা এক চুমুক পানি দ্বারা রোযাদারকে ইফতার করায় আর যে ব্যক্তি রোযাদারকে পেট ভরে আহার করায়, তাকে আল্লাহ তায়ালা আমার ‘হাওয’ থেকে পান করাবেন, ফলে সে কখনও পিপাসার্ত হবে না, এমনকি জান্নাতে প্রবেশ করে নেবে। এটা হচ্ছে সেই মাস, যার প্রথমাংশ হচ্ছে (অর্থাৎ প্রথম দশদিন) ‘রহমত’ এবং এর মধ্যভাগ (অর্থাৎ মধ্যভাগের দশদিন) ‘মাগফিরাত’ আর শেষাংশ (অর্থাৎ শেষ দশদিন) ‘জাহান্নাম থেকে মুক্তি’। যে ব্যক্তি তার কর্মচারীর প্রতি এ মাসে কাজকর্ম সহজ করে দেয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেবেন। এই মাসে চারটি কাজ অধিক পরিমাণে করো, এর মধ্যে দু’টি হচ্ছে এমন, যার মাধ্যমে তুমি তোমার প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করবে আর অবশিষ্ট দু’টির প্রতি তুমি অমুখাপেক্ষী নও। সুতরাং ঐ দু’টি কাজ, যা দ্বারা তোমরা আপন প্রকিপালক আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করবে, তা হলো ﴿١﴾ رَبِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (১) মর্মে সাক্ষ্য দেয়া এবং ﴿٢﴾ ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর যে দু’টি থেকে তোমরা অমুখাপেক্ষী নও, তা হলো: ﴿٣﴾ আল্লাহ তায়ালা থেকে জান্নাত প্রার্থনা করা এবং ﴿٤﴾ জাহান্নাম থেকে আল্লাহ তায়ালায় আশ্রয় প্রার্থনা করা।”

(গুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬০৮। ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৮৭)

১. আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন যে হাদীসে পাক বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মাহে রমযানুল মোবারকের রহমত, বরকত ও মহত্ত্বের ব্যাপক আলোচনা রয়েছে। এ বরকতময় মাসে কলেমা শরীফ অধিক পরিমাণে পড়ে এবং ‘ইস্তিগফার’ অর্থাৎ বারবার তাওবা করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত আর আল্লাহ তায়ালার প্রতি জান্নাতে প্রবেশাধিকার ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য অধিক পরিমাণে প্রার্থনা করা উচিত।

রমযান মোবারকের ৪টি নাম

اللَّهُ أَكْبَرُ! মাহে রমযানেও কিরূপ কল্যাণ নিহিত! হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ‘তাফসীরে নঈমী’তে বর্ণনা করেন: “এই মোবারক মাসের সর্বমোট চারটি নাম রয়েছে: ﴿১﴾ মাহে রমযান ﴿২﴾ মাহে সবর ﴿৩﴾ মাহে মুওয়াসাত এবং ﴿৪﴾ মাহে ওসআ’তে রিয্ক।” তিনি আরো বলেন: “রোযা হচ্ছে ধৈর্য, যার প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার আর তা এই মাসেই (রোযা) রাখা হয়। একারণে একে ‘মাহে সবর’ বলা হয়। ‘মুওয়াসাত’ মানে উপকার করা। যেহেতু এই মাসে সমস্ত মুসলমানের সাথে, বিশেষকরে নিকটাত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা বেশি সাওয়াবের কাজ, তাই একে ‘মাহে মুওয়াসাত’ বলা হয়। এতে জীবিকাও প্রশস্ত হয়, ফলে গরীবরাও নেয়ামত ভোগ করে, এজন্য এর নাম ‘মাহে ওসআ’তে রিয্ক’ও।” (তাফসীরে নঈমী, ২য় খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা)

রমযানুল মোবারকের ১৩টি মাদানী ফুল

(এই সকল মাদানী ফুল তাফসীরে নঈমী ২য় খন্ড থেকে নেয়া হয়েছে)

১. কা’বা শরীফ মুসলমানদেরকে ডাকে আর তা (রমযান) এসে রহমত বন্টন করে। যেন সেটা (অর্থাৎ কা’বা) একটি কূপ, আর এটা (অর্থাৎ রমযান শরীফ) হচ্ছে নদী, অথবা সেটা (অর্থাৎ কা’বা) হচ্ছে নদী আর এটা (অর্থাৎ রমযান) হচ্ছে বৃষ্টি।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

২. প্রতিটি মাসে বিশেষ দিন রয়েছে, আর সেই দিনেও বিশেষ সময়ে ইবাদত রয়েছে, যেমন-ঈদুল আযহার কয়েকটি (বিশেষ) তারিখে হজ্জ, মুহররমের দশম দিন উত্তম, কিন্তু রমযান মাসে প্রতিদিন ও প্রতিটি মুহর্তে ইবাদত রয়েছে। রোযা ইবাদত, ইফতার ইবাদত, ইফতারের পর তারাবীর জন্য অপেক্ষা করা ইবাদত, তারাবীহ পড়ে সেহেরীর জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে ঘুমানো ইবাদত, তারপর সেহেরী খাওয়াও ইবাদত, মোটকথা প্রতিটি মুহর্তে আল্লাহ তায়ালার শান পরিলক্ষিত হয়।
৩. ‘রমযান’ হচ্ছে একটি চুল্লী, আর চুল্লী হলো অপরিষ্কার লোহাকে পরিষ্কার এবং পরিষ্কার লোহাকে মেশিনের যন্ত্রাংশে পরিণত করে দামী করে দেয় এবং আর স্বর্ণকে অলংকারে পরিণত করে ব্যবহারের উপযুক্ত করে দেয়, তেমনিভাবে রমযান মাস গুনাহগারদেরকে পবিত্র করে এবং নেককার লোকদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়।
৪. রমযানে নফলের সাওয়াব ফরযের সমান এবং ফরযের সাওয়াব ৭০ গুণ বেশি পাওয়া যায়।
৫. কিছু সংখ্যক ওলামা বলেন: যে ব্যক্তি রমযানে মৃত্যুবরণ করে, তার কাছ থেকে কবরে প্রশ্নোত্তরও করা হয় না।
৬. এই মাসে শবে কদর, পূর্ববর্তী আয়াত (অর্থাৎ ২য় পারার সূরা বাকারা এর ১৮৫ নং আয়াত) দ্বারা বুঝা গেলো, কোরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(পারা- ৩০, সূরা- কদর, আয়াত- ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি সেটাকে কদর রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি।

উভয় আয়াতকে পর্যালোচনা করলে বুঝা যায়, শবে কদর রমযান মাসেই আর তা সম্ভবত ২৭তম রাতেই, কেননা লায়লাতুল কদর এর মধ্যে ৯টি বর্গ আছে, আর এ শব্দটি সূরা কদরে তিনবার এসেছে। যার গুণফল দাঁড়ায় ২৭ (সাতাশ), সুতরাং বুঝা গেলো, তা ২৭তম রাতেই।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

৭. রমযান মাসে দোষখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, জান্নাতকে সু-সজ্জিত করা হয়, এর দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। এ কারণেই এদিনে সৎকর্ম অধিক ও গুনাহ কমে যায়, যে সব লোক গুনাহ করেও নেয়, তারা নফসে আন্মারা কিংবা নিজের সাথী শয়তানের (সঙ্গে অবস্থানকারী শয়তান) প্ররোচিত করার কারণে করে থাকে।
৮. রমযানে পানাহারের হিসাব নেই। (অর্থাৎ সেহেরী ও ইফতারে পানাহারের)
৯. কিয়ামতে রমযান ও কোরআন রোযাদারের জন্য সুপারিশ করবে, রমযান বলবে: মাওলা! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার করা থেকে বিরত রেখেছিলাম। আর কোরআন আরয় করবে: হে আমার মালিক! আমি তাকে রাতে তিলাওয়াত ও তারাবীর মাধ্যমে ঘুমাতে দেইনি।
১০. হুযুর পুরনূর ﷺ রমযানুল মোবারকে প্রত্যেক বন্দীকে মুক্ত করে দিতেন এবং প্রত্যেক ভিখারীকে দান করতেন। আল্লাহ তায়ালাও রমযান মাসে জাহান্নামীদেরকে মুক্তি দেন, সুতরাং রমযানে নেক কাজ করা এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত।
১১. কোরআন শরীফে শুধুমাত্র রমযান শরীফের নামই উল্লেখ করা হয়েছে এবং এরই ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন মাসের স্পষ্টভাবে না নাম নেয়া হয়েছে, না এমন ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। মাসগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র রমযান মাসেরই নাম কোরআন শরীফে নেয়া হয়েছে। নারীদের মধ্যে শুধুমাত্র বিবি মরিয়ম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর নাম কোরআনে এসেছে, সাহাবীদের মধ্যে শুধুমাত্র হযরত সায়িদুনা য়ায়েদ বিন হারেসা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নাম কোরআনে নেয়া হয়েছে, যার কারণে এই তিন জনের মহত্ব জানা গেলো।
১২. রমযান শরীফে ইফতার ও সেহেরীর সময় দোয়া কবুল হয় অর্থাৎ ইফতার করার সময় ও সেহেরী খাওয়ার পর। এ মর্যাদা অন্য কোন মাসে নেই।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

১৩. রমযান (رَمَضَانَ) শব্দটির মধ্যে পাঁচটি বর্ণ আছে: ر (র, ম, ঙ, ঙ, ঙ) দ্বারা (আল্লাহ তায়ালায় রহমত), م (ম, ম, ম, ম) দ্বারা (আল্লাহ তায়ালায় ভালবাসা), ا (আল্লাহ তায়ালায় বদান্যতার), ن (আল্লাহ তায়ালায় নিরাপত্তা) এবং و (আল্লাহ তায়ালায় নূর) বুঝায়। তদুপরি রমযানে পাঁচটি বিশেষ ইবাদত হয়ে থাকে: ﴿১﴾ রোযা ﴿২﴾ তারাবীহ ﴿৩﴾ তিলাওয়াতে কোরআন ﴿৪﴾ ইতিকাফ এবং ﴿৫﴾ শবে কদরের ইবাদত। সুতরাং যে কেউ একাত্তিভে এ পাঁচটি ইবাদত করবে সে ওই পাঁচটি পুরস্কারের উপযুক্ত হবে। (তাকসীরে নঈমী, ২য় খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

জান্নাতকে সাজানো হয়

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে আগামী বছর পর্যন্ত রমযানুল মোবারকের জন্য সাজানো হয়।” আরো ইরশাদ করেন: “রমযান শরীফের প্রথম দিন জান্নাতের গাছগুলোর পাতা থেকে বড় বড় চোখ বিশিষ্ট হুরদের উপর বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তারা আরয করে: “হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার বান্দাদের মধ্যে এমনসব বান্দাদেরকে আমাদের স্বামী বানাও, যাদেরকে দেখে আমাদের নয়ন জুড়ায়, আর যখন তারা আমাদেরকে দেখে তখন যেন তাদের নয়নও জুড়ায়।” (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৩৩)

জান্নাত কে সাজায়?

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ: “নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

আগামী বছর পর্যন্ত রমযানুল মোবারকের জন্য সাজানো হয়।” এর আলোকে মিআরাত ৩য় খন্ডের ১৪২-১৪৩ নং পৃষ্ঠায় বলেন: অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা দিতেই, পরবর্তী রমযানের জন্য জান্নাতকে সাজানো শুরু হয়ে যায় এবং বছর জুড়ে ফিরিশতারা তা সাজাতে থাকে, জান্নাত স্বভাবতই সাজানো গুছানো, তারপরও আরো বেশি সাজানো হয়, অতঃপর সাজ-সজ্জাকারী যদি ফিরিশতারা হয়, তবে কিরূপ সজ্জিত হতে পারে, এই সাজ-সজ্জা আমাদের ধারণা ও কল্পনার বাইরে, অনেক মুসলমান রমযানে মসজিদ সাজায়, সেখানে চুনকাম করায়, পতাকা লাগায়, আলোকিত করে, এর মূল উৎস হলো এই হাদীস শরীফ।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَزَّوَجَلَّ জান্নাতের মহত্বের কথা কী বলবো! আহ! আমাদের যদি বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশীত্ব নসীব হয়ে যায়। الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামী হকপন্থিদের মাদানী সংগঠন, এতে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, দা’ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের উপর কেমন কেমন অনুগ্রহ হয়ে থাকে তার একটি “মাদানী বাহার” লক্ষ্য করুন:

জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশীত্বের সুসংবাদ

ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদের ফ্রী দরসে নিয়ামী (অর্থাৎ আলিম কোর্স) করানোর জন্য الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَزَّوَجَلَّ দা’ওয়াতে ইসলামীর তত্ত্বাবধানে “জামেয়াতুল মদীনা” নামে অসংখ্য জামেয়া প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَزَّوَجَلَّ ১৪২৭ হিজরীতে দা’ওয়াতে ইসলামীর ঐ সকল জামেয়াতুল মদীনার (বাবুল মদীনা) প্রায় ১৬০জন ছাত্র ১২ মাসের জন্য আল্লাহ তায়ালার পথে সফর করে। শুরুতে মাদানী কাফেলা কোর্স করানোর ব্যবস্থা হয়, এমতাবস্থায় ছাত্রদের মাঝে ইসলামের খিদমতের প্রেরণা আরো বৃদ্ধি পেয়ে মদীনা শরীফের ১২টি চাঁদের আলো লেগে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

গেলো এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৭৭জন ছাত্র নিজেদেরকে সারাজীবনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হিসেবে পেশ করে দিলো! এই মহান আত্মত্যাগের উৎসাহের খুবই মহান একটি কারণ ছিলো, আর তা হলো, স্বপ্নে নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদার দ্বারা এক আশিকে রাসূলের চক্ষুদ্বয় শীতল হয়, মোবারক ঠোটদ্বয় নড়ে উঠলো, রহমতের ফুল বরতে লাগলো এবং শব্দগুচ্ছ গুলো এভাবে সাজানো ছিলো: “যারা নিজেদেরকে সারাজীবনের জন্য পেশ করে দিয়েছে, আমি তাদেরকে জান্নাতে নিজের সাথে রাখবো।” স্বপ্নদ্রষ্টা আশিকে রাসূল ইসলামী ভাইয়ের মনে আফসোস জাগলো যে, আহ! শত কোটি আফসোস! আমাকেও যদি ঐ সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হতো। আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার মনের এই আশাটি জেনে গেলেন এবং ইরশাদ করলেন: “যদি তুমিও তাদের দল-ভুক্ত হতে চাও, তবে নিজেকে সারা জীবনের জন্য পেশ করে দাও।”

সরে আরশ পর হে তেরি গুয়ার, দিলে ফরশ পর হে তেরি নয়র,
মালাকুত ও মুলক মে কোয়ি শেষ, নেহী উহ জু তুব পে ই'য়া নেহী।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূলকে এই মহান সুসংবাদের জন্য মোবারকবাদ! আল্লাহ পাকের রহমতের প্রতি লক্ষ্য রেখে দৃঢ় আশাবাদী যে, যে সকল ভাগ্যবানদের ব্যাপারে এই মাদানী স্বপ্ন দেখানো হয়েছে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তাদের শেষ পরিণতি (মৃত্যু) ঈমান সহকারে হবে এবং তারা হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর করুণায় জান্নাতুল ফিরদাউসে তাঁর প্রতিবেশীত্ব অর্জন করবে। তবে আমরা এটা মনে রাখবো! নবী নয় এমন কেউ যে স্বপ্ন দেখে তা শরীয়াতের দলীল নয়, স্বপ্নের মাধ্যমে দেওয়া সুসংবাদের ভিত্তিতে কাউকে নিশ্চিত জান্নাতী বলা যাবে না।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

ইযনে সে তেরে সরে হাশর কাহি কাশ! হযুর,
সাথ আভার কো জান্নাত মে রাখো গা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৬ পৃষ্ঠা)

প্রতি রাতে ৬০ হাজারের ক্ষমা

হযরত সায্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “রমযান শরীফের প্রতিটি রাতে আসমানে সুবহে সাদিক পর্যন্ত একজন ঘোষণাকারী ফিরিশতা এরূপ ঘোষণা করে: “হে কল্যাণকামী! ইচ্ছাকে দৃঢ় করে নাও এবং আনন্দিত হয়ে যাও, আর হে অসৎকর্ম পরায়ণ! অসৎকর্ম থেকে বিরত হও। আছো কি কেউ মাগফিরাতের আকাজক্ষী! কেননা তার চাওয়া পূরণ করা হবে। আছো কি কেউ তাওবাকারী! কেননা তার তাওবা কবুল করা হবে। আছো কি কেউ দোয়া প্রার্থনাকারী! তার দোয়া কবুল করা হবে। আছো কি কেউ চাওয়ার! তার চাওয়া পূরণ করা হবে। আল্লাহ তায়ালা রমযানুল মোবারকের প্রতিটি রাতে ইফতারের সময় ষাট হাজার গুনাহগারকে দোযখ থেকে মুক্তি দান করেন এবং ঈদের দিন পুরো মাসের সমান সংখ্যক গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬০৬)

মদীনার আশিকগণ! রমযানুল মোবারকের শুভাগমন হতেই, আমরা গরীবদের ভাগ্য জেগে ওঠে। আল্লাহ তায়ালায় অনুগ্রহ ও বদান্যতায় রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং চারিদিকে মাগফিরাতের সনদ বন্টন করা হয়। আহ! আমরা গুনাহগারদেরও মাহে রমযানের সদকায় প্রিয় আকা, মক্ষী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রহমতপূর্ণ হাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ পেয়ে যেতাম। ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে আরয করছেন:

তামান্না হে ফরমাইয়ে রোযে মাহশার, ইয়ে তেরী রেহাঈ কী চিটি মিলী হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৮৮ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

প্রতিদিন দশলাখের দোযখ থেকে মুক্তি লাভ

নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যখন রমযানের প্রথম রাত আসে, তখন আল্লাহ তায়ালা আপন সৃষ্টির প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দান করেন এবং যখন আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দার প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দেন, তখন তাকে কখনো আযাব দিবেন না আর প্রতিদিন দশলাখ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন এবং যখন ঊনত্রিশতম রাত আসে তখন পুরো মাসে যতসংখ্যক মুক্তি দিয়েছেন, তার সমসংখ্যক ওই এক রাতেই মুক্তিদান করেন। অতঃপর যখন ঈদুল ফিতরের রাত আসে, ফিরিশতারা আনন্দ প্রকাশ করে আর আল্লাহ তায়ালা আপন নূরকে বিশেষভাবে বিচ্ছুরিত করেন এবং ফিরিশতাদেরকে ইরশাদ করেন: “হে ফিরিশতার দল! ওই শ্রমিকদের কি প্রতিদান হতে পারে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছে?” ফিরিশতারা আরয় করে: “তাকে পরিপূর্ণ প্রতিদান দেয়া হোক।” আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: “আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম।” (জমউল জাওয়ামে, ১ম খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৩৬)

জুমার দিনের প্রতিটি মুহর্তে দশ লক্ষ জাহান্নামীর মাগফিরাত

হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ তায়ালা মাহে রমযানে প্রতিদিন ইফতারের সময় এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন, যাদের গুনাহের কারণে জাহান্নাম অনিবার্য (ওয়াজিব) হয়েছিলো, তাছাড়া জুমার রাতে ও জুমার দিনে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে শুক্রবার সূর্যাস্ত পর্যন্ত) প্রতিটি মুহর্তে এমন দশলক্ষ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়, যারা শাস্তির উপযোগী বলে সাব্যস্ত হয়েছিলো।” (আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাতাব, ৩য় খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৯৬০)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

রমযানের আশিকগণ! বর্ণনাকৃত হাদীসে মোবারাকায় আল্লাহ তায়ালার কিরূপ মহান নেয়ামত ও অনুগ্রহের আলোচনা রয়েছে। আহ! আল্লাহ তায়ালা যেন আমরা গুনাহগারদেরও ক্ষমাপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

أَمِينٍ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

‘ইসইয়াঁ সে কভী হাম নে কানারা নাহ্ কিয়া, পর তু নে দিল আ'যূরদা হামারা না কিয়া।
হামনে তু জাহান্নাম কী বহত কী তাজজীয, লে'কিন তেরী রহমত নে গাওয়ারা না কিয়া।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও

হযরত সাযিয়দুনা যামুরা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত হুযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় বাণী হচ্ছে: “মাহে রমযানে (পরিবারের) ব্যয়কে বাড়িয়ে দাও, কেননা মাহে রমযানে খরচ করা আল্লাহ তায়ালার পথে খরচ করার মতোই।”

(ফাযায়িলে শাহরে রমযান মাআ মওসাতে ইবনে আবীদ দুনিয়া, ১ম খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪)

কল্যাণই কল্যাণ

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলতেন: “সেই মাসকে স্বাগতম, যা আমাদেরকে পবিত্রকারী। পুরো রমযান কল্যাণই কল্যাণ, দিনের রোযা হোক কিংবা রাতের ইবাদত, এ মাসে ব্যয় করা জিহাদে ব্যয় করার ন্যায় মর্যাদা রাখে।” (তাম্বীছুল গাফিলীন, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হরেরা

হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহত্বপূর্ণ বাণী হচ্ছে: “যখন রমযান শরীফের প্রথম তারিখ আসে, তখন মহান



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বরাত)

আরশের নিচে থেকে মাসীরাহ নামক বাতাস প্রবাহিত হয়, যা জান্নাতের গাছপালার পাতাসমূহকে নাড়া দেয়, ওই বাতাস প্রবাহিত হওয়ার কারণে এমন চমৎকার আওয়াজ ধ্বনিত হয় যে, যার চেয়ে উত্তম আওয়াজ আজ পর্যন্ত কেউ শুনেনি। এই আওয়াজ শুনে ডাগর বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরেরা বেরিয়ে আসে, এমনকি জান্নাতের উঁচু উঁচু মহলগুলোর উপর দাঁড়িয়ে যায় এবং বলেন: “কেউ কি আছে, যারা আল্লাহ পাকের দরবার থেকে আমাদেরকে চেয়ে নেবে যে, আমাদের বিবাহ তার সাথে হোক?” অতঃপর সেই হুরেরা জান্নাতের দারোগা (হযরত) রিদুওয়ান عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام কে জিজ্ঞাসা করে: “আজ এ কেমন রাত?” (হযরত) রিদুওয়ান عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام তদুত্তরে لَيْلِكَ বলেন, অতঃপর বলেন: “এটি মাহে রমযানের প্রথম রাত, জান্নাতের দরজাগুলো উন্মতে মুহাম্মদী (عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَ السَّلَام) এর রোযাদারের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে।”

(আভারগীব ওয়াভারহীব, ২য় খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩)

দু’টি অন্ধকার দূরীভূত

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তায়ালা হযরত সাযিয়দুনা মুসা কলীমুল্লাহ (عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَ السَّلَام) কে ইরশাদ করেন: আমি উন্মতে মুহাম্মদী (عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَ السَّلَام) কে দু’টি ‘নূর’ (জ্যোতি) দান করেছি, যেন তারা দু’টি অন্ধকারের ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকে। হযরত সাযিয়দুনা মুসা কলীমুল্লাহ (عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَ السَّلَام) আরয করলেন: “হে আল্লাহ! সেই নূর দু’টি কি কি?” ইরশাদ হলো: “রমযানের নূর ও কোরআনের নূর।” হযরত সাযিয়দুনা মুসা কলীমুল্লাহ (عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَ السَّلَام) আরয করলেন: “অন্ধকার দু’টি কি কি?” ইরশাদ হলো: “একটি কবরের এবং অপরাটি কিয়ামতের।” (দুহরাহুন্নাসিহীন, ৯ম পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

রমযান ও কোরআন সুপারিশ করবে

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: রোযা ও কোরআন বান্দার জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। রোযা আরম্ভ করবে: “হে দয়াময় প্রতিপালক! আমি আহাৰ ও কুপ্রবৃত্তি থেকে দিনের বেলায় তাকে বিরত রেখেছি, আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করো।” কোরআন বলবে: “আমি তাকে রাতের বেলায় ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, আমার সুপারিশ তার পক্ষে কবুল করো।” অতএব উভয়ের সুপারিশ কবুল করা হবে।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৬৩৭)

লাখো রমযানের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি মক্কা শরীফে রমযান মাস পেলো এবং রোযা রাখলো আর রাতে যথাসম্ভব কিয়াম (ইবাদত) করলো, তবে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য অন্যান্য স্থানের এক লক্ষ রমযানের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন এবং প্রতিদিন একটি গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব ও প্রতি রাতে একটি গোলাম মুক্ত করার সাওয়াব এবং প্রতিদিন জিহাদে ঘোড়ার উপর আরোহন করার সাওয়াব আর প্রত্যেক দিনে ও রাতে সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন।”

(ইবনে মাজাহ, ৩য় খন্ড, ৫২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১১৭)

আহ! যদি ঈদ মদীনায় হতো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসূলুল্লাহ رَأَاهَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا এর পবিত্র জন্মভূমি হচ্ছে মক্কায়ে মুকাররমা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওসীলায় প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর গোলামদের কি পরিমাণ দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন! আহ!



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সায়্যাদাতুদ দা'রাইন)

আমাদেরও মক্কায় মুকাররমায় رَادَمَا اللَّهُ شَرَفًا وَ تَعْظِيمًا রমযান মাস অতিবাহিত করার মহান সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো এবং সেখানে প্রতি মুহূর্তে ইবাদত করার সামর্থ অর্জিত হয়ে যেতো আর তারপর রমযান মাস অতিবাহিত করেই দ্রুত ঈদ উদযাপনের জন্য আমাদের প্রিয় আক্কা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরানী রওজায় উপস্থিত হয়ে যেতাম এবং সেখানে কেঁদে কেঁদে “ঈদের বখশিশ” ভিক্ষা চাইতাম আর সবুজ গুম্বুজের মালিক, রহমাতুল্লিল আলামীন, হযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অনুগ্রহ জোশে উঠতো এবং আহ! হযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরানী দরবার হতে ‘ঈদের বখশিশ’ স্বরূপ বিনা হিসেবে ক্ষমার সুসংবাদ অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করতাম।

ইয়া নবী! আন্তর কো জান্নাত মে দেয় আপনা জাওয়ার,

ওয়াসেতা সিদ্দিক কা জু তেরা ইয়ারে গার হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় নবী ﷺ ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হতেন

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: “যখন রমযান মাস আসতো, তখন শাহানশাহে নব্বয়ত, তাজেদারে রিসালাত, হযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বিশ দিন নামায এবং ঘুমকে একত্রিত করতেন, অতঃপর যখন শেষ দশদিন আসতো, তখন আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন। (যুসনদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৪৪৪)

প্রিয় নবী ﷺ রমযানে অধিকহারে দোয়া করতেন

অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন: যখন রমযান মাসের শুভাগমন হতো, তখন নবীয়ে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বণী আদম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রং মোবারক পরিবর্তন হয়ে যেতো আর বেশি পরিমাণে নামায আদায় করতেন এবং অধিকহারে দোয়া করতেন।” (গুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬২৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

প্রিয় নবী ﷺ রমযানে বেশি পরিমাণে দান করতেন

হযরত সাযিয়্যুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: “যখন রমযান মাস আসতো তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ প্রত্যেক কয়েদীকে মুক্ত করে দিতেন এবং প্রত্যেক ভিখারীকে দান করতেন।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬২৯)

প্রিয় নবী ﷺ এর যুগে কি কয়েদী ছিলো?

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের এই অংশ: “প্রত্যেক কয়েদীকে মুক্ত করে দিতেন” এর আলোকে মিরআত ৩য় খন্ডের ১৪২ পৃষ্ঠায় বলেন: সত্য বলতে এখানে কয়েদী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেই ব্যক্তি যারা হক্কুল্লাহ বা হক্কুল ইবাদ (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার হক বা বান্দার হক) এর কারণে গ্রেফতার হতো এবং মুক্ত করার দ্বারা তাদের হক আদায় করে দেয়া বা করিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য।

সবচেয়ে বেশি দানশীল

হযরত সাযিয়্যুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: “প্রিয় নবী ﷺ মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি দানশীল ছিলেন এবং রমযান শরীফে হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (বিশেষকরে) অনেক বেশি পরিমাণে দানশীলতা প্রদর্শন করতেন। জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام রমযানুল মোবারকের প্রত্যেক রাতে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হতেন এবং রাসূলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর সাথে কোরআন মজীদ তিলাওয়াতের অবতারণা করতেন। যখনই হযরত জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام হযরত পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খেদমতে আসতেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুতবেগে চলমান বাতাসের চেয়েও বেশি পরিমাণে কল্যাণের ক্ষেত্রে দান করতেন।” (বুখারী, ১ম খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আখ্শুর রাজ্জাক)

হাত উঠা কর এক টুকড়া এয়র করীম! হে সখী কে মাল মে হকদার হাম।

(হাদায়িকে বখশিশ)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

হাজার গুণ সাওয়াব

হযরত সাযিয়দুনা ইব্রাহীম নাখয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “রমযান মাসে একদিন রোযা রাখা এক হাজার দিনের রোযা থেকে উত্তম এবং রমযান মাসে একবার ‘তাসবীহ’ পাঠ করা (اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ) এই মাস ব্যতীত এক হাজারবার তাসবীহ পাঠ করা (اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ) চেয়ে উত্তম আর রমযান মাসে এক রাকাত নামায আদায় করা, রমযান ব্যতীত অন্য মাসের এক হাজার রাকাত অপেক্ষা উত্তম।” (তাফসীরে দুররে মানসুর, ১ম খন্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা)

রমযানে যিকিরের ফযীলত

আমীরুল মু‘মিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, সরদারে দো‘জাহান, মাহবুবে রহমান হুযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর রহমতপূর্ণ বাণী হচ্ছে: রমযান মাসে আল্লাহর যিকিরকারীকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং এই মাসে আল্লাহ তায়ালা দরবারে প্রার্থনাকারীরা বঞ্চিত থাকে না।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬২৭)

সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও আল্লাহ তায়ালায় যিকির

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেসব লোকেরা কতইনা সৌভাগ্যবান, যারা এই বরকতময় মাসে বিশেষকরে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করার সৌভাগ্য লাভ করে এবং আল্লাহ তায়ালা দরবারে নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ কামনা করে। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালায় যিকির সম্বলিতই হয়ে থাকে, কেননা তিলাওয়াত, না’ত শরীফ, সুন্নাতে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

ভরা বয়ান, দোয়া এবং সালাত ও সালাম ইত্যাদি সবকিছু আল্লাহ তায়ালায় যিকির এর অন্তর্ভুক্ত। দা'ওয়াতে ইসলামীর ইজতিমার বরকতের একটি “মাদানী বাহার” লক্ষ্য করুন, যেমনটি

৬টি কন্যা সন্তানের পর পুত্র সন্তান

মারকাযুল আউলিয়া (লাহোর) এর এক ইসলামী ভাইয়ের মাদানী বাহার বর্ণনা করছি: সম্ভবত ২০০৩ সালের কথা, এক ইসলামী ভাই তাকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিনের আন্তর্জাতিক সূনাতে ভরা ইজতিমায় (সাহরায়ে মদীনা, মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান) অংশগ্রহণ করার জন্য দাওয়াত প্রদান করলেন। সে আরয করলো: আমি ছয়টি কন্যা সন্তানের পিতা, আমার ঘরে আরো একটি সন্তান আসার অপেক্ষায় আছে, দোয়া করবেন যেন এবার আমার পুত্র সন্তান হয়। সেই ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে বললেন: হজ্জের পর লোকসংখ্যার দিক থেকে আশিকানে রাসূলের সবচেয়ে বড় ইজতিমায় (মুলতান শরীফ) এসে দোয়া করুন, না জানি কার দোয়ার সদকায় তরী পার হয়ে যায়। তার কথা সেই ব্যক্তির হৃদয়কে প্রভাবিত করলো এবং সে সূনাতে ভরা ইজতিমায় (মুলতান শরীফ) উপস্থিত হয়ে গেলো। সেখানকার মনোরম দৃশ্যের বর্ণনা করার ভাষা তার নিকট ছিলো না, সে জীবনে প্রথমবার এক মহান রুহানী প্রশান্তি অনুভব করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইজতিমার কিছুদিন পর আল্লাহ তায়ালা তাকে চাঁদের মত ফুটফুটে একটি মাদানী মুন্না (ছেলে সন্তান) দান করলেন, পরিবারের সবার আনন্দ বর্ণনাতীত ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। আল্লাহ তায়ালা তাকে আরো একটি পুত্র সন্তান দান করে ধন্য করেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তার দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে মাদানী কাফেলার যিম্মাদার হিসেবে খেদমত করার সৌভাগ্যও অর্জিত হলো।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

৪০ জন নেককার মুসলমানের জমায়েতের মাঝে একজন ওলী থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় কেন রহমত বর্ষিত হবে না, কেননা জানি না ঐ সকল আশিকানে রাসূলের মধ্যে কতজন আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِم রয়েছে। আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “জামাআতের মধ্যে বরকত রয়েছে আর مَجْمَعٌ مُسْلِمِينَ أَقْرَبُ بِقَبُولٍ (অর্থাৎ মুসলমানদের সমাবেশে দোয়া করাটা কবুল হওয়ার খুবই কাছাকাছি) ওলামায়ে কিরামরা বলেন: যেখানে ৪০ জন নেককার মুসলমান একত্রিত হয়, তাদের মধ্যে একজন অবশ্যই আল্লাহ তায়ালার ওলী থাকেন।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা। ফয়যুল কদীর, ১ম খন্ড, ৪৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭১৪)

ছেলে হোক, মেয়ে হোক বা কিছুই না হোক সর্ববাস্তায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করুন

অবশ্য যদি দোয়া কবুল হওয়ার কোন চিহ্ন দেখা না যায় তবুও অভিযোগের শব্দাবলী মুখে উচ্চারণ না করা চাই। আমাদের কল্যাণ কিসে নিহিত, তা আল্লাহ তায়ালার আমাদের চেয়ে অধিক ভালো জানেন। আমাদেরকে সর্ববাস্তায় আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে থাকা চাই। তিনি ছেলে সন্তান দান করলেন, তবে কৃতজ্ঞতা, মেয়ে সন্তান দান করলেন, তবুও কৃতজ্ঞতা, উভয়টি দান করলেন, তবুও কৃতজ্ঞতা, আর একেবারে না দিলে, তবুও কৃতজ্ঞতা, সর্ববাস্তায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করাই উচিত। ২৫ পারা সূরা শুরা এর ৪৯ ও ৫০ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ হচ্ছে:



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

بِإِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يُهَبُّ لِمَنْ يَشَاءُ
إِنَّا نَأْتِيهِمْ مِنْ يَشَاءِ الذُّكُورِ
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَّا نَافِي
وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ
عَلِيمٌ قَدِيرٌ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ তায়ালারই জন্য আসমান সমূহ ও জমিনের রাজত্ব। তিনি সৃষ্টি করেন যা ইচ্ছা করেন। যাকে চান কন্যা সন্তান সমূহ দান করেন এবং যাকে চান পুত্র সন্তান সমূহ দান করেন। অথবা উভয়ই যুক্তভাবে প্রদান করেন- পুত্র ও কন্যা সন্তান। যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময়, শক্তিমান।

“খায়য়িনুল ইরফানে” ৫০নং আয়াতের এই অংশ (যাকে চান বন্ধ্যা করে দেন) এর আলোকে বলেন: (অর্থাৎ) “যে, তার সন্তানই হয় না, তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ তায়াল্লা) হচ্ছেন মালিক, আপন নিয়ামতকে যেভাবে ইচ্ছা বটন করেন, যাকে ইচ্ছা দান করেন। আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ দের মধ্যেও এই অবস্থা পাওয়া যায়, হযরত লুত ও হযরত শোয়াইব عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এর শুধু কন্যা সন্তানই ছিলো, কোন পুত্র সন্তান ছিলো না এবং হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এর শুধু পুত্র সন্তানই ছিলো, কোন কন্যা সন্তান ছিলো না আর সায়্যিদুল আম্বিয়া, হাবীবে খোদা, মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে আল্লাহ তায়াল্লা চার পুত্র ও চার কন্যা সন্তান সন্তান দান করেছেন।” (খায়য়িনুল ইরফান, ৮৭৪ পৃষ্ঠা)

হযুর পুরনূর ﷺ এর পবিত্র সন্তানের সংখ্যা

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৩২ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা “জীবিত কন্যাকে কূপে নিষ্কেপ করল” এর ৭ম পৃষ্ঠায় রয়েছে হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ চার পুত্র সন্তানের কথা যদিও “খায়য়িনুল ইরফানে” উল্লেখ রয়েছে, কিন্তু এতে মত পার্থক্য রয়েছে, তিন পুত্রেরও উল্লেখ রয়েছে এবং দুই পুত্রেরও। যেমনটি “তায়কিরাতুল আম্বিয়া” এর



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

৮২৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: তাঁর (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) তিন পুত্র সন্তান ছিলো: কাসিম, ইবরাহীম, আব্দুল্লাহ। মনে রাখবেন! তৈয়্যব, মুতায়্যিব, তাহির ও মুতাহহির তাঁরই (অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) এর উপাধী ছিলো, এরা কোন আলাদা সন্তান ছিলেন না। (তাজকিরাতুল আশীয়া, ৮২৭ পৃষ্ঠা) হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “সিরাতে মুস্তফা”র ৬৮৭ পৃষ্ঠায় লিখেন: এই বিষয়ে সকল ঐতিহাসিকগণ একমত যে, হুযুর আকদাস صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সন্তানের সংখ্যা (নিশ্চিত) ছয়জন। দুই পুত্র সন্তান হযরত কাসিম ও হযরত ইব্রাহীম (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) এবং চার কন্যা সন্তান হযরত যয়নাব, হযরত রুকাইয়া, হযরত উম্মে কুলছুম ও হযরত ফাতেমা (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ), কিন্তু কতিপয় ঐতিহাসিকগণ এটা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) একজন পুত্র আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُও ছিলো, যার উপাধী ছিলো তৈয়্যব ও তাহির। এই কথার উপর ভিত্তি করে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র সন্তানের সংখ্যা সাত অর্থাৎ তিন পুত্র সন্তান ও চার কন্যা সন্তান। (সিরাতে মুস্তফা, ৬৮৭ পৃষ্ঠা)

রমযানের আশিক

মুহাম্মদ নামের এক ব্যক্তি সারা বছর নামায পড়তো না। যখন রমযান শরীফের বরকতময় মাস আসতো, তখন সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করতো এবং পাঁচ ওয়াজ্ত নামায নিয়মিতভাবে পড়তো আর পূর্ববর্তী বছরের কাযা নামাযগুলোও আদায় করতো। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি এমন করো কেন? সে বললো: এ মাসটা হচ্ছে রহমত, বরকত, তাওবা ও মাগফিরাতের, হতে পারে আল্লাহ তায়ালা আমাকে আমার এ আমলের কারণে ক্ষমা করে দেবেন। যখন তার ইত্তিকাল হলো, তখন কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ? অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে উত্তর দিলো: “আমার আল্লাহ পাক আমাকে রমযান শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” (দুররাহুরাশিহীন, ৮ম পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

আল্লাহ তায়ালা অমুখাপেক্ষী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আল্লাহ তায়ালা রমযান মাসের প্রতি গুরুত্ব প্রদানকারীর প্রতি কিরূপ উচ্চ পর্যায়ের দয়ালু যে, বছরের অন্যান্য মাস বাদ দিয়ে শুধুমাত্র রমযান মাসে ইবাদতকারীকে ক্ষমা করে দিলেন। এ ঘটনা থেকে কেউ আবার একথা বুঝে বসবেন না যে, এখনতো আল্লাহর পানাহ! সারা বছর নামায থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেলো!! শুধুমাত্র রমযানুল মোবারকেই রোযা-নামায পালন করবো আর সোজা জান্নাতে চলে যাবো। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকৃতপক্ষে ক্ষমা করা বা আযাব দেওয়া এ সবকিছু আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল, তিনি হলেন অমুখাপেক্ষী, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে কোন মুসলমানকে বাহ্যতঃ কোন ছোট্ট নেক আমলের উপর ভিত্তি করে আপন অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেন এবং যদি চান তবে বড় বড় নেক আমল থাকা সত্ত্বেও কোন একটি ছোট্ট গুনাহের কারণে ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে পাকড়াও করে নিবেন। যেমনটি ওয় পারা সূরা বাকারার ২৮৪ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ হচ্ছে:

فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ^ط

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা করবেন শাস্তি দিবেন;

তু বে'হিসাব বখশ কেহ হয় বে'শুমার জুরম
দে'তা হেঁ ওয়াসেতা তুবে শাহে হিয়ায কা

তিনটির মাঝে তিনটি গোপন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোন নেকীই ছেড়ে দেয়া উচিত নয়, জানিনা আল্লাহ তায়ালা কোন নেকীটি পছন্দ হয়ে যায় এবং কোন ছোট থেকে ছোটতর গুনাহ না করা উচিত, কেননা জানিনা কোন গুনাহের প্রতি আল্লাহ তায়ালা অসম্পূর্ণ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

হয়ে যান আর তাঁর কষ্টদায়ক শাস্তি এসে ঘিরে ধরে। খলীফায়ে আলা হযরত, ফকীহে আযম, সাযিয়ুনা আবু ইউসূফ মুহাম্মদ শরীফ মুহাদ্দিসে কুটলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: “আল্লাহ তায়ালা তিনটি জিনিসের মাঝে তিনটি জিনিসকে গোপন রেখেছেন: ﴿১﴾ নিজের সম্ভ্রষ্টিকে তাঁর আনুগত্যের মাঝে এবং ﴿২﴾ নিজের অসম্ভ্রষ্টিকে তাঁর অবাধ্যতার মাঝে আর ﴿৩﴾ নিজের আউলিয়াদেরকে তাঁর বান্দাদের মাঝে।” (তাম্বীহুল গাফিলীন, ৫১ পৃষ্ঠা) এ বাণীটি উদ্ধৃত করার পর ফকীহে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “সুতরাং প্রত্যেকটি আনুগত্য ও প্রতিটি নেকীকে কাজে পরিণত করা চাই, কেননা জানা নেই, কোন নেকীতে তিনি সম্ভ্রষ্ট হয়ে যান এবং প্রত্যেকটি পাপ থেকে বিরত থাকা উচিত, কেননা জানা নেই, কোন পাপের কারণে তিনি অসম্ভ্রষ্ট হয়ে যান! হোক না সেই পাপ খুবই নগন্য। যেমন; (বিনা অনুমতিতে) কারো খড় খুটো দিয়ে খিলাল করা, এটা বাহ্যিকভাবে অতি সাধারণ একটি বিষয় কিংবা কোন প্রতিবেশীর মাটি দ্বারা তার অনুমতি ছাড়া হাত পরিস্কার করা, যদিও এটা একটি নগন্য বিষয়, কিন্তু হতে পারে, এ মন্দ কাজটিতেই আল্লাহ তায়ালা তার অসম্ভ্রষ্টি নিহিত রয়েছে, সুতরাং এমন ছোট ছোট কাজ থেকেও বিরত থাকা উচিত।” (আখলাকুস সালিহীন, ৬০ পৃষ্ঠা)

কুকুরকে পানি পানকারীনি ক্ষমা প্রাপ্ত হলো

রহমত প্রার্থীগণ! যখন আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করতে চান তখন নেকী বাহ্যিকভাবে যতই ছোট হোক না কেন, তিনি সেই কারণেই অনুগ্রহ প্রদান করেন। যেমনটি এক মহিলাকে শুধুমাত্র একারণেই ক্ষমা করা হয়েছে যে, সে এক পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে ছিলো। (বুখারী, ২য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩২১) এক হাদীসে নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান বাণী হচ্ছে: “এক ব্যক্তি রাস্তা থেকে একটি গাছ এজন্যই সরিয়ে দিয়েছে, যেন লোকেরা এর জন্য কষ্ট না পায়। আল্লাহ তায়ালা খুশী হয়ে তাকে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

ক্ষমা করে দিলেন।” (মুসলিম, ১৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯১৪) অপর এক সহীহ হাদীসে ঋণ আদায়ে নশ্রতা অবলম্বনকারী এক ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদানের ঘটনাও এসেছে। (বুখারী, ২য় খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৭৮) আল্লাহ তায়ালা রহমতের ঘটনাবলী সংকলন করতে গেলে তা এতো বেশি হবে যে, একত্রিত করা অসম্ভব হয়ে যাবে।

মুহদা বাদ এয় ‘আ’ছিয়ো! শাফে’য়ে শাহে আবরার হে,
তাহনিয়াত এয় মুজরিমো! জা’তে খোদা গাফ্ফার হে।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
تُوبُوا إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

আযাব থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন আল্লাহ তায়ালা দয়া করতে চান তখন এমনও কারণ বানায় যে, যেকোন একটি আমলকে নিজের দরবারে কবুলিয়তের মর্যাদা প্রদান করেন, অতঃপর এরই ভিত্তিতে তার প্রতি রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সুতরাং এখন একটি হাদীসে মোবারাকা পেশ করা হচ্ছে, যাতে এমন অসংখ্য লোকের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা কোন না কোন নেকীর কারণে আল্লাহ তায়ালা পাকড়াও থেকে বেঁচে গেছে আর আল্লাহ তায়ালা রহমত তাদেরকে আবৃত করে নিয়েছে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন সামুরা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; একদা হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তামশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: “আজ রাতে আমি এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছি যে,



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

- ❧ এক ব্যক্তির রুহ কবয করার জন্য মালাকুল মওত (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) আসলো, কিন্তু তার মাতা পিতার আনুগত্য সামনে এসে গেলো এবং সে বেঁচে গেলো।
- ❧ এক ব্যক্তিকে কবরের আযাব ঘিরে ফেললো, কিন্তু তার ওয়ু (রুপী নেকী) তাকে রক্ষা করলো।
- ❧ এক ব্যক্তিকে শয়তান ঘিরে ফেললো, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা যিকির (করার নেকী) তাকে বাঁচিয়ে নিলো।
- ❧ এক ব্যক্তিকে আযাবের ফিরিশতারা ঘিরে নিলো, কিন্তু তাকে (তার) নামায রক্ষা করলো।
- ❧ এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, প্রচণ্ড পিপাসায় জিহ্বা বের হয়ে ছিলো আর একটি হাওযে পানি পান করার জন্য যেতো, কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছিলো, এর মধ্যে তার রোযা এসে গেলো (আর এ নেকী) তাকে পরিতৃপ্ত করে দিলো।
- ❧ এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যেখানে আশিয়ায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) বৃত্তাকারে বসে ছিলেন, সেখানে তাঁদের নিকট যেতে চাচ্ছিলো, কিন্তু তাড়িয়ে দেয়া হচ্ছিলো, এর মধ্যে তার ফরয গোসল (করা) এলো আর (তার এ নেকী) তাকে আমার নিকটে বসিয়ে দিলো।
- ❧ এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, তার সামনে পেছনে, ডানে বামে, উপরে নিচে অন্ধকারই অন্ধকার এবং সে অন্ধকারে হতভম্ব ও পেরেশান, তখন তার হজ্জ ও ওমরা এসে গেলো আর (এ নেকী) তাকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে পৌঁছিয়ে দিলো।
- ❧ এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে মুসলমানদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু কেউ তার সাথে কথা বলছিলো না, তখন আত্মীয়তার বন্ধন (অর্থাৎ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আত্মীয়দের প্রতি সদ্ব্যবহার করা (নেকী) মু'মিনদেরকে বললো: তোমরা তার সাথে কথাবার্তা বলো। সুতরাং মুসলমানরা তার সাথে কথা বলতে শুরু করলো।

﴿৯﴾ এক ব্যক্তির শরীর ও চেহারার দিকে আগুন এগিয়ে আসছিলো আর সে তার হাত দ্বারা তা দূর করছিলো, তখন তার সদকা এসে গেলো এবং তার সামনে ঢাল হয়ে গেলো আর তার মাথার উপর ছায়া হয়ে গেলো।

﴿১০﴾ এক ব্যক্তিকে ‘যাবানিয়্যা’ (অর্থাৎ আযাবের বিশেষ ফিরিশতারা) চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেললো কিন্তু তার **أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ** (অর্থাৎ সৎকাজের নির্দেশ দান ও অসৎকাজে বাধা প্রদান) এর নেকী এসে উপস্থিত হলো এবং তা তাকে রক্ষা করলো এবং রহমতের ফিরিশতাদের হাতে সোপর্দ করে দিলো।

﴿১১﴾ এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যে হাঁটুর উপর ভর করে বসা ছিলো, কিন্তু তার এবং আল্লাহ তায়ালায় মধ্যভাগে পর্দা রয়েছে, অতঃপর তার সৎচরিত্র আসলো, এই (নেকী) তাকে রক্ষা করে নিলো এবং আল্লাহ তায়ালায় সাথে মিলিয়ে দিলো।

﴿১২﴾ এক ব্যক্তিকে তার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হচ্ছিলো, তখন তার খোদাভীতি এসে গেলো এবং (এই মহান নেকীর বরকতে) তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হলো।

﴿১৩﴾ এক ব্যক্তির নেকীর ওজন হালকা হচ্ছিলো, কিন্তু তার দানশীলতা এসে গেলো এবং নেকীর ওজন ভারী হয়ে গেলো।

﴿১৪﴾ এক ব্যক্তি জাহান্নামের কিনারায় দাঁড়ানো ছিলো; কিন্তু তার খোদাভীতি এসে গেলো এবং সে বেঁচে গেলো।

﴿১৫﴾ এক ব্যক্তি জাহান্নামে পতিত হলো; কিন্তু তার খোদাভীতিতে পতিত অশ্রু এসে গেলো আর (এ অশ্রুর বরকতে) সে বেঁচে গেলো।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

- ﴿১৬﴾ এক ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে ছিলো এবং গাছের ডালের মতো কাঁপছিলো; কিন্তু তার আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভাল ধারণা এসে গেলো, এবং (এই নেকী) তাকে রক্ষা করলো আর সে পুলসিরাত অতিক্রম করে নিলো।
- ﴿১৭﴾ এক ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দিয়ে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলছিলো, তখন তার নিকট আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করা এসে গেলো এবং (এই নেকী) তাকে দাঁড় করিয়ে পুলসিরাত পার করিয়ে দিলো।
- ﴿১৮﴾ আমার উম্মতের এক ব্যক্তি জান্নাতের দরজার নিকট পৌঁছলো, তখন তা তার জন্য বন্ধ ছিলো, তখন তার **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ** মর্মে সাক্ষ্য দেয়া এসে গেলো এবং তার জন্য জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হলো আর সে জান্নাতে প্রবেশ করলো।

চোগলখোরীর কষ্টদায়ক শাস্তি

- ﴿১৯﴾ কিছু মানুষের ঠোঁট কাটা হচ্ছিলো, আমি জিব্রাইল (عَلَيْهِ السَّلَامُ) কে জিজ্ঞাসা করলাম: এরা কারা? তখন তিনি বললেন: এরা মানুষের মাঝে চোগলখোরী করতো।

গুনাহের অপবাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি

- ﴿২০﴾ কিছু মানুষকে তাদের জিহবার সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো, আমি জিব্রাইল (عَلَيْهِ السَّلَامُ) কে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি বললেন: এরা মানুষের বিরুদ্ধে গুনাহের অপবাদ দিতো।”

(শরহুস সুদূর, ১৮২-১৮৩ পৃষ্ঠা)

কোন নেকীই ছেড়ে দেয়া উচিত নয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! পিতামাতার আনুগত্য, ওয়ু, নামায, আল্লাহ তায়ালার যিকির, হজ্জ ও ওমরা, আত্মীয়তার বন্ধন,



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ (সৎকাজের নির্দেশ ও অসৎকাজে বাধা প্রদান), সদকা, সৎচরিত্র, দানশীলতা, খোদাভীতিতে কান্না করা, তদুপরি আল্লাহ তায়ালায় প্রতি ভাল ধারণা ইত্যাদি নেকীর কারণে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদের প্রতি দয়া করেন এবং কষ্ট ও আযাব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তবে এটা হচ্ছে তাঁর অনুগ্রহ ও বদান্যতার ব্যাপার, তিনি মালিক ও মুখতার, যাকে চান ক্ষমা করে দেন, যাকে চান শাস্তি দেন, এসবই তাঁর ন্যায় বিচার। যেভাবে তিনি কোন নেকীর প্রতি খুশী হয়ে আপন দয়ায় ক্ষমা করে দেন, সেভাবেই কোন গুনাহের কারণে যখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে যান তখন তাঁর কহর ও গযবে জোশ চলে আসে, অতঃপর তাঁর পাকড়াও খুবই কঠোর হয়ে থাকে। যেমনটি এখন উল্লেখিত দীর্ঘ হাদীসের শেষভাগে চুগলখোরদের এবং অন্যদের প্রতি গুনাহের অপবাদ প্রদানকারীর পরিণতি কিরূপ হলো। সুতরাং বুদ্ধিমান হচ্ছে সে-ই, যে বাহ্যিকভাবে কোন ছোট নেকী হলেও তা বর্জন করে না, কেননা হতে পারে এই নেকীই মুক্তির উপায় হয়ে যায়, পক্ষান্তরে বাহ্যিকভাবে গুনাহ যতোই সামান্য হোক না কেন, তা কখনোই করে না।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

গুনাহগারদের ৪টি ঘটনা

﴿১﴾ কবর আগুনে ভরে গেলো!

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আল্লাহ তায়ালায় বান্দাদের মধ্যে এক বান্দাকে কবরে একশ'বার চাবুক মারার আদেশ দেয়া হলো, সে আল্লাহ তায়ালায় প্রতি দোয়া করতে রইলো এমনকি এক চাবুকে নেমে এলো, যখন একবার চাবুক মারা হলো, তখন তার কবর আগুনে ভরে গেলো, যখন আগুন দূর হয়ে গেলো এবং সেই বান্দা সুস্থ্য হলো তখন সে (ফিরিশতাদের) জিজ্ঞাসা করলো: আমাকে কেন এই চাবুক মারা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

হলো? তখন তারা উত্তর দিলো: একদিন তুমি অপবিত্র অবস্থায় (অর্থাৎ ওয়ু বিহীন) নামায পড়ে নিয়েছিলে এবং এক মজলুমের পাশ দিয়ে তোমার গমন হয়েছিলো কিন্তু তুমি তাকে সাহায্য করোনি।

(শরহে মাশকিলুল আ'সার লিত তাবারানি, ৮ম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১৮৫। আয যাওয়াজির, ২য় খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

﴿২﴾ ওজনে অসতর্ক হওয়ার কারণে শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা হারিস মুহাসিবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ বলেন: একজন ফসল পরিমাপকারী এই কাজ ছেড়ে দিলো এবং আল্লাহ তায়ালা ইবাদতে লিপ্ত হয়ে গেলো। যখন সে মৃত্যুবরণ করলো, তখন তার কিছু বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: مَا قَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বললো: “আমার ওই দাঁড়িপাল্লা, যা দিয়ে আমি ফসল ইত্যাদি ওজন করতাম, তাতে আমার অসাধনতার কারণে কিছু মাটি লেগে গিয়েছিলো, আমি তা পরিষ্কার করাতে অলসতা করেছি, ফলে প্রতিবার মাপার সময় ওই মাটির সমপরিমাণ মাল কম হয়ে যেতো। আমি এই অপরাধের কারণেই শাস্তিতে শ্রেফতার হয়েছি। (তাবীছল গা'ফিলিন, ৫১ পৃষ্ঠা)

﴿৩﴾ কবর থেকে চিৎকারের শব্দ

এরূপ আরেক ব্যক্তিও তার দাঁড়িপাল্লা থেকে মাটি ইত্যাদি পরিষ্কার করতো না এবং এভাবেই মাল মেপে দিয়ে দিতো। যখন সে মারা গেলো, তখন তার কবরে আযাব শুরু হয়ে গেলো, এমনকি লোকেরা তার কবর থেকে চিৎকারের আওয়াজ শুনতো। কিছু নেককার বান্দার رَحْمَتُهُمُ اللهُ تَعَالَى কবর থেকে চিৎকারের আওয়াজ শুনে দয়া হলো এবং তারা সেই লোকটির জন্য মাগফিরাতের দোয়া করলো, আর সেই দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা তার আযাব দূর করে দিলেন। (প্রাণ্ডক্ত)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাত)

হারাম উপার্জন কোথায় যায়?

আলোচিত দু'টি ভয়ানক ঘটনা থেকে ওইসব লোকেরা অবশ্যই শিক্ষা অর্জন করুন, যারা ওজনে কারচুপি করে কম দেয়। মুসলমানরা! ওজনে কারচুপি করলে অনেক সময় বাহ্যিকভাবে মালে কিছুটা লাভ দেখাও যায় কিন্তু এমন লাভ কী কাজের! অনেক সময় দুনিয়াতেও এ ধরণের সম্পদ ক্ষতির কারণ হয়ে যায়। হতে পারে ডাক্তারের ফিসের মাধ্যমে, রোগের ঔষধের মাধ্যমে, পকেটমারের মাধ্যমে, চোর কিংবা ঘুষখোরদের হাতে এসব টাকা চলে যায়! এবং পাশাপাশি আল্লাহর পানাহ! আখিরাতের কঠিন শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী,

কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ী। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮১২ পৃষ্ঠা)

আগুনের দু'টি পাহাড়

তাফসীরে রুহুল বয়ানে বর্ণিত রয়েছে: “যে ব্যক্তি ওজনে খেয়ানত করে, কিয়ামতের দিন তাকে দোষখের গভীরে নিক্ষেপ করা হবে এবং আগুনের দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে বসিয়ে নির্দেশ দেয়া হবে: এ পাহাড় দু'টি ওজন করো! যখন ওজন করতে থাকবে, তখন আগুন তাকে জ্বালিয়ে দেবে।”

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীরভাবে ভাবুন! সংক্ষিপ্ত জীবনে কয়েকটি সামান্য টাকা উপার্জনের জন্য যদি ওজনে কারচুপি করেন, তাহলে কেমন কঠিন শাস্তির হুমকি এসেছে। আজ সামান্যতম গরমও সহ্য হয় না, তবে জাহান্নামে আগুনের পাহাড়ের উত্তাপ কিভাবে সহ্য হবে! আল্লাহ তায়ালার ওয়াস্তে! নিজের অবস্থার প্রতি দয়া করে সম্পদের লোভ থেকে দূরে থাকুন, অন্যথায় অবৈধ মাল উভয় জাহানে শাস্তিরই মাধ্যম হিসেবে পরিণত হবে।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

﴿৪﴾ খড়-খুটোর বোঝা

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুয়ুর্গ হযরত সাযিয়্যুনা ওহাব বিন মুনাবিহ رضي الله تعالى عنه বলেন: “বনী ইসরাঈলের এক যুবক গুনাহ থেকে তাওবা করলো, অতঃপর ৭০ বছর যাবৎ নিয়মিতভাবে ইবাদতে লিপ্ত রইলো, রাতে জাগতো এবং দিনে রোযা রাখতো, কোন ছায়ায় বিশ্রাম নিতো না, কোন ভাল খাবার খেতো না। যখন তার মৃত্যু হলো, তখন তার কিছু বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: **مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ؟** অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? সে বললো: “আল্লাহ তায়ালা আমার হিসাব নিলেন, তারপর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন, কিন্তু একটি খড়, যা দ্বারা আমি এর মালিকের বিনা অনুমতিতে দাঁত খিলাল করেছিলাম (আর এই বিষয়টি বান্দার হকের অন্তর্ভুক্ত ছিলো) এবং তা ক্ষমা করিয়ে নেয়নি, এই কারণে আমাকে এখনো পর্যন্ত জান্নাত থেকে আটকে রাখা হয়েছে।”

(তাম্বীহুল মুগতাররীন, ৫১ পৃষ্ঠা)

পাপ শুধু পাপই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ে কেঁপে উঠুন! একজন আবিদ ও যাহিদ (ইবাদতকারী) এবং নেককার বান্দাকে শুধুমাত্র একারণেই জান্নাত থেকে আটকে রাখা হয়েছে যে, সে একটি নগণ্য খড়ের মালিকের অনুমতি ছাড়া তা দ্বারা দাঁত খিলাল করেছিলো অতঃপর ক্ষমা না করিয়েই মৃত্যুবরণ করে নিয়েছে। ভাবুন তো একটু! গভীরভাবে চিন্তা করুন!! একটি খড়ের টুকরো কি জিনিস! আজকালতো লোকেরা কতযে মূল্যবান আমানত আত্মসাৎ করে যাচ্ছে এবং সামান্যতম দ্বিধাও করছে না।

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ! أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

ঋণ পরিশোধে অবকাশ না নিয়ে দেৱী করা গুনাহ

ওহে মুসলিমগণ! ভয় করো! হুকুকুল ইবাদ (অর্থাৎ বান্দাদের হক) এর ব্যাপারটি খুবই কঠিন, যদি কোন বান্দার সম্পদ আত্মসাৎ করে নিই, বা তাকে গালি দিই, চোখ রাঙ্গিয়ে ভয় দেখাই, ধমক দিই, শাঁসিয়ে দিই যার কারণে তার মনে কষ্ট পায়। মোটকথা, যেকোনভাবেই হোক না কেন শরীয়াত সম্মত অনুমতি ছাড়া কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকি কিংবা শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ঋণ আত্মসাৎ করি বরং ঋণদাতার বিনা অনুমতিতে বা বিশেষ অপারগতা ছাড়া ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করি, এ সবই বান্দার হক বা প্রাপ্য বিনষ্ট করা। ঋণের বিষয়টি আসলো যখন তবে এটাও বলি যে, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়্যুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “কিমিয়ায়ে সা'আদাত” এ উদ্ধৃত করেন: “যে ব্যক্তি ঋণ নেয় এবং এই নিয়্যত করে যে, আমি সঠিকভাবে আদায় করবো, তবে আল্লাহ তায়ালা তার নিরাপত্তার জন্য কিছু ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন আর তারা দোয়া করে যে, এর ঋণ শোধ হয়ে যাক।” (ইত্তিহাফুস সা'আদাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠা) আর যদি ঋণগ্রহীতা ঋণ আদায় করতে পারে তবে ঋণদাতার অনুমতি ছাড়া যদি এক মুহূর্তও বিলম্ব করে তবে গুনাহগার ও অত্যাচারী সাব্যস্ত হবে। সে রোযাবস্থায় হোক বা ঘুমানো অবস্থায় হোক আর তার উপর আল্লাহ তায়ালা লানত বর্ষিত হয়। এই গুনাহ তো এমন যে, ঘুমন্ত অবস্থায়ও তার সাথেই থাকে। যদি নিজের সম্পদ বিক্রি করে ঋণ আদায় করা যায় তবে তাও করতে হবে, যদি এরূপ না করে তবে গুনাহগার হবে। তার এই কাজ কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু লোকেরা একে নগন্য মনে করে থাকে।” (কিমিয়ায়ে সা'আদাত, ১ম খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

তিন পয়সার শাস্তি

আমার আকা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট ঋণ পরিশোধে অলসতা এবং মিথ্যা বাহানা ও দলীল উপস্থাপনকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যায়েদ ফাসিক ও গুনাহগার, কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারী, অত্যাচারী, মিথ্যুক, শাস্তির যোগ্য, এর চেয়ে বেশি আর কি (খারাপ) উপাধী সে নিজের জন্য চায়! যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় এবং মানুষের ঋণ তার উপর থেকে থাকে, তবে তার সমস্ত নেকী তার (ঋণদাতার) চাওয়া অনুযায়ী দিয়ে দেওয়া হবে এবং কিভাবে দেওয়া হবে (অর্থাৎ কিভাবে দেয়া হবে তাও শুনে নিন) প্রায় তিন পয়সা ঋণের বিনিময়ে সাতশত জামাআত সহকারে আদায়কৃত নামায (দিয়ে দিতে হবে)। যখন তার (ঋণ আত্মসাৎকারীর) নিকট নেকী অবশিষ্ট থাকবে না তখন ঐ ব্যক্তির (ঋণদাতার) গুনাহ তার (ঋণ গ্রহীতার) মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে এবং আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৫তম খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা)

মত দাবা করযা কিসি কা না বাকার, রোয়ে গা দোযখ মে ওয়ারনা যার যার।

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ! اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দুনিয়ায় কারো দায়িত্বে অণু পরিমাণ অত্যাচারীও যতক্ষণ পর্যন্ত মজলুমকে মানিয়ে নিবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। অবশ্য, আল্লাহ তায়ালা যদি চান, তবে আপন অনুগ্রহ ও বদান্যতায় কিয়ামতের দিন অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মাঝে মীমাংসা করিয়ে দিবেন, অন্যথায় সেই অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর নেকী দিয়ে দেয়া হবে, যদি তাতেও অত্যাচারিত কিংবা অত্যাচারিতদের প্রাপ্য পরিশোধ না হয়, তবে অত্যাচারিতদের গুনাহ অত্যাচারীর মাথায় চাপিয়ে দেয়া হবে আর তাকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ تَعَالَى



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

কিয়ামতে নিঃস্ব কে?

রহমতে আলম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সাহাবায়ে কিরামদের জিজ্ঞাসা করলেন: “তোমরা কি জানো যে, নিঃস্ব কে?” সাহাবা কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আরয করলেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাদের মধ্যে নিঃস্ব তো সে-ই, যার নিকট দিরহাম (টাকা-পয়সা) ও পার্থিব সম্পদ নেই।” তখন হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিঃস্ব হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা, যাকাত নিয়ে আসবে, কিন্তু পাশাপাশি সে কাউকে গালিও দিয়েছে, কারো প্রতি অপবাদও লাগিয়েছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করেছে, একে খুন করেছে, তাকে মেরেছে, আর এসব গুনাহের পরিবর্তে তার নেকীগুলো নিয়ে নেয়া হবে, অতঃপর যদি তার নেকী শেষ হয়ে যায় আর আরো পাওনাদার অবশিষ্ট থাকে, তখন তাদের (অত্যাচারিতদের) গুনাহ নিয়ে তাকে (অর্থাৎ অত্যাচারীকে) অর্পণ করা হবে, অতঃপর সেই (অত্যাচারী) লোকটিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”

(মুসলিম, ১৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৮১)

‘অত্যাচারী’ দ্বারা উদ্দেশ্য কারা?

মনে রাখবেন! এখানে ‘অত্যাচারী’ দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু খুনী, ডাকাত কিংবা সন্ত্রাসীরাই নয়, বরং যে ব্যক্তি কারো সামান্য হকও বিনষ্ট করেছে, যেমন: কারো এক আধ পয়সা আত্মসাৎ করেছে, ঠাট্টা করেছে বা শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে কাউকে ধমক দিয়েছে অথবা রাগান্বিত হয়ে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে কষ্ট দিয়েছে, তারাও অত্যাচারী। এখন এটা অন্য বিষয় যে, যার প্রতি এরূপ অত্যাচার করা হয়েছে সেই ‘মজলুম’ও যদি ঐ ‘অত্যাচারীর’র কোন হক বিনষ্ট করে থাকে, এমতাবস্থায় উভয়ে একে অপরের হকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ‘অত্যাচারী’ও এবং ‘মযলুম’ও।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ উনাইস رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন ইরশাদ করবেন: “কোন দোষখী দোষখে এবং কোন জান্নাতী জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে বান্দার হকের বিনিময় আদায় করবে না।” অর্থাৎ যে কারো হকই যে কেউ গ্রাস করেছে, তার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত কেউ জাহান্নাম কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (তায্বীল মুগতারীন, ৫১ পৃষ্ঠা) হুকুকুল ইবাদ (অর্থাৎ বান্দার হক) সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ‘জুলুমের পরিণতি’ নামক রিসালাটি অবশ্যই পড়ে নিন।

হে আল্লাহ! আমাদের সকল মুসলমানকে একে অপরের হক বিনষ্ট করা থেকে রক্ষা করো! আর এ বিষয়ে যেসব ভুলত্রুটি হয়ে গেছে, তা থেকে সত্যিকার তাওবা করার এবং তা পরস্পর ক্ষমা করিয়ে নেয়ার তাওফীক দান করো!

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করার ফযীলত

হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জান্নাতরূপী বাণী হচ্ছে: “যে রমযানের সময় মৃত্যুবরণ করেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যার মৃত্যু আরাফা দিবসের সময় (অর্থাৎ ৯ যুলহিজ্জাতুল হারাম) হলো, সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যার মৃত্যু সদকা দেয়াবস্থায় হলো, সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫ম খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬১৮৭) হযরত সাযিয়দুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রমযান মাসে মৃত্যুবরণকারীদের থেকে কবরের আযাবকে উঠিয়ে নেয়া হয়। (সরহুস সুদুর, ১৮৭ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

কিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব

উম্মুল মুমিনীন সায্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رضي الله تعالى عنها থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: “রোযাবস্থায় যার মৃত্যু হলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামত পর্যন্ত রোযার সাওয়াব দান করবেন।” (আল ফিরদৌস কিমাসুরিল খাতাব, ৩য় খন্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৫৫৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রমযানে ক্ষমা না হলে তবে কখন হবে!

হযরত সায্যিদুনা আনাস বিন মালিক رضي الله تعالى عنه বলেন: আমি রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বণী আদম صلى الله تعالى عليه وآله وسلم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: “এই রমযান তোমাদের নিকট এসেছে, এতে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় আর শয়তানদেরকে বন্দী করে দেয়া হয়। বঞ্চিত ঐ লোকেরাই, যে রমযানকে পেলো এবং তার ক্ষমা হলো না, যখন তার রমযানে ক্ষমা হয়নি তবে কখন হবে!”

(মু'জামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৬২৮)

জান্নাতের দরজাগুলো খুলে যায়

হযরত সায্যিদুনা আবু হুরাইরা رضي الله تعالى عنه বলেন: রাসূলে আকরাম, রহমতে আলম, হুযুর صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: “রমযান এসে গেছে, যা বরকতময় মাস, আল্লাহ তায়ালা এর রোযা তোমাদের উপর ফরয করেছেন, এতে আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, আর এতে অবাধ্য শয়তানদেরকে বন্দী করে রাখা হয়, এতে একটি রাত রয়েছে, হাজার মাসের চেয়েও উত্তম, যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে একেবারেই বঞ্চিত থাকলো।” (নাসায়ী, ৩৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১০৩)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

শয়তানদেরকে শিকলে বন্দী করা হয়

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: প্রিয় আকা, উভয় জাহানের দাতা, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যখন রমযান আসে তখন আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৯৯) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়, শয়তানদেরকে শিকলে বন্দী করা হয়। (প্রাণ্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৭৭) এক বর্ণনায় রয়েছে: রহমতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। (মুসলিম, ৫৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৭৯)

গুনাহতোহ্রাস পেয়েই থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যে কোন অবস্থায় সাধারণতঃ এটাই দেখা যায় যে, রমযানুল মোবারক আমাদের মসজিদগুলো অন্যান্য মাসের তুলনায় বেশি জমজমাট হয়ে যায়, নেকীর কাজ করার ক্ষেত্রে সহজতা থাকে এবং এতটুকু তো অবশ্যই থাকে যে, রমযান মাসে গুনাহের ধারাবাহিকতা কিছুটা হলেও কমে যায়।

যখনই অবাধ্য শয়তানরা মুক্তি পায়!

রমযানুল মোবারক বিদায় নিতেই অবাধ্য শয়তানরা মুক্ত হয়ে যায় এবং আফসোস! গুনাহের জোর খুব বেড়ে যায়। বিশেষকরে ঈদের দিন গুনাহের খুবই আধিক্য হয়ে যায়, যেন এক মাসের বন্দিত্বের কারণে শয়তানরা সীমাহীন ক্ষিপ্ত ছিলো আর রমযানুল মোবারক মাসের সকল অপূর্ণতা সে ঈদের দিনেই পূর্ণ করে নিতে চায়, বিনোদন কেন্দ্রগুলো বে-পর্দা নারী ও পুরুষে ভর্তি হয়ে যায়, ঈদের জন্য নতুন নতুন সিনেমা এবং নতুন নাটক লাগানো হয়, আহা! শয়তানের হাতে অসংখ্য মুসলমান খেলনায় পরিণত হয়ে যায়, কিন্তু এমন সৌভাগ্যবানও আছে, যারা আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে উদাসীন হয় না এবং শয়তানের প্রতারণা থেকে নিরাপদ থাকে।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

অগ্নিপূজারী রমযান মাসের সম্মান করলো তাই....(ঘটনা)

বুখারা শহরে এক অগ্নিপূজারী বাস করতো, একবার রমযান শরীফে সে তার ছেলেকে সাথে নিয়ে মুসলমানদের বাজার অতিক্রম করছিলো, তার ছেলে প্রকাশ্যভাবে কিছু খাওয়া শুরু করে দিলো, অগ্নিপূজারী তা দেখেই তার ছেলেকে একটি খাপ্পড় মেরে দিলো এবং ধমক দিয়ে বললো: তোমার রমযানুল মোবারক মাসে মুসলমানদের বাজারে প্রকাশ্যভাবে খেতে লজ্জা করে না! ছেলেটি বললো: আব্বাজান! আপনিও তো রমযান শরীফে খান। পিতা বললো: আমি মুসলমানদের সামনে খাইনা, আমার ঘরের ভেতর লুকিয়ে খাই, এ বরকতময় মাসের অসম্মান করিনা। কিছু দিন পর ওই লোকের মৃত্যু হয়ে গেলো। কেউ তাকে স্বপ্নে জান্নাতে ঘুরাফেরা করতে দেখে খুবই অবাধ হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: তুমিতো অগ্নিপূজারী ছিলে, জান্নাতে কিভাবে এসে গেলে? সে বলতে লাগলো: “আসলেই আমি অগ্নিপূজারী ছিলাম, কিন্তু যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলো তখন আল্লাহ তায়ালা রমযানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বরকতে আমাকে ঈমানের মহান সম্পদ এবং মৃত্যুর পর জান্নাত দান করে ধন্য করেছেন।”

(নূযহাতুল মাজলিস, ১ম খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা)

রমযানে প্রকাশ্যে পানাহারের দুনিয়াবী শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো? রমযানুল মোবারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কারণে একজন অগ্নিপূজারীকে আল্লাহ তায়ালা ঈমানরূপী সম্পদ দান করে জান্নাতের চিরস্থায়ী নেয়ামতরাজি দ্বারা ধন্য করেছেন। এ ঘটনা থেকে আমাদের বিশেষ করে সেইসব উদাসীনদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও রমযানুল মোবারকে প্রথমত তারা রোযা তো রাখেনা, তদুপরি চোরের মায়ের বড় গলা যে, রোযাদারের সামনেই সিগারেট টানতে থাকে, পান চিবুতে থাকে, এমনকি অনেকে তো এতোই দুঃসাহসী ও নির্লজ্জ যে, প্রকাশ্যে পানি পান করে বরং খাবার খেতেও লজ্জাবোধ করে না। এমন লোকদের জন্য কিতাবগুলোতে কঠোর শাস্তির আদেশ রয়েছে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

আপনি কি মরবেন না?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! গভীরভাবে ভাবুন!! যখন রোযা না রাখার দুনিয়াতেই এমন কঠিন শাস্তি সাব্যস্ত হয়েছে (এ শাস্তি অবশ্য ইসলামী শাসকই দিতে পারেন) তখন আখিরাতের শাস্তি কি পরিমাণ ভয়ঙ্কর হবে! মুসলমানরা! হুঁশে ফিরে আসুন! কতদিন এ দুনিয়ায় উদাসীন হয়ে থাকবেন? আপনি কি মরবেন না? দুনিয়ায় কি সর্বদা এভাবে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়াবেন? মনে রাখবেন! একদিন না একদিন অবশ্যই মৃত্যু আসবে এবং আপনার জীবনের বাঁধন ছিন্ন করে নরম ও আরামদায়ক বিছানা থেকে উঠিয়ে মাটির উপর শায়িত করে দেবে, প্রত্যেক প্রকারের প্রশান্তিদায়ক আসবাব দ্বারা সু-সজ্জিত কক্ষ থেকে বের করে অন্ধকার কবরে পৌঁছিয়ে দেবে, এরপর অনুশোচনা করা ছাড়া আর কিছুই কাজে আসবেনা, এখনো সময় আছে, গুনাহ থেকে সত্য অন্তরে তাওবা করে নিন আর রোযা-নামাযের অনুসারী হয়ে যান।

করলে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ী, কবর মে ওয়ারনা সাজা হোগী কড়ী।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭১২ পৃষ্ঠা)

সুল্লাতে ভরা বয়ানের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহে ভরা জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জগতে কল্যাণ নসীব হবে। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি অত্যন্ত সুন্দর মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, যেমনটি এক ইসলামী ভাই ১৯৮৭ইং থেকে ১৯৯০ইং পর্যন্ত ১টি রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলো। প্রতিদিনের ঝগড়া-ফ্যাসাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে পরিবারের লোকেরা তাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো। অতঃপর ০৩/১১/১৯৯০ইং তারিখে তাকে ওমানের রাজধানী মসকটের একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে চাকুরীতে পাঠিয়ে দিলো। ১৯৯২ সালে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

একজন ইসলামী ভাই কাজের জন্য তারই ফ্যাক্টরীতে যোগ দিলো। তার ইনফিরাদী কৌশিশে **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সে নামাযী হয়ে গেলো। ফ্যাক্টরীর পরিবেশ খুবই খারাপ ছিলো, শুধু তাদের বিভাগটাই ধরুন, যেখানে ৮/৯টি টেপ রেকর্ডার ছিলো, যেগুলোতে বিভিন্ন ভাষায় যেমন উর্দু, পাঞ্জাবী, পুশতু, হিন্দী এবং বাংলা ইত্যাদি ভাষায় উচ্চ আওয়াজে গান চালাতে থাকতো। দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শের বরকতে **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** তার গান বাজনার প্রতি ঘৃণা জন্মে গেলো। উভয়ের পরামর্শক্রমে তারা দু'জন মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট চালাতে শুরু করে দিলো। শুরুতে অনেকে বিরোধীতাও করেছিলো, কিন্তু তারা সাহস হারায়নি। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট চালানোর বরকত স্বয়ং তাদের উপরই প্রতিফলিত হতে লাগলো। বিশেষত: কবরের প্রথম রাত, রজিন দুনিয়া, হতভাগা দুলাহা, কবরের চিংকার এবং ৩টি কবর নামক বয়ান সমূহ তাদেরকে প্রভাবিত করলো, আখিরাতের প্রস্তুতির মাদানী ভাবনা অর্জিত হলো এবং তাদের অন্তর গুনাহকে ঘৃণা করতে লাগলো। এ সময় আরো কিছু লোক সুন্নাতে ভরা বয়ানে প্রভাবিত হয়ে বন্ধু হয়ে গেলো। যে তাদের মাদানী কাজে লাগিয়ে ছিলো সেই আশিকে রাসূল চাকরী ছেড়ে দেশে ফিরে গেলো। তারা দেশ থেকে সুন্নাতে ভরা বয়ানের ৯০টি ক্যাসেট চেয়ে আনলো। প্রথমদিকে তাদের ফ্যাক্টরীতে ৫০/৬০ জন নামাযী ছিলো, বয়ান শুনে শুনে নামাযীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** ২০০ থেকে ২৫০ তে পৌঁছলো। তারা ৪০০ ওয়ার্ড এর দামী সাউন্ডবক্স কিনে তাদের ভবনের দেয়ালে লাগিয়ে দিলো এবং ধুমধাম করে ক্যাসেট চালাতে লাগলো, কোরআনে পাকের তিলাওয়াত, নাত শরীফ এবং সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট চালানোর নিয়ম বানিয়ে নিলো। ধীরে ধীরে তাদের নিকট ৫০০টি ক্যাসেট জমা হয়ে গেলো। তার বর্ণনা হলো যে, আমি সহ ৫ জন ইসলামী ভাই নিজেকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী রঞ্জে রাঙ্গিয়ে নিলাম। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** মসজিদ দরস শুরু হয়ে গেলো, অতঃপর কিছুদিন পর ধীরে ধীরে তাদের ফ্যাক্টরীতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

ভরা ইজতিমা শুরু হয়ে গেলো, ইজতিমায় প্রায় ২৫০ জন ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করতো, প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনাও প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলো। চারিদিকে সূনাতের বসন্ত আসতে লাগলো, অসংখ্য ইসলামী ভাই নিজেদের মুখে মাদানী আক্বা হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন দাঁড়ি মোবারক সাজিয়ে নিলো, ২০/২৫ জন ইসলামী ভাইয়ের মাথায় পাগড়ীর মুকুট শোভা পাচ্ছিলো। আমাদের ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার প্রথমদিকে ক্যাসেট চালানোর ব্যাপারে নিষেধ করতো, কিন্তু বয়ানের ক্যাসেটের শব্দ তার কানে মধু বর্ষণ করলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অবশেষে সেও প্রভাবিত হয়ে গেলো, শুধু প্রভাবিত নয় বরং নামাযীও হয়ে গেলো এবং এক মুষ্টি দাঁড়িও সাজিয়ে নিলো।

ঐ ইসলামী ভাই দেশে ফিরে এসেছে এবং তার বাবুল মদীনা করাচীর ডিভিশন মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসাবে সূনাতের খিদমতের সৌভাগ্যও অর্জিত হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সূনাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট সমূহই সংশোধনের মাধ্যম হলো। প্রত্যেক ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনের উচিত যে, তারা যেন সূনাতে ভরা বয়ান বা মাদানী মুযাকারার কমপক্ষে একটি ক্যাসেট প্রতিদিন শুনার অভ্যাস গড়ে তোলে, اِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এমন বরকত অর্জিত হবে যে, উভয় জগতের তরী পার হয়ে যাবে।^(১)

উদাসীনভাবে নেকীর দাওয়াত শ্রবন করা কাফেরের বৈশিষ্ট্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত বয়ানের ক্যাসেট শুনারও কি পরিমাণে বরকত রয়েছে।^(২) এসব ভাগ্যবানদেরই জন্য, অন্যথায় অনেক লোককে এমনও দেখা যায় যারা অনেক দিন ধরে সূনাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হয়, কিন্তু তারা মাদানী রঞ্জে রঞ্জীন হতে পারে না। সম্ভবত এর একটি বড় কারণ এটাও হতে পারে যে, তারা বসে

- সূনাতে ভরা বয়ানের বরকতের বিস্তারিত জানার জন্য “বয়ানাত কি ক্যাসেটো কারিশমাত” নামক রিসালা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন। --- মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ
- ভাবাবেশ পূর্ণ বয়ানের ক্যাসেট এবং মেমোরী কার্ড মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবন করে না, অন্য মনষ্ক হয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে তাকিয়ে বা মোবাইল ফোন অথবা কথাবার্তা বলতে বলতে শুনলে বয়ানের বরকত কিভাবে অর্জিত হবে! মনে রাখবেন! উদাসীন ভাবে উপদেশ শ্রবণ করা কাফেরের বৈশিষ্ট্য, মুসলমানদের এই স্বভাব থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যিক, যেমনটি ১৭ পারার সূরা আম্বিয়া এর ২ ও ৩ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِمْ
مُحَدَّثِ إِلَّا اسْتَعْوَدُوا وَهُمْ
يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ
(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ২ ও ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তাদের নিকট কোন নতুন উপদেশ আসে, তখন সেটা তারা খেলা কৌতুকছলে শুনে থাকে। তাদের অন্তর খেলাধুলায় পড়ে রয়েছে।

সারা বছরের নেকী নষ্ট

হযরত সায্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “নিশ্চয় জান্নাতকে মাহে রমযানের জন্য এক বছর থেকে অপর বছর পর্যন্ত সাজানো হয়, অতঃপর যখন রমযান মাস আসে তখন জান্নাত বলে: “হে আল্লাহ! আমাকে এই মাসে তোমার বান্দাদের থেকে (আমার মাঝে) বসবাসকারী দান করো!” আর বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরেরা বলে: “হে আল্লাহ! এ মাসে আমাদেরকে তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে স্বামী দান করো।” অতঃপর রহমতে আলম হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ মাসে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করেছে যে, না কোন নেশা জাতীয় বস্তু পান করেছে, না কোন মু’মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়েছে এবং না কোন গুনাহ করেছে তবে আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি রাতের বিনিময়ে একশ’ হুরের সাথে তার বিয়ে করিয়ে দিবেন আর তার জন্য জান্নাতে স্বর্ণ, রূপা, পদ্মারাগ ও পান্নার এমন অট্টালিকা তৈরী করবেন যে, যদি সমগ্র দুনিয়া একত্রিত হয়ে যায় তবুও এবং এ অট্টালিকায় এসে যায়, তবুও সেই অট্টালিকার এতটুকু জায়গা দখল করবে, যতটুকু ছাগলের বেষ্টনী-বেড়া দুনিয়ার



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

জায়গা ঘিরে থাকে আর যে ব্যক্তি এ মাসে কোন নেশা জাতীয় বস্তু পান করলো কিংবা কোন মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দিলো অথবা এ মাসে কোন গুনাহের কাজ করলো তবে আল্লাহ তায়ালা তার এক বছরের আমল (নেকী) বরবাদ করে দিবেন। সুতরাং তোমরা রমযান মাসের বেলায় অলসতা করাকে ভয় করো, কেননা এটা আল্লাহ তায়ালা মাস। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য ১১ মাস সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাতে নেয়ামতের স্বাদ গ্রহণ করো আর নিজের জন্য একটি মাসকে বিশেষভাবে নির্ধারণ করে নিয়েছেন। সুতরাং তোমরা রমযান মাসের বেলায় ভয় করো।” (মুজাম্মুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৮৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, যেখানে মাহে রমযানুল মোবারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারীদের জন্য পরকালীন পুরস্কার ও সম্মানের সুসংবাদ রয়েছে, সেখানে এই বরকতময় মাসের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে এতে গুনাহ সম্পাদনকারীর জন্য শাস্তির ঘোষণাও এসেছে। এ হাদীসে পাকে নেশা জাতীয় বস্তু পান করা ও মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়ার বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, মনে রাখবেন! মদ হচ্ছে সকল পাপের মূল, তা পান করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। হযরত সায়্যিদুনা জাবির رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত; তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুয়ুর পুরনূর صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: “যে জিনিস বেশি পরিমাণে নেশার উদ্বেক করে, তা সামান্য পরিমাণও হারাম।” (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৮১)

দোযখীদের রক্ত এবং পুঁজ

মু'মিনের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া হারাম এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী কাজ, হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: “যে ব্যক্তি কোন মু'মিন সম্পর্কে এমন কথা বললো, যা তার মাঝে নেই, তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে অপবাদদাতাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ‘রাদগাতুল খাবাল’ এ রাখবেন, এমনকি সে তার কথিত কথা থেকে বের হয়ে যাবে।” (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৯৭) রাদগাতুল খাবাল হচ্ছে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

জাহান্নামের ওই স্থান, যেখানে দোষখীদের রক্ত এবং পুঁজ জমা হয়। (মিরাতুল মানাজ্জিহ, ৫ম খন্ড, ৩১৩ পৃষ্ঠা) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ “এমনকি সে তার কথিত কথা থেকে বের হয়ে যাবে” এর আলোকে বলেন: “এদ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে যেই শাস্তির অধিকারী হয়েছিলো তা ভোগ করার পর পবিত্র হয়ে না যাবে।”

(আশিয়াতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

রমযানে পাপাচারী

সায়িদ্দাতুনা উম্মে হানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, ছয়র পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে: “আমার উম্মত অপমানিত ও লাঞ্চিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মাহে রমযানের হক আদায় করতে থাকবে।” আরয করা হলো: “ইয়া রাসূলান্নাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! রমযানের হক আদায় না করাতে তাদের অপমানিত ও লাঞ্চিত হওয়া কি?” ছয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “এই মাসে সেসব হারাম কাজ করা।” তারপর ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি এ মাসে যেনা করলো বা মদ পান করলো, তবে আগামী রমযান পর্যন্ত আল্লাহ তায়াল্লা ও যত সংখ্যক আসমানী ফিরিশতা রয়েছে সবাই তার উপর অভিশাপ করতে থাকবে, সুতরাং সেই ব্যক্তি যদি পরবর্তী রমযান মাস আসার পূর্বেই মারা যায়, তবে তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবেনা, যা তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাতে পারে। সুতরাং তোমরা মাহে রমযানের ব্যাপারে ভয় করো, কেননা যেভাবে এ মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় নেকী বৃদ্ধি করে দেয়া হয় তেমনি গুনাহের বিষয়ও।”

(মু'জামু সগীর, ১ম খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ! اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

অন্তরের কালো বিন্দু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ে কেঁপে উঠুন! মাহে রমযানের গুরুত্ব না দেয়ার মতো কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করুন। এই বরকতময় মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় যেমনিভাবে নেকী বৃদ্ধি হয়ে যায়, তেমনিভাবে অন্যান্য মাসের তুলনায় গুনাহের ধ্বংসাত্মক প্রভাবও বৃদ্ধি হয়ে যায়। রমযান শরীফ ছাড়াও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা চাই। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رضي الله تعالى عنه বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم এর মহান বাণী হচ্ছে: “যখন বান্দা কোন গুনাহ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো বিন্দু সৃষ্টি হয়, যখন এই গুনাহ থেকে বিরত হয় এবং তাওবা ও ইস্তিগফার করে নেয় তখন তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায় এবং যদি আবারো গুনাহ করে তবে সেই বিন্দু বৃদ্ধি পেতে থাকে, এমনকি সম্পূর্ণ অন্তর কালো হয়ে যায়, এবং এটিই সেই রঙ যার আলোচনা আল্লাহ তায়ালা এভাবে করেছেন:

كَلَّابٌ رَّانٌ عَلَى قُلُوبِهِمْ

كَأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْسِبُونَ

(পারা ৩০, সূরা মুতাফফিফিন, আয়াত ১৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কখনো নয়, বরং তাদের অন্তরগুলোর উপর মরিচা লেপন করে দিয়েছে তাদের কৃত কর্মগুলো।

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৪৫)

অন্তরের কালো বিন্দুর চিকিৎসা

এই কালো অন্তরের (কলবের) চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরী এবং এই চিকিৎসার একটি কার্যকরী মাধ্যম হচ্ছে কোন শরীয়াতের পরিপূর্ণ অনুসারী কামিল পীর সাহেবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, সুতরাং এমন কোন মুর্শিদের মুরীদ হয়ে যান, যিনি পরহেযগার এবং সুন্নাতের অনুসারী, যার সাক্ষাত আল্লাহ তায়ালা ও প্রিয় রাসূল صلى الله تعالى عليه وآله وسلم এর স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথা নামায ও সুন্নাতের প্রতি ধাবিত করে, যার সংস্পর্শ কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতির



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

প্রেরণা বৃদ্ধি করে। যদি সৌভাগ্যবশত এ ধরনের পীরে কামেল মিলে যায় তবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** সত্যিকার তাওবা করার সৌভাগ্য নসীব হবে এবং আল্লাহ পাকের দয়ায় অন্তরের কালো বিন্দুর চিকিৎসা হয়ে যাবে।

গুনাহ ক্ষমা করানোর জন্য ৮টি আমল

দা'ওয়াতে ইসলামী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৯১১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ইহইয়াউল উলুম” অনুদিত ৪র্থ খন্ড এর ১৪১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায়, গুনাহ করার পর যখন ৮টি নেক আমল করা হয় তখন এর (গুনাহের) ক্ষমার আশা করা যায়। চারটি আমলের সম্পর্ক অন্তরের সাথে: ﴿১﴾ তাওবা বা তাওবার প্রতিজ্ঞা ﴿২﴾ গুনাহ থেকে বিরত থাকার কামনা ﴿৩﴾ আযাবের ভয় ﴿৪﴾ ক্ষমা পাওয়ার আশা। চারটি আমলের সম্পর্ক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে: ﴿১﴾ দুই রাকাত (তাওবার) নামায আদায় করা ﴿২﴾ ৭০বার ইস্তিগফার পাঠ করা এবং ১০০বার **سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَيَحْيَدِهِ** পাঠ করা ﴿৩﴾ সদকা করা ﴿৪﴾ রোযা রাখা।

তু সাচ্চি তাওবা কি তৌফিক দেয় দেয়, পায়ে তাজেদারে হারাম ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

কবরের ভয়ানক দৃশ্য!

বর্ণিত রয়েছে: আমীরুল মুমিনিন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা **كَوَّرَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ** একদা কবর যিয়ারত করার জন্য কূফার কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে একটি নতুন কবরের প্রতি দৃষ্টি পড়লো, তখন মনে মনে তার অবস্থা সম্পর্কে জানার কৌতুহল সৃষ্টি হলো, সুতরাং আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে আরয করলেন: “হে আল্লাহ! এই মৃতের অবস্থা আমার



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহত)

নিকট প্রকাশ করে দাও!” আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাঁর ফরিযাদ তাৎক্ষণিকভাবে মঞ্জুর হলো এবং দেখতে দেখতেই তাঁর ও মৃতের মধ্যবর্তী যত পর্দা ছিলো সবই তুলে দেয়া হলো! তখন একটি কবরের ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁর সামনে আসলো! দেখলেন যে, মৃত লোকটি আগুনের মাঝে ডুবে আছে এবং কেঁদে কেঁদে তাঁর নিকট এভাবে ফরিযাদ করছিলো:

يَا عَلِيُّ! أَنَا غَرِيبٌ فِي النَّارِ وَحَرِيبٌ فِي النَّارِ-

অর্থাৎ “হে আলী (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ)! আমি আগুনে ডুবে রয়েছি এবং আগুনে জ্বলছি।” কবরের ভয়ানক দৃশ্য ও মৃতের আর্ত-চিৎকার হায়দারে কাররার হযরত আলী كَوَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ কে ব্যাকুল করে তুললো। তিনি كَوَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ আপন দয়ালু প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার দরবারে হাত উঠিয়ে দিলেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ওই মৃতের ক্ষমার জন্য আবেদন পেশ করলেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: “হে আলী (كَوَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ)! এর পক্ষে সুপারিশ করবেন না। কেননা সে রমযানুল মোবারককে অসম্মান করতো, রমযানুল মোবারকেও গুনাহ থেকে বিরত থাকতো না, দিনের বেলায় রোযা তো রেখে নিতো কিন্তু রাতে পাপাচারে লিপ্ত থাকতো।” মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَوَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ এ কথা শুনে আরো দুঃখিত হয়ে গেলেন এবং সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে আরম্ভ করতে লাগলেন: “হে আল্লাহ! আমার মান সম্মান তোমার হাতে, এ বান্দা বড় আশা নিয়ে আমাকে ডেকেছে, হে আমার মালিক! তুমি আমাকে তার সামনে অপমানিত করোনা, তার অসহায়ত্বের প্রতি দয়া করো এবং এ বেচারাকে ক্ষমা করে দাও!” হযরত আলী كَوَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করছিলেন। আল্লাহ তায়ালার রহমতের সাগরে চেউ উঠলো এবং আওয়াজ আসলো: “হে আলী (كَوَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَরِيمِ)! আমি তোমার ভগ্ন হৃদয়ের কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলাম।” সুতরাং সেই মৃতের উপর থেকে আযাব তুলে নেয়া হলো। (আনীসুল ওয়ায়েযীন, ২৫, ২৬ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

কিউ না মুশকিল কোশা করহেঁ তুম কো! তুম নে বিগড়ী মেরী বানায়ী হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মৃতদের সাথে কথোপকথন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনিন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَوْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ এর মহত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা কী বলবো! আল্লাহ তায়ালায়র দানক্রমে, তিনি رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ কবরবাসীদের সাথে কথা বলতেন। আরো একটি ঘটনা উপস্থাপন করা হচ্ছে: যেমনটি প্রসিদ্ধ তাবেরী হযরত সাযিয়দুনা সাঈদ বিন মুসাইয়াব رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: একবার আমরা আমীরুল মুমিনিন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা كَوْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ এর সাথে মদীনায়ে মুনাওয়ারার কবরস্থানে গেলাম। হযরত মাওলা আলী كَوْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ কবরবাসীদেরকে সালাম করলেন এবং বলেন: হে কবরবাসীরা! তোমরা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে বলবে নাকি আমিই তোমাদের বলবো? হযরত সাযিয়দুনা সাঈদ বিন মুসাইয়াব رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমরা কবর থেকে “وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ” এর আওয়াজ শুনলাম এবং কেউ বলছিলো: হে আমীরুল মুমিনিন! আপনিই বলুন যে, আমাদের মৃত্যুর পর কি ঘটেছে? হযরত মাওলা আলী كَوْرَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ বললেন: শুনো! তোমাদের সম্পদ বণ্টন হয়ে গেছে, তোমাদের স্ত্রীরা পুনরায় বিয়ে করেছে, তোমাদের ছেলেমেয়েরা এতিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে, যেই ঘর তোমরা খুবই মজবুত করে তৈরী করেছিলে, সেগুলোতে তোমাদের শত্রুরা বসবাস করছে। এবার তোমরা তোমাদের অবস্থা শোনাও। একথা শুনে একটি কবর থেকে আওয়াজ আসলো: হে আমীরুল মুমিনিন! আমাদের কাফন ফেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে, আমাদের চুলগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, আমাদের চামড়াগুলো টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, আমাদের চোখগুলো চেহারার উপর এসে গেছে এবং আমাদের নাকের ছিদ্রগুলো



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

থেকে পূঁজ বয়ে যাচ্ছে আর আমরা যা কিছু পূর্বে প্রেরন করেছি (অর্থাৎ যেমন আমল করেছি) তেমনি ফল পাচ্ছি, যা কিছু রেখে এসেছি তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি।

(শরহুস সুদূর, ২০৯ পৃষ্ঠা। ইবনে আসাকির, ২৭তম খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা)

রমযানের রাতে খেলাধুলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লিখিত ঘটনা দু'টিতে আমাদের জন্য শিক্ষার অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে। জীবিত মানুষ খুবই লাফালাফি করে; কিন্তু যখন মৃত্যুর শিকার হয়ে কবরে নামিয়ে দেয়া হয়, তখন চোখ বন্ধ হবার পরিবর্তে বাস্তবিক পক্ষে খুলেই যায়। সৎকার্যাদি ও আল্লাহ তায়ালার পথে প্রদত্ত সম্পদ তো কাজে আসে; কিন্তু যে সম্পদ রেখে যায় তাতে মঙ্গলের সম্ভাবনা খুবই কম, ওয়ারিশগণের পক্ষ থেকে এ আশা খুবই কম থাকে যে, তারা তাদের মরহুম প্রিয়জনের আখিরাতের মঙ্গলের জন্য অধিকহারে সম্পদ ব্যয় করবে, বরং মৃত্যুবরণকারী যদি হারাম ও অবৈধ সম্পদ, উদাহরণ স্বরূপ; গুনাহের উপকরণাদি যেমন বাদ্যযন্ত্র, ভিডিও গেমসের দোকান, মিউজিক সেন্টার, সিনেমা হল, মদের বার, জুয়ার আড্ডা, ভেজাল মিশ্রিত মালের ব্যবসা ইত্যাদি রেখে যায়, তবে সেই মৃতের জন্য মৃত্যুর পর কঠিন ও অকল্পনীয় ক্ষতিই রয়েছে। কবরের ভয়ানক দৃশ্য নামক ঘটনায় রমযানুল মোবারকের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনকারীর ভয়ানক পরিণতির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আহ! আফসোস! শত আফসোস!! রমযানুল মোবারকের পবিত্র রাতে অনেক যুবক মহল্লায় ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলে থাকে, অনেক চিৎকার চেচামেচি করে এবং এভাবে এসব হতভাগারা নিজেরা তো ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকে, অন্যান্যদের জন্যও বিপদের কারণ হয়ে যায়, না তো নিজেরা ইবাদত করে, না অন্যকে ইবাদত করতে দেয়। এ ধরণের খেলাধুলা আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে উদাসীনকারী। নেককার লোকেরা তো এসব খেলাধুলা থেকে সর্বদা দূরে থাকে,



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

নিজেরা খেলাতো দূরের কথা, এমন খেলা তামাশা দেখেনও না; বরং এ ধরণের খেলাধূলার ধারাভাষ্যও (Commentary) শুনে না।

রমযান মাসে সময় কাটানোর জন্য....

অনেক মূর্খ এমনও রয়েছে, যারা রোযা তো রাখে, কিন্তু সেই বেচারাদের সময় কাটে না! সুতরাং তারাও রমযান শরীফের মর্যাদাকে পাশ কাটিয়ে নাজায়িয কাজের আশ্রয় নিয়ে সময় ‘কাটায়’ আর এভাবে রমযান শরীফে দাবা, তাস, লুডু, গান-বাজনা এবং স্যোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে ধ্বংসাত্মক প্রোগ্রাম ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে যায়। মনে রাখবেন! দাবা ও তাস ইত্যাদিতে কোন ধরণের বাজি কিংবা শর্ত না লাগলেও এ খেলা নাজায়িয। বরং তাসে যেহেতু প্রাণীর ছবির প্রতি সম্মান করা হয়ে থাকে, সেহেতু আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا সাধারণত তাস খেলাকেও হারাম লিখেছেন। যেমনটি তিনি বলেন: গানজিফাহ (পাতা দ্বারা এক প্রকার খেলার নাম এবং) তাস সাধারণত হারাম, কেননা এতে ত্রিফা কৌতুক ছাড়াও ছবির সম্মান রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

উত্তম ইবাদত কোনটি?

হে জান্নাতপ্রার্থী রোযাদার ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারকের পবিত্র মুহূর্তগুলোকে অনর্থক ও অশ্লিল কথাবার্তার মাধ্যমে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচান! জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত, একে অমূল্য সম্পদ মনে করুন, তাস খেলা ও সিনেমার গান করার মাধ্যমে সময় “কাটানোর” (নষ্ট করার) পরিবর্তে কোরআন তিলাওয়াত এবং যিকির ও দরুদের মাধ্যমে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। ক্ষুধা-পিপাসার প্রবলতা যত বেশি অনুভূত হবে, ধৈর্যধারণ করার কারণে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ সাওয়াবও তত বেশি অর্জিত হবে। যেমনটি বর্ণিত আছে: “أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ أَحْيَاؤُهَا” অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট ইবাদত হচ্ছে তাই, যাতে কষ্ট বেশি হয়।”

(শরহিল তাইয়্যিবি আলা মিশকাতুল মাসাবিহ, ৫ম খন্ড, ১৭২৯ পৃষ্ঠা, ২২৬৭ নং হাদীসের পাদটিকা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আখ্শুর রাজ্জাক)

ইমাম শরফুদ্দীন নববী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যে ইবাদতে পরিশ্রম ও ব্যয় বেশি হয়ে যাওয়াতে সাওয়াব ও ফযীলত বৃদ্ধি পেয়ে যায়।” (শরহে মুসলিম লিন নববী, ৪র্থ খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা) হযরত সাযিয়দুনা ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “দুনিয়ায় যে নেককাজ যত কঠিন হবে, কিয়ামতের দিন নেকীর পাল্লাও ততো বেশি ভারী হবে।” (তাযকিরাতুল আওলিয়া, ৯৫ পৃষ্ঠা)

রোযা অবস্থায় বেশি ঘুমানো

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ‘কিমিয়ায়ে সাআদাত’ কিতাবে বলেন: “রোযাদারের জন্য সুন্নাত হচ্ছে যে, দিনের বেলায় বেশিক্ষণ না ঘুমানো; বরং জাগ্রত থাকা, যাতে ক্ষুধা ও দুর্বলতার প্রভাব অনুভব হয়।” (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা) (যদিওবা কম শোয়া উত্তম, তারপরও যদি কারো হক নষ্ট না হয় এবং কোন শরয়ী নিষেধাজ্ঞা না থাকে তবে প্রয়োজনীয় ইবাদত করার পর কোন ব্যক্তি যদি পুরো দিন শুয়ে থাকে, তবে সে গুনাহগার হবে না)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি রোযা রেখে দিনভর ঘুমিয়ে সময় অতিবাহিত করে, সে রোযা সম্পর্কে কিইবা বুঝবে? একটু চিন্তা করুন তো! হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তো বেশি ঘুমাতেও নিষেধ করেছেন যে, এভাবেও সময় অনর্থক কেটে যাবে। তবে যারা খেলা-ধুলা ও হারাম কাজে সময় নষ্ট করে তারা কতোই না বঞ্চিত ও দুর্ভাগা। এই বরকতময় মাসের গুরুত্ব দিন, এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন, এতে খুশী মনে রোযা রাখুন এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন করুন।

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! রমযানের ফয়য দ্বারা প্রত্যেক মুসলমানকে ধন্য করো। আমাদেরকে এই বরকতময় মাসের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করার সৌভাগ্য দান করো এবং এর প্রতি উদাসীনতা প্রদর্শন করা থেকে বিরত রাখো।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার পুরস্কার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারক মাসের সম্মান করাকে অন্তরের মাঝে আত্মহকে বাড়তে, এর বরকত লাভ করতে, অধিকহারে নেকী অর্জন করতে এবং নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিতে আর আশিকানে রাসূলের সাথে সুনাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সুনাতের ভরা সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন।

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ সেই সফলতা অর্জিত হবে, যা দেখে আপনি আশ্চর্য হবেন। এক আশিকে রাসূলের হৃদয় উদ্ভাসিত “মাদানী বাহার” শুনুন এবং দূলে উঠুন: যেমনটি এক ইসলামী ভাইয়ের মাদানী ইনআমাতের প্রতি ভালবাসা ছিলো এবং প্রতিদিন “ফিক্‌রে মদীনা” করা তার অভ্যাসও ছিলো। একবার আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুনাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে বেলুচিস্তান সফরে ছিলো। সে সময় তার প্রতি দয়ার দরজা খুলে গেলো! হলো কি, রাতে যখন ঘুমালো তখন তার ভাগ্য চমকে উঠলো, স্বপ্নে নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তখনো সে সৌন্দর্যের মোহে মগ্ন ছিলো, ঠোট মোবারক নড়ে উঠলো এবং রহমতের ফুল বর্ষিত হতে লাগলো, শব্দগুচ্ছ কিছুটা এরূপ সজ্জিত হলো: “যারা মাদানী কাফেলায় প্রতিদিন ‘ফিক্‌রে মদীনা’ করে, আমি তাদেরকে আমার সাথে জান্নাতে নিয়ে যাবো।”

শুকরিয়া কিউ কর আদা হো আ'প কা ইয়া মুস্তফা!

হে পড়োসী খুদ মে আপনা বানায় শুকরিয়া। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৭৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ফিক্‌রে মদীনা কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের দুনিয়া ও আখিরাতকে কল্যাণময় করার জন্য প্রশ্নাকারে ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

৬৩টি, দ্বীনি ছাত্রদের জন্য ৯২টি এবং দ্বীনি ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি আর মাদানী মুন্নাদের জন্য ৪০টি তাছাড়া বিশেষ ইসলামী ভাই অর্থাৎ বোবা বধিরদের জন্য ২৫টি মাদানী ইনআমাত পেশ করা হয়েছে। মাদানী ইনআমাতের রিসালা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করা যাবে। প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে এতে দেয়া খালি ঘর পূরণ করে প্রতি মাদানী মাসের ১ম তারিখেই আপনার এলাকার দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়ে দিন। নিজের গুনাহের হিসাব করা, কবর ও হাশরের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করা এবং নিজের ভাল-মন্দ কাজের পরিসংখ্যান করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে ফিকরে মদীনা করা বলা হয়। আপনিও রিসালা সংগ্রহ করুন, যদি এখনই পূরণ করতে না চান তবে করবেন না, অন্তত এতটুকু তো করুন যে, ওলীয়ে কামিল, আশিকে রাসূল, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ২৫ তারিখ ওরশ শরীফের সাথে সম্পর্ক রেখে প্রতিদিন কমপক্ষে ২৫ সেকেণ্ডের জন্য পৃষ্ঠা গুলোতে দৃষ্টি প্রদান করুন। اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ দেখতে দেখতে পড়ার, পড়তে পড়তে ফিকরে মদীনা করার এবং এই রিসালার খালি ঘর পূরণ করার মন-মানসিকতা তৈরী হবে আর যদি খালি ঘর পূরণ করার অভ্যাস হয়ে যায়, তবে اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকত আপনি নিজ চোখে দেখতে পাবেন।

মাদানী ইনআমাত পর করতা হে জু কোয়ী আমল,
মাগফিরাত কর বেহিসাব উসকি খোদায়ে লাম ইয়াযাল।

أَمِينَ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রোযার আহকাম^(১)

দরুদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায্যিদুনা শায়খ আহমদ বিন মনসুর رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যখন ওফাত গ্রহণ করেন, তখন শীরায বাসীদের মধ্যে কেউ স্বপ্নে দেখলো যে, মাথায় মুক্তোর মুকুট সজ্জিত, উন্নতমানের পোশাক (জান্নাতী পোশাক) পরিহিত অবস্থায় তিনি শীরাযের জামে মসজিদের মেহরাবে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা তাঁর অবস্থা জানতে চাইলে তিনি বললেন: “আল্লাহ তায়ালা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, দয়া করেছেন এবং আমাকে মুকুট পরিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন।” জিজ্ঞাসা করলো: কি কারণে? বললেন: “আমি তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, নবী করীম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি অধিকহারে দরুদ পাক পাঠ করতাম, এই আমলটিই কাজে এসে গেছে।” (আল কওলুল বদী, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

আল্লাহ তায়ালা কত বড় দয়া যে, তিনি আমাদেরকে রমযানুল মোবারক মাসের রোযা ফরয করে আমাদের জন্য তাকওয়া লাভের মাধ্যম করে দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা ২য় পারার সূরা বাকারার ১৮৩-১৮৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

১. ফযযানে সুন্নাতের সব জায়গায় মাসয়লা সমূহ হানাফী মাযহাব অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের ইসলামী ভাইয়েরা ফিকহী মাসয়লার ক্ষেত্রে নিজ নিজ মাযহাবের ওলামায়ে কিরামের মতামত গ্রহণ করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴿٢١٨﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن
كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ
فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن
تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿٢١٩﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের উপর ফরয হয়েছিল, যাতে তোমাদের পরহেযগারী অর্জিত হয়; নির্দিষ্ট দিন সমূহ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ রুগ্ন হও কিংবা সফরে থাকো, অতঃপর ততো সংখ্যক রোযা অন্যান্য দিন-সমূহে। আর যাদের মধ্যে এর সামর্থ্য না থাকে তারা এর বিনিময়ে দেবে একজন মিসকীনের খাবার। অতঃপর যে ব্যক্তি নিজ থেকে সৎকর্ম অধিক করবে তবে তা তার জন্য উত্তম এবং রোযা রাখা তোমাদের জন্য অধিক কল্যাণকর যদি তোমরা জানো।

রোযা অনেক পুরোনো ইবাদত

আয়াতে করীমার প্রাথমিক অংশের আলোকে “তাফসীরে খাযিন” এ বর্ণিত রয়েছে: তোমাদের পূর্ববর্তী লোক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: হযরত সাযিয়দুনা আদম সফিউল্লাহ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام থেকে শুরু করে হযরত সাযিয়দুনা ইসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام পর্যন্ত যত আশ্বিয়ায়ে কিরাম তাশরীফ নিয়ে এসেছেন এবং তাঁদের উম্মত এসেছে তাদের সবার উপর রোযা ফরয হয়ে আসছিলো (কিন্তু সেগুলোর বিধান আমাদের রোযার চেয়ে ভিন্ন ছিলো)। উদ্দেশ্য হলো যে, রোযা হলো অনেক পুরোনো ইবাদত এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়াদেদ)

মধ্যে এমন কোন উম্মত ছিলো না যাদের উপর আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ন্যায় রোযা ফরয করেনি। (তাফসীরে খাফিন, ১ম খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা) এবং “তাফসীরে আযীযি”তে বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আদম সফিউল্লাহ عَلَيَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এর প্রতি মাসে আইয়ামে বীয (অর্থাৎ চন্দ্র মাসে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ) এর তিনটি রোযা ফরয ছিলো, এবং ইহুদীদের (অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা মূসা কলীমুল্লাহ عَلَيَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এর সম্প্রদায়) উপর আশুরার দিন (অর্থাৎ ১০ মুহাররামুল হারামের) এবং প্রতি সপ্তাহে শনিবারের (Saturday) এবং আরো কিছু দিনের রোযা ফরয ছিলো আর নাসারার (অর্থাৎ খ্রীষ্টান) উপর রমযান মাসের রোযা ফরয ছিলো।

(তাফসীরে আযীযি, ১ম খন্ড, ৭৭১ পৃষ্ঠা)

রোযার উদ্দেশ্য

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত “তাফসীরে সীরাতুল জিনান” ১ম খন্ডের ২৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: “আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেযগারীতা অর্জন। রোযায় যেহেতু নফসের সাথে কঠোরতা প্রদর্শন করা হয় এবং খাওয়া দাওয়ার হালাল বস্তু থেকে বিরত রাখা হয়, তখন তাদ্বারা নিজের প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রনের অনুশীলন (Practice) হয়, যার কারণে নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ এবং হারাম থেকে বাঁচার প্রতি সক্ষমতা অর্জিত হয় আর এই নফসকে আয়ত্ত করা এবং প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণই সেই মূল বিষয়, যার মাধ্যমে মানুষ গুনাহ থেকে বিরত থাকে।”

রোযা কার উপর ফরয?

তাওহীদ ও রিসালাতকে স্বীকার করা ও দ্বীনের সব প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর ঈমান আনার পর যেভাবে প্রত্যেক মুসলমানের উপর নামায ফরয করে দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে রমযান শরীফের রোযাও প্রত্যেক মুসলমান (নর ও নারী) বিবেকসম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্কের উপর ফরয। ‘দুররে মুখতার’ এর মধ্যে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

বর্ণিত রয়েছে: রোযা ২য় হিজরীর ১০ শা'বানুল মুআয্যামে ফরয হয়েছে।

(রাদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা)

রোযা ফরয হওয়ার কারণ

ইসলামে অধিকাংশ আমলই কোন না কোন হৃদয় মাতানো ঘটনার স্মরণকে সতেজ করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন; সাফা ও মারওয়্যার মধ্যখানে হাজীদের ‘সাদ্গ’ হযরত সাযিয়দাতুনা হাজেরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর স্মৃতি বহনকারী। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا তাঁর কলিজার টুকরো হযরত সাযিয়দুনা ইসমাঈল যবীহুল্লাহ عَلَي نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام এর জন্য পানির সন্ধানে এ দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে সাতবার প্রদক্ষিণ করেছেন ও দৌড়িয়েছেন। আল্লাহ তায়ালায় নিকট হযরত সাযিয়দাতুনা হাজেরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর এ কাজটি খুবই পছন্দ হয়েছে। তাই এই ‘সুনাত হাজেরা’ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে আল্লাহ তায়ালা স্থায়ীত্ব দানের জন্য হজ্জ ও ওমরা পালনকারীদের জন্য ‘সাফা ও ‘মারওয়্যার’ সাদ্গকে (প্রদক্ষিণ করাকে) ওয়াজিব করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে রমযানুল মোবারকে কিছুদিন আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হেরা পর্বতের গুহায় অতিবাহিত করেছিলেন, তখন হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দিনের বেলায় পানাহার থেকে বিরত থাকতেন, আর রাতে আল্লাহ তায়ালায় যিকরে লিপ্ত থাকতেন, তাই আল্লাহ তায়ালা ওই দিন গুলোর স্মরণকে সতেজ রাখার জন্য রোযা ফরয করেছেন, যেন তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুনাত স্থায়ী হয়ে যায়।

আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام রোযা সম্পর্কিত

প্রিয় নবী ﷺ এর ৩টি বাণী

﴿١﴾ (হযরত) আদম সফিউল্লাহ (عَلَي نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) (চন্দ্র মাসের)

১৩, ১৪, ১৫ তারিখ রোযা রাখতেন। (কানযুল ওম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১৮৮)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

﴿٢٧﴾ (হযরত) নূহ নাজিউল্লাহ (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহা ছাড়া সর্বদা রোযা রাখতেন। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭১৪) ﴿٢٨﴾ (হযরত) দাউদ (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। (মুসলিম শরীফ, ৫৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৫৯) আর (হযরত) সুলায়মান (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) মাসের শুরুতে তিন দিন, তিনদিন মধ্যভাগে এবং তিনদিন শেষভাগে (অর্থাৎ এভাবে মাসে ৯ দিন) রোযা রাখতেন। আর হযরত ঈসা রুহুল্লাহ (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) সর্বদা রোযা রাখতেন কখনো ছাড়তেন না। (ইবনে আসাকির, ২৪তম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

রোযাদারের ঈমান কতটা পাকাপোক্ত!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রচন্ড গরম, পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে যাচ্ছে, ওষ্ঠদ্বয় শুকিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পানি থাকা সত্ত্বেও রোযাদার সেদিকে তাকাচ্ছেও না, খাবার বিদ্যমান, ক্ষুধার প্রচন্ডতার অবস্থা খুবই শোচনীয়, কিন্তু খাবারের দিকে হাত পর্যন্ত বাড়াচ্ছে না। আপনি অনুমান করুন! সেই মুসলমানের আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান কতই পাকাপোক্ত, কেননা সে জানে যে, তার কার্যকলাপ সমগ্র দুনিয়া থেকে তো গোপন থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার নিকট গোপন থাকতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাসই হচ্ছে, রোযা পালনের আমলী নমুনা, কেননা অন্যান্য ইবাদত কোন না কোন প্রকাশ্য কাজ দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, কিন্তু রোযার সম্পর্ক হচ্ছে আধ্যাত্মিক, তার অবস্থা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না, যদি সে গোপনে পানাহার করেও নেয় তবুও লোকজন এটাই মনে করবে যে, সে রোযাদার, কিন্তু সে একমাত্র খোদাতীকৃত্যতার কারণেই নিজেকে পানাহার থেকে বিরত রাখছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

সন্তানদের কখন রোযা রাখবেন?

আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাহ, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “সন্তান যখনই আট বছরে পা দেবে (তার) অভিভাবকের উপর আবশ্যিক যে, তাকে নামাযের আদেশ দেয়া এবং যখন ১১তম বছর শুরু হবে তখন অভিভাবকের উপর ওয়াজিব যে, রোযা ও নামাযের জন্য (নামায না পড়লে এবং রোযা না রাখলে) মারা, তবে শর্ত হলো যে, তার মধ্যে যেন রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা এবং রোযা দ্বারা ক্ষতি না হওয়া।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা) ফুকাহায়ে কিরামগণ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ বলেন: সন্তানের বয়স দশ বছর হয়ে গেলো এবং (১১তম বছরে পা রাখে এবং) তার রোযা রাখার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও রোযা না রাখে তবে মারধর করে রাখবেন, যদি রোযা রেখে ভেঙ্গে ফেলে, তবে কাযার নির্দেশ দিবেন না এবং নামায ভঙ্গ করলে পুনরায় পড়াবেন। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৪২ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরতকে তাঁর পিতা স্বপ্নে বললেন (ঘটনা)

“মলফুযাতে আ'লা হযরত” এর ২০৬ পৃষ্ঠায় আমার, আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে বলেন: “কয়েক বছর পূর্বে রজব মাসে আব্বাজান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ স্বপ্নে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন: “এবার রমযানে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়বে, রোযা ছেড়ো না।” তেমনই হলো এবং প্রত্যেক চিকিৎসকরাই বলেছিলো (কিন্তু) আমি بِحَمْدِ اللَّهِ রোযা ছাড়িনি এবং এরই বরকতে আল্লাহ তায়ালা দয়া করে আরোগ্য দিলেন, কেননা হাদীসে পাকে ইরশাদ হচ্ছে: صَوْمُؤُا تَصِحُّوْا অর্থাৎ রোযা রাখো সুস্থতা লাভ করবে।

(মু'জাম আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৩১২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

রোযায় সুস্বাস্থ্য অর্জিত হয়

আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়িনাত, আলীউল মুরতাদ্দা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ থেকে বর্ণিত, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুস্থতা প্রদানকারী বাণী হচ্ছে: “নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা বনী ইস্রাঈলের এক নবী عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ السَّلَامَةُ এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যে, আপনি আপনার সম্প্রদায়কে জানিয়ে দিন, যে বান্দা আমার সন্তুষ্টির জন্য এক দিনের রোযা রাখবে তবে আমি তার শরীরে সুস্থতা দান করবো এবং তাকে মহান প্রতিদানও দিবো।” (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯২৩)

পাকস্থলীর ফুলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ হাদীসে মোবারাকা থেকে বুঝা যায় যে, রোযা সাওয়াব ও প্রতিদানের পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য অর্জন করারও মাধ্যম। এখনতো বিজ্ঞানীরাও তাদের গবেষণায় এ বাস্তবতাটুকু মেনে নিতে শুরু করেছে। যেমন; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মূর প্যালিড (MOORE PALID) বলেন: “আমি ইসলামী বিষয়াদি পড়ছিলাম, যখন রোযা সম্পর্কে পড়লাম তখন খুশিতে লাফিয়ে উঠলাম, কারণ ইসলাম তার অনুসারীদেরকে এক মহান ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে! আমারও আগ্রহ জন্মালো, সুতরাং আমিও মুসলমানদের মতো রোযা রাখতে শুরু করে দিলাম। দীর্ঘ দিন যাবত আমার পাকস্থলীতে ফুলা ছিলো, কিছু দিনের মধ্যেই আমার কষ্ট কম অনুভূত হলো, আমি রোযা রাখতেই থাকলাম, অবশেষে এক মাসের মধ্যে আমার রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়ে গেলো!”

চাঞ্চল্যকর রহস্য উদ্ঘাটন

হল্যান্ডের পাদ্রী এলফ গাল (ALF GAAL) বলেন: “আমি সুগার (ডায়াবেটিক), হৃদরোগী ও পাকস্থলীর রোগীদের নিয়মিতভাবে ত্রিশ দিন রোযা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

রাখালাম, ফলশ্রুতিতে ডায়াবেটিক রোগীদের ‘সুগার’ নিয়ন্ত্রণে এসে গেলো, হৃদরোগীদের আতঙ্ক ও নিশ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া কমে গেলো এবং পাকস্থলীর রোগীদের সর্বাপেক্ষা বেশি উপকার হয়েছে। একজন ইংরেজ মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ সিগম্যান্ড ফ্রাউড (Sigmund Freud) এর বর্ণনা হলো: রোযার ফলে দেহের খিচুঁনী, মানসিক চাপ এবং মানসিক অন্যান্য রোগ দূর হয়ে যায়।

চিকিৎসকদের অনুসন্ধানী টিম

একটি পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী জার্মানী, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার চিকিৎসকদের একটি অনুসন্ধানী টিম রমযানুল মোবারকে পাকিস্তান আসলো এবং তারা বাবুল মদীনা করাচী, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর এবং মুহাদিসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নগরী সরদারাবাদ (ফয়সালাবাদ) কে নির্বাচন করলো। জরিপ (Survey) করার পর তারা এই রিপোর্ট পেশ করলো: যেহেতু মুসলমানরা নামায পড়ে ও রমযানুল মোবারকের প্রতি বেশি যত্নবান হয়, সেহেতু ওযু করার ফলে নাক-কান-গলার রোগগুলো কমে যায়, তাছাড়া মুসলমানরা রোযার কারণে কম আহার করে, ফলে পাকস্থলী, কলিজা, হৃদয় ও শরীরের জোড়াগুলোর রোগে কম আক্রান্ত হয়।

খুব বেশি আহার করলে রোগ-বালাই জন্ম নেয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযায় কোনরূপ রোগ-বালাই হয় না, বরং সেহেরী ও ইফতারে অসতর্কতার কারণে, তাছাড়া উভয় সময়ে বেশি পরিমাণে তেল-চর্বিযুক্ত এবং ভাজা পোড়া খাবার ব্যবহার আর রাতভর কিছুক্ষণ পর পর খাবার খেতে থাকলে রোযাদার অসুস্থ হয়ে পড়ে, সুতরাং সেহেরী ও ইফতারের সময় পানাহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা চাই, রাতের বেলায় পেটকে খাদ্যের এতো বেশি ভাঙার তৈরী করে নেয়া উচিত নয় যেন সারা দিন ঢেকুরই

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

আসতে থাকে এবং রোযা পালনকালে ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভবই না হয়, যদি ক্ষুধা-পিপাসা অনুভবই না হয়, তবে রোযার তৃপ্তিই বা কি রইলো! দেখা গেলো রোযার মজাই তো এতে যে, তীব্র গরম হবে, পিপাসার তীব্রতায় ঠোঁট শুকিয়ে যাবে এবং ক্ষুধায় একেবারে কাতর হয়ে যাবে, এমনি অবস্থায় আহ! মদীনা মুনাওয়ারার **وَادَعَا اللَّهُ شِرْقًا وَتَغَطَّيْنَا** মধুময় গরম ও শীতল রোদের স্মরণ হয়ে যায় আর আহ! কারবালার উত্তপ্ত মরুভূমি এবং নবুয়তের বাগানের সুবাসিত নব-প্রক্ষুটিত ফুলগুলো, তিন দিনের ক্ষুধা-পিপাসায় অস্থিরতা, “প্রকৃত মাদানী মুন্নারা” ও মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার, হুযুর পুরনূর **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত নির্যাতিত শাহযাদাদের স্মরণ কষ্ট দিতে থাকে, আর যখন ক্ষুধা ও পিপাসা কিছুটা বেশি কষ্ট দেয়, তখন নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর পবিত্রতম পেটে বাঁধা সৌভাগ্যশালী পাথরও স্মরণে এসে যায়, তবে বলার আর কী থাকবে! সুতরাং প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলে তো রোযা এমনি হওয়া চাই যে, আমরা আমাদের প্রিয় আক্বা **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ও ইমামগণের সুন্দর স্মরণে হারিয়ে যাবো।

কেইসে আক্বাওঁ কা হৌ বান্দা রযা, বোল বলে মেরি সারকারৌ কে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৬০ পৃষ্ঠা)

বিনা অপারেশনে জন্ম হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার নুরানিয়ত ও রুহানিয়ত পেতে এবং মাদানী মানসিকতা তৈরী করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন। **سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ, সুন্নাতে ভরা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

ইজতিমা এবং মাদানী কাফেলারও কি সুন্দর বাহার ও বরকত রয়েছে! সম্ভবতঃ ১৯৯৮ সালের ঘটনা, হায়দারাবাদের (বাবুল ইসলাম সিদ্ধু প্রদেশ) এই ইসলামী ভাইয়ের স্ত্রী সন্তান সম্ভবা ছিল, সময়ও “পূর্ণ” হয়ে গিয়েছিলো, ডাক্তাররা বলছিলো যে সম্ভবত অপারেশন করতে হবে। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক তিন দিনের সূন্নাতে ভরা ইজতিমাও (সাহরায়ে মদীনা, মূলতান) সন্নিহিত ছিলো। ইজতিমার পর সেই ইসলামী ভাইয়ের সূন্নাতে প্রশিক্ষণের এক মাসের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফরের নিয়ত ছিলো। ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার জন্য যাওয়ার সময় কাফেলার সামগ্রী নিয়ে হাসপাতাল পৌঁছলো, যেহেতু পরিবারের অন্যান্য লোকেরা সাহায্য করার জন্য উপস্থিত ছিলো, স্ত্রী অশ্রুসিক্ত নয়নে তাকে সূন্নাতে ভরা ইজতিমার (মূলতান) জন্য বিদায় জানালো। তার এরূপ চিন্তা ছিলো যে, এখন আন্তর্জাতিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় এরপর সেখান থেকে এক মাসের মাদানী কাফেলা অবশ্যই সফর করতে হবে, আহ! এর বরকতে নিরাপদে যেন সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে যায়। বেচারী গরীব ছিলো, তার নিকট তো অপারেশনের খরচও নেই! সর্বোপরি সে মদীনা তুল আউলিয়া মূলতান শরীফে উপস্থিত হয়ে গেলো। সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় খুব দোয়া করলো। ইজতিমার শেষে মনজুড়ানো দোয়ার পর ঘরে ফোন করলে তার আম্মাজান বললো: মোবারক হোক! গত রাতে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে বিনা অপারেশনে একটি চাঁদের মত মাদানী মুন্নী দান করেছেন। সে খুশী হয়ে বললো: আম্মাজান! আমার জন্য কি হুকুম? আমি কি এসে যাব নাকি এক মাসের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হবো? আম্মাজান বললো: “বৎস! নিশ্চিত হয়ে মাদানী কাফেলায় সফর করো।” নিজের মাদানী মুন্নীকে দেখার ইচ্ছাকে অন্তরে চেপে রেখে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে এক মাসের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়তের বরকতে তার সমস্যা সমাধান হয়ে গেলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহত)

মাদানী কাফেলার মাদানী বাহারের বরকতের কারণে পরিবারের সকলের মাদানী মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে গেলো, সেই ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো যে, আমার সন্তানের মা বলতে লাগলো: আপনি যখন মাদানী কাফেলায় মুসাফির হন তখন আমি আমার সন্তানসহ নিজেদের নিরাপদ মনে করি।

যাচ্ছা কি খাইর হো, বাচ্চা বিলখাইর হো, উঠিয়ে হিম্মত করোঁ, কাফেলে মে চলো।

বিবি বাচ্ছে সজী, খুব পায়ে খুশি, খাইরিয়ত সে রাহেঁ, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৪, ৬৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রোযার প্রতিদান

হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “মানুষের প্রতিটি সৎকর্মের প্রতিদান দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত দান করা হয়, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ- অর্থাৎ রোযা ব্যতীত যে, রোযা আমার জন্য এবং এর প্রতিদান আমি স্বয়ং দিবো। আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন: বান্দা তার প্রবৃত্তি ও আহার শুধুমাত্র আমারই কারণে ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দুটি খুশী রয়েছে, একটি ইফতারের সময়, অন্যটি আপন প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা সাথে সাক্ষাতের সময়, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তায়ালা নিকট মুশক (এক প্রকার উন্নত মানের সুগন্ধি) অপেক্ষাও বেশি পবিত্র।” (মুসলিম, ৫৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৫১)

আরো ইরশাদ করেন: রোযা হচ্ছে ঢাল স্বরূপ আর যখন কারো রোযার দিন আসে তখন সে না অনর্থক কথা বলে, না চিৎকার চেচামেচি করে, অতঃপর যদি কেউ তাকে গালি গালাজ করে কিংবা বাগড়া-বিবাদ করতে উদ্যত হয়, তখন সে যেন বলে দেয়, “আমি রোযাদার।” (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৯৪)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

রোযার বিশেষ পুরস্কার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মোবারাকা গুলোতে রোযার কয়েকটি বিশেষত্ব ইরশাদ করা হয়েছে। কতোই প্রিয় সুসংবাদ ঐ রোযাদারের জন্য, যে এমনিভাবে রোযা রেখেছে, যেমনিভাবে রোযা রাখা দরকার। অর্থাৎ পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি নিজের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও গুনাহ থেকে বিরত রেখেছে, তবে সেই রোযা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও দয়ায় তার জন্য পূর্ববর্তী সকল গুনাহের কাফফারা হয়ে গেলো। আর হাদীসে মোবারকের এ মহান বাণীতো বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করার মতোই, যেমনটি রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন প্রতিপালকের সুগন্ধময় বাণী শুনাচ্ছেন: “فَاتَّئِدُنِي وَأَنَا أُجْزِي بِهٍ-” অর্থাৎ রোযা আমার জন্য আর এর প্রতিদান আমি নিজেই দিবো। হাদীসে কুদসীর এ ইরশাদে পাককে অনেক ওলামায়ে কিরাম رحمه الله السلام “أَنَا أُجْزِي بِهٍ” ও পড়েছেন, যেমনটি মীরাতুল মানাজিহ ইত্যাদিতে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ দাঁড়ায় “রোযার প্রতিদান আমি নিজেই।” سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ রোযা রেখে রোযাদার স্বয়ং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালাকেই পেয়ে যায়।

নেক আমলের প্রতিদান হচ্ছে জান্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কোরআনে করীমের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে, যে ভালো কাজ করবে, সে জান্নাত পাবে। যেমনটি আল্লাহ পাক ৩০তম পারার সূরা বাইয়নাতের ৭ ও ৮নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ।” স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ
الْبَرِيَّةِ ۖ جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
جَدَّتْ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَٰلِكَ
لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۗ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা ই সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সেরা। তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে, বসবাসের বাগান সমূহ, যেগুলোর নিম্নদেশে নহর সমূহ প্রবাহমান। সেগুলোর মধ্যে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে আপন রবকে ভয় করে।

সাহাবা ব্যতীত অন্য কারো জন্য رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ কথাটি সম্পূর্ণ ভুল যে, “رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ” বলা বা লিখা শুধু সাহাবীর নামের জন্যই নির্দিষ্ট। উল্লেখিত আয়াতের এই শেষাংশ ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۗ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ তায়ালা তাদের উপর সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর উপর সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে আপন রবকে ভয় করে।) সাধারণের ভুল ধারণার মূলোৎপাটন করে দিয়েছে! খোদাভীরু প্রত্যেক মুমিন, হোক তিনি সাহাবী বা সাহাবী নন সবার জন্য এই সুসংবাদ ইরশাদ করা হয়েছে, যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, সে رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ এর অন্তর্ভুক্ত, নিঃসন্দেহে প্রত্যেক সাহাবী ও ওলীর জন্য رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ লিখা ও বলা একেবারে সঠিক ও জাযিয। যিনি ঈমান সহকারে হুযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রকাশ্য জীবদ্দশায় হুযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর এক মুহুর্তের সঙ্গ ও লাভ করেছেন কিংবা দেখেছেন আর তার ঈমানের উপর ইন্তেকাল হয়েছে, তিনি সাহাবী। বড় থেকে বড় ওলীও সাহাবীর মর্যাদা পেতে পারেন না, প্রত্যেক সাহাবী ন্যায়পরায়ণ ও জান্নাতী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

আমি মুক্তার মালিককেই চাই

“رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ” এর বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে এসে গেলো, এবার আসল বিষয়ে আসি: নামায, হজ্জ, যাকাত, গরীবের সাহায্য, রোগীর শুশ্রূষা, মিসকীনদের খবরাখবর নেয়া ইত্যাদি সকল সৎকাজের বিনিময়ে জান্নাত পাওয়া যায়, কিন্তু রোযা এমন এক ইবাদত যার বিনিময়ে জান্নাতের মালিক অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাকেই পাওয়া যায়। বলা হয়: একবার মাহমুদ গযনবী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কিছু মূল্যবান মুক্তা তাঁর মস্তিষ্কের সামনে পড়ে গেলো, তিনি বললেন: “কুঁড়িয়ে নিন!” এবং নিজে সামনের দিকে চলে গেলেন। কিছুদূর যাবার পর ফিরে দেখলেন আয়াজ ঘোড়ায় চড়ে পেছনে পেছনে চলে আসছে। জিজ্ঞাসা করলেন: আয়াজ! তুমি কি মুক্তা চাও না? আয়াজ আরয করলো: “আমার মুনিব! যারা মুক্তার প্রার্থী তারা মুক্তা কুঁড়াচ্ছে, আমি তো মুক্তা নয়, বরং মুক্তার মালিককেই চাই।” (রুজানে সাঈদী, ১১০ পৃষ্ঠা)

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আর জান্নাতও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর

এরই ধারাবাহিকতায় একটি হাদীসে মোবারাকাও লক্ষ্য করুন: হযরত সাযিদ্যুনা রাবী‘আ বিন কা‘আব আসলামী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি একবার হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর খেদমতে কাটিয়েছিলাম, তখন আমি হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট ওযুর পানি এবং তাঁর প্রয়োজনীয় বস্ত্র (যেমন মিসওয়াক) নিয়ে উপস্থিত হলাম, তখন হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: سَلِّ! অর্থাৎ চাও, কি চাওয়ার চেয়ে নাও? আমি আরয করলাম: جَانِّتَهُ! অর্থাৎ ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ জান্নাতে আপনার প্রতিবেশীত্ব চাই। (যেন তিনি আরয করছিলেন:)

তুঝ সে তুব্বী কো মাজ লৌ তো সব কুছ মিল জায়ে,
স সুওয়ালৌ সে ইয়েহী ইক সাওয়াল আছা হে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আখ্‌বুর রাজ্জাক)

(রহমতের সাগরে আরো জোশে এলো) এবং ইরশাদ করলেন: “**أَوْعَيْتَ ذَلِكْ؟**” অর্থাৎ আরো কিছু চাওয়ার আছে?” আমি আরয় করলাম: “ব্যস! শুধু এতটুকুই!”

তুবা সে তুবি কো মাজ্জকর মাজ্জ লী সারি কায়েনাত,
মুবা সা কো'য়ী গাদা নেহী, তুম সা কো'য়ী সখী নেহী।

(যখন হযরত সায়িয়দুনা রবী'আ বিন কা'আব আসলামী **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** জান্নাতে প্রতিবেশীত্ব চেয়ে নিলেন আর অন্য কিছু প্রার্থনা করতে অস্বীকার করলেন) তখন এর উপর **هَيُّوْر** **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করলেন: “**فَاعْتِنِي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ**” অর্থাৎ নিজের সত্তার প্রতি অধিকহারে সিজদা (নফল নামায) দ্বারা আমাকে সাহায্য করো! (মুসলিম, ২৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৯)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

যা চাওয়ার, চেয়ে নাও!

سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ! سُبْحَانَ اللهِ! এই হাদীসে মোবারাকা তো ঈমানই সতেজ করে দিলো। হযরত সায়িয়দুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী **رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর কোনরূপ শর্তারোপ ও বিশেষীকরণ ব্যতীতই সাধারণভাবে ইরশাদ করা: **سَلِّ!** অর্থাৎ চাও, কি চাওয়ার চেয়ে নাও? এই বিষয়টিই স্পষ্ট করে যে, সকল বিষয় কায়েনাতের সরদার, হযুরে পরওয়ারদিগার **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর মোবারক হাতেই রয়েছে, যা ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা, আপন প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে দান করে দেন। আল্লামা বু'ছীরী **رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** কসীদায়ে বুরদা শরীফে বলেন:

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَصَرََّتْهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللُّوحِ وَالْقَلَمِ

অর্থাৎ ইয়া রাসূলুল্লাহ **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! দুনিয়া ও আখিরাত আপনারই উদারতার অংশ আর লওহ ও কলমের জ্ঞান তো আপনারই মোবারক জ্ঞানেরই একটি অংশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

আগর খাইরিয়তে দুনিয়া ও ওকবা আ'রযু দারী,

বদরগাহাশ বইয়াদে হার ছে মান খোয়াহী তামান্না কুন।

অর্থাৎ যদি দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল চাও তবে এই আরশরুপী

আস্তানায় এসো আর যা চাওয়ার চেয়ে নাও! (আশআতুল লুমআত, ১ম খন্ড, ৪২৪-৪২৫ পৃষ্ঠা)

খালিকে কুল নে আ'পকো মালিকে কুল বানা দিয়া,

দোনো জাঁহা দেয় দিয়ে কবযা ও ইখতিয়ার মে।

রোযার ফযীলত সম্পর্কিত প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর ১১টি বাণী জান্নাতী দরজা

﴿১﴾ নিশ্চয় জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে, যাকে ‘রাইয়ান’ বলা হয়, এটি দিয়ে কিয়ামতের দিন রোযাদাররা প্রবেশ করবে, তারা ব্যতীত অন্য কেউ প্রবেশ করবে না। বলা হবে: রোযাদাররা কোথায়? অতঃপর এসব লোক দাঁড়াবে, তারা ব্যতীত অন্য কেউ ওই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না। যখন তারা প্রবেশ করে নিবে, তখন দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে, তারপর ওই দরজা দিয়ে আর কেউ প্রবেশ করবে না। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৯৬)

পূর্ববর্তী গুনাহের কাফফারা

﴿২﴾ যে রমযানের রোযা রাখলো এবং এর সীমাবদ্ধতাকে জানলো আর যে জিনিস থেকে বিরত থাকা উচিত, তা থেকে বিরত ছিলো, তবে যা (কিছু গুনাহ) পূর্বে করেছিলো, তার কাফফারা হয়ে গেলো।

(আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫ম খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪২৪)

জাহান্নাম থেকে ৭০ বছর সফরের দূরত্ব

﴿৩﴾ যে আল্লাহ তায়ালা পথে একদিন রোযা রাখলো, আল্লাহ তায়ালা তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছর সফরের দূরত্বে করে দেবেন।

(বুখারী, ২য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৪০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

একটি রোযার ফযীলত

﴿৪﴾ যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একদিনের রোযা রাখলো, আল্লাহ তায়ালার তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে রাখবেন, যেমন একটি কাক, যে তার শৈশব থেকে উড়তে আরম্ভ করে, অবশেষে বুড়ো হয়ে মারা যায়। (আবু ইয়ালার, ১ম খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯১৭)

লাল পদ্মরাগ মণির প্রাসাদ

﴿৫﴾ যে রমযান মাসে একটি মাত্র রোযাও নীরবতা এবং প্রশান্তভাবে রেখেছে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর সবুজ পান্না বা লাল পদ্মরাগ মণি দিয়ে তৈরী করা হবে। (মু'জাম আওসাত, ১ম খন্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৬৮)

শরীরের যাকাত

﴿৬﴾ প্রতিটি বস্তুর জন্য যাকাত রয়েছে এবং শরীরের যাকাত হচ্ছে রোযা আর রোযা হচ্ছে ধৈর্যের অর্ধেক। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৪৫)

ঘুমানোও ইবাদত

﴿৭﴾ রোযাদারের ঘুমানো ইবাদত এবং তার নীরবতা হলো তাসবীহ পাঠ করা আর তার দোয়া কবুল ও তার আমল গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯৩৮)

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তাসবীহ পাঠ

﴿৮﴾ যে বান্দার রোযা অবস্থায় সকাল হয়, তার জন্য আসমানের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাসবীহ পাঠ করে আর দুনিয়ার আসমানে অবস্থানকারীরা (ফিরিশতা) তার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। যদি সে এক বা দুই রাকাত নামায আদায় করে তবে তা আসমানে তার জন্য নূর হয়ে যায় আর বড় বড় চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের মধ্য থেকে তার স্ত্রীরা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

বলে: হে আল্লাহ! তাকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও, আমরা তার সাক্ষাতের জন্য খুবই আগ্রহী। আর যদি সে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ বা سُبْحَانَ اللَّهِ বা اللَّهُ أَكْبَرُ পড়ে, তবে সত্তর হাজার ফিরিশতা তার সাওয়াব সূর্যাস্ত পর্যন্ত লিখতে থাকে।

(প্রাঞ্জল, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৯১)

জান্নাতী ফল

﴿৯﴾ যাকে রোযা পানাহার থেকে বিরত রেখেছে যে, যার প্রতি তার বাসনা ছিলো, তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতী ফলমূল থেকে আহার করাবেন আর জান্নাতী পানীয় থেকে পান করাবেন। (প্রাঞ্জল, ৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯১৭)

স্বর্গের দস্তুরখানা

﴿১০﴾ কিয়ামতের দিন রোযাদারদের জন্য একটি স্বর্গের দস্তুরখানা রাখা হবে, যা থেকে সে খাবে অথচ লোকেরা (হিসাব নিকাশের জন্য) অপেক্ষমান থাকবে। (কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৬৪)

সাত প্রকারের আমল

﴿১১﴾ “আল্লাহ তায়ালা নিকট আমল সাত প্রকার, দু’টি ওয়াজিবকারী, দু’টির প্রতিদান (সেগুলোর) মতোই, একটি আমলের প্রতিদান তার দশগুণ, একটি আমলের প্রতিদান সাতশ গুণ পর্যন্ত এবং একটি আমলের প্রতিদান এমন যে, এর সাওয়াব আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না। যে দু’টি আমল ওয়াজিবকারী (১) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তায়ালা সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করলো যে, আল্লাহ তায়ালা ইবাদত নিষ্ঠার সাথে এভাবে করেছে যে, কাউকে তাঁর সাথে অংশীদার করেনি, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেছে। (২) এবং যে আল্লাহ তায়ালা সাথে এভাবে সাক্ষাৎ করেছে যে, তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করেছে, তবে তার জন্য দোযখ ওয়াজিব হয়েছে। আর যে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

একটি গুনাহ করেছে, তবে তার সমসংখ্যক (অর্থাৎ একটি গুনাহের) প্রতিদান পাবে এবং যে শুধুই নেকীর ইচ্ছা করেছে, তবে একটি নেকীর প্রতিদান পাবে। আর যে নেকী করে নিয়েছে, তবে সে দশ (নেকীর প্রতিদান) পাবে। আর যে আল্লাহ তায়ালার পথে নিজের সম্পদ ব্যয় করেছে, তবে তার ব্যয়কৃত এক দিরহামকে সাতশ দিরহাম, এক দিনারকে সাতশ দিনারে বর্ধিত করা হবে এবং রোযা আল্লাহ তায়ালার জন্য, তা পালনকারীর সাওয়াব আল্লাহ তায়ালার ব্যতীত আর কেউ জানে না।” (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যার ঈমানের উপর মৃত্যু হবে সে হয়তো আল্লাহ তায়ালার রহমতে বিনা হিসাবে বা আল্লাহর পানাহ! গুনাহের শাস্তি হলেও শেষ পর্যন্ত নিশ্চয় জান্নাতে প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর পানাহ! যার মৃত্যু কুফরের উপর হলো, সে সর্বদা দোযখেই থাকবে। যে একটি গুনাহ করেছে, সে একটি গুনাহেরই শাস্তি পাবে। আল্লাহ তায়ালার রহমতের প্রতি কুরবান! শুধুমাত্র নেকীর নিয়ত করলেই একটি নেকীর সাওয়াব আর নেকী সম্পন্ন করে নিলেতো সাওয়াব দশগুণ, আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয়কারীকে সাতশ গুণ এবং রোযাদারের কতো বড় মর্যাদা যে, তার সাওয়াব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার ব্যতীত আর কেউ জানে না।

অসংখ্য প্রতিদান

হযরত সাযিয়দুনা কা'আবুল আহবার رضي الله تعالى عنه বলেন: “কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী এভাবে ঘোষণা করবে, প্রত্যেক বপনকারীকে (আমলকারী) তার ক্ষেতের (অর্থাৎ আমল) সমান প্রতিদান দেয়া হবে, কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী এবং রোযাদাররা ব্যতীত যে, তাদেরকে অফুরন্ত ও অসংখ্য প্রতিদান দেয়া হবে।” (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯২৮)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

জন্ডিস ভাল হয়ে গেলো

রোযার বরকতকে দ্বিগুণ করতে এবং নিজের আত্মাকে ইলমে দ্বীন দ্বারা আলোকিত করার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিন। নিজের সংশোধনের জন্য মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মাদানী ইনআমাতের রিসালা সংগ্রহ করে তা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই আপনার এলাকার দা'ওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়ে দিন এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করাকে আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন, মাদানী কাফেলারই বাহ কি চমৎকার বাহার! ১৯৯৪ সালের কথা, যমযম নগর (হায়দারাবাদ বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের সন্তানের মায়ের জন্ডিস খুবই বেড়ে গিয়েছিলো এবং সে বাবুল মদীনা করাচীর নিজের বাপের বাড়ীতে চিকিৎসারত ছিলো। সেই ইসলামী ভাই ৬৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করলো এবং এই কারণে বাবুল মদীনা করাচীতে উপস্থিত হলো, ফোনে ঘরে যোগাযোগ করলো, অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক ছিলো, বিলিরুবিন (Bilirubin) বিপদজনক অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলো, প্রায় ২৫টি গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন দেয়ার পরও কোন উল্লেখযোগ্য উপকার হয়নি। সে তাকে সাত্বনা দিয়ে বললো: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** আমি মাদানী কাফেলার একজন মুসাফির, আশিকানে রাসূলের সহচর্যে আছি, **اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** মাদানী কাফেলার বরকতে সব ঠিক হয়ে যাবে। এরপরও সে নিয়মিত যোগাযোগ রাখলো, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** দিন দিন সুস্থ হতে লাগলো। ৫ম দিন বাবুল মদীনা থেকে দূরে সফর ছিলো, সে যখন ফোন করলো তখন সে এই আনন্দময় সংবাদ শুনতে পেলো: **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** বিলিরুবিন টেস্টের রিপোর্ট একেবারে স্বাভাবিক এসেছে এবং ডাক্তাররা স্বস্তি প্রকাশ করেছে। আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে আমি খুশিমনে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় রওয়ানা হয়ে গেলাম।

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনি রোযা রাখার অগণিত ফযীলত রয়েছে, তেমনি কোন বিশুদ্ধ অপারগতা ছাড়া রমযানুল মোবারকের রোযা না রাখার ব্যাপারে কঠোর শাস্তির সতর্কতাও রয়েছে। রমযান শরীফের একটিও রোযা যে কোন শরীয়াতসম্মত অপারগতা ছাড়া জেনে শুনে নষ্ট করে দেয়, তবে সারা বছরও যদি রোযা রাখে তবুও সেই নষ্ট করা একটি রোযার মর্যাদা পাবে না। যেমনটি

একটি রোযা নষ্ট করার ক্ষতি

হযরত সায্যিদুনা আবু হুরায়রা رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত; রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: “যে রমযানের এক দিনের রোযা শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া এবং রোগাক্রান্ত হওয়া ছাড়া ইফতার করেছে (অর্থাৎ রাখেনি) তবে যুগ যুগ যাবৎ রোযা রাখলেও এর ‘কাযা’ আদায় হবে না, যদিওবা পরবর্তীতে রেখেও নেয়।” (বুখারী, ২য় খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭২৩) অর্থাৎ সেই ফযীলত, যা রমযানুল মোবারকে রোযা রাখার জন্য নির্ধারিত ছিলো, এখন তা কোন ভাবেই পাওয়া যাবে না।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮৫ পৃষ্ঠা)

উপুড় করে বুলানো মানুষ

যারা রোযা রেখে যথাযথ অপারগতা ছাড়া ভঙ্গ করে, তারা যেন আল্লাহ তায়ালায় কহর ও গযবকে ভয় করে। যেমনটি হযরত সায্যিদুনা আবু উমামা বাহলী رضي الله تعالى عنه বলেন: আমি মদীনায় তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার, হবীবে পরওয়ার দিগার صلى الله تعالى عليه وآله وسلم কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: “আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন স্বপ্নে দু’জন লোক আমার নিকট আসলো এবং আমাকে এক দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে গেলো, যখন আমি পাহাড়ের মাঝামাঝি অংশে পৌঁছলাম, তখন সেখানে খুবই ভয়ঙ্কর আওয়াজ আসছিলো, আমি বললাম: “এসব কিসের আওয়াজ?” তখন আমাকে বলা হলো যে, এটি জাহান্নামীদের আওয়াজ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

অতঃপর আমাকে আরো সামনে নিয়ে যাওয়া হলো, তখন আমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে গেলাম যে, তাদেরকে তাদের গোড়ালীর শিরায় বেঁধে (উপড়) করে ঝুলানো হয়েছে এবং তাদের চোয়াল ফাটিয়ে দেয়া হয়েছে, ফলে তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: “এরা কারা?” তখন আমাকে বলা হলো: “এসব লোক রোযা ইফতার করে নিতো, এর পূর্বেই যে, রোযার ইফতার করা হালাল হতো।”

(আল ইহসানে বিতরতীবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৯ম খন্ড, ২৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস-৭৪৪৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানের রোযা শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ভঙ্গ করা অনেক বড় গুনাহ। সময় হবার পূর্বে ইফতার করার অর্থ হচ্ছে যে, রোযাতো রেখেছে, কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বে জেনে শুনেই কোন যথাযথ অপারগতা ছাড়াই ভঙ্গ করে ফেললো। এই হাদীসে পাকে যে আযাবের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা রোযা রেখে ভঙ্গকারীর জন্যই, আর যে শরীয়াত সম্মত অপারগতা ছাড়া রমযানের রোযা ত্যাগ করে দেয়, সেও কঠিন গুনাহগার এবং দোষখের আযাবের অধিকারী। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওসীলায় আমাদেরকে তাঁর কহর ও গযব (ক্রোধ) থেকে রক্ষা করুক। **أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

তিন দূর্ভাগা

হযরত সাযিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত; তাজেদারে মদীনা, সুলতানে মক্কায়ে মুকাররমা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি রমযান মাস পেয়েছে আর এর রোযা রাখেনি, সেই ব্যক্তি দূর্ভাগা, যে ব্যক্তি আপন মাতাপিতাকে কিংবা উভয়ের একজনকে পেয়েছে কিন্তু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেনি, সেও দূর্ভাগা এবং যার নিকট আমার আলোচনা হয়েছে আর সে আমার প্রতি দরুদ শরীফ পড়লো না, সেও দূর্ভাগা।”

(ম'জাম আওসাত, ২য় খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৭১)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

নাক মাটিতে মিশে যাক

হযরত সাযিয়্যুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বণিত: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “ওই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যার নিকট আমার আলোচনা করা হলো, তবে সে আমার প্রতি দরুদ পাঠ করেনি এবং ওই ব্যক্তির মাটিতে মিশে যাক, যে রমযানের মাস পেয়েছে, অতঃপর তার মাগফিরাত হওয়ার পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গেলো আর ওই ব্যক্তির নাক মাটিতে মিশে যাক, যার নিকট তার পিতামাতা বার্ধক্যে পৌঁছেছে এবং তার পিতামাতা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়নি।” (অর্থাৎ বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা করে জান্নাত অর্জন করতে পারেনি) (মুসনদে আহমদ, ৩য় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৫৫)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রোযার তিনটি স্তর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার জন্য প্রকাশ্য শর্ত যদিও এটাই যে, রোযাদার ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকবে। তবুও রোযার কিছু অভ্যন্তরীণ আদবও রয়েছে, যা জানা আবশ্যিক, যেন প্রকৃত অর্থে আমরা রোযার বরকত অর্জন করতে পারি। সুতরাং রোযার তিনটি স্তর রয়েছে:

﴿১﴾ সাধারণের রোযা ﴿২﴾ প্রিয় ব্যক্তির রোযা ﴿৩﴾ একান্ত প্রিয় ব্যক্তির রোযা

﴿১﴾ সাধারণের রোযা

রোযার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে “বিরত থাকা”, সুতরাং শরীয়াতের পরিভাষায় সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে “বিরত থাকা”কে রোযা বলে এবং এটাই হচ্ছে সাধারণের অর্থাৎ সাধারণ মানুষের রোযা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

﴿২﴾ প্রিয় ব্যক্তির রোযা

পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে মন্দ কাজ থেকে “বিরত রাখা” হচ্ছে প্রিয় অর্থাৎ বিশেষ ব্যক্তিদের রোযা।

﴿৩﴾ একান্ত প্রিয় ব্যক্তির রোযা

নিজেকে সমস্ত বিষয় থেকে “বিরত রেখে” শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা দিকে মনোনিবেশ করা, এটি হচ্ছে একান্ত প্রিয় অর্থাৎ একান্ত বিশেষ ব্যক্তিদের রোযা। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৬৬ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আবশ্যিক হচ্ছে এ কাজটি যে, পানাহার ইত্যাদি থেকে “বিরত থাকার” পাশাপাশি নিজের শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও রোযার অনুসারী বানানো।

দাতা সাহেব رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বাণী

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “রোযার বাস্তবতা হচ্ছে ‘বিরত থাকা’ আর বিরত থাকার অনেক শর্ত রয়েছে, যেমন; পাকস্থলীকে পানাহার থেকে বিরত রাখা, চোখকে কুদৃষ্টি থেকে বিরত রাখা, কানকে গীবত শুনা থেকে, জিহ্বাকে অনর্থক ও ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী কথাবার্তা থেকে এবং শরীরকে আল্লাহ তায়ালা নাক্ষত্রমালী থেকে বিরত রাখাই হচ্ছে রোযা। যখন বান্দা এসকল শর্তের অনুসরণ করবে, তখনই সে প্রকৃতপক্ষে রোযাদার হবে।” (কাশফুল মাহজুব, ৩৫৩-৩৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

রোযা রেখেও গুনাহ, তাওবা! তাওবা!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহর ওয়াস্তে! নিজের অবস্থার প্রতি দয়া করুন এবং গভীরভাবে চিন্তা করুন! রমযানুল মোবারক মাসে দিনের বেলায় পানাহার ছেড়ে দেয়, অথচ এ পানাহার পূর্ববর্তী দিনটিতেও একেবারে জায়য ছিলো, এবার নিজেই ভেবে নিন, যে সব জিনিস রমযান শরীফের পূর্বে হালাল ছিলো, তাও যখন এ মোবারক মাসের পবিত্র দিনগুলোতে নিষেধ করে দেয়া হলো, তবে যেসব জিনিস রমযানুল মোবারকের পূর্বেও হারাম ছিলো, যেমন; মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী, কু-ধারণা, গালি-গালাজ, সিনেমা-নাটক, গান-বাজনা, কুদৃষ্টি, দাঁড়ি মুড়ানো বা এক মুষ্টি থেকে ছোট করা, মাতাপিতাকে কষ্ট দেয়া, মানুষের মনে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি ওই রমযানুল মোবারক মাসে কেন আরো কঠোরভাবে হারাম হবে না! রোযাদার যখন রমযানুল মোবারকে হালাল ও পবিত্র পানাহার ত্যাগ করে দেয়, হারাম কাজ কেন ছাড়বে না? এখন বলুন! যে ব্যক্তি পবিত্র ও হালাল পানাহার ত্যাগ করে দেয়, কিন্তু হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ যথারীতি অব্যাহত রাখে, সে কি ধরণের রোযাদার?

আল্লাহ তায়ালা কোন কিছুর প্রয়োজন নেই

মনে রাখবেন! নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি মন্দ কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিহার করে না, তবে আল্লাহ তায়ালা নিকট তার ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার কোন প্রয়োজন নেই।” (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯০৩)

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: মন্দ কথা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, সকল প্রকার না-জায়য কথাবার্তা, যেমন; মিথ্যা, অপবাদ, গীবত, মিথ্যা অভিযোগ, গালি, অপমান ইত্যাদি যা থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক। (মিরকাতুল মানাজিহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা) অন্য এক স্থানে মুস্তফা জানে রহমত, হযুর পুরনুর ﷺ এর বাণী হচ্ছে: “গুণ্ডু পানাহার থেকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

বিরত থাকার নাম রোযা নয়, বরং রোযা তো হচ্ছে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা (অর্থাৎ সেই কথাবার্তা, যা করাতে অবাধ্যতা হয় তা) থেকে বিরত থাকা।”
(মুত্তাদরাক, ২য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬১১)

আমি রোযাদার

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: তোমার সাথে যদি কেউ ঝগড়া করে, গালি দেয় তবে তুমি বলে দাও যে, আমি রোযাদার। (আন্তারগীব ওয়াস্তারহীব, ১ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১)

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোযার সংজ্ঞা

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোযা অর্থাৎ “শরীরের সমস্ত অঙ্গের গুনাহ থেকে বিরত থাকা”। এটা শুধু রোযার জন্য নির্ধারিত নয়, বরং সারা জীবনই এসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গুনাহ থেকে বিরত রাখা আবশ্যিক এবং তা তখনই সম্ভব হবে, যখন আমাদের অন্তরে পাকাপোক্ত ভাবে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়ে যাবে। আহ! কিয়ামতের সেই হৃদয় বিদারক দৃশ্য স্মরণ করুন, যখন চতুর্দিকে “নফসী নফসী” এর অবস্থা হবে, সূর্য-আগুন বর্ষণ করবে, জিহ্বা পিপাসার তীব্রতায় মুখ থেকে বের হয়ে পড়বে, স্ত্রী স্বামী থেকে, মা তার কলিজার টুকরো সন্তান থেকে এবং পিতা আপন নয়নের মণি থেকে পালিয়ে বেড়াবে, অপরাধীদেরকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে, তাদের মুখে মোহর মেরে দেয়া হবে এবং তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তাদের গুনাহের বর্ণনা দিতে থাকবে, যা কোরআনে পাকের সূরা ‘ইয়াসীন’ এ এভাবে আলোচনা করা হয়েছে:

أَلْيَوْمَ نَخْتُمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا
أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا

يَكْسِبُونَ ﴿١٥﴾

(পারা- ২৩, সূরা- ইয়াসীন, আয়াত- ৬৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আজ আমি তাদের মুখগুলোর উপর মোহর করে দিবো। আর তাদের হাতগুলো আমার সাথে কথা বলবে এবং তাদের পাগুলো তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

আহ! হে দুর্বল ও অক্ষম ইসলামী ভাইয়েরা! কিয়ামতের সেই কঠিন পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজের অন্তরকে ভীতি প্রদর্শন করুন এবং সর্বদা নিজের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখুন। এবার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোযার বিস্তারিত বর্ণনা পেশ করা হচ্ছে:

চোখের রোযা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চোখের রোযা এভাবে রাখতে হবে যে, চোখ যখনই তাকাবে তখন শুধু জায়য কাজের প্রতিই তাকাবে। চোখ দ্বারা মসজিদ দেখুন, কোরআন মজীদ দেখুন, আউলিয়া কিরামের رَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ মাযার যিয়ারত করুন, ওলামায়ে কিরাম, মাশায়িকে এযাম এবং আল্লাহ তাবারকা ওয়া তায়ালার নেকবান্দাদের দীদার করুন, আল্লাহ তায়ালার যদি দেখায় তবে কাঁবায়ে মুআয্যামার نُرَانِي وَادَعَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا নূরানী দৃশ্য দেখুন, মক্কা মুকাররমার رَحْمَةُ اللهِ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا সুবাসিত অলিগলি ও সেখানকার উপত্যকা এবং পাহাড়গুলো দেখুন, মদীনায়ে মুনাওয়ারার رَحْمَةُ اللهِ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا বাড়ীঘর দেখুন, সবুজ গুম্বদ ও মিনার দেখুন, প্রিয় মদীনার মরুভূমি ও বাগানসমূহ দেখুন, সোনালী জালির নূরানী দৃশ্য দেখুন, জান্নাতের বাগানের (রিয়ায়ুল জান্নাত) বাহার দেখুন। তাজেদারে আহলে সুন্নাত, হযুর মুফতীয়ে আযমে হিন্দ সায্যিদুনা মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে আরয করেন:

কুহ এয়সা করদে মেরে কিরদিগার আঁখো মে, হামেশা নকশ রাহে রংয়ে ইয়ার আখো মে।
উনহে না দেখা তো কিস কাম কী হয় ইয়ে আখো, কেহ দেখনে কী হে সারী বাহার আখো মে।

(সামানে বখশিশ শরীফ)

প্রিয় রোযাদাররা! চোখের রোযা রাখুন এবং অবশ্যই রাখুন বরং চোখের রোযাতো (ডবল ১২ ঘন্টা তথা) ২৪ ঘন্টা, ৩০ দিন ও ১২ মাসই হওয়া চাই। আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত পবিত্র চোখ দ্বারা কখনোই ফিল্ম দেখবেন না, নাটক দেখবেন না, না-মুহরিম নারীদের (পরনারী) দিকে তাকাবেন না, কামোত্তজনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহাত)

সহকারে ‘আমরদ’ অর্থাৎ সুদর্শন বালকদের দিকে তাকাবেন না, কারো বিবস্ত্র সতরের দিকে তাকাবেন না, আল্লাহ তায়ালার স্মরণ থেকে উদাসীনকারী খেলাধুলা যেমন; ঘোড়দৌড় এবং বানরের নাচ ইত্যাদি দেখবেন না (এদেরকে নাচানো ও এদের নাচ দেখা উভয়ই না-জায়িয), ক্রিকেট, কাবাডী, ফুটবল, হকি, তাস, দাবা, ভিডিও গেমস, টেবিল টেনিস ইত্যাদি খেলা দেখবেন না। (যখন দেখারই অনুমতি নেই তখন খেলার কিভাবে অনুমতি থাকবে? এবং এগুলোর মধ্যে অনেক খেলাতো এমনও রয়েছে, যা হাফ পেন্ট বা জাক্জিয়া পরেই খেলা হয়ে থাকে, যার ফলে হাঁটু, বরং আল্লাহর পানাহ! রান পর্যন্ত খোলা থাকে এবং এভাবে অপরের সামনে রান বা হাঁটু খোলা রাখা গুনাহ আর অন্য কাউকে এমতাবস্থায় দেখাও গুনাহ) কারো ঘরে বিনা অনুমতিতে উঁকি মারবেন না, কারো চিঠি বা ডায়েরীর লেখা শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত দেখবেন না, মনে রাখবেন! **হুযর পুরনুর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে: “যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের চিঠি বিনা অনুমতিতে দেখে, যেন সে আগুনই দেখে।” (আল মুত্তাদরাক, ৫ম খন্ড, ৩৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৭৭৯)

উঠে না আঁখ কভী ভী গুনাহ কি জানিব, আতা করম সে হো এ্যইসি হামে হায়া ইয়া রব!
কিসি কি খামিয়াঁ দেখেঁ না মেরি আঁখে অওর, সুনে না কান ভী এ্যয়বুঁ কা তায়কিরা ইয়া রব!
দেখা দেয় এক বলক সবজ সবজ শুখদ কি,
বাস উনকে জলওয়োঁ মে আঁজায়ে ফির কাযা ইয়া রব!

(গুরাসায়িলে বখশীশ, ৮৩, ৮৭ পৃষ্ঠা)

কানের রোযা

কানের রোযা হচ্ছে, শুধুমাত্র জায়িয কথাবাতাই গুনা। যেমন; কান দ্বারা তিলাওয়াত ও না'ত শুনুন, সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনুন, ভাল কথা, আযান ও ইকামত শুনুন, শুনে উত্তর দিন, কখনোই গান-বাজনা এবং সঙ্গীত শুনবেন না, মিথ্যা কৌতুক শুনবেন না, কারো গীবত শুনবেন না, কারো চুগলী শুনবেন না, কারো দোষ ত্রুটি শুনবেন না এবং যখন দু'জন লোক গোপনে কথা বলে তখন তা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

আড়িঁ পেতে শুনবেন না। মুস্তফা জানে রহমত হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে: যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কথা আড়িঁ পেতে শুনে অতঃপর তারা তা অপছন্দ করে বা এই বিষয়টি গোপন করতে চায়, তবে কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত শিশা ঢেলে দেয়া হবে। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ৪২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭০৪২)

সুনৌ না ফহশ কালামী না গীবত ও চুগলী, তেরি পছন্দ কি বা'তৌ ফকত সূনা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ اللهُ عَلَى الْحَبِيبِ!

জিহ্বার রোযা

জিহ্বার রোযা হচ্ছে, জিহ্বা যেন শুধুমাত্র নেক ও জায়িয় কথাবার্তার জন্যই নড়াচড়া করে। যেমন; জিহ্বা দ্বারা কোরআনের তিলাওয়াত করণ, যিকির ও দরুদ পড়ন, না'ত শরীফ পড়ন, দরস দিন, সুন্নাতে ভরা বয়ান করণ, নেকীর দা'ওয়াত দিন, ভালো ও সুন্দর ধর্মীয় কথাবার্তা বলন। অহেতুক “বকবক” করা থেকে বিরত থাকুন। সাবধান! গালি-গালাজ, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোরী ইত্যাদি দ্বারা যেন মুখ নাপাক হতে না পারে, কেননা “চামচ যদি আবর্জনা লেগে ময়লা হয়ে যায়, তবে দু'এক গ্লাস পানি দ্বারা ধুয়ে নিলে পবিত্র হয়ে যাবে; কিন্তু জিহ্বা অশ্লীলতা দ্বারা নাপাক হয়ে গেলে তা সাত-সমুদ্রের পানি দ্বারাও পবিত্র করতে পারবে না।”

জিহ্বার অসতর্কতার ক্ষতি

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ একদিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: যতক্ষণ আমি অনুমতি দেবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ ইফতার করবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ রোযা রাখলেন। যখন সন্ধ্যা হলো, তখন সমস্ত সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ একে একে বরকতময় দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করতে থাকে: “ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি রোযা রেখেছি, অনুমতি দিন, যেন রোযা খুলতে পারি (অর্থাৎ ইফতার করি)। রহমতে আলম হুযুর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাঁকে অনুমতি দিতেন। একজন সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! দু'জন মহিলা রোযা রেখেছে এবং আপনার (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) বরকতময় দরবারে আসতে লজ্জাবোধ করছে, তাদেরকে অনুমতি দিন, যেন তারাও ইফতার করতে পারে। খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁর দিক থেকে নূরানী চেহারা ফিরিয়ে নিলেন, তিনি আবারো আরয করলেন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পুনরায় নূরানী চেহারা ফিরিয়ে নিলেন, তিনি আবারো একই কথা পুনরাবৃত্তি করলেন, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ আবারো নূরানী চেহারা ফিরিয়ে নিলেন, তিনি আবারো একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে উদ্ধত হলে হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আবারো নূরানী চেহারা ফিরিয়ে নিলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে) ইরশাদ করলেন: “ঐ দু'জন রোযা রাখেনি, তারা কেমন রোযাদার? তারা তো সারা দিন মানুষের মাংস খেয়েছে! যাও! তাদের দু'জনকে নির্দেশ দাও যে, তারা যদি রোযা রাখে তবে যেন বমি করে দেয়।” সেই সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাদের নিকট গেলেন এবং তাদেরকে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী শুনালেন। তারা উভয়ে বমি করলো, তখন বমির সাথে জমাট রক্ত বের হলো। সেই সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় দরবারে ফিরে আসলেন এবং সে অবস্থা আরয করলেন। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সেই সত্ত্বার শপথ! যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ, যদি তা এদের পেটে রয়ে যেতো, তবে তাদের উভয়কে আঁগুন গ্রাস করতো। (কেননা তারা গীবত করেছিলো)

(যাম্বুল গীবাতা লিইবনে আবীদ দুনিয়া, ৭২ পৃষ্ঠা, নম্বর- ৩১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: যখন তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সেই সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে চেহারা মোবারক ফিরিয়ে দিলেন, তখন তিনি সামনে আসলেন এবং আরয করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! তারা উভয়ে পিপাসার তীব্রতায় মৃত্যুর নিকটবর্তী। হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আদেশ করলেন: “তাদের দু’জনকে আমার নিকট নিয়ে এসো।” তারা দু’জন উপস্থিত হলো। রাহমাতুল্লিল আলামীন, হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآলِهِ وَسَلَّمَ একটি পাত্র আনালেন এবং তাদের একজনকে আদেশ দিলেন: এতে মধ্যে বমি করো! সে রক্ত, পুঁজ এবং মাংস বমি করলো, এমনকি পাত্রটি অর্ধেক ভর্তি হয়ে গেলো। তারপর হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অপর জনকে আদেশ দিলেন যে, তুমিও এর মধ্যে বমি করো! সেও এভাবে বমি করলো, এমনকি পাত্রটি সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে গেলো। অতঃপর হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: এরা উভয়ে আল্লাহ তায়ালার হালালকৃত বস্তু (অর্থাৎ খাদ্য ও পানীয় ইত্যাদি) থেকে রোযা ছিল, কিন্তু যেসব বিষয়কে আল্লাহ তায়ালার (রোযা ছাড়া অন্য সময়েও) হারাম করেছেন সেইসব (হারাম বস্তু) দ্বারা রোযা ভঙ্গ করে নিয়েছে! ফলে এমনি হয়েছে যে, একজন মহিলা অপরজনের সাথে বসলো এবং উভয়ে মিলে মানুষের মাংস খেতে (অর্থাৎ গীবত করতে) লাগলো।^(১) (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৭১৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

হযুর ﷺ এর ইলমে গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞান)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ তায়ালার দানক্রমে আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

১. মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “গীবত কি তাবাকারিয়া” পাঠ করুন। إِنَّ هَذِهِ أَلْفَةٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ গীবতের ন্যায় কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকার মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আম্বুর রাজ্জাক)

এর ইলমে গাইব (অদৃশ্যের জ্ঞান) রয়েছে এবং **হযর** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আপন গোলামদের (উম্মত) সকল বিষয়াদি সম্পর্কে জেনে নেন। তাইতো সেই মহিলা দু’টি সম্পর্কে মসজিদ শরীফে বসে বসেই অদৃশ্যের সংবাদ ইরশাদ করলেন। যাই হোক, রোযা হোক কিংবা না-ই হোক, মুখের কুফলে মদীনা অন্ততঃ লাগান, নয়তো এটি এমন অবস্থা করবে যে, তাওবা! তাওবা! যদি এই তিনটি মূলনীতির প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়, তবে **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** খুবই উপকার হবে: ﴿١﴾ মন্দ কথা বলা সর্বাবস্থায়ই মন্দ ﴿٢﴾ অনর্থক কথার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম ﴿٣﴾ ভাল কথা বলা নিশ্চুপ থাকা অপেক্ষা উত্তম।

মেরি যবান পে কুফলে মদীনা লাগ যাবে, ফুয়ল গো’য়ি সে বাঁচতা রহৌ সদা ইয়া রব!

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

হাতের রোযা

হাতের রোযা হচ্ছে, যখনই হাত উঠবে, তখন যেন সত্কাজের জন্যই উঠে। যেমন; পবিদ্রবস্থায় কোরআন মজীদে হাত লাগান, নেককার লোকদের সাথে করমর্দন (মুসাফাহা) করণ। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী যখন মিলিত হয় এবং মুসাফাহা করে এবং নবী করীম (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) এর প্রতি দরুদে পাক শ্রেরণ করে, তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।” (আবু ইয়লা, ৩য় খন্ড, ৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯৫১) সম্ভব হলে কোন এতিমের মাথায় স্নেহভরে হাত বুলিয়ে দিন, ফলে হাতের নিচে যত চুল থাকবে প্রত্যেক চুলের বিনিময়ে একেকটি নেকী অর্জিত হবে। (ছেলে কিংবা মেয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত এতিম থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না-বালগ থাকে, যখনই বালগ হয়ে যায়, তখন আর এতিম থাকবে না। ছেলে ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে বালগ আর মেয়ে নয় বছর থেকে ১৫ বছরের মধ্যে বালগ হয়) সাবধান! কারো উপর যেন অত্যাচারবশতঃ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

হাত না উঠে, ঘুষ লেনদেন করার জন্য যেন না উঠে, কারো সম্পদ চুরি করবেন না, তাস খেলবেন না, না ঘুড়ি উড়াবেন, কোন পর নারীর সাথে করমর্দন করবেন না। (বরং কামভাবের আশংকা থাকলে ‘আমরাদ’ (সুশ্রী বালক) এর সাথে হাত মিলাবেন না)

হামেশা হাত ভালয়ি কে ওয়াসতে উঠে,
বাঁচানা য়ুলম ও সিতম সে মুঝে সদা ইয়া রব! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৭ পৃষ্ঠা)

পায়ের রোযা

পায়ের রোযা হচ্ছে, পা উঠালে শুধুমাত্র নেক কাজের জন্যই উঠাবেন। যেমন; পা চালালে মসজিদের দিকেই চলুন, আউলিয়া কিরামের رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام মাযারের দিকে চলুন, ওলামা ও নেককারদের যিয়ারতের জন্য চলুন, সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দিকে চলুন, নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য চলুন, সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য চলুন, নেককার লোকদের সহচর্যের দিকে চলুন, কারো সাহায্যের জন্য চলুন, আহ! যদি সম্ভব হলে মক্কায়ে মুকাররামা رَاكَا اللهُ شَرَفًا وَ تَعْظِيمًا ও মদীনা মুনাওয়ারার رَاكَا اللهُ شَرَفًا وَ تَعْظِيمًا দিকে চলুন, মিনা আরাফাত ও মুযদালিফার দিকে চলুন, তাওয়াফ ও সাঈতে চলুন। কখনো সিনেমা হলের দিকে যাবেন না, নাট্যশালার দিকে যাবেন না, খারাপ বন্ধুদের আসরে যাবেন না, দাবা, লুডু, তাস, ক্রিকেট, ফুটবল, ভিডিও গেমস, টেবিল-টেনিস ইত্যাদি খেলাধুলা করার জন্য বা দেখার জন্য যাবেন না, আহ! পা যদি কখনো এমনিভাবেও চলতো যে, ব্যস মুখে মদীনা-ই-মদীনা হবে, আর সফরও হবে মদীনা শরীফের দিকে।

রহেঁ ভালয়ি কি রাহো মে গমযন হারদম,
করেঁ না রুখ মেরে পা'ও গুনাহ কা ইয়া রব!

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সত্যিকার অর্থে রোযার বরকত তো সেই সময়ই নসীব হবে, যখন আমরা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের রোযা পালন করবো, অন্যথায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণা ছাড়া কিছু অর্জিত হবে না। যেমনটি হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরায়রা رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: “অনেক রোযাদার এমন রয়েছে, যাদের রোযা থেকে ক্ষুধা তৃষ্ণা ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হয় না এবং অনেক কিয়ামকারী (তাহাজ্জুদ আদায়কারী) এমন যে, যাদের তাদের এই কিয়াম দ্বারা রাত্রি জাগরণ ছাড়া অন্যকিছুই অর্জিত হয় না।” (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৯০)

K ইলেক্ট্রিকে চাকরী হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার নূরানীয়ত ও রুহানীয়ত পেতে ও মাদানী মানসিকতা বানাতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য অর্জন করুন। سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং মাদানী কাফেলার অসংখ্য মাদানী বাহার ও বরকত রয়েছে। যেমনটি ১৯/৬/২০০৩ ইংরেজীতে আওরঙ্গী টাউন (বাবুল মদীনা করাচীর) এর এক ইসলামী ভাইকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবািল্লিগের দাওয়াত দেওয়াতে দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যেতে শুরু করে কিন্তু তা নিয়মিত ছিলো না। বেকারত্বের কারণে চিন্তগ্রস্থ ছিলো, সে এক ইসলামী ভাই এর “ইনফিরাদী কৌশিহ” এর ফলে ৪১ দিনের মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্সের জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ভর্তি হয়ে গেলো। أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ আশিকানে রাসূলের সহচর্য ও বরকতে তার মাঝে মাদানী রঙ সজ্জিত করে দিলো এবং বাঁচার পথ শিখিয়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

দিলো। মাদানী কাফেলা কোর্স সম্পন্ন করার ২য় বা ৩য় দিন কয়েকজন বন্ধু বললো: K ইলেক্ট্রিকে (K-Electric) কর্মচারীর প্রয়োজন, আমিও আবেদন জমা দিয়েছি আপনিও জমা করে দিন। সে বললো: আজকাল শুধু আবেদনে কোথায়! সুপারিশের (বরং ঘুমের) মাধ্যমেই চাকুরী হয়! আমার কাছে তো এর কিছুই নেই। অবশেষে তার জোরাজোরিতে সেও আবেদন জমা করে দিলো। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হলো, অতঃপর মৌখিক পরীক্ষার পর মেডিকেল টেস্ট হলো। অসংখ্য প্রভাবশালীর আবেদন থাকা সত্ত্বেও সে একজনই এমন ছিলো যে, সব জায়গায় উত্তীর্ণ হলো! ফাইনাল ইন্টারভিউর দিন তার পরিবারের পক্ষ থেকে জোর দেয়া হলো যে, প্যান্টশার্ট পরে যাও, কিন্তু সে তো আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতে ইংরেজী পোশাক ত্যাগ করে দিয়েছিলো, তাই সাদা পায়জামা পাঞ্জাবী পরেই পৌঁছে গেলো। অফিসাররা তার ধর্মীয় পোশাক দেখে অনেক ইসলাম সম্পর্কিত প্রশ্ন করলো। যেগুলোর উত্তর সে দিয়েছিলো, কেননা **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** সে এসব “মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলা কোর্সেই” শিখেছিলো। **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** কোন সুপারিশ ও ঘুষ ছাড়া তার চাকুরী হয়ে গেলো। তার পরিবার দা’ওয়াতে ইসলামীর “মাদানী কাফেলা কোর্স” ও মাদানী পরিবেশের বরকত দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো এবং **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** দা’ওয়াতে ইসলামীর মুশাওয়ারাতের যিম্মাদার হিসেবে নিজের এলাকায় সুন্নাতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে এবং মাদানী ইনআমাত ও মাদানী কাফেলার সাড়া জাগানোর সৌভাগ্য অর্জনও হচ্ছে।

নো’করি চাহিয়ে, আয়ে আয়ে, কাফেলে মে চল্লে, কাফেলে মে চলো।
তঙ্গদস্তি মিঠে, দূর আফত হঠে, লেনে কো বরকতে কাফেলে মে চলো।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৭২, ৬৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

রোযার নিয়ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার জন্য নিয়ত হচ্ছে শর্ত। সুতরাং “যদি কোন ইসলামী ভাই কিংবা ইসলামী বোন রোযার নিয়ত ছাড়া সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একেবারে পানাহার বর্জন করে থাকে, তবেও তাদের রোযা হবে না।” (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা) রমযান শরীফের রোযা হোক বা নফল রোযা অথবা নির্ধারিত মান্নতের রোযা (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার জন্য কোন নির্দিষ্ট দিনের রোযার মান্নত করা, যেমন; নিজের কানে শুনতে পায় এমন আওয়াজে বললো যে, “আমি আল্লাহ তায়ালার জন্য এ বছর রবিউল আউয়াল শরীফের প্রত্যেক সোমবার রোযা রাখবো।” তবে এটা ‘নির্ধারিত মান্নত’ এবং এ মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব হয়ে গেলো।) এ তিন ধরণের রোযার জন্য সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে পরদিন ‘শরীয়াতসম্মত অর্ধ দিবস’ (যাকে দ্বাহওয়ানে কুবরাও বলা হয়) এর পূর্বে যেকোন সময় নিয়ত করে নিলে রোযা হয়ে যাবে। (দুরুল মুহতার ও রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

শরীয়াতসম্মত অর্ধ দিবস সম্পর্কে জানার পদ্ধতি

যে দিনের ‘শরীয়াত সম্মত অর্ধ দিবস’ সম্পর্কে জানতে চান, সেই দিনের সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়টুকুর পরিমাণ জেনে নিন এবং সেই পরিপূর্ণ সময়কে দু’ভাগ করে নিন, প্রথমার্ধ শেষ হতেই ‘শরীয়াত সম্মত অর্ধ দিবস’ এর সময় শুরু হয়ে গেলো। যেমন; আজ সুবহে সাদিক হয়েছে ঠিক পাঁচটার সময় আর সূর্যাস্ত ঠিক ছয়টার সময়। সুতরাং উভয়ের মধ্যকার সময় হলো সর্বমোট ১৩ ঘন্টা, এটাকে দু’ভাগ করলে তবে উভয় অংশে সাড়ে ছয় ঘন্টা করে হয়। এখন সুবহে সাদিকের ভোর ৫ টার সাথে সাড়ে ছয় ঘন্টা যোগ করলে, আর এভাবে সেই দিনের সাড়ে এগারটার পর থেকেই ‘শরীয়াত সম্মত অর্ধ দিবস’ শুরু হয়ে গেলো, অতএব এখন এই তিন ধরনের রোযার নিয়ত হতে পারে না। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

বর্ণনাকৃত তিন ধরণের রোযা ব্যতীত অন্যান্য যত ধরণের রোযা রয়েছে সেসবের জন্য আবশ্যিক হচ্ছে যে, রাত অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়-সীমার মধ্যেই নিয়্যত করে নেয়া, যদি সুবহে সাদিক হয়ে যায়, তবে এখন আর নিয়্যত হবে না। যেমন; রমযানের কাযা রোযা, কাফফারার রোযা, নফল রোযার কাযা (নফল রোযা শুরু করলেই ওয়াজিব হয়ে যায়, এখন শরীয়াত সম্মত কোন কারণ ছাড়া ভঙ্গ করা গুনাহ। যদি কোন ভাবে তা ভেঙ্গে যায়, হোক তা কোন কারণে বা কোন কারণ ছাড়াই, সর্বাবস্থায় এর কাযা করা ওয়াজিব) “অনির্ধারিত মান্নতের রোযা” (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার জন্য রোযার মান্নত করলো, কিন্তু দিন নির্ধারণ করেনি, এই মান্নতও পূরণ করা ওয়াজিব এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য কৃত প্রতিটি বৈধ মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব, যখন মুখ দ্বারা একথা এতটুকু আওয়াজে বললো, যা নিজে শুনতে পায়, যেমন; এভাবে বললো: “আল্লাহ তায়ালার জন্য আমি একটি রোযা রাখব।” এখন যেহেতু এতে দিন নির্ধারণ করেনি যে, কোন দিন রাখবে, সেহেতু জীবনে যখনই মান্নতের নিয়্যতে রোযা রাখবে, মান্নত পূরণ হয়ে যাবে। মান্নতের জন্য মুখে বলা শর্ত এবং এটাও শর্ত যে, কমপক্ষে এতটুকু আওয়াজে বলা, যেন নিজে শুনতে পায়, মান্নতের শব্দাবলী এতটুকু আওয়াজেতো বলেছে, নিজে শুনতে পায়, কিন্তু বধিরতা কিংবা কোন ধরনের শোরগোল ইত্যাদির কারণে শুনতে পায়নি, তবুও মান্নত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তা পূরণ করা ওয়াজিব) ইত্যাদি এসব রোযার নিয়্যত রাতেই করে নেয়া আবশ্যিক। (শ্রীমদ্ভক্ত)

রোযার নিয়্যত সম্পর্কিত ২০টি মাদানী ফুল

❦ রমযানের রোযা ও ‘নির্ধারিত মান্নত’ ও নফল রোযার নিয়্যতের সময়-সীমা সূর্যাস্তের পর থেকে পরদিন ‘দ্বাহওয়ায়ে কুবরা’ অর্থাৎ ‘শরীয়াত সম্মত অর্ধ দিবস’ এর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত, এ পুরো সময়ের মধ্যে আপনি যখনই নিয়্যত করে নিবেন, এ রোযা হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

❧ ‘নিয়্যত’ হচ্ছে মনের ইচ্ছার নাম, মুখে বলা শর্ত নয়, কিন্তু মুখে বলা মুস্তাহাব, যদি রাতে রমযানের রোযার নিয়্যত করেন, তবে এভাবে বলুন:

وَيُتَى أَنْ أَصُومَ عَدَا اللَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرِيضٍ رَمَضَانَ.

অনুবাদ: আমি নিয়্যত করলাম যে, আল্লাহ তায়ালার জন্য কাল এই রমযানের ফরয রোযা রাখবো।

❧ যদি দিনের বেলা নিয়্যত করেন তবে এভাবে বলুন:

وَيُتَى أَنْ أَصُومَ هَذَا الْيَوْمَ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ فَرِيضٍ رَمَضَانَ.

অনুবাদ: আমি নিয়্যত করলাম যে, আল্লাহ তায়ালার জন্য আজকের এই রমযানের ফরয রোযা রাখবো। (জুহুদা, ১ম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

❧ আরবীতে নিয়্যতের বাক্যগুলো দ্বারা আদায় করলে তা নিয়্যত বলে তখনই গন্য হবে, যখন এর অর্থও জানা থাকে, আর একথাও স্মরণ রাখুন যে, মুখে নিয়্যত করা, হোক যে কোন ভাষায়, এটা তখনই কর্যকর হবে, যখন অন্তরেও নিয়্যত উপস্থিত থাকে। (শাওকত)

❧ নিয়্যত নিজের মাতৃভাষায়ও করা যেতে পারে, আরবী কিংবা অন্য কোন ভাষায় নিয়্যত করণ না কেন, নিয়্যত করা সময় অন্তরের ইচ্ছা থাকতে হবে, অন্যথায় খামখেয়ালী ভাবে শুধুমাত্র মুখস্ত বাক্যগুলো বললে নিয়্যত হবে না। তবে হ্যাঁ! মুখে নিয়্যতের বাক্যগুলো বলে নিলেন কিন্তু পরবর্তীতে নিয়্যতের নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অন্তরেও নিয়্যত করে নিলেন, তবে এখন নিয়্যত বিগুদ্ব হলো। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

❧ যদি দিনের বেলায় নিয়্যত করেন, তবে আবশ্যিক যে, এভাবে নিয়্যত করা, আমি সুবহে সাদিক থেকে রোযাদার। যদি এভাবে নিয়্যত করেন যে, আমি এখন থেকে রোযাদার, ভোর থেকে নয় তাহলে রোযা হবে না।

(জুহুদা, ১ম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা ও রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

- ﴿৭﴾ দিনের বেলায় কৃত সেই নিয়্যতই বিশুদ্ধ যে, সুবহে সাদিক থেকে নিয়্যত করার সময় পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ কারী এমন কোন কাজ না করা। অবশ্য যদি সুবহে সাদিকের পর ভুলবশতঃ পানাহার করে ফেলেছে কিংবা স্ত্রী সহবাস করেছে, তবুও নিয়্যত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। (রদ্দুল মুহতার পত, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)
- ﴿৮﴾ আপনি যদি এভাবে নিয়্যত করেন যে, “আগামীকাল কোথাও দাওয়াত থাকলে রোযা রাখবো না, অন্যথায় রোযা রাখবো।” এ নিয়্যতও বিশুদ্ধ নয়, এমতাবস্থায় আপনি রোযাদার নন। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)
- ﴿৯﴾ মাহে রমযানের দিনে রোযার নিয়্যত করলেন না, এমনও না যে, “রোযা রাখলেন না” যদিওবা জানা আছে যে, এটা রমযানুল মোবারক মাস, তবে রোযা হবে না। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)
- ﴿১০﴾ সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে রাতের যেকোন সময়েই নিয়্যত করলেন, অতঃপর পরে রাতের বেলায় পানাহার করলেন, তবে নিয়্যত ভঙ্গ হয়নি, সেই প্রথম নিয়্যতই যথেষ্ট, নতুনভাবে নিয়্যত করা আবশ্যিক নয়।
(জাওহারা, ১ম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)
- ﴿১১﴾ আপনি রাতে রোযার নিয়্যত তো করে নিলেন, অতঃপর রাতেই দৃঢ় ইচ্ছা করে নিলেন যে, “রোযা রাখবো না” তবে আপনার পূর্ববর্তী নিয়্যত ভঙ্গ হয়ে গেছে। যদি নতুনভাবে নিয়্যত না করেন, আর দিনভর রোযাদারদের মতো ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত রয়ে গেলেন, তবুও রোযা হবে না।
(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা)
- ﴿১২﴾ নামাযের মধ্যভাগে কথা বলার নিয়্যত তো করলেন, কিন্তু কথাবার্তা বললেন না, তবে নামায ভঙ্গ হয়নি। এমনিভাবে রোযা পালনকালে রোযা ভঙ্গ করার শুধু নিয়্যত করে নিলে রোযা ভঙ্গ হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত ভঙ্গকারী কোন কাজ করবে না। (জাওহারা, ১ম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

﴿১৩﴾ সেহেরী খাওয়াও নিয়্যতের অন্তর্ভুক্ত, হোক তা রমযানের রোযার জন্য বা অন্য কোন রোযার জন্য, কিন্তু তবে সেহেরী খাওয়ার সময় যদি এ ইচ্ছা থাকে যে, ভোরে রোযা রাখবো না, তবে এ সেহেরী খাওয়া নিয়্যত নয়।

(শাওক্কা, ১৭৬ পৃষ্ঠা)

﴿১৪﴾ রমযানুল মোবারকের প্রতিটি রোযার জন্য নতুন করে নিয়্যত করা আবশ্যিক। প্রথম তারিখে কিংবা অন্য কোন তারিখে যদি পূর্ণ রমযান মাসের রোযার নিয়্যতও করে নেয়া হয়, তবুও এ নিয়্যত শুধু সেই এক দিনের নিয়্যত হিসেবেই গন্য হবে; অবশিষ্ট দিন গুলোর জন্য নয়। (শাওক্কা)

﴿১৫﴾ রমযানের রোযা ও ‘নির্ধারিত মান্নত’ এবং নফল রোযা ব্যতীত অবশিষ্ট রোযাগুলো, যেমন; রমযানের রোযার কাযা, অনির্ধারিত মান্নত ও নফল রোযার কাযা আর নির্ধারিত মান্নতের রোযার কাযা ও কাফফারার রোযা এবং হজ্জে তামাত্তু^(১) এর রোযা এসব ক্ষেত্রে সুবহে সাদিকের আলো উজ্জল হওয়ার (অর্থাৎ ঠিক সুবহে সাদিকের) সময় কিংবা রাতে নিয়্যত করা আবশ্যিক এবং এটাও আবশ্যিক যে, যেই রোযা রাখবে বিশেষ করে সেই রোযারই নিয়্যত করবে। যদি ওই রোযাগুলোর নিয়্যত দিনের বেলায় (অর্থাৎ সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে ‘দ্বাহওয়ায়ে কুবরার’ পূর্বক্ষণ পর্যন্ত) করে নেয়, তবে নফল হলেও তা পূরণ করা আবশ্যিক, ভঙ্গ করলে কাযা

১. হজ্জ তিন প্রকার: (১) কিরান, (২) তামাত্তু, (৩) ইফরাদ। কিরান ও তামাত্তু হজ্জ আদায় করার পর হজ্জের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কোরবানী করা ওয়াজিব; আর ইফরাদকারীর জন্য মুস্তাহাব। যদি কিরান ও তামাত্তুকারী খুব বেশি গরীব ও অভাবী হয়, কিন্তু কিরান বা তামাত্তুর নিয়্যত করে নিয়্যেছে এবং এখন তার নিকট কোরবানীর উপযোগী পশুও নেই, টাকাও নেই এবং এমন কোন সামগ্রীও নেই, যা বিক্রি করে কোরবানীর ব্যবস্থা করতে পারে, এমতাবস্থায় কোরবানীর পরিবর্তে দশটি রোযা রাখা ওয়াজিব হবে। তিনটি রোযা হজ্জের মাসেগুলোতে, অর্থাৎ ১ম শাওয়ালুল মুকাররাম থেকে ৯ যিলহজ্জ পর্যন্ত ইহরাম বাঁধার পর এর মধ্যে যখনই চায়, রেখে নিবে। ধারাবাহিকভাবে রাখা আবশ্যিক নয়, মাঝে মাঝে বাদ দিয়েও রাখতে পারবে। উত্তম হচ্ছে, ৭, ৮, ও ৯ যিলহজ্জ রাখা অতঃপর ১৩ যিলহজ্জের পর অবশিষ্ট ৭টি রোযা যখনই চায় রাখতে পারবে, উত্তম হলো ঘরে ফিরে গিয়ে রাখা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

ওয়াজিব হবে, যদিওবা একথা আপনার জানা থাকে যে, আমি যেই রোযা রাখার ইচ্ছা করেছিলাম, এটা সেই রোযা নয়, বরং নফলই।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

﴿১৬﴾ আপনি এটা মনে করে রোযা রাখলেন যে, আপনার দায়িত্বে রোযার কাযা রয়েছে, এখন রেখে দেয়ার পর জানতে পারলেন যে, ধারণা ভুল ছিলো। যদি তাৎক্ষণিকভাবে ভঙ্গ করে নেন, তবে কোন ক্ষতি নেই, অবশ্য উত্তম হচ্ছে পূর্ণ করে নেয়া। যদি জানতে পারার পর তাৎক্ষণিকভাবে ভঙ্গ না করেন, তবে এখন রোযা রাখা আবশ্যিক হয়ে গেলো, তা ভঙ্গ করতে পারবেন না, যদি ভঙ্গ করেন তবে কাযা ওয়াজিব হবে।

(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা)

﴿১৭﴾ রাতে আপনি কাযা রোযার নিয়ত করলেন, যদি এখন ভোর শুরু হয়ে যাবার পর এটাকে নফল রোযা হিসেবে রাখতে চান, তবে রাখতে পারবেন না। (প্রাণ্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা) তবে হ্যাঁ! রাতেই নিয়ত পরিবর্তন করা যেতে পারে।

﴿১৮﴾ নামাযের মধ্যেও যদি রোযার নিয়ত করা হয়; তবে এই নিয়ত বিশুদ্ধ।

(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা)

﴿১৯﴾ কয়েকটা রোযা কাযা হয়ে গেলে নিয়তের মধ্যে এটা থাকা চাই যে, এই রমযানের প্রথম রোযার কাযা, দ্বিতীয় রোযার কাযা আর যদি কিছু এ বছরে কাযা হয়ে যায়, কিছু পূর্ববর্তী বছরের বাকী থাকে, তবে এরূপ নিয়ত হওয়া চাই যে, এই রমযানের কাযা, পূর্ববর্তী রমযানের কাযা আর যদি দিন ও সাল নির্ধারণ না করে, তবুও বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

﴿২০﴾ আল্লাহর পানাহ! আপনি রমযানের রোযা রাখার পর ইচ্ছাকৃতভাবে ভেঙ্গে ফেলেছেন, তবে আপনার উপর সেই রোযার কাযাও বিদ্যমান থাকবে এবং (যদি কাফ্ফারার শর্তাবলী পাওয়া যায়) কাফ্ফারার ষাটটি রোযাও। এখন আপনি একষট্টিটি (৬১) রোযা রেখে নিলেন, কাযার দিন নির্দিষ্ট না করেই, তবে এতে কাযা ও কাফ্ফারার উভয়টি আদায় হয়ে যাবে। (প্রাণ্ড)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

দাঁড়িওয়ালী কন্যা!

রোযা ও অন্যান্য আমলের নিয়্যত শিখার উৎসাহ সৃষ্টির জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করণ এবং উভয় জগতের বরকত অর্জন করণ। আপনাদের উৎসাহের জন্য খুবই চমৎকার ও সুবাসিত “মাদানী বাহার” আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমনটি নিচুড়লাইন (বাবুল মদীনা করাচী) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে, একবার আশিকানে রাসূলের তিন দিনের মাদানী কাফেলায় প্রায় ২৬ বছরের এক ইসলামী ভাইও সফরে অংশগ্রহণ করেছিলো, সে দোয়ায় খুবই কান্নাকাটি করতো। কারণ জানতে চাইলে বললো যে, আমার একটি মাত্র মাদানী মুন্নী (মেয়ে) আছে যার চেহারা য় দাঁড়ি গজাতে শুরু করেছে! এ কারণে আমি খুবই চিন্তিত, এক্সরে এবং টেষ্টের মাধ্যমে এর কারণ ধরা পড়ছেননা আর কোন চিকিৎসাও কাজে আসছেননা। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে মাদানী কাফেলার সদস্যরা তার মাদানী মুন্নীর (মেয়ের) জন্য দোয়া করলো। সফর সম্পন্ন হওয়ার পর যখন দ্বিতীয় দিন সেই দুঃখী ইসলামী ভাইয়ের সাক্ষাৎ হলো, তখন সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে এই সুসংবাদ শুনালো, বাচ্চার মা বললো যে, আপনি মাদানী কাফেলায় সফর করার ২য় দিনই **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** আশ্চর্যজনকভাবে মেয়ের চেহারা থেকে দাঁড়ি এমনভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলো, যেন আগে কখনো ছিলোই না!

সেহেরী খাওয়া সুন্নাত

আল্লাহ পাকের কোটি কোটি দয়া যে, তিনি আমাদেরকে রোযার মতো মহান নেয়ামত দান করেছেন এবং পাশাপাশি শক্তি অর্জনের জন্য সেহেরীর শুধু অনুমতি দেননি, বরং এতে আমাদের জন্য আখিরাতের অসংখ্য সাওয়াবও রেখেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

অনেককে দেখা যায় যে, কখনো সেহেরী করতে না পারলে, তখন গর্ব করে এরূপ বলতে শুনা যায়: “আমরা তো আজ সেহেরী ছাড়াই রোযা রেখেছি।” মক্কী মাদানী আক্বা হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আশিকরা! এটি কখনো গর্বের বিষয় নয়, সেহেরীর সুন্নাত হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে আফসোস করা উচিত, কেননা মদীনার তাজেদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর একটি মহান সুন্নাত হাতছাড়া হয়ে গেছে।

হাজার বছরের ইবাদত অপেক্ষাও উত্তম

হযরত সাযিয়দুনা শায়খ শরফুদ্দীন ওরফে বাবা বুলবুল শাহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর দয়ায় এতো শক্তি দান করেছেন যে, আমি কোনরূপ পানাহার ছাড়া এবং কোন আসবাবপত্র ছাড়াই জীবন অতিবাহিত করতে পারবো। কিন্তু যেহেতু এ বিষয়টি হুযুর পূরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাত নয়, সেহেতু আমি তা থেকে বিরত থাকি, আমার নিকট সুন্নাতের অনুসরণ হাজার বছরের (নফল) ইবাদত অপেক্ষা উত্তম।” যাইহোক সমস্ত কর্মের সৌন্দর্য নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুন্নাতের অনুসরণের মাঝেই নিহিত।

ঘুমানোর পর সেহেরীর অনুমতি ছিলো না

প্রাথমিক পর্যায়ে রোযা পালনকারীদের সূর্যাস্তের পর শুধুমাত্র ততক্ষণই পানাহারের অনুমতি ছিলো যতক্ষণ তারা ঘুমিয়ে না পড়ে, যদি ঘুমিয়ে পড়ে তবে পুনরায় জাগ্রত হয়ে পানাহার করা নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আপন প্রিয় বান্দাদের প্রতি মহান অনুগ্রহ করে সেহেরীর অনুমতি দান করেছেন, এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে ‘খায়য়িনুল ইরফানে’ সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সাযিয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উল্লেখ করেন:



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

সেহেরীর অনুমতির ঘটনা

হযরত সায়িদুনা সারমাহ্ বিন কায়েস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا পরিশ্রমী লোক ছিলেন। একদিন রোযা অবস্থায় নিজ জমিতে সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরলেন। তার সম্মানিতা স্ত্রী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর নিকট খাবার চাইলে তিনি রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ক্লান্ত ছিলেন, চোখে ঘুম এসে গেলো। খাবার তৈরী করে যখন তাঁকে জাগ্রত করলেন, তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আহার করতে অস্বীকার করলেন। কেননা তখনকার দিনে (সূর্যাস্তের পর) ঘুমিয়ে পড়াদের জন্য পানাহার নিষিদ্ধ ছিলো। তাই পানাহার ছাড়াই তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ পরদিনও রোযা রেখে নিলেন। ফলে তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ দুর্বলতার কারণে বেহুশ হয়ে গেলেন। (তাফসীরে খাযিন, ১ম খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা) সুতরাং তাঁর প্রসঙ্গে এ পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হলো:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ
الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ
(পারা- ২, সূরা- বাকারা, আয়াত- ১৮৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
এবং পানাহার করো, এ পর্যন্ত যে,
তোমাদের নিকট প্রকাশ পেয়ে
যাবে শুভরেখা কৃষ্ণরেখা থেকে,
ভোর হয়ে; অতঃপর রাত আসা
পর্যন্ত রোযাগুলো সম্পূর্ণ করো।

এই পবিত্র আয়াতে রাতকে কালো রেখা ও সুবহে সাদিককে সাদা রেখার সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের জন্য রমযানুল মোবারকের রাতগুলোতে পানাহার করা মুবাহ (অর্থাৎ জাযিয়) সাব্যস্ত করা হলো।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৬৮, ৬৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ থেকে একথাও জানা গেলো যে, রোযার সাথে ফযরের আযানের কোন সম্পর্ক নেই অর্থাৎ ফযরের আযান চলাকালে পানাহার করার কোন বৈধতাই নেই। আযান হোক কিংবা না-ই হোক, আপনার কানে আওয়াজ আসুক কিংবা না-ই আসুক সুবহে সাদিকের পূর্বেই আপনাকে পানাহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহত)

সেহেরী সম্পর্কিত প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা ﷺ এর ৩টি বাণী

- ❶ রোযা রাখার জন্য সেহেরী খেয়ে শক্তি অর্জন করো, আর দিনে (অর্থাৎ দুপুরে) আরাম (অর্থাৎ কায়লুলা) করে রাতে ইবাদত করার জন্য শক্তি অর্জন করো। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৯৩)
- ❷ তিন ব্যক্তি যতটুকুই খাবে তাদের কোন হিসাব হবে না, এ শর্তে যে, খাদ্য যদি হালাল হয়। (১) রোযাদার ইফতারের সময় (২) সেহেরী আহারকারী (৩) মুজাহিদ, যে আল্লাহ তায়ালার পথে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষীর কাজ করে। (মু'জামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ২৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৯৩)
- ❸ সেহেরী হচ্ছে সম্পূর্ণটাই বরকত, সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো না, চাই এমনই হোক যে, তোমরা এক ঢোক পানি পান করে নিবে। নিশ্চয় আল্লাহ তায়লা ও তাঁর ফিরিশতাগণ সেহেরী আহারকারীদের প্রতি রহমত প্রেরণ করেন। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৩৯৬)

রোযার জন্য কি সেহেরী পূর্বশর্ত?

সেহেরী রোযার জন্য পূর্বশর্ত নয়, সেহেরী ছাড়াও রোযা হতে পারে কিন্তু জেনে শুনে সেহেরী না করা ঠিক নয়, কেননা তা হলো একটি মহান সুনাত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং সেহেরীতে প্রচুর পরিমাণে খাওয়াও আবশ্যিক নয়, কয়েকটি খেজুর ও পানিই যদি সেহেরীর নিয়তে খেয়ে নেয়া হয় তাও যথেষ্ট।

খেজুর ও পানি দ্বারা সেহেরী

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেহেরীর সময় আমাকে ইরশাদ করলেন: “আমার রোযা রাখার ইচ্ছা আছে, আমাকে কিছু আহার করাও।” সুতরাং আমি কিছু খেজুর এবং একটি পাত্রে পানি পেশ করলাম।

(আস সুনানুল কুবরা লিন নাসাঈ, ২য় খন্ড, ৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৭৭)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

খেজুর দ্বারা সেহেরী করা সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** রোযাদারের জন্য একেতো সেহেরী করা স্বয়ং সুন্নাত এবং খেজুর দ্বারা সেহেরী করা আরেকটি সুন্নাত, কেননা নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** খেজুর দ্বারা সেহেরী করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যেমনটি সাযিয়দুনা সাযিব বিন ইয়াযিদ **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “**نِعْمَ السَّحُورُ التَّمْرُ** - অর্থাৎ খেজুর হলো সর্বোত্তম সেহেরী।”

(মু'জামু কবীর, ৮ম খন্ড, ১৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৬৮৯)

অন্যত্র ইরশাদ করেন: “**نِعْمَ السَّحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ** - অর্থাৎ খেজুর মুমিনদের জন্য কতই না উত্তম সেহেরী।” (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৪৫)

সেহেরীর সময় কখন?

হানাফী মাযহাবের অনেক বড় আলিম হযরত আল্লামা মাওলানা মোল্লা আলী ক্বারী **رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: “কারো কারো মতে সেহেরীর সময় অর্ধরাত থেকে শুরু হয়ে যায়।” (মিরকাতুল মাফাজীহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)

সেহেরীতে দেরী করা উত্তম, যেমনটি হযরত সাযিয়দুনা ইয়া'লা ইবনে মুররাহ **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজেদার, নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “তিনটি জিনিসকে আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন: ১. ইফতারে তাড়াতাড়ি করা ২. সেহেরীতে দেরী করা এবং ৩. নামাযে (কিয়ামে) হাতের উপর হাত রাখা।”

(মু'জাম আওসাত, ৫ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৭০)

‘সেহেরীতে দেরী’ দ্বারা কোন সময়টি উদ্দেশ্য?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেহেরীতে দেরী করা মুস্তাহাব, কিন্তু এত দেরীও করবেন না যে, সুবহে সাদিক হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হয়! এখানে মনে এ প্রশ্ন জাগে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

যে, ‘দেরী’ দ্বারা উদ্দেশ্য কোন সময়টি? প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “তাকসীরে নঈমীতে” লিখেন: “এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রাতের ষষ্ঠ অংশ।” তারপরও মনে প্রশ্ন থেকে যায় যে, রাতের ষষ্ঠ অংশ কীভাবে বুঝা যাবে?” এর উত্তর হচ্ছে, ‘সূর্যাস্ত থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়সীমাকে রাত বলে।’ যেমন; কোন দিন সন্ধ্যা সাতটার সময় সূর্য অস্ত গেলো এবং তারপর ভোর চারটার সময় সুবহে সাদিক হলো। এভাবে সূর্যাস্ত থেকে শুরু করে যে নয় ঘন্টা অতিবাহিত হলো তাকেই রাত বলা হয়। এখন রাতের এই ৯ ঘন্টাকে সমান ছয়ভাগে ভাগ করুন। প্রতিটি ভাগ দেড় ঘন্টা করে হলো, এখন রাতের শেষ দেড় ঘন্টা (অর্থাৎ রাত আড়াইটা থেকে ৪টা পর্যন্ত) সময়ের মধ্যে সুবহে সাদিকের পূর্বে সেহেরী করাই দেরীতে সেহেরী করা হলো। সেহেরী ও ইফতারের সময় প্রতিদিনই পরিবর্তন হতে থাকে। বর্ণিত নিয়মানুসারে যখনই চান রাতের ষষ্ঠ অংশ বের করতে পারেন। যদি রাতে সেহেরী করে নেন, আর রোযার নিয়্যতও করে নেন, তবুও রাতের বাকী অংশে পানাহার করতে পারবেন, নতুনভাবে নিয়্যত করার প্রয়োজন নেই।

ফযরের আযান নামাযের জন্যই, সেহেরী খাওয়া বন্ধ করার জন্য নয়!

অনেকে সুবহে সাদিকের পর ফযরের আযান চলাকালেই পানাহার করতে থাকে, এবং অনেকে কান পেতে শুনে যে, এখনো অমুক মসজিদে আযান শেষ হয়নি অথবা বলে থাকে: ঐ যে শুনো দূর থেকে আযানের আওয়াজ আসছে! এবং এভাবে কিছু না কিছু খেয়ে নেয়। যদি নাও খায় তবে পানি পান করে নিজেদের পারিভাষায় “রোযা বন্ধ” করে থাকে। আহা! এভাবে “রোযা বন্ধ” কি আর করবে রোযাকে তো একেবারে “খোলা অবস্থায়ই” ছেড়ে দেয় আর এভাবে সুবহে সাদিকের পর পানাহার করার কারণে তাদের রোযা তো হয়ই না, সারা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

দিন ক্ষুধা-পিপাসা ছাড়া কিছুই তাদের হস্তগত হয় না। “রোযা বন্ধ” করার সম্পর্ক ফযরের আযানের সাথে নয়, সুবহে সাদিকের পূর্বেই পানাহার বন্ধ করা আবশ্যিক, যেমনটি পবিত্র আয়াতের আলোকে অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুসলমানকে ‘সুস্থ বিবেক’ দান করুন এবং সঠিক সময়ের জ্ঞান অর্জন করে রোযা-নামায ইত্যাদি ইবাদত বিশুদ্ধভাবে পালন করার তওফীক দান করুক।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ।

পানাহার বন্ধ করে দিন

ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের কারণে আজকাল অনেক লোক আযান বা সাইরেন এর উপর সেহেরী ও ইফতারের সময় ঠিক করে, বরং অনেকে তো ফযরের আযান চলাকালেই “রোযা বন্ধ” করে। এই সাধারণ ভুল দূর করার জন্য কতইনা উত্তম হতো যে, যদি রমযানুল মোবারক মাসে প্রতিদিন সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পূর্বে প্রত্যেক মসজিদে উচ্চ আওয়াজে صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বলায় পর এভাবে ৩ বার ঘোষণা করে দেয়া হয়: “আশিকানে রাসূল মনযোগী হোন, আজ সেহেরীর শেষ সময় (যেমন) ৪টা ১২ মিনিটে, সময় শেষ হয়ে এসেছে, দ্রুত পানাহার বন্ধ করে দিন, আযানের জন্য কখনোই অপেক্ষা করবেন না, আযান সেহেরীর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর ফযরের নামাযের জন্য দেয়া হয়।”

প্রত্যেকেই এই বিষয়টি অন্তরে গঁথে রাখা আবশ্যিক যে, ফযরের আযান সুবহে সাদিকের পরেই দিতে হয় এবং তা “রোযা বন্ধ” করার জন্য নয়, বরং শুধুমাত্র ফযরের নামাযের জন্যই দেয়া হয়।

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

মাদানী কাফেলার নিয়ত করতেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করতে থাকুন, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** দুনিয়া আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ হস্তগত হবে। আপনাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য মাদানী কাফেলার একটি “মাদানী বাহার” আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি: যেমনটি লাউন্ডির (বাবুল মদীনা করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বড় ভাইয়ের বিবাহের দিন ঘনিয়ে আসছিলো, খরচের ব্যবস্থা ছিলো না, সে খুবই চিন্তিত ছিলো, ঋণ নেয়ার প্রতিও মন সায় দিচ্ছিলো না যে, যদি শোধ করতে দেরী হওয়া অবস্থায় প্রাণের চেয়েও প্রিয় মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর বদনাম হতে পারে। একদিন একাকিত্বে খুবই চিন্তিত অবস্থায় সে যোহরের নামায আদায় করলো এবং মনে মনে নিয়ত করলো যে, যদি টাকার ব্যবস্থা হয় তবে মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। নামায শেষ হওয়ার পর তখনো নামাযীদের সাথে সাক্ষাৎ এবং ইনফিরাদী কৌশিশেই ব্যস্ত ছিলো, ইতোমধ্যে ইমাম সাহেব যিনি সম্পর্কে তার বড় কাকা ছিলো এবং তার এই পেরেশানী সম্পর্কেও অবগত। তিনি তাকে ডাকলেন এবং **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** না চাইতেই তিনি নিজ থেকে টাকা দেওয়ার ওয়াদা করলেন। সেই ইসলামী ভাই ২য় দিনই মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো। **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়তের বরকতে তার চিন্তা দূর হয়ে গেলো। বিয়ের তারিখ পাকা হওয়ার সময় সে অনেক ঋণে ডুবে ছিলো, **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** বড় ভাইজানের বিবাহও হয়ে গেলো এবং ঋণও শোধ হয়ে গেলো।

কলব ভী শাদ হো, ঘরভী আবাদ হো, শাদীয়াঁ ভী রচৈ, কাফিলো মে চলো।
করয উতর যায়েগা, খুব রিয়ক আ'য়েগা, সব বালায়েঁ ঠলেঁ, কাফিলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! ছোট ভাই এর মাদানী কাফেলা সফরের নিয়্যতের বরকতে ঋণ আদায় করার ব্যবস্থা, টাকার ব্যবস্থা ও বড় ভাই এর বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলো।

ঋণ থেকে মুক্তি পাওয়ার আমল

প্রত্যেক নামাযের পর সাতবার সূরা কুরাইশ (শুরুতে ও শেষে একবার করে দরুদ শরীফ) পড়ে দোয়া করুন। পাহাড় সমান ঋণ হলেও **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আদায় হয়ে যাবে। এই আমল উদ্দেশ্য সফল হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত রাখুন।

ঋণ পরিশোধের ওযীফা

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنِ سِوَاكَ (অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাকে হালাল রিযিক দান করে হারাম থেকে বাঁচাও এবং তোমার দয়া ও অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্য কারো থেকে অমুখাপেক্ষী বানাও।) উদ্দেশ্য সফল হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পর ১১ বার করে এবং সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে প্রতিদিন (শুরুতে ও শেষে একবার করে দরুদ শরীফসহ) পাঠ করুন। বর্ণিত আছে যে, এক চুক্তিবদ্ধ গোলাম^(১) হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদ্বা, শেরে খোদা **كُرِّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ** এর দরবারে আরয করলো: “আমি নিজেকে মুক্ত করার মূল্য আদায় করতে অপারগ, আমাকে সাহায্য করুন।” তিনি **كُرِّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ** বলেন: আমি তোমাকে কিছু বাক্য শিখাব যা রাসূলুল্লাহ **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আমাকে শিখিয়েছেন, যদি তোমার উপর সীর^(২) সমান ঋণ থাকে তবে আল্লাহ তায়ালা তোমার পক্ষ থেকে আদায় করে দিবেন। তুমি এরূপ বলো:

১. মুকাতাব গোলাম: ঐ গোলামকে বলা হয়, যে তার মনিবের নিকট সম্পদ আদায় করে মুক্ত হওয়ার সন্ধি করেছে। (জাওহারা, ২য় খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা)

২. সীর হলো একটি পাহাড়ের নাম। (আন নাহায়া, ৩য় খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার রুদদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

(অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাকে হালাল রিযিক দান করে হারাম থেকে বাঁচাও এবং তোমার দয়া ও অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্য কারো থেকে অমুখাপেক্ষী বানাও।)

(ভিন্নমিষী, ৫ম খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫৭৪)

সকাল ও সন্ধ্যার পরিচয়: অর্ধরাতের পর থেকে সূর্যের প্রথম আলো প্রতিফলিত হওয়া পর্যন্ত সকাল এবং যোহরের প্রারম্ভিক সময় থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে সন্ধ্যা বলা হয়।

মাদানী পরামর্শ: চিন্তাগ্রস্থ ইসলামী ভাইদের উচিত, দা'ওয়াতে ইসলামীর সুনাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুনাতের ভরা সফর করে সেখানে দোয়া করা, যদি নিজে অপারগ হন, যেমন; ইসলামী বোন হলে তবে ঘর থেকে অন্য কাউকে সফরে পাঠিয়ে দিন।

ইফতারের বর্ণনা

যখন সূর্যাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন ইফতার করতে দেবী করা উচিত নয়; সাইরেনের অপেক্ষা করবেন না, আযানেরও অপেক্ষা করবেন না, তাৎক্ষণিকভাবে কোন কিছু পানাহার করে নিন, কিন্তু খেজুর বা খোরমা অথবা পানি দ্বারা ইফতার করা সুনাত। “ফতোওয়ায়ে রযবীয়া”য় বর্ণিত রয়েছে: প্রশ্ন: রোযার ইফতার কোন জিনিস দিয়ে করা সুনাত। উত্তর: খেজুর এবং তা থাকলে খোরমা এবং তাও না থাকলে পানি। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৬২৮-৬২৯ পৃষ্ঠা)

ইফতারের দোয়া

ইফতার করে নেয়ার পর যেমন; খেজুর খেয়ে অথবা সামান্য পানি পান করার পর সুনাতের উপর আমল করার নিয়তে নিম্ন লিখিত দোয়াটিও পাঠ করুন, কেননা হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইফতারের সময় এই দোয়াটি

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

পাঠ করতেন: **اللَّهُمَّ لَكَ صُنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ** (অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছি এবং তোমারই প্রদত্ত রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি।) (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৫৮) অপর হাদীসে পাকে শ্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে: “হে আলী! যখন তুমি রমযান মাসে রোযা রাখবে তখন ইফতারের পর এই দোয়া পাঠ করো: **اللَّهُمَّ لَكَ صُنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ** (অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছি এবং তোমার প্রতিই ভরসা করেছি আর তোমারই প্রদত্ত রিযিক দ্বারা ইফতার করেছি) তবে তোমার জন্য সকল রোযাদারের সমপরিমাণ প্রতিদান লিখা হবে এবং তাদের সাওয়াবেও কমতি করা হবে না।” (বুগইয়াতুল বাহিস আন যাওয়াদিল হারিস, ১ম খন্ড, ৫২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৬৯) এরপর সম্ভব হলে আরো দোয়াও করুন, কেননা এটি দোয়া কবুলের সময়।

ইফতারের জন্য আযান শর্ত নয়

ইফতারের দোয়া সাধারণত ইফতারের পূর্বেই পড়ার প্রচলন রয়েছে কিন্তু ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁ **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** “ফতোওয়ায়ে রযবীয়া” এর ১০ম খন্ডের ৬৩১ পৃষ্ঠায় তাঁর গবেষণা এটাই উপস্থাপন করেন যে, দোয়া ইফতারের পর পাঠ করা হোক। ইফতারের জন্য আযান শর্ত নয়, না হলে ঐ সমস্ত এলাকায় বা শহরে রোযা কিভাবে খুলবে যেখানে মসজিদই নেই বা আযানের শব্দ আসে না। মূলতঃ আযান মাগরিবের নামাযের জন্য দেয়া হয়। যেখানে মসজিদ আছে! যদি সৌভাগ্যক্রমে সেখানে এই নিয়ম চালু করা যায় যে, যখনই সূর্যাস্ত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে যাবে তখনই উচ্চ আওয়াজে “**صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ**” বলার পর এভাবে তিন বার ঘোষণা করা হয়: “আশিকানে রাসূল! ইফতার করে নিন।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

ইফতারের ফযীলত সম্পর্কিত প্রিয় নবী হযুর ﷺ এর ৫টি বাণী

﴿১﴾ “মানুষ সর্বদা কল্যাণের সহিত থাকবে, যতদিন দ্রুত ইফতার করবে।”

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৫৭)

ইফতার করানোর মহান ফযীলত

﴿২﴾ “যে ব্যক্তি হালাল খাবার কিংবা পানীয় দ্বারা (কোন মুসলমানকে) রোযার ইফতার করালো, ফিরিশতারা মাহে রমযানের সময়গুলোতে তার জন্য ইস্তিগফার করেন এবং জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَامُ) শবে কদরে তার জন্য ইস্তিগফার করেন।” (মু'জাম্বু কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬১৬২)

জিব্রাইল আমীন কর্তৃক মুসাফাহা করার নিদর্শন

﴿৩﴾ “যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে রমযানে রোযার ইফতার করায়, রমযানের সমস্ত রাতে ফিরিশতারা তার উপর দরুদ (রহমত) প্রেরণ করেন এবং শবে কদরে জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَامُ) তার সাথে মোসাফাহা করেন আর যার সাথে হযরত জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَامُ) মোসাফাহা করে নেন, তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং তার অন্তর নরম হয়ে যায়।”

(জমউল জাওয়ামেয়ে, ৭ম খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২৫৩৪)

﴿৪﴾ “যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে আমার ‘হাওয়্য’ থেকে পান করাবেন, ফলে জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত পিপাসার্ত হবে না।” (ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৮৭)

﴿৫﴾ “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রোযার ইফতার করে, তবে যেন খেজুর কিংবা খোরমা দিয়ে ইফতার করে, কেননা তা হচ্ছে বরকত এবং যদি না থাকে তবে পানি দ্বারা করবে, কেননা তা পবিত্রকারী।”

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৯৫)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

প্রিয় নবী ﷺ এর ইফতার

হযরত সাযিয়দুনা আনাস رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত: “নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হযুর পুরনূর صلى الله تعالى عليه وآله وسلم নামাযের পূর্বে খেজুর দ্বারা ইফতার করতেন, খেজুর না থাকলে কয়েকটি খোরমা দিয়ে আর তাও না থাকলে তবে কয়েক অঞ্জলী পানি পান করতেন।”

(আবু দাউদ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৪৭, হাদীস নং- ২৩৫৬)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে পাকে সেহেরী ও ইফতারে খেজুর ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, নিশ্চয় খেজুরে অসংখ্য বরকত এবং অগণিত রোগের চিকিৎসা রয়েছে।

খেজুরের ২৫ টি মাদানী ফুল

﴿১﴾ আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হযুর صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: “আলীয়া” (অর্থাৎ মদীনা মুনাওয়ারায় وَادِعَا اللهُ شَرْقًا وَتَغْطِيهَا মসজিদে কুবা শরীফের নিকটে একটি জায়গার নাম) এর “আজওয়া” (মদীনা মুনাওয়ারার وَادِعَا اللهُ شَرْقًا وَتَغْطِيهَا সর্বোৎকৃষ্ট খেজুরের নাম) এর মধ্যে প্রত্যেক রোগের শিফা রয়েছে। অপর একটি বর্ণনানুসারে: “সাতদিন যাবত প্রতিদিন সাতটি করে আজওয়া খেজুর খেলে ‘কুষ্ঠরোগ’ (ধবলরোগ) এ উপকার পাওয়া যায়।”

(আল কামিলূ লি ইবনে আদী, ৭ম খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা)

﴿২﴾ প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: আজওয়া খেজুর জান্নাত থেকে এসেছে, এতে বিষক্রিয়ার শিফা রয়েছে। (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৭৩) বুখারী শরীফের বর্ণনানুসারে: যে ব্যক্তি সকালে খালি পেটে ৭টি আজওয়া খেজুর খেয়ে নেয়, সেদিন তাকে যাদু এবং বিষও ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী, ৩য় খন্ড, ৫৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৪৪৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

- ﴿৩﴾ সাযিদুনা আবু হুরায়রা رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত: খেজুর খেলে এ্যপেন্ডিক্স (APPENDIX) হয় না। (কানযুল উম্মাল, ১০ম খন্ড, ১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮১৯১)
- ﴿৪﴾ তাজেদারে রিসালত, মুস্তফা জানে রহমত, শিয় নবী صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: “সকালে খালি পেটে খেজুর খাও, এতে পেটের ক্রিমি মারা যায়।” (আল জামেউস সগীর, ৩৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩৯৪)
- ﴿৫﴾ হযরত সাযিদুনা রবী বিন হুসাইম رضي الله تعالى عنه বলেন: “আমার মতে গর্ভবতীর জন্য খেজুর অপেক্ষা এবং রোগীর জন্য মধু অপেক্ষা উত্তম অন্য কোন বস্তুতে শিফা (আরোগ্য) নেই।” (ভাফসীরে দুররে মানসুর, ৫ম খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা)
- ﴿৬﴾ সাযিদুনা মুহাম্মদ আহমদ যাহবী رحمته الله تعالى عليه বলেন: “গর্ভবতীকে খেজুর খাওয়ালে إن شاء الله عز وجل পুত্রসন্তান জন্ম হবে, যে সুশী, ধৈর্যশীল এবং নশ্ব স্বভাবের হবে।”
- ﴿৭﴾ যে অনাহারের কারণে দুর্বল হয়ে গেছে, তার জন্য খেজুর খুবই উপকারী, কেননা এটি খাদ্য উপাদানে ভরপুর, এটি আহারে দ্রুত শক্তি ফিরে আসে, সুতরাং খেজুর দ্বারা ইফতার করার মধ্যে এ রহস্যও রয়েছে।
- ﴿৮﴾ রোযায় দ্রুত বরফের ঠান্ডা পানি পান করলে গ্যাস, পাকস্থলী বাস্পায়ীত এবং কলিজা ফুলে যাবার বেশি সম্ভাবনা রয়েছে, খেজুর খেয়ে ঠান্ডা পানি পান করতে ক্ষতির আশংকা দূরীভূত হয়ে যায়, কিন্তু খুব বেশি ঠান্ডা পানি পান করা কখনোই উচিত নয়।
- ﴿৯﴾ খেজুর ও খিরা^(১) তাছাড়া খেজুর ও তরমুজ একসাথে খাওয়া নবী করীম, রউফুর রহীম صلى الله تعالى عليه وآله وسلم এর সুন্নাত হিসাবে প্রমাণিত।^(২) এতেও হিকমতের মাদানী ফুল রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত হচ্ছে যে,

১. মুসলিম, ১১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৪৩।

২. শামায়িলে তিরমিযী, ১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯০।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

এতে জৈবিক ও দৈহিক দুর্বলতা এবং শারীরিক ক্ষীণতা দূর হয়ে যায়। মাখনের সাথে খেজুর খাওয়াও নবী করীম ﷺ এর সুনাত হিসাবে প্রমাণিত। (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪১ পৃষ্ঠা, হাদীন নং-৩৩৩৪)

- ﴿১০﴾ খেজুর খেলে পুরাতন কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়ে যায়।
- ﴿১১﴾ এজমা, হৃদরোগ, যকৃত, মুত্রথলী, প্লীহা এবং অস্ত্রের রোগ-ব্যাধির জন্য খেজুর উপকারী। এটি কফ বের করে দেয়, মুখের শুষ্কতা দূর করে এবং প্রস্রাব সহজে বের হতে সাহায্য করে।
- ﴿১২﴾ হৃদরোগ এবং চোখের কালো ছানি রোগের জন্য খেজুর বিচি সহকারে পিষে খেলে উপকার পাওয়া যায়।
- ﴿১৩﴾ খেজুরকে ভিজিয়ে এর পানি পান করে নিলে কলিজার রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যায়। আমাশয় রোগের জন্যও এ পানি উপকারী। (রাতে ভিজিয়ে সকালে খালী পেটে সেই পানি পান করবেন, কিন্তু ভেজানোর জন্য পানি ঢেলে ফ্রিজে রাখবেন না)
- ﴿১৪﴾ খেজুর দুধের সাথে গরম করে খাওয়া সর্বোত্তম শক্তিশালী খাদ্য, এ খাদ্য রোগ পরবর্তী দুর্বলতা দূর করার জন্য খুবই উপকারী।
- ﴿১৫﴾ খেজুর খেলে ক্ষত দ্রুত ভরে যায়।
- ﴿১৬﴾ জন্ডিসের রোগীর জন্য খেজুর উত্তম ঔষধ।
- ﴿১৭﴾ তাজা-পাকা খেজুর পিত্তরস (অর্থাৎ বমির সাথে যে পিত্তরস (তিক্ত পানি) বের হয়) এবং বিষাক্ততাকে ধ্বংস করে দেয়।
- ﴿১৮﴾ খেজুরের বিচি আঙুনে পুড়ে তা দিয়ে মাজন তৈরী করে নিন, এটি দাঁতকে উজ্জল এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।
- ﴿১৯﴾ খেজুরের পোড়া বিচির ছাই লাগালে ক্ষত স্থানের রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং ক্ষত দ্রুত ভরে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

- ﴿২০﴾ খেজুরের বিচি আঙুনে ফেলে ধোঁয়া নিলে অর্শ্বরোগের ক্ষতগুলো শুকিয়ে যায়।
- ﴿২১﴾ খেজুর গাছের শিকড় কিংবা পাতার পোড়া ছাই দ্বারা দাঁত মাজলে দাঁতের ব্যথার জন্য উপকারী, শিকড় বা পাতা সিদ্ধ করে তা দ্বারা কুলি করলেও দাঁতের ব্যথার জন্য উপকারী।
- ﴿২২﴾ যার খেজুর খেলে কোন ধরনের ক্ষতি (Side effect) হয়, সে আনারের রস বা পোস্তদানা বা কালো মরিচের সাথে ব্যবহার করলে إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ উপকার পাওয়া যাবে।
- ﴿২৩﴾ আধ পাকা ও পুরাতন খেজুর একসাথে খাওয়া ক্ষতিকর। অনুরূপভাবে খেজুরের সাথে আঙ্গুর কিংবা কিসমিস বা মুনাক্কা মিলিয়ে খাওয়া, খেজুর ও আনজির ফল একসাথে খাওয়া, রোগ মুক্তির পরপরই দুর্বলতার সময় অতিরিক্ত খেজুর খাওয়া এবং চোখের রোগাবস্থায় খেজুর খাওয়া ক্ষতিকর।
- ﴿২৪﴾ একই সময়ে পাঁচ তোলা (অর্থাৎ ৫৮.৩২ গ্রাম) অপেক্ষা বেশি খেজুর খাবেন না। পুরাতন খেজুর খাওয়ার সময় ছিড়ে ভিতরে দেখে নিন, কেননা অনেক সময় এতে ছোট ছোট লাল বর্ণের পোকা থাকে, সুতরাং পরিস্কার করে খান। যেই খেজুরের ভিতর পোকা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা পরিস্কার না করে খাওয়া মাকরুহ। বিক্রেতারা চকচকে করার জন্য অধিকাংশ সময় সরিষার তেল লাগায়, সুতরাং উত্তম হচ্ছে, খেজুরকে কয়েক মিনিট পানিতে ভিজিয়ে রাখুন, যেন মাছির মল ও ধুলো-বালি ইত্যাদি পৃথক হয়ে যায়, অতঃপর ধুয়ে ব্যবহার করুন। গাছ-পাকা খেজুর বেশি উপকারী। (কিন্তু না ধুয়ে খেজুর বরং যেকোন ফল এবং সবজি ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, নয়তো ময়লা আবর্জনা, মাছি, কীট পতঙ্গের মল এবং জীবাণু সমৃদ্ধ ঔষধের কণা পেটে গিয়ে রোগের সৃষ্টি করতে পারে)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

﴿২৫﴾ মদীনা মুনাওয়ারার **إِدَاكَمُ اللّٰهُ شَرَفًا وَتَغْيِيبًا** খেজুরের বিচি ফেলে দেবেন না, কোন আদব সম্পন্ন স্থানে রেখে দিন অথবা নদীতে ডুবিয়ে দিন, বরং সম্ভব হলে যাঁতাকল দিয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কৌটায় ভরে পকেটে রেখে দিন এবং সুপারীর স্থলে ব্যবহার করে এর বরকত লুফে নিন। যেকোন বস্তু হোক তা দুনিয়া যেকোন স্থানের, মদীনা মুনাওয়ারার **إِدَاكَمُ اللّٰهُ شَرَفًا وَتَغْيِيبًا** ভূখন্ডে প্রবেশ করতেই তা মদীনার হয়ে গেলো, সুতরাং আশিকানে রাসূলরা এর আদব করে থাকেন।

হাদীসে পাকে বর্ণিত চিকিৎসা সবাই কি করতে পারবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত “খেজুরের ২৫টি মাদানী ফুল”এ বিভিন্ন রোগের জন্য “খেজুর” দ্বারা চিকিৎসার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, এপ্রসঙ্গে সামনের কয়েকটি লাইন অধ্যয়ন করা **إِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** খুবই উপকারী সাব্যস্ত হবে। যেমনটি (হাদীসে পাক: “**فِي الْحَبَّةِ السُّودَاءِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّمَّ**” এর আলোকে) প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন **رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: সকল রোগের (শিফা) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, শ্লেষ্মা এবং কফ জাতীয় রোগের (শিফা), কেননা কালজিরা গরম ও শুষ্ক হয়ে থাকে, সুতরাং ভেজা ও ঠাণ্ডা জাতীয় রোগের জন্য উপকারী সাব্যস্ত হবে। তিনি আরো বলেন: এখানে উদ্দেশ্য হলো আরবের সাধারণ রোগ (মিরকাত) অর্থাৎ কালজিরা আরবের সাধারণ রোগের জন্য উপকারী। মনে রাখবেন! হাদীস শরীফের চিকিৎসা কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে ব্যবহার করা উচিত (আরববাসীদের লিখিত চিকিৎসা) শুধুমাত্র (নিজের) পরামর্শেই ব্যবহার করবেন না, কেননা আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি আরববাসীদের চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে ভিন্ন। (মিরকাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৬, ২১৭ পৃষ্ঠা) এরই সাথে এই বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, এই কিতাবে উদ্ধৃত যেকোন

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

ব্যবস্থাপত্র আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করবেন না, যদিওবা এই ব্যবস্থাপত্র সেই রোগের জন্য যাতে আপনি কষ্ট ভোগ করছেন। মনে রাখবেন! মানুষের শারীরিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, অনেক সময় একই ঔষধ কারো জন্য শিফা ও আরোগ্যের মাধ্যম হয় আর কারো জন্য মৃত্যুর বার্তা বহন করে। সুতরাং আপনার শারীরিক অবস্থায় কোন ব্যবস্থাপত্র কাজ করবে আর কোন কাজ করবে না তা আপনার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকই নির্ধারণ করতে পারবে।

ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়ে থাকে

প্রিয় আক্কা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু'টি বাণী: ﴿١﴾

“নিশ্চয় রোযাদারের জন্য ইফতারের সময় এমন একটি দোয়া থাকে, যা ফেরত দেয়া হয় না (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৫৩) ﴿٢﴾ “তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরত দেয়া হয় না: ﴿١﴾ ন্যায় বিচারক বাদশাহর এবং ﴿٢﴾ ইফতারের সময় রোযাদারের ও ﴿٣﴾ ময়লুমের। এ তিন জনের দোয়া আল্লাহ তায়ালা মেঘ থেকেও উঠুতে তুলে নেন এবং আসমানের দরজা এর জন্য খুলে যায় আর আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: “আমার সম্মানের শপথ! আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো, যদিও কিছু দেরিতে হয়।” (প্রাণ্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৫২)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

আমরা পানাহারে লিপ্ত থেকে যাই

প্রিয় রোযাদারেরা! الْحَمْدُ لِلَّهِ ইফতারের সময় দোয়া কবুল হয়, আহ! এই কবুলিয়তের মুহুর্তে আমাদের নফস এই সময়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে যায়। কেননা এই সময় প্রায় আমাদের সামনে নানা প্রকার ফলমূল, কাবাব, সমুছা, পেয়াজু, ছোলা ইত্যাদির পাশাপাশি গরমের দিন হলে তো ঠান্ডা শরবতের গ্লাসও থাকে, এদিকে সূর্যাস্ত হচ্ছে, ওদিকে খাবার ও শরবতের উপর আমরা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এমনভাবে ঝাপিয়ে পড়ি যে, দোয়ার কথাও মনে থাকে না! দোয়া তো দোয়াই, আমাদের কিছু ইসলামী ভাই ইফতারের সময় পানাহারে এতো বেশি মগ্ন হয়ে যায় যে, তারা মাগরিবের জামাআতও পুরোপুরি পায় না; বরং আল্লাহর পানাহ! অনেকে তো এতো বেশি অলসতা করে যে, ঘরে ইফতার করে সেখানেই জামাআত ছাড়া নামায পড়ে নেয়। তাওবা! তাওবা!!

ওহে জান্নাত প্রার্থীরা! এতটুকু অলসতা করবেন না!! জামাআত সহকারে নামায আদায়ের জন্য শরীয়াতে গভীরভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মনে রাখবেন! কোন শরীয়াতের বাধ্যবাধকতা ছাড়া মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামাআত বর্জন করা গুনাহ।

ইফতারে খাবার খেয়ে নামাযের জন্য মুখ পরিস্কার করা আবশ্যিক

উত্তম হলো, এক-আধটি খেজুর দ্বারা ইফতার করে দ্রুত ভালভাবে মুখ পরিস্কার করে নিন এবং নামাযের জামাআতে অংশগ্রহণ করুন। আজকাল মানুষ মসজিদে ফলমূল ও পেঁয়াজু খেয়ে মুখ ভালভাবে পরিস্কার না করেই জামাআতে অংশগ্রহণ করে নেয় অথচ খাবারের সামান্য অংশ কিংবা স্বাদও মুখে না থাকা উচিত, কেননা আমার আকা, আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে: “যখন বান্দা নামাযে দাঁড়ায় ফিরিশতা তার মুখের সাথে নিজের মুখ রাখে, বান্দা যা পাঠ করে তা তার মুখ থেকে বের হয়ে ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে, সে সময় যদি কোন কিছু তার দাঁতে আটকে থাকে, তবে ফিরিশতার এতো কষ্ট হয় যে, যা অন্য কোন কিছুতেই হয় না।” হযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ রাতে নামাযের জন্য দাঁড়ায়, তবে সে যেন মিসওয়াক করে নেয়, কেননা সে যখন নিজ নামাযে কেবল পাঠ করে, তখন



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ফিরিশতা নিজের মুখ তার মুখের উপর রাখে এবং যা কিছু তার মুখ থেকে বের হয় তা সেই ফিরিশতার মুখে প্রবেশ করে।^(১) আর “ইমাম তাবরানী” “কবীরে”র মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণনা করেন, উভয় ফিরিশতার নিকট এর চেয়ে বেশি কষ্টদায়ক কোন বস্তু নেই যে, তারা নিজ সাথীকে নামায় পড়তে দেখে এবং তার দাঁতে খাদ্য কণা লেগে থাকে।

(মু'জামুল কবীর, ৪র্থ খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৬১। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৬২৪, ৬২৫ পৃষ্ঠা)

মসজিদে ইফতারকারীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখ পরিস্কার করা কষ্ট হয় যে, ভালভাবে পরিস্কার করতে গেলে জামাআত শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এজন্য পরামর্শ হলো যে, শুধুমাত্র এক-আধ খেজুর খেয়ে পানি পান করে নিন, পানিকে মুখের ভিতর ভালভাবে নড়াচড়া করে কুলি করে নিন, যেন খেজুরের মিষ্টি স্বাদ ও এর কণা দাঁত থেকে ছুটে পানির সাথে পেটের ভিতর চলে যায়, প্রয়োজনে দাঁতে খিলালও করে নিন। যদি মুখ পরিস্কার করার সুযোগ না থাকে তবে সহজ ব্যবস্থা হলো শুধুমাত্র পানি দিয়ে ইফতার করে নিন। আমার ঐ সমস্ত রোযাদার খুবই প্রিয়, যারা রকমারী নেয়ামতের খালার প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদের প্রথম সারিতে, পানি নিয়ে বসে যায়, কেননা এভাবে ইফতার দ্রুত শেষও হয়, মুখও পরিস্কার থাকে এবং প্রথম সারিতে প্রথম তাকবীরের সাথেই জামাআত সহকারে নামায় আদায় করাও নছীব হয়ে যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লিখিত বরকতময় হাদীসে মোবারাকায় বর্ণিত হয়েছে, “ইফতারের সময় দোয়া ফেরত দেয়া হয় না।” অনেক সময় দোয়া কবুলিয়তের প্রকাশ্য নিদর্শনে দেরী হয় তখন মনে একথা আসে যে, দোয়া কবুল হলো না কেন! আর হাদীসে মোবারাকায় তো দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ এসেছে! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রকাশ্য নিদর্শনে বিলম্বের কারণে ঘাবড়াবেন না। সায়্যিদী আ'লা হযরত رضي الله تعالى عنه এর সম্মানিত পিতা ইসলামী দর্শন

১. শুয়াবুল ইমান, ২য় খন্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা, নম্বর-২১১৭।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাত)

শাস্ত্রের ইমাম সাযিযুনা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ‘আহসানুল বিআ লি আদাবিদ দোয়া’ নামক কিতাবের ৫৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন:

দোয়ার তিনটি উপকারিতা

তাজেদারে রিসালত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: দোয়া বান্দার তিনটি অবস্থা থেকে পৃথক হয় না: ﴿১﴾ হয়তো তার গুনাহ ক্ষমা করা হয়। বা ﴿২﴾ দুনিয়ায় সে উপকারীতা অর্জন করে। অথবা ﴿৩﴾ তার জন্য আখিরাতে কল্যাণ সঞ্চয় করা হয়। আর যখন বান্দা আখিরাতে তার দোয়ার সাওয়াবগুলো দেখবে, যা দুনিয়ায় কবুল হয়নি, তখন এ কামনাই করবে: আহ! দুনিয়ায় যদি আমার কোন দোয়াই কবুল না হতো এবং সবই এখানকার (অর্থাৎ আখিরাতের) জন্য জমা থাকতো।

(আল মুসতাদরিক, ২য় খন্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৬২। আহসানুল বিআ, ৫৫ পৃষ্ঠা)

দোয়ায় পাঁচটি সৌভাগ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! দোয়া তো বৃথা যায়ই না, দুনিয়ায় এর প্রভাব প্রকাশ যদি নাও পায়, তবুও আখিরাতে সাওয়াব ও প্রতিদান অর্জিত হবেই, সুতরাং দোয়ায় অলসতা করা উচিত নয়।

পাঁচটি মাদানী ফুল

﴿১﴾ প্রথম উপকার হচ্ছে যে, আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালন করা হয়, কেননা তাঁর নির্দেশ হচ্ছে: আমার নিকট প্রার্থনা করো। যেমনটি ২৪তম পারার সূরা মুমিনুনের ৬০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

أَدْعُونِي أَجْتَبْكُمْ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি কবুল করবো।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

- ﴿২﴾ দোয়া করা সুন্নাত, কেননা আমাদের প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অধিকাংশ সময় দোয়া করতেন। তাই দোয়া করাতে সুন্নাতের অনুসরণেরও সৌভাগ্য অর্জিত হয়।
- ﴿৩﴾ দোয়া করাতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আনুগত্যও রয়েছে যে, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ দোয়া করার প্রতি আপন গোলামদেরকে গুরুত্বারোপ করতে থাকতেন।
- ﴿৪﴾ দোয়াকারী ইবাদতপরায়ণ লোকদের দলভুক্ত হয়ে যায়, কেননা দোয়া নিজেই একটি ইবাদত বরং ইবাদতেরই মগজ। যেমনটি নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান বাণী হচ্ছে: **الدُّعَاءُ مُخِّ الْعِبَادَةِ** অর্থাৎ দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ। (তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ২৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৮২)
- ﴿৫﴾ দোয়া করলে হয়তো তার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায় অথবা দুনিয়াতেই তার সমস্যাদির সমাধান হয়ে যায়, অতঃপর সেই দোয়া তার জন্য আখিরাতের ভান্ডার হয়ে যায়।

জানিনা কোন গুনাহ হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো? দোয়া করাতে আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আনুগত্যও রয়েছে, দোয়া করা সুন্নাতও, দোয়া করাতে ইবাদতের সাওয়াবও অর্জিত হয়, তাছাড়া দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য উপকারও অর্জিত হয়। অনেকে দেখা যায় যে, তারা দোয়া কবুল হবার জন্য খুব তাড়াহুড়ো করে; বরং আল্লাহর পানাহ! বিভিন্ন ধরনের কথা বলে যে, আমরা তো দীর্ঘদিন যাবৎ দোয়া করে আসছি, বুয়ুর্গদের দ্বারাও দোয়া করলাম, কোন পীর ফকীর বাদ দিলাম না, অমুক ওযীফাও পড়ি, অমুক অমুক মাযারেও গেলাম, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য পূরণই হয় না, বরং অনেকে একথাও বলতে শুনা যায়:

“কি এমন গুনাহ আমার হয়ে গেলো! যার শাস্তি আমি পেয়ে যাচ্ছি!!”

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দারাদ্দীন)

নামায না পড়া যেনো কোন গুনাহই নয়!!!

আশ্চর্য তো এতেই যে, এ ধরনের “আক্রোশ”কারী অনেক সময় বেনামাযী হয়ে থাকে! যেন নামায না পড়া তো আল্লাহর পানাহ! কোন গুনাহই নয়! চেহারা দেখুন তো প্রিয় নবী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শত্রু অগ্নিপুজারীদের ন্যায় অর্থাৎ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান সুন্নাত দাঁড়ি মোবারক চেহারা থেকে উধাও! তাছাড়া মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরী, ওয়াদা খেলাফী, কু-ধারণা, কু-দৃষ্টি, মাতাপিতার অবাধ্যতা, সিনেমা নাটক, গান বাজনা ইত্যাদি গুনাহ অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও মুখে এসব অভিযোগপূর্ণ বাক্য উচ্চারিত হয়:

“কি এমন গুনাহ আমার হয়ে গেলো! যার শাস্তি আমি পেয়ে যাচ্ছি!!”

যেই বন্ধুর কথা আমরা মানি না

একটু ভাবুন তো! কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু কোন কাজের জন্য কয়েকবার বললো; কিন্তু আপনি তার কাজটি করলেন না। ঘটনাক্রমে যদি সেই বন্ধুর সাথে আপনার কোন কাজ পড়ে যায়, তবে তো আপনি প্রথম থেকেই চিন্তাই থাকবেন যে, আমি তো তার একটি কাজও করিনি, এখন সে আমার কাজ কেন করবে! যদি আপনি সাহস করে কথা বলেন এবং সে কাজটি না করে, তবুও আপনি অভিযোগ করতে পারবেন না, কেননা আপনিও তো আপনার সেই বন্ধুর কাজ করেননি।

এখন ঠান্ডা মাথায় ও স্থিরভাবে চিন্তা করুন যে, আল্লাহ তায়াল্লা কতোই না কাজ দিয়েছেন, কতোই না বিধান জারী করেছেন, কিন্তু আমরা তাঁর কোন কোন বিধানটি পালন করছি? চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, তাঁর কতোটি বিধান পালনে আমরা উদাসীনতা অবলম্বন করেছি। আল্লাহ তায়াল্লা দয়ালু যেন এ কথা বুঝে এসে যাক যে, নিজে তো আপন মহামহিম প্রতিপালকের নির্দেশাবলী পালন

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

করবো না, কিন্তু তিনি যদি কোন বিষয়ের (অর্থাৎ দোয়া) প্রভাব প্রকাশ না করেন, তবে অভিযোগ অনুযোগ নিয়ে বসে যাই। দেখুন না! আপনি যদি আপনার কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কথা বারংবার প্রত্যাখ্যান করেন, তবে হয়তো, সে আপনার বন্ধুত্বেরই ইতি টানবে; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের উপর কিরূপ দয়াবান যে, লাখো বার তাঁর মহান নির্দেশের অমান্য করছি, তবুও তিনি আপন বান্দাদের তালিকা থেকে বাদ দেন না, তিনি দয়া ও করুণা করতেই থাকেন। একটু তো চিন্তা করুন! যে বান্দা উপকারের কথা ভুলে গিয়ে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করছে, যদি তিনিও শাস্তি স্বরূপ নিজের উপকারাদি তার প্রতি বন্ধ করে দেন, তবে তার কি অবস্থা হবে? নিঃসন্দেহে তাঁর দয়া ছাড়া বান্দা একটি কদমও উঠাতে পারবে না, আরে! তিনি তাঁর মহান নেয়ামত বাতাসকে, যা একেবারে বিনামূল্যে দান করছেন, যদি কয়েক মিনিটের জন্য বন্ধ করে রাখেন, তবে তো লাশের স্তম্ভ পড়ে যাবে!

দোয়া দেরীতে কবুল হওয়ার একটি কারণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনেক সময় দোয়া দেরীতে কবুল হওয়ার মধ্যে অসংখ্য কল্যাণ নিহিত থাকে, যা আমাদের বুঝে আসেনা। নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যখন আল্লাহ তায়ালা কোন প্রিয় বান্দা দোয়া করে, তখন আল্লাহ তায়ালা জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) কে ইরশাদ করেন: “খামো! এখন দিয়ো না, যেন পুনরায় প্রার্থনা করে, কেননা আমি তার আওয়াজকে পছন্দ করি”। আর যখন কোন কাফির বা ফাসিক দোয়া করে, ইরশাদ করেন: “হে জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام)! এর কাজ দ্রুত করে দাও, যেন আর প্রার্থনা না করে, কেননা আমি তার আওয়াজকে অপছন্দ করি।”

(কানযুল উম্মাল, ২য় খন্ড, ৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৬১। আহসানুল বিআ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আম্বুর রাজ্জাক)

নেককার বান্দার দোয়া কবুল হওয়াতে দেৱী হওয়ার হিকমত

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন সাঈদ বিন কাত্তান (رضي الله تعالى عنه) আল্লাহ তায়ালাকে স্বপ্নে দেখলেন, আরয করলেন: হে আল্লাহ! আমি অধিকাংশ সময় দোয়া করি আর তুমি কবুল করো না? আদেশ হলো: “হে ইয়াহিয়া! আমি তোমার আওয়াজকে পছন্দ করি, তাই তোমার দোয়া কবুল করাতে বিলম্ব করি।”

(রিসালাতু কুশারিয়া, ২৯৭ পৃষ্ঠা। আহসানুল বিআ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

“ফায়্যিলে দোয়া” কিতাবের ৯৭ পৃষ্ঠায় দোয়ার আদব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত রইছুল মুতাকাল্লিমীন মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন:

তাড়াছড়োকারীর দোয়া কবুল হয় না!

(দোয়ার আদবের মধ্যে এটাও রয়েছে) দোয়া কবুল হবার ক্ষেত্রে তাড়াছড়ো না করা। হাদীস শরীফে রয়েছে: আল্লাহ তায়ালা তিন ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন না: প্রথমত; যে ব্যক্তি গুনাহের দোয়া করে। দ্বিতীয়ত; যে ব্যক্তি এমন কিছু চায়, যা দ্বারা আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হয়। তৃতীয়ত; যে ব্যক্তি কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াছড়ো করে, বলে যে, আমি দোয়া করছি, এখনো কবুল হচ্ছে না। (মুসলিম, ১৪৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৭৩৫)

এই হাদীসে পাকে বলা হয়েছে, না জায়য কাজের জন্য দোয়া না করা, কেননা তা কবুল হবে না। তাছাড়া নিকটাত্মীর অধিকার ধ্বংস হয় এমন দোয়াও না করা এবং দোয়া কবুলের জন্য তাড়াছড়োও না করা, অন্যথায় দোয়া কবুল করা হবে না।

‘আহসানুল বিআ লিআদাবিদ দোয়া’ এর উপর আ’লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাহ, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى পাদটীকা লিপিবদ্ধ করেছেন এবং এর নাম রেখেছেন “যাইলুল মুদ্দআয়ি লিআহসানিল বিআ”। মাকতাবাতুল মদীনা সংকলন ও সংযোজন করে তা “ফায়্যিলে দোয়া” নামে প্রকাশ করেছে। এই কিতাবের পাদটিকায় এক স্থানে দোয়া কবুলের ক্ষেত্রে তাড়াছড়োকারীকে নিজের বিশেষ ও অতীব জ্ঞানগত ভঙ্গিতে বুঝিয়ে বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

অফিসারদের নিকট তো বারবার ধর্ণা দাও, কিন্তু ...

সগানে দুনিয়ার (অর্থাৎ পার্থিব অফিসারদের) করুণা প্রার্থীদের (অর্থাৎ তাদের নিকট থেকে স্বার্থ উদ্ধারে ইচ্ছুকদের) দেখা যায় যে, তিন বছর পর্যন্ত আশাবাদী হয়ে (অপেক্ষায় দিন) অতিবাহিত করে থাকে, সকাল-সন্ধ্যা তাদের নিকট ছুটাছুটি করে, (ধর্ণা দেয়) আর তারা (অফিসাররা) ফিরেও তাকায় না, কথার উত্তরও দেয়না, তিরস্কার করে, বিরক্ত হয়, নাক-জুঁকুচকায়, আশাবাদীরা তবুও হতাশ হয় না, এরা নিজের পকেট থেকে খায়, ঘর থেকে আনায়, নিষ্ফল পরিশ্রমও করে এবং সেখানে (অর্থাৎ অফিসারদের নিকট ধর্ণা দিতে দিতে) বছরের পর বছর অতিবাহিত করে অথচ এখনো যেনো প্রথম দিনই! কিন্তু এরা (দুনিয়াবি অফিসারদের নিকট ধর্ণা খেয়েও) হতাশও হয় না, না (অফিসারদের) পিছু ছাড়ে। আর **أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ** (শাসকদের শাসক) **أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ** (সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মানের মালিক) এর দরবারে প্রথমতঃ তো আসেই বা কে! এবং আসলেও বিরক্ত হয়, কাল না হয়ে আজ হয়ে যাক, এক সপ্তাহ কিছু ওয়ীফা পাঠ করলেই অভিযোগ করতে শুরু করে, জনাব! পড়েছিলাম, কোন লাভ হয়নি! এই নির্বোধ নিজের জন্য কবুল হওয়ার দরজা নিজেই বন্ধ করে নেয়। **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** শ্রিয় নবী **يُسْتَجَابُ لِأَحْيَاكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ. يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي** - ইরশাদ করেন: “তোমাদের দোয়া কবুল হয় যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা তাড়াছড়ো না করো, এটা বলো না যে, আমি দোয়া করেছিলাম কবুল হয়নি।”

(বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩৪০)

অনেকে তো এতে এমনভাবে সীমিতক্রম করে যে, আমল ও দোয়ার প্রভাবের প্রতি অবিশ্বাসী, বরং আল্লাহ তায়ালা বদান্যতার প্রতিশ্রুতির প্রতি অবিশ্বাস, **وَالْحَيَاءُ بِأَلْفِ الْكَرِيمِ الْجَوَادِ** (দয়ালু ও ক্ষমাশীল আল্লাহ তায়ালা পানাহ)। এমন লোকদেরকে বলা হোক যে, হে নির্লজ্জ! একটু নিজের বগলের ঘ্রাণ নিয়ে দেখো। যদি তোমাদের সমপর্যায়ের কোন বন্ধু তোমাকে হাজারো বার কোন কাজের জন্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার রুদদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

বলে আর তুমি তার একটি কাজও করলে না, তবে তুমি যখন তাকে নিজের কাজ করতে বলতে চাইবে তখন প্রথমে তো তুমি লজ্জাবোধ করবে যে, আমি তো তার কোন কথাই রাখিনি, এখন কোন মুখে তাকে কাজের কথা বলি? আর যদি কোন কারণে তাকে বলেও দেয় আর সে (যদি তোমার কাজ) না করে, তবে তা অভিযোগের বিষয় বলে মনে করবে না (অর্থাৎ এতে অভিযোগ তো করবেই না, বুঝতেই তো পারছো) যে, আমি তো (তার কাজ) কখন করেছি যে, সে করবে।

এখন যাচাই করো যে, তুমি **مَالِكٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ عَزَّوَجَلَّ** (সকল কিছুর মালিক আল্লাহ তায়ালা) এর কতগুলো বিধান পালন করছো? তাঁর নির্দেশ পালন না করা এবং নিজের আবেদনের যে কোন অবস্থাতেই মঞ্জুরী চাওয়া কতোই নির্লজ্জতা!

হে অপদার্থ! অতঃপর পার্থক্য দেখো! নিজের মাথা থেকে পা পর্যন্ত গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করো! একেকটি রন্দ্রে রন্দ্রে কতো হাজার কতো লক্ষ বরং অগণিত নেয়ামত রয়েছে। তুমি ঘুমিয়ে থাকো, আর তাঁর নিষ্পাপ ফিরিশতারা তোমাকে রক্ষার জন্য পাহারা দিচ্ছে, তুমি গুনাহ করছো আর (এতদসত্ত্বেও) মাথা থেকে পা পর্যন্ত সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য, বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা, খাবারের হজম, দেহের অতিরিক্ত বস্তু (অর্থাৎ শরীরের অভ্যান্তরিন আবর্জনা) অপসারণ, রক্ত সঞ্চালন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শক্তি, চোখে জ্যোতি। হিসাববিহীন দয়া, প্রার্থনা ছাড়াই তোমার প্রতি অবতীর্ণ হচ্ছে। তারপরও যদি তোমার কিছু ইচ্ছা পূরণ না হয়, তবে কোন মুখে অভিযোগ করছো? তুমি কি জান যে, তোমার মঙ্গল কিসের মধ্যে নিহিত! তুমি কি জান যে, কিরূপ কঠিন বিপদ আসার ছিলো, যা এই (তোমার দৃষ্টিতে কবুল না হওয়া) দোয়া দূরীভূত করেছে, তুমি কি জান যে, এই দোয়ার পরিবর্তে কিরূপ সাওয়াবের ভান্ডার তোমার জমা হচ্ছে, তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য এবং কবুল হবার এ তিনটি ধরণ, যা প্রতিটি পরবর্তীটি অপেক্ষা উত্তম। হ্যাঁ! বিশ্বাস না হলে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো যে, মরার পর অভিশপ্ত শয়তান তোমাকে তার মতো করে নিবে। **وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى** (এবং আল্লাহ তায়ালায়ই আশ্রয়, তিনি পবিত্র এবং মহান)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

হে নিকৃষ্ট মৃত্তিকা! হে অপবিত্র পানি! নিজের মুখটি দেখো এবং এই মহা সৌভাগ্যে গভীরভাবে চিন্তা করো যে, নিজের দরবারে উপস্থিত হওয়ার, আপন পাক ও মহান নাম নেয়ার, নিজের দিকে মুখ করার এবং নিজেকে ডাকার জন্য তোমাকে অনুমতি দিচ্ছেন। লাখো ইচ্ছা এ মহা অনুগ্রহের প্রতি উৎসর্গিত।

হে ধৈর্যহীন! একটু ভিক্ষা করা শিখো। এই উচ্চ-মর্যাদাশীল আস্তানার মাটিতে লুটিয়ে পড়ো। এবং জড়িয়ে থাকো আর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকো যে, এবার হয়তো দিবেন, এবার হয়তো দিবেন! বরং আহ্বান করার, তাঁর থেকে মুনাজাত করার তৃপ্তিতে এমনিভাবে ডুবে যাও, যেন ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা কিছুই স্মরণ না থাকে, নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করো যে, এ দরজা থেকে কখনো বঞ্চিত হয়ে ফিরবে না, **مَنْ دَقَّ بَابَ الْكَرِيمِ انْفَتَحَ** (যে দাতার দরজার কড়া নাড়ে, তবে তা তার জন্য খুলে যায়) **وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ** (আর শক্তি-সামর্থ্য মহামহিম আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই)।

(ফাযায়িলে দোয়া, ১০০-১০৪ পৃষ্ঠা)

দোয়া কবুলে বিলম্ব হওয়া তো দয়াই

হযরত সাযিয়দুনা মাওলানা নকী আলী খান **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: হে প্রিয়! তোমার প্রতিপালক বলেন:

أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ

(পারা- ২, সূরা- বাকারাহ, আয়াত- ১৮৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: প্রার্থনা গ্রহণ করি আহ্বানকারীর যখন আমাকে আহ্বান করে।

فَلَنَعْمَ الْمُجِيبُونَ

(পারা- ২৩, সূরা- সাফফাত, আয়াত- ৭৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমি কতোই উত্তম সাড়াদাতা।

أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

(পারা- ২৪, সূরা- মুমিন, আয়াত- ৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার নিকট প্রার্থনা করো! আমি গ্রহণ করবো!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

তাই নিশ্চিতভাবে বুঝে নাও, তিনি তোমাকে তাঁর দরজা থেকে বঞ্চিত করবেন না এবং আপন প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেন। তিনি নবী করীম, রউফুর রহীম, ছয়র পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ইরশাদ করেন:

وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْهُ

(পারা- ৩০, সূরা- আছ দোহা, আয়াত- ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং

ভিক্ষুককে ধমকাবেন না।

তিনি কীভাবে আপন বদান্যতা থেকে দূরে সরিয়ে দিবেন! বরং তোমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখেন, তাইতো তোমার দোয়া কবুল করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করেন। - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ - (সর্বাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার জন্যই সমস্ত প্রশংসা) (আহসানুল বিখা, ৯৮ পৃষ্ঠা)

পেশিবাতের (ইরকুন্নিছা) ব্যথা সেরে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুল্লাতে ভরা সফর করে দোয়া প্রার্থণাকারীদের সমস্যাাদি সমাধানের অনেক ঘটনা রয়েছে। এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা নিজস্ব ভাষায় বলার সৌভাগ্য অর্জন করছি। আমাদের মাদানী কাফেলা টাট্টা শহরে অবস্থান করছিলো, সফরকারীদের মধ্যে এক ইসলামী ভাইয়ের পেশিবাতের (ইরকুন্নিছা) প্রচণ্ড ব্যথা উঠলো, বেচারি ব্যথার যন্ত্রণায় অসহ্য হয়ে ছটফট করতো। একবার ব্যথার কারণে সারারাত ঘুমাতে পারলোনা। শেষ দিন আমীরে কাফেলা বললো: আসুন! সবাই মিলে তার জন্য দোয়া করি। অতএব দোয়া শুরু হলো, সেই ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা হলো: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দোয়া করাবস্থায় ব্যথা কমতে শুরু করলো এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই পেশিবাতের (ইরকুন্নিছা) ব্যথা সম্পূর্ণভাবে চলে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই বর্ণনা দেয়া পর্যন্ত অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত আর কখনো পেশিবাতের (ইরকুন্নিছা) ভোগান্তির শিকার হইনি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তার এলাকায় মাদানী কাফেলার যিম্মাদার হিসাবে মাদানী কাফেলার সাড়া জাগানোর খিদমত করার সুযোগও অর্জিত হয়েছে।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

গরহো ইরকুল্লিছা, আরিযা কোয়ী সা, দেয় খোদা সেহত্বে, কাফিলে মে চলো।
দূর বিমারিয়াঁ অওর পেরিশানিয়া, হোগী বস চল পড়ে, কাফিলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৫, ৬৭৭)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলার বরকতে পেশিবাতের (ইরকুল্লিছা) ন্যায় মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া গেলো। পেশিবাত (ইরকুল্লিছা) হলো যে, এতে উরুর গ্রন্থি থেকে শুরু করে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত মারাত্মক ব্যথা অনুভব হয়। এ রোগ সহজে পিছু ছাড়ে না।

পেশিবাতের (ইরকুল্লিছা) ২টি রুহানী চিকিৎসা

﴿১﴾ ব্যথার স্থানে হাত রেখে শুরু ও শেষে দরুদ শরীফ, সূরা ফাতিহা একবার এবং ৭ বার এই দোয়াটি পাঠ করে দম করে দিন: **اللَّهُمَّ اذْهَبْ عَنِّي سُوءَ** (অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার কাছ থেকে রোগটি দূর করে দাও) যদি অন্য কেউ দম করে তবে **عَنِّي** এর স্থলে **عَنْهُ** (অর্থাৎ তার থেকে) বলবে। (সময়সীমা: সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত) ﴿২﴾ **يَا مُخَيِّ** সাতবার পড়ে গ্যাস হোক বা পেটে কিংবা পিঠে ব্যথা হোক অথবা পেশিবাত বা যেকোন স্থানে ব্যথা হোক কিংবা কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, তবে নিজের উপর ফুঁক দিন **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** ফলপ্রসূ হবে। (চিকিৎসার সময়কাল: সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত)

রোযা ভঙ্গকারী ১৪টি বিষয়

﴿১﴾ পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়; যদি রোযাদার হওয়ার স্মরণ থাকে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮৫ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

- ❧২❧ হুক্কা, সিগারেট, চুরুট ইত্যাদি পান করলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, যদিওবা নিজের ধারণায় কঠনালী পর্যন্ত ধোঁয়া না পৌঁছায়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮৫ পৃষ্ঠা)
- ❧৩❧ পান কিংবা শুধুমাত্র তামাক খেলেও রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, যদিওবা বারবার এর পিক ফেলে দেয়া হয়, কেননা কঠনালীতে এর ক্ষুদ্র অংশ অবশ্যই পৌঁছে থাকে। (প্রাণ্ডজ)
- ❧৪❧ চিনি জাতীয় জিনিস, যা মুখে রাখলে গলে যায়, মুখে রাখলো আর থুথু গিলে ফেললো, এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (প্রাণ্ডজ)
- ❧৫❧ দাঁতের ফাঁকে কোন বস্তু ছোলার সমান কিংবা তদপেক্ষা বড় ছিলো, তা খেয়ে নিলো কিংবা ছোট ছিলো, কিন্তু মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে নিলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা)
- ❧৬❧ দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে কঠনালীর নিচে নেমে গেলো আর রক্ত থুথু অপেক্ষা বেশি কিংবা সমান অথবা কম ছিলো, কিন্তু এর স্বাদ কঠে অনুভূত হলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং যদি কম ছিলো আর স্বাদও কঠে অনুভূত হয়নি, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। (প্রাণ্ডজ, ৪২২ পৃষ্ঠা)
- ❧৭❧ রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও ডুস^(১) নিলো। কিংবা নাকের ছিদ্র দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করালো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)
- ❧৮❧ কুলি করছিলো, অনিচ্ছা সত্ত্বেও পানি কঠনালীর নিচে নেমে গেলো কিংবা নাকে পানি দিচ্ছিলো এবং তা মগজে পৌঁছে গেলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি রোযাদার হওয়ার কথা ভুলে যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না, যদিওবা ইচ্ছাকৃত হয়। অনুরূপভাবে রোযাদারের দিকে কেউ কোন কিছু নিক্ষেপ করলো, আর তা তার কঠে পৌঁছে গেলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)

১. অর্থাৎ কোন ঔষধের কাটি কিংবা সিরিঞ্জ পায়খানার রাস্তায় প্রবেশ করালো, যেন বাহ্য পরিষ্কার হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

- ﴿৯﴾ ঘুমন্ত অবস্থায় পানি পান করলো বা কিছু খেয়ে নিলো, অথবা মুখ খোলা ছিলো, পানির ফোঁটা কিংবা বৃষ্টি অথবা শিলাবৃষ্টি কঠে চলে গেলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮৬ পৃষ্ঠা। জাওহারা, ১ম খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা)
- ﴿১০﴾ অপরের থুথু গিলে ফেললো কিংবা নিজেরই থুথু হাতে নেয়ার পর গিলে ফেললো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আমলগীরী, ১ম খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)
- ﴿১১﴾ যতক্ষণ পর্যন্ত থুথু কিংবা কফ মুখের ভিতর থাকে, তা গিললে রোযা ভঙ্গ হয় না, বারবার থুথু ফেলতে থাকা জরুরী নয়।
- ﴿১২﴾ মুখে রঙ্গিন সূতা ইত্যাদি রাখার ফলে থুথু রঙ্গিন হয়ে গেলো, অতঃপর থুথু গিলে ফেললো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (প্রাণ্ডক)
- ﴿১৩﴾ চোখের পানি মুখের ভিতর চলে গেলো এবং তা গিলে ফেললো, যদি দু'এক ফোঁটা হয় তবে রোযা ভঙ্গ হবে না আর যদি এতো বেশি হয় যে, এর লবণাক্ততা পুরো মুখে অনুভূত হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ঘামেরও একই বিধান। (প্রাণ্ডক)
- ﴿১৪﴾ মলদ্বার বের হয়ে গেলে এমতাবস্থায় বিধান হচ্ছে, ভালভাবে কাপড় দিয়ে মুছে তারপর দাঁড়াবে, যেন সিজ্ততা অবশিষ্ট না থাকে। আর যদি কিছু পানি অবশিষ্ট ছিলো, আর দাঁড়িয়ে গেলো, যার কারণে পানি ভিতরে চলে গেলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো। এ কারণে সম্মানিত ফকীহরা رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام বলেন: রোযাদাররা ইস্তিজ্জা (অর্থাৎ পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের) সময় যেন নিশ্বাস না নেয়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮৮ পৃষ্ঠা। আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

রোযাবস্থায় বমি হওয়া

প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু'টি বাণী: ﴿১﴾ যার মাহে রমযানে অনিচ্ছায় বমি আসে, তার রোযা ভঙ্গ হবে না এবং যে ব্যক্তি

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

স্বেচ্ছায় বমি করে তার রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো। (কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৮১৪) ﴿২﴾ “যার অনিচ্ছায় বমি এসেছে তার উপর কাযা নেই এবং যে স্বেচ্ছায় বমি করেছে সে কাযা করবে।” (ভিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭২০)

বমির ৭টি বিধান

﴿১﴾ রোযাবস্থায় অনিচ্ছায় যতই বমি হোক (বালতি ভরে যাক না কেন) এতে রোযা ভঙ্গ হয় না। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা) ﴿২﴾ যদি রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছায় বমি করে আর যদি তা মুখ ভর্তি করে হয় (মুখ ভর্তির সংজ্ঞা সামনে আসছে), তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (প্রাণ্ডক, ৪৫১ পৃষ্ঠা) ﴿৩﴾ স্বেচ্ছায় মুখভর্তি বমি হওয়ার ক্ষেত্রে তখনই রোযা ভঙ্গ হবে, যখন বমির সাথে খাবার বা পানি কিংবা পিস্তুরস (তিক্ত পানি) অথবা রক্ত আসে। (আলমগীরি, ১ম খন্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা) ﴿৪﴾ যদি (মুখ ভর্তি) বমিতে শুধু কফ বের হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা) ﴿৫﴾ স্বেচ্ছায় বমি করলো কিন্তু সামান্য বমি আসলো, মুখ ভর্তি হয়ে আসেনি, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। (প্রাণ্ডক, ৪৫১ পৃষ্ঠা) ﴿৬﴾ মুখভর্তি অপেক্ষা কম বমি হলো এবং মুখ থেকেই আবার ফিরে গেলো অথবা স্বেচ্ছায় গিলে ফেললো, উভয় অবস্থায় রোযা ভঙ্গ হবে না। (প্রাণ্ডক, ৪৫০ পৃষ্ঠা) ﴿৭﴾ অনিচ্ছাকৃত মুখভর্তি বমি হয়ে গেলো, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না, অবশ্য যদি তা থেকে ছোলার সমানও কিছু গিলে ফেলা হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং একটি ছোলার চেয়ে কম হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৫০ পৃষ্ঠা)

মুখভর্তি বমির সংজ্ঞা

মুখভর্তি বমির অর্থ হচ্ছে: “যা সাধারণত চেপে রাখা যায় না।”

(আলমগীরি, ১ম খন্ড, ১১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

ওযু অবস্থায় বমির ৫টি শরয়ী বিধান

- ❦ ১❦ ওযু অবস্থায় (জেনে শুনে করুক কিংবা স্বেচ্ছায় হয়ে যাক, উভয় অবস্থায়) যদি মুখভর্তি বমি আসে এবং এতে খাবার বা পানি কিংবা পিত্তরস (তিক্ত পানি) আসে, তবে ওযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)
- ❦ ২❦ যদি মুখভর্তি কফ-বমি হয়, তবে ওযু ভঙ্গ হবে না। (প্রাণ্ডক)
- ❦ ৩❦ প্রবাহমান রক্ত বমি ওযু ভঙ্গ করে দেয়। (প্রাণ্ডক)
- ❦ ৪❦ প্রবাহমান রক্তবমি তখনই ওযু ভঙ্গ করবে, যখন রক্ত থুথু অপেক্ষা বেশি হয়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা ও রন্ডে মুহতার, ১ম খন্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ রক্তের কারণে বমি লালচে হয়ে গেলে তখন রক্ত বেশি বলে গণ্য হবে, এমতাবস্থায় ওযু ভঙ্গ হয়ে যায় এবং যদি থুথু বেশি হয় রক্ত কম হয়, তবে ওযু ভঙ্গ হবে না। রক্ত কম হওয়ার চিহ্ন হচ্ছে যে, সম্পূর্ণ বমি, যাতে শুধু থুথু থাকে, তা হলদে বর্ণের হবে।
- ❦ ৫❦ যদি বমিতে জমাট বাঁধা রক্ত বের হয়, আর তা মুখভর্তি অপেক্ষা কম, তবে ওযু ভঙ্গ হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

বমি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

মুখভর্তি বমি (কফ ব্যতীত) নাপাক, এর ছিটা যেন কাপড় বা শরীরে না পড়ে, এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করুন। অধিকাংশ লোকেরা এ ক্ষেত্রে খুবই অসতর্কতা অবলম্বন করে, কাপড়ে ছিটা পড়ার প্রতি কোন ভ্রক্ষেপই করে না এবং মুখ ইত্যাদির উপর যে নাপাক বমি লেগে থাকে, তাও নির্দিধায় নিজের কাপড় দ্বারা মুছে নেয়। আল্লাহ পাক আমাদেরকে অপবিত্রতা থেকে বাঁচার মানসিকতা দান করুন। **أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

ভুলবশতঃ পানাহার করাতে রোযা ভঙ্গ হয় না

হযরত সায্যিদুনা আবু হুরায়রা رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত; রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: “যে রোযাদার ভুলবশতঃ পানাহার করলো, সে যেন তার রোযা পূর্ণ করে, কেননা তাকে আল্লাহ তায়ালাই পানাহার করিয়েছে।” (মুসলিম, ৫৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৫৫)

রোযা ভঙ্গ না হওয়ার ২১টি বিধান

❦ ভুলবশতঃ আহার করলো, পান করলো কিংবা স্ত্রী-সহবাস করলো, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না, হোক ফরয রোযা কিংবা নফল।

(দুররে মুখতার ও রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা)

রোযাদারকে ভুলে পানাহার করতে দেখলে কি করবে

❦ কোন রোযাদারকে এরূপ কাজ করতে দেখলে স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব, তবে হ্যাঁ, রোযাদার যদি খুবই দুর্বল হয় যে, স্মরণ করিয়ে দেয়াতে পানাহার বন্ধ করে দিবে, যার ফলে দুর্বলতা এতোই বেড়ে যাবে যে, তার জন্য রোযা রাখাই কঠিন হয়ে যাবে এবং পানাহার করে নিলে রোযাও ভালোভাবে পূর্ণ করে নিতে পারবে এবং অন্যান্য ইবাদতও সুন্দরভাবে আদায় করতে পারবে (এবং যেহেতু ভুলে পানাহার করছে, এ কারণে তার রোযা তো হয়েই যাবে) এমতাবস্থায় স্মরণ করিয়ে না দেয়াই উত্তম। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮১ পৃষ্ঠা)

কোন কোন মাশাইখে কিরাম رحمهم الله السلام বলেন: “যুবককে দেখলে স্মরণ করিয়ে দিন আর বৃদ্ধকে দেখলে স্মরণ করিয়ে না দিলেও ক্ষতি নেই।” কিন্তু এই বিধান অধিকাংশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কেননা যুবকেরা অধিকাংশই শক্তিশালী হয়ে থাকে এবং বৃদ্ধরা অধিকাংশ দুর্বল। সুতরাং আসল বিধান হচ্ছে, যৌবন ও বার্ধক্যের কোন বিষয় নয় বরং শক্তিশালী ও দুর্বলতাই

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এখানে বিবেচ্য, অতএব যুবকও যদি এমন দুর্বল হয়, তবে স্মরণ করিয়ে না দেয়ায় ক্ষতি নেই এবং বৃদ্ধ যদি শক্তিশালী হয় তবে স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা)

❷৩) রোযা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও যদি মাছি বা ধুলাবালি কিংবা ধোঁয়া কণ্ঠনালীতে চলে যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। ধুলা আটার হোক, যা পেষণ কিংবা চালার কারণে উড়ে থাকে বা ফসলের ধুলা হোক অথবা মাটি উড়ে আসুক তা পশুর খুর বা ঘোড়ার খুরের কারণেই হোক না কেন।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮২ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার ও রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা)

❷৪) অনুরূপভাবে বাস বা গাড়ির ধোঁয়া অথবা তা থেকে ধুলি উড়ে কণ্ঠনালীতে পৌঁছে, যদিও রোযাদার হওয়ার কথা স্মরণ ছিলো, তবুও রোযা ভঙ্গ হবে না।

❷৫) যদি প্রদীপ জ্বলছে আর এর ধোঁয়া নাকে প্রবেশ করেছে, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। হ্যাঁ, যদি লোবানবাতি কিংবা আগরবাতি জ্বলতে থাকে আর রোযার কথা মনে থাকা সত্ত্বেও মুখ সেটার নিকটে নিয়ে গিয়ে নাক দ্বারা ধোঁয়া টানে, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (প্রাণ্ডক্ত, প্রাণ্ডক্ত, ৪২১ পৃষ্ঠা)

❷৬) শিঙ্গা^(২) লাগালো কিংবা তেল অথবা সুরমা লাগালো, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না, তেল কিংবা সুরমার স্বাদ কণ্ঠনালীতে অনুভূত হলো বরং থুথুতে সুরমার রংও দেখা গেলো, তবুও রোযা ভঙ্গ হবে না। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা)

❷৭) গোসল করলো এবং পানির শীতলতা ভিতরে অনুভূত হলো, তবুও রোযা ভঙ্গ হবে না। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)

❷৮) কুলি করলো এবং পানি একেবারে ফেলে দিলো, শুধু কিছুটা আর্দ্রতা মুখে অবশিষ্ট রয়ে গেলো, থুথুর সাথে তা গিলে ফেললো, রোযা ভঙ্গ হবে না।

(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা)

১. এটি ব্যথার চিকিৎসার একটা বিশেষ পদ্ধতি, যাতে ছিদ্রবিশিষ্ট শিং ব্যথার স্থানে রেখে মুখ দিয়ে শরীরের দুধিত রক্ত টেনে বের করা হয়।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

- ﴿১৯﴾ দাঁতে ঔষধ কাটলো এবং কঠনালীতে এর স্বাদ অনুভূত হলো, রোযা ভঙ্গ হবে না। (প্রাঞ্জল, ৪২২ পৃষ্ঠা)
- ﴿২০﴾ কানে পানি ঢুকে গেলো, রোযা ভঙ্গ হবে না বরং নিজেই পানি ঢাললেও রোযা ভঙ্গ হবে না। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৬৬ পৃষ্ঠা) অবশ্য যদি কানের পর্দা ফেঁটে যায়, তখন কানে পানি ঢাললে কঠনালীতে চলে যাবে এবং রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।
- ﴿২১﴾ খড়কুটো দ্বারা কান চুলকালো এবং এর ফলে তাতে ময়লা লেগে গেলো, অতঃপর সেই ময়লাযুক্ত কাটি পুনরায় কানে ঢুকালো, যদিওবা এরূপ কয়েকবার করলো, তবুও রোযা ভঙ্গ হবে না। (প্রাঞ্জল)
- ﴿২২﴾ দাঁত বা মুখে সামান্যতম কোন বস্তু অজ্ঞাতসারে রয়ে গেলো, যা থুথুর সাথে সেছায় নিচে নেমে যায় এবং তা নিচে নেমে গেলো, তবুও রোযা ভঙ্গ হবে না। (প্রাঞ্জল)
- ﴿২৩﴾ তিল বা তিল পরিমাণ কিছু চিবুলো এবং থুথুর সাথে কঠনালীর নিচে নেমে গেলো, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না, কিন্তু যদি এর স্বাদ কঠনালীতে অনুভূত হয়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (ফতহুল কদীর, ২য় খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)
- ﴿২৪﴾ থুথু কিংবা কফ মুখে এলো, অতঃপর তা গিলে ফেললো, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। (দুররে মুখতার ও রদদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা)
- ﴿২৫﴾ এমনিভাবে নাকে শ্লেষ্মা জমে গেলো এবং তা নিশ্বাসের মাধ্যমে টেনে গিলে ফেললোও রোযা ভঙ্গ হবে না। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা)
- ﴿২৬﴾ দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে কঠনালী পর্যন্ত পৌঁছলো কিন্তু কঠনালী থেকে নিচে গেলো না, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। (প্রাঞ্জল)
- ﴿২৭﴾ মাছি কঠনালীতে চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হবে না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে গিলে নিলে ভঙ্গ হয়ে যাবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহত)

﴿১৮﴾ ভুলে খাবার খাচ্ছিলো, মনে হতেই গ্রাস ফেলে দিলো কিংবা পানি পান করছিলো, স্মরণ হতেই মুখের পানি ফেলে দিলো, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। যদি মুখের গ্রাস কিংবা পানি স্মরণ হওয়া সত্ত্বেও গিলে ফেলে, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। (প্রাণ্ডক্ত)

﴿১৯﴾ সুবহে সাদিকের পূর্বে খাচ্ছিলো বা পান করছিলো এবং ভোর হতেই (অর্থাৎ সেহেরীর সময়সীমা শেষ হতেই) মুখের সবকিছু ফেলে দিলো, তবে রোযা ভঙ্গ হবে না, আর যদি গিলে ফেলে তবে ভঙ্গ হয়ে যাবে। (প্রাণ্ডক্ত)

﴿২০﴾ গীবত করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। যদিও গীবত জঘন্য কবীরা গুনাহ, কোরআন মজীদে গীবত সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে: “যেন আপন মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া।” এবং হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে: “গীবত যেনা থেকেও জঘন্যতম।” (মু'জামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫৯০) গীবতের কারণে রোযার নূরানিয়্যাত নষ্ট হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮৪ পৃষ্ঠা)

﴿২১﴾ ‘অপবিত্র’ (অর্থাৎ গোসল ফরয হওয়া) অবস্থায় ভোর হলো বরং সারা দিনই ‘অপবিত্র’ (অর্থাৎ গোসল বিহীন) রয়ে গেলো, তবুও রোযা ভঙ্গ হবে না। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪২৮ পৃষ্ঠা) কিন্তু এত দীর্ঘক্ষণ যাবত ইচ্ছাকৃতভাবে (অর্থাৎ জেনে গুনে) গোসল না করা, যাতে নামায কাযা হয়ে যায়, গুনাহ ও হারাম। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে: “যে ঘরে ‘জুনুবী’ (অপবিত্র ব্যক্তি) থাকে, সে ঘরে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করে না।”

(আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা)

রোযার মাকরুহ

এবার রোযার মাকরুহ সমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে, যেসব কাজ করলে রোযা হয়ে তো যাবে কিন্তু এর নূরানিয়্যাত চলে যায়। প্রথমে তিনটি হাদীস শরীফ প্রত্যক্ষ করুন। অতঃপর ফিকহ শাস্ত্রের বিধানাবলী আরয করা হবে। ﴿১﴾ “যে ব্যক্তি অশ্লিল কথা বলে এবং এরূপ কাজ করা পরিহার করেনা, তবে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

আল্লাহ তায়ালার নিকট তার পানাহার ছেড়ে দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই।”^(১)

❧ “রোযা এর নাম নয় যে, পানাহার থেকে বিরত থাকা, রোযা তো হচ্ছে, অশ্লিল ও অহেতুক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকাই।”^(২) ❧ “রোযা হচ্ছে ঢাল, যতক্ষণ তা ছিন্ন না হয়।” আরয করা হলো: তা কি দিয়ে ছিন্ন করা হয়? ইরশাদ করলেন: “মিথ্যা অথবা গীবত দ্বারা।”^(৩)

রোযার মাকরুহ সম্পর্কিত ১২টি নিয়মাবলী

❧❧ মিথ্যা, চোগলখোরী, গীবত, গালি দেয়া, কাউকে কষ্ট দেয়া ইত্যাদি সাধারণত নাজায়িয় ও হারাম, রোযাবস্থায় আরো মারাত্মক হারাম এবং এর কারণে রোযা মাকরুহ হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৯৬ পৃষ্ঠা)

❧❧ রোযাদারের জন্য বিনা কারণে কোন কিছুর স্বাদ যাচাই করা বা চিবুনো মাকরুহ। স্বাদ যাচাই করে দেখার জন্য ওযর (অজুহাত) হচ্ছে, যেমন কোন নারীর স্বামী এমন বদ-মেজাজী যে, লবণ কমবেশি হওয়ার কারণে অসম্ভব হবে, এ কারণে স্বাদ যাচাই করে দেখাতে ক্ষতি নেই। চিবুনের জন্য ওযর (অজুহাত) হচ্ছে, এতোই ছোট শিশু, যে রুটি চিবুতে পারে না এবং এমন কোন নরম খাদ্যও নেই যা তাকে খাওয়ানো যাবে; কোন ঋতুবর্তী^(৪) মহিলা অথবা এমন কেউ নেই যে, তা চিবিয়ে দিবে, তবে শিশুকে খাওয়ানোর জন্য রুটি ইত্যাদি চিবানো মাকরুহ নয়। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা) কিন্তু এ ক্ষেত্রে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করবে, যেন খাদ্যের কোন কণাও কণ্ঠনালীর নিচে নেমে না যায়।

১. বুখারী, ১ম খন্ড, ৬২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯০৩।

২. মুস্তাদরিক, ২য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬১১।

৩. মু'জামুল আওসাত, ৩য় খন্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৫৩৬।

৪. মাসিক ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণকালে (হায়েয ও নিফাসসম্পন্ন) নারীর জন্য রোযা, নামায, তিলাওয়াত, মসজিদে যাওয়া, কাবা শরীফের তাওয়াফ করা হারাম। নামায তার জন্য ক্ষমাযোগ্য; কিন্তু পবিত্র হওয়ার পর রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

স্বাদ যাচাই করে দেখা কাকে বলে?

স্বাদ যাচাই করে দেখার অর্থ এই নয় যে, যা আজকাল সাধারণভাবে বলা হয়, অর্থাৎ কোন কিছুর স্বাদ যাচাই করে দেখার জন্য তা থেকে কিছুটা খেয়ে নেয়া হয়! আর এমন করা হলে মাকরুহ কিভাবে, রোযাই তো ভঙ্গ হয়ে যাবে বরং কাফ্ফারার শর্তাবলী পাওয়া গেলে কাফ্ফারাতও আবশ্যিক হয়ে যাবে। স্বাদ যাচাই করে দেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, শুধু জিহ্বায় রেখে স্বাদ যাচাই করে নিবে এবং সাথে সাথে তা ফেলে দিবে, তা থেকে কিছুই যেন কণ্ঠনালী দিয়ে নিচে যেতে না পারে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৯৬ পৃষ্ঠা)

﴿৩﴾ কোন কিছু কিনলো আর এর স্বাদ যাচাই করে দেখা আবশ্যিক, কেননা স্বাদ যাচাই করে না দেখলে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে এমতাবস্থায় স্বাদ যাচাই করে দেখাতে সমস্যা নেই, অন্যথায় মাকরুহ।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)

﴿৪﴾ স্ত্রীকে চুমু দেয়া ও আলিঙ্গন করা এবং স্পর্শ করা মাকরুহ নয়; অবশ্য যদি এ আশঙ্কা থাকে যে, বীর্যপাত হয়ে যাবে, কিংবা সহবাসে লিপ্ত হয়ে যাবে এবং ঠোঁট ও জিহ্বা শোষণ করা রোযাবস্থায় নিঃশর্তভাবে মাকরুহ। অনুরূপভাবে “মুবাশারাতে ফাহিশাহ”ও (অর্থাৎ পরস্পর যৌনাঙ্গ লাগানো মাকরুহ)।^(১) (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৫৪ পৃষ্ঠা)

﴿৫﴾ গোলাপ কিংবা মুশক ইত্যাদির ড্রাগ নেয়া, দাঁড়ি ও গোঁফে তেল লাগানো ও সুরমা লাগানো মাকরুহ নয়। (প্রোহুজ, ৪৫৫ পৃষ্ঠা)

﴿৬﴾ রোযাবস্থায় সব ধরনের আতরের ড্রাগ নেয়াও যাবে এবং ব্যবহারও করা যাবে। (প্রোহুজ) অনুরূপভাবে রোযাবস্থায় শরীরে তেলও মালিশ (Massage) করা যাবে।

১. বিবাহিতরা “মিলন” এর নিয়ত সম্পর্কিত বিষয় জানার জন্য ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩ খন্ডের ৩৮৫-৩৮৬ পৃষ্ঠায় ৪১, ৪২ নম্বর মাসয়ালা অধ্যয়ন করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

﴿৭৭﴾ রোযাবস্থায় মিসওয়াক করা মাকরুহ নয় বরং অন্যান্য দিনগুলোতে যেমন সুন্নাত তেমনি রোযাবস্থায়ও সুন্নাত, মিসওয়াকও শুক্ক হোক কিংবা ভেজা, যদিওবা পানি দ্বারা নরম করে নেয়া হয়, সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়ার পূর্বে করুক কিংবা পরে করুক, কোন অবস্থাতেই মাকরুহ নয়। (প্রাণ্ডজ, ৪৫৮ পৃষ্ঠা)

﴿৮৮﴾ অধিকাংশ মানুষের মাঝে এ কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, রোযাদারের জন্য দুপুরের পর মিসওয়াক করা মাকরুহ, এটা আমাদের হানাফী মাযহাবের বিরোধী। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৯৭ পৃষ্ঠা) হযরত সায়্যিদুনা আমের বিন রবিয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: “আমি রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে অসংখ্যবার রোযাবস্থায় মিসওয়াক করতে দেখেছি।”

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭২৫)

﴿৯৯﴾ যদি মিসওয়াক চিবুলে আঁশ ছুটে যায় বা স্বাদ অনুভূত হয়, তবে এমন মিসওয়াক রোযাবস্থায় ব্যবহার করা উচিত নয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৫১১ পৃষ্ঠা) যদি রোযার কথা স্বরণ থাকা সত্ত্বেও মিসওয়াক চিবুয় বা দাঁত মাজতে গিয়ে এর আঁশ কিংবা কোন অংশ কণ্ঠনালীর নিচে নেমে যায়, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি এতগুলো আঁশ কণ্ঠনালীর নিচে চলে গেলো যা একত্র করলে একটি ছোলার সমান হয় তবে যদিওবা কণ্ঠনালীতে স্বাদ অনুভূত নাও হয় তবুও রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

﴿১০০﴾ ওযু ও গোসল ব্যতীত শীতল করার উদ্দেশ্যে কুলি করা বা নাকে পানি দেয়া অথবা শীতল হওয়ার জন্য গোসল করা বরং শরীরের উপর ভেজা কাপড় জড়ানোও মাকরুহ নয়। অবশ্য কষ্ট প্রকাশের জন্য ভেজা কাপড় জড়ানো মাকরুহ, কেননা ইবাদতে মনকে সঙ্কুচিত করা ভালো নয়।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৯৭ পৃষ্ঠা। রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৫৯ পৃষ্ঠা)

﴿১১১﴾ কিছু কিছু ইসলামী ভাই বারবার থুথু ফেলতে থাকে, হয়তো তারা মনে করে যে, রোযাবস্থায় থুথু গিলা উচিত নয়, এমন নয়। অবশ্য, মুখে থুথু

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আসুদ রাজ্জাক)

জমা করে গিলে ফেলা, এটাতো রোযা ছাড়াও অপছন্দনীয় কাজ এবং রোযাবস্থায় মাকরুহ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৯৮ পৃষ্ঠা)

﴿১২﴾ রমযানুল মোবারকের দিনগুলোতে এমন কোন কাজ করা জায়য নেই, যার কারণে এমন দুর্বলতা এসে যায় যে, রোযা ভঙ্গ করার দৃঢ় ইচ্ছা জন্মে। সুতরাং রুটি প্রস্তুতকারকের উচিত হচ্ছে, দুপুর পর্যন্ত রুটি বানাতে, অতঃপর বিশ্রাম নিবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৬০ পৃষ্ঠা) রাজমিস্ত্রি, মজদুর ও অন্যান্য পরিশ্রমকারীরা এই মাস্যালার সম্পর্কে ভেবে দেখুন।

আসমান থেকে কাগজের টুকরো পড়লো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোযার শরয়ী বিধান শিখার প্রেরণা জাগাতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সূনাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সূনাতে ভরা সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। একবার সফর করে অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিন, إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ এমন সব দ্বীনি উপকার অর্জিত হবে যে, আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আগ্রহ সৃষ্টির জন্য মাদানী কাফেলার একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি: কাসবা কলোনী (বাবুল মদীনা করাচী) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বংশে কন্যা সন্তান অনেক ছিলো, ছোট চাচার ৭জন কন্যা সন্তান, বড় চাচার ৯জন কন্যা সন্তান! তার বিয়ে হলে তারও কন্যা সন্তান জন্ম নিলো। সবাই চিন্তায় পড়ে গেলো এবং আজকালকার একটি সাধারণ ধারণা অনুযায়ী সবাই মনে করে নিলো যে, কেউ যাদু করে পুত্র সন্তান বন্ধ করে দিয়েছে! সে মান্নত করলো যে, আমার যদি ছেলে হয় তবে আমি একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করবো। তার সন্তানের মা একবার স্বপ্নে দেখলো যে, আসমান থেকে একটি কাগজের টুকরো তার নিকট এসে পড়লো, তা উঠিয়ে দেখলো সেখানে লিখা ছিলো “বিলাল”। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ একমাসের মাদানী কাফেলার (নিয়তের) বরকতে তার ঘরে মাদানী মুন্নার জন্ম হলো! তাও আবার ১টি নয় পরপর দুটি মাদানী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

মুন্নার জন্ম হলো। আল্লাহ তায়ালার দয়া! এক মাসের মাদানী কাফেলার (নিয়তের) বরকত শুধু তার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিলো না, বরং তার বংশে যারাই ছেলে সন্তান থেকে বঞ্চিত ছিলো, তাদের প্রত্যেকেরই ছেলে সন্তান জন্ম নিলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** তার এলাকায়ী মাদানী কাফেলার যিম্মাদার হিসাবে মাদানী কাফেলার সুবাস ছড়ানোর চেষ্টা করারও সৌভাগ্য নসীব হয়।

আকে তুম বাআদব, দেখলো ফযলো রব, মাদানী মুন্নে মিলি, কাফিলে মে চলো।
খুটি কিসমত খরি, গৌদ হোগি হরি, মুন্না মুন্নি মিলি, কাফিলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

প্রার্থনাকৃত বাসনা পূরণ না হওয়াও পুরস্কার!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলার বরকতে কিভাবে মনের বাসনা পূরণ হয়! আশার শুকনো ক্ষেত সতেজ হয়ে যায়, মনের শুষ্ক কলি প্রস্ফুটিত হয়ে যায় এবং পরিবারের চিত্তাঙ্ঘস্থদের আনন্দ ফিরে আসে। কিন্তু একথাও মনে রাখুন, এটা আবশ্যিক নয় যে, প্রত্যেকের মনের বাসনা অবশ্যই পূরণ হতে হবে। প্রায় এরূপ হয় যে, বান্দা যা প্রার্থনা করে, তা তার জন্য মঙ্গলজনক নয় এবং তার দোয়া পূরণ করা হয় না, তার প্রার্থনাকৃত বাসনা পূরণ না হওয়াই তার জন্য পুরস্কার স্বরূপ। যেমন; কেউ ছেলের জন্য দোয়া করে, কিন্তু তাকে মাদানী মুন্নী (মেয়ে) দিয়ে ধন্য করা হয় এবং এটাই তার জন্য উত্তমই হয়ে থাকে। যেমনটি ২য় পারার সূরা বাকারার ২১৬ নং আয়াতে আল্লাহ পাকের ভিত্তিমূলক ইরশাদ হচ্ছে:

عَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

(পারা- ২, সূরা- বাকার, আয়াত- ২১৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সম্ভবতঃ কোন বিষয় তোমাদের পছন্দনীয় হবে অথচ তা তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

কন্যা সন্তানের ফযীলত

মনে রাখবেন! কন্যা সন্তানের ফযীলত কোন অংশে কম নয়, এপ্রসঙ্গে প্রিয় আক্কা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর তিনটি বাণী লক্ষ্য করুন:

﴿১﴾ যে নিজের তিনজন কন্যা সন্তানের লালন পালন করলো, সে জান্নাতে যাবে এবং তার আল্লাহ তায়ালার পথে এমন মুজাহিদের ন্যায় প্রতিদান অর্জিত হবে, যে জিহাদ অবস্থায় রোযা রাখলো ও নামায কায়েম করলো। (আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ৩য় খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬) ﴿২﴾ যার তিনজন কন্যা সন্তান থাকে, সে তাদের সাথে সদাচারণ করে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। আরয করা হলো: যদি একজন হয় তবে? ইরশাদ করলেন: “যদি একজন হয় তবুও।” (মু'জাম আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ৩৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬১৯৯) ﴿৩﴾ যে ব্যক্তি নিজের দু'জন কন্যা বা দু'জন বোন অথবা দু'জন আত্মীয়ের কন্যার প্রতি সাওয়াবের নিয়তে খরচ করলো, এমনকি আল্লাহ তায়ালার তাদের অমুখাপেক্ষী করে দেয় (অর্থাৎ তাদের বিবাহ হয়ে যায় বা তারা সম্পদের অধিকারী হয়ে যায় কিংবা তাদের মৃত্যু হয়ে যায়) তবে তারা এর জন্য আগুনের প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে। (মুসনদে ইমাম আহমদ, ১০ম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬৫৭৮)

রোযা না রাখার বিভিন্ন অপারগতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কিছু কিছু অপারগতা এমন রয়েছে, যার কারণে রমযানুল মোবারকে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, অপারগতার কারণে রোযা ক্ষমা যোগ্য নয়, সেই অপারগতা দূরীভূত হয়ে যাবার পর এর কাযা রাখা ফরয, অবশ্য কাযার গুনাহ হবে না। যেমনটি “বাহারে শরীয়াতের ১ম খন্ডের ১০০২ পৃষ্ঠায়” “দুররে মুখতার” এর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে: সফর ও গর্ভাবস্থায় এবং সন্তানকে দুধ পান করানো, রোগ, বার্ষিক্য, মৃত্যু ভয়, বলপ্রয়োগ (অর্থাৎ যদি কেউ প্রাণ নাশের বা কোন অঙ্গ কেটে ফেলার অথবা মারাত্মকভাবে প্রহার বাস্তবিক পক্ষেই হুমকি দিয়ে বলে যে, রোযা ভঙ্গ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

কর, আর যদি রোযাদার জানে যে, এই ব্যক্তি যা বলছে তা করবেই, তবে এমন পরিস্থিতিতে রোযা ভঙ্গ করে দেয়া বা রোযা রাখা থেকে বিরত থাকতে গুনাহ নেই। “বলপ্রয়োগ দ্বারা উদ্দেশ্য এটিই”) এবং জ্ঞান লোপ পাওয়া ও জিহাদ এ সবই রোযা না রাখার অজুহাত, এসব অজুহাতের কারণে যদি কেউ রোযা না রাখে, তবে গুনাহগার নয়। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা)

শরয়ী সফরের সংজ্ঞা

সফরের মধ্যেও রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে। সফরের পরিমাণও জেনে নিন! সায়্যিদী ও মুরশিদী ইমামে আহলে সুন্নাত, আ'লা হযরত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর গবেষণা অনুসারে শরীয়াত সম্মত সফরের পরিমাণ হচ্ছে সাতান্ন মাইল (অর্থাৎ প্রায় ৯২ কিলোমিটার), যে কেউ এতটুকু দূরত্বে সফর করার উদ্দেশ্যে নিজের শহর কিংবা গ্রামের বসতি থেকে বের হয়ে এলো, সে তখন শরয়ীভাবে মুসাফির, তার জন্য রোযা কাযা করে রাখার অনুমতি রয়েছে আর নামাযেও কসর করবে। মুসাফির যদি রোযা রাখতে চায় তবে রাখতে পারবে; কিন্তু চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামাযে কসর করা তার জন্য ওয়াজিব, কসর না করলে গুনাহগার হবে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে চার রাকাত পড়লো এবং দ্বিতীয় রাকাতে কা'দা করলো তবে ফরয আদায় হয়ে গেলো আর অপর দু'রাকাত নফল হয়ে গেলো কিন্তু গুনাহগার ও জাহান্নামের আযাবের অধিকারীও হলো, কেননা সে ওয়াজিব বর্জন করেছে, তাওবা করবে (এবং নামাযও পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব) আর যদি দ্বিতীয় রাকাতের কা'দা না করে তবে ফরয আদায় হবে না এবং সেই নামায নফল হয়ে গেলো। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৪৩ পৃষ্ঠা) “আর যদি অজ্ঞতাবশতঃ (অর্থাৎ এই বিষয়ে জ্ঞান না থাকার কারণে) পূর্ণ (চার) রাকাত পড়ে, তবে এই নামাযও পুনরায় পড়া ওয়াজিব।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ জানা না থাকার কারণে আজ পর্যন্ত যতো নামাযই সফরে পূর্ণভাবে আদায় করেছে তার হিসাব করে চার রাকাত ফরযের স্থানে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

কসরের নিয়তে দুই রাকাত করে ফরয পুনরায় আদায় করতে হবে। তবে হ্যাঁ, মুসাফিরকে মুকীম ইমামের পিছনে ফরয চার রাকাত পূর্ণ পড়তে হয়, সুন্নাত ও বিতরের নামায পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। কসর শুধু যোহর, আসর ও ইশার ফরযের চার রাকাত গুলোতেই করতে হয়। অর্থাৎ এগুলোর চার রাকাত ফরযের স্থানে দু'রাকাত আদায় করা হয়, অবশিষ্ট সুন্নাত ও বিতরের রাকাত পুরোপুরিই আদায় করতে হবে, অন্য শহর কিংবা গ্রাম ইত্যাদিতে পৌঁছার পর যতক্ষণ ১৫ দিন থেকে কম সময়ের জন্য অবস্থান করার নিয়ত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ‘মুসাফির’ই বলা হবে এবং মুসাফিরের বিধানাবলী প্রযোজ্য হবে, আর যদি মুসাফির সেখানে পৌঁছে ১৫ দিন কিংবা আরো বেশি সময় অবস্থান করার নিয়ত করে নেয়, তবে এখন মুসাফিরের বিধানাবলী শেষ হয়ে যাবে এবং তাকে ‘মুকীম’ বলা হবে। এখন তার রোযাও রাখতে হবে, নামাযেও কসর করবে না। সফর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিধানাবলী বিস্তারিত জানতে বাহারে শরীয়াত ৪র্থ অংশের অধ্যায় “মুসাফিরের নামাযের বর্ণনা” বা মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত নামাযের আহকাম এর “মুসাফিরের নামায” অধ্যায়টি পাঠ করে নিন।

রোযা না রাখার অনুমতি সম্বলিত ৩৩টি মাদানী ফুল

(এই অপারগতা দূর হয়ে যাওয়ার পর প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একটি করে রোযা কাযা করতে হবে)

❦১❦ মুসাফিরের জন্য রোযা রাখা ও না রাখার স্বাধীনতা রয়েছে।

(রব্বুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা)

❦২❦ যদি স্বয়ং সেই মুসাফিরের এবং তার সফরসঙ্গীর রোযা রাখাতে ক্ষতি না হয়, তবে সফরে রোযা রাখা উত্তম আর উভয়ের কিংবা তাদের কোন একজনের ক্ষতি হয়, তবে রোযা না রাখাই উত্তম। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৬৫ পৃষ্ঠা)

❦৩❦ মুসাফির দ্বাহওয়ালে কুবরা^(১) এর পূর্বক্ষণে মুকীম হয়ে গেলো এবং এখনো পর্যন্ত কিছুই খায়নি, এমতাবস্থায় রোযার নিয়ত করে নেয়া ওয়াজিব।

(জাওহারা, ১ম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

১. দ্বাহওয়ালে কুবরা এর সংজ্ঞা রোযার নিয়তের বর্ণনায় দেখে নিন।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

﴿৪﴾ সফর যদি দিনে হয়, তবে সেই দিনের রোযা না রাখার জন্য আজকের সফর অজুহাত নয়। অবশ্য, যদি সফরের মাঝে ভঙ্গ করে তবে কাফ্ফারা আবশ্যিক হবে না, কিন্তু গুনাহ অবশ্যই হবে। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা) এবং রোযা কাযা করা ফরযই থাকবে।

﴿৫﴾ যদি সফর শুরু করার পূর্বেই ভঙ্গ করে, অতঃপর সফর করে, তবে (যদি কাফ্ফারার শর্তাবলী পাওয়া যায়, তবে কাযার পাশাপাশি) কাফ্ফারাও আবশ্যিক হবে। (প্রাঞ্জল)

﴿৬﴾ যদি দিনের বেলায় সফর শুরু করে (এবং সফরের মাঝে রোযা ভঙ্গ করেনি) এবং ঘরে কোন কিছু ভুলে ফেলে গেলো আর তা নেয়ার জন্য ফিরে আসলো এবং এবার এসে যদি রোযা ভঙ্গ করে, তবে (শর্তাবলী পাওয়া গেলে) কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে। যদি সফরের মাঝেই ভঙ্গ করতো, তবে শুধু কাযা করাই ফরয হতো। যেমনটি ৪নম্বরে উল্লেখ করা হয়েছে।

(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা)

﴿৭﴾ কাউকে রোযা ভঙ্গ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে, তবে রোযাতো ভঙ্গ করতে পারবে, কিন্তু ধৈর্যধারণ করলে সাওয়াব পাবে। (রাদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা) (অপারগতার বর্ণনা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, দেখে নিন)

﴿৮﴾ সাপ দংশন করেছে আর প্রাণ বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে, তবে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে। (প্রাঞ্জল)

﴿৯﴾ যেসব লোক এসব অপারগতার কারণে রোযা ভঙ্গ করলো, তাদের উপর ফরয যে, সেই রোযাগুলোর কাযা করা এবং এসব কাযা রোযার মধ্যে ধারাবাহিকতা ফরয নয়, সুতরাং যদি সেই রোযাগুলো কাযা করার পূর্বে নফল রোযা রাখে, তবে তা নফলই হবে, কিন্তু বিধান হচ্ছে যে, অপারগতা দূর হওয়ার পর পরবর্তী রমযানুল মোবারক আসার পূর্বেই কাযা রোযা রেখে নেয়া। হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে: “যার উপর বিগত রমযানুল

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

মোবারকের রোযা বাকী রয়েছে এবং সে তা না রাখে, তার এ রমযানুল মোবারকের রোযা কবুল হবে না।” (মুসনদে ইমাম আহমদ, ৩য় খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৬২৯) যদি সময় অতিবাহিত হতে থাকে এবং কাযা রোযা রাখে, এমনকি পরবর্তী রমযান শরীফ এসে গেছে, এমতাবস্থায় কাযা রোযা রাখার পরিবর্তে প্রথমে এ রমযানুল মোবারকের রোযা রেখে নিন, কাযা পরে রেখে নিন। বরং যদি সুস্থ্য ও মুসাফির কাযার নিয়্যত করলো, তবুও তা কাযা হবে না, তা এই রমযান শরীফের রোযাই হবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৬৫ পৃষ্ঠা)

﴿১০﴾ ক্ষুধা এবং পিপাসা এতোই তীব্র হলো যে, প্রাণ নাশের ভয় নিশ্চিত হয়ে গেছে কিংবা জ্ঞান লোপ পাওয়ার আশংকা হয়, তবে রোযা রাখবে না। (দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৬২ পৃষ্ঠা)

ফাসিক বা অমুসলিম ডাক্তার রোযা না রাখার পরামর্শ দিলে?

﴿১১﴾ ফোকাহায়ে কিরামগণ রোযা না রাখার জন্য যেসকল বিষয় বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যে, রোগীর রোগ বেড়ে যাওয়া বা দেরীতে আরোগ্য হওয়া অথবা সুস্থ্য লোক অসুস্থ্য হয়ে পড়ার প্রবল ধারণা হয়, তবে অনুমতি রয়েছে যে, সেদিনের রোযা না রাখার। এই প্রবল ধারণা অর্জনের তৃতীয় উপায় হলো কোন মুসলমান, প্রসিদ্ধ, ফাসিক নয় এমন চিকিৎসক বা অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শও, কিন্তু বর্তমান যুগে এমন ডাক্তার পাওয়া খুবই কঠিন, তবে এখন যুগের দিক বিবেচনা করে এই বিষয়ে অনুমতি রয়েছে যে, কোন বিশ্বস্ত ফাসিক বা অমুসলিম ডাক্তারও যদি রোযা রাখাতে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে পরামর্শ দেয় এবং রোযা বর্জন করতে বলে আর রোগীও নিজের পক্ষ থেকে ভালভাবে বন্ধমূল ধারণা করবে, যাতে তার রোযা ভঙ্গ করার বা না রাখার প্রতি ধারণা প্রবল হয় আর এখন যদি সে নিজের প্রবল ধারণার প্রতি আমল করে রোযা ভঙ্গ করে বা রোযা না রাখে তবে তার গুনাহ হবে না এবং রোযা ভঙ্গ করাতে কাফ্ফারাও

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

তার উপর আবশ্যিক হবে না, কিন্তু কাযা করা সর্বাবস্থায় অবশ্যই ফরয থাকবেই এবং বন্ধমূল ধারণা করাতে এটাও আবশ্যিক যে, রোগীর মন এই বিষয়ে বন্ধমূল হওয়া যে, এই ডাক্তার অথবা রোযা ভঙ্গ করতে বলছে না এবং এতে আরো উত্তম হবে যে, একের অধিক ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা।

রোযা এবং হায়েস ও নিফাস

﴿১২﴾ রোযাবস্থায় হায়েস বা নিফাস (মাসিক ঋতুস্রাব বা প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ) শুরু হয়ে গেলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে, এর কাযা করবে, রোযা যদি ফরয হয় তবে কাযাও ফরয এবং রোযা নফল হলে কাযা করা ওয়াজিব। হায়েস ও নিফাস (মাসিক ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ) অবস্থায় কৃতজ্ঞতার সিজদা ও সিজদায়ে তিলাওয়াত করা হারাম এবং সিজদায়ে তিলাওয়াত শুনাতে তার উপর সিজদা ওয়াজিব নয়। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা)

﴿১৩﴾ হায়েস ও নিফাস (মাসিক ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ) অবস্থায় নামায, রোযা হারাম এবং এঅবস্থায় নামায ও রোযা বিশুদ্ধ হয়ই না। তাছাড়া কোরআনের তিলাওয়াত করা বা কোরআনে পাকের পবিত্র আয়াত বা এর অনুবাদ স্পর্শ করা এসব কিছুও হারাম। (প্রাণ্ডজ, ৩৭৯, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

﴿১৪﴾ হায়েস ও নিফাস (মাসিক ঋতুস্রাব ও প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ) সম্পূর্ণ নারীর স্বাধীনতা রয়েছে যে, গোপনে খাবে কিংবা প্রকাশ্যে, রোযাদারের মতো থাকা তার জন্য আবশ্যিক নয়। (জাওহার, ১ম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা)

﴿১৫﴾ কিন্তু গোপনে খাওয়া উত্তম। বিশেষ করে হায়েস (মাসিক ঋতুস্রাব) সম্পূর্ণার জন্য। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০০৪ পৃষ্ঠা)

﴿১৬﴾ গর্ভবতী বা দুধ পান করানো নারীর যদি নিজের বা সন্তানের প্রাণ নাশের প্রবল ধারণা হয়, তবে অনুমতি রয়েছে যে, সেসময় রোযা না রাখার, আর

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

এই দুধ পান করানো নারী সন্তানের মা হোক বা দুধ'মা, যদিও বা রমযানুল মোবারকে দুধ পান করানোর চাকরি করে। (দুররে মুখতার ও রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৬৩ পৃষ্ঠা)

বয়োবৃদ্ধের রোযা

﴿১৭﴾ ‘শায়খে ফানী’ অর্থাৎ সেই বয়োবৃদ্ধ লোক, যার বয়স এতোই বেশি হয়ে গেছে যে, এখন সে দিন দিন দুর্বলই হচ্ছে, যখন সে রোযা রাখতে অক্ষম হয়ে যায়, অর্থাৎ না এখন রোযা রাখতে পারছে, না ভবিষ্যতে রোযা রাখার শক্তি ফিরে আসার আশা আছে, এমতাবস্থায় তার রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে, অতএব প্রতিটি রোযার পরিবর্তে “ফিদিয়া স্বরূপ” অর্থাৎ দু'বেলা একই মিসকিনকে পেট ভরে খাবার খাওয়ানো তার উপর ওয়াজিব বা প্রতিটি রোযার পরিবর্তে একটি সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ মিসকিনকে দিয়ে দিবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭১ পৃষ্ঠা) (একটি সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ হচ্ছে ২ কিলো থেকে ৮০ গ্রাম কম গম বা গমের আটা অথবা সেই গমের মূল্য সমমান টাকা)

﴿১৮﴾ যদি এমন বৃদ্ধ গরমের দিনে রোযা রাখতে না পারে, তবে রাখবে না, কিন্তু এর পরিবর্তে শীতের দিনে রাখা ফরয। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

﴿১৯﴾ যদি ফিদিয়া দেয়ার পর রোযা রাখার শক্তি এসে যায়, তবে প্রদত্ত ফিদিয়া নফল সদকা হয়ে গেলো। সেই রোযাগুলোর কাযা রাখতে হবে।

(আলমগিনী, ১ম খন্ড, ২০৭ পৃষ্ঠা)

﴿২০﴾ এই স্বাধীনতা রয়েছে যে, রমযানের শুরুতে পুরো রমযানের (সকল রোযার) ফিদিয়া এক সাথে দিয়ে দিক বা শেষ ভাগে (একত্রে) দিক।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

﴿২১﴾ ফিদিয়া দেয়ার সময় এটা আবশ্যিক নয় যে, যত ফিদিয়া হবে ততো মিসকিনকে আলাদা আলাদা ভাবে দিবে, বরং একই মিসকিনকে কয়েকদিনের ফিদিয়া একত্রেও দেয়া যাবে। (প্রাণ্ড)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

নফল রোযা ভঙ্গ করাতে শুধুমাত্র কাযা দিতে হয়, কাফ্যারা নয়

﴿২২﴾ নফল রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে শুরু করার পর পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)

﴿২৩﴾ যদি আপনি এ ধারণা করে রোযা রাখলেন যে, আপনার দায়িত্বে কোন কাযা রোযা রয়ে গেছে, কিন্তু রোযা শুরু করার পর জানতে পারলেন, আপনার উপর কোন প্রকারের কোন রোযার কাযা নেই, এখন যদি তাৎক্ষণিকভাবে ভঙ্গ করে দেন, তবে কোন কিছুই নেই এবং যদি একথা জানার পর তাৎক্ষণিকভাবে ভঙ্গ না করেন, তবে এখন আর ভঙ্গ করতে পারবেন না, যদি ভঙ্গ করেন, তবে কাযা ওয়াজিব হবে।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)

﴿২৪﴾ নফল রোযা স্বেচ্ছায় (অর্থাৎ জেনে শুনে) ভঙ্গ করেনি বরং অনিচ্ছায় ভঙ্গ হয়ে গেছে। যেমন; রোযাবস্থায় মহিলার ঋতুশ্রাব শুরু হয়ে গেলো, তবুও কাযা ওয়াজিব। (প্রাণ্ডক্ত, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)

বহুরে পাঁচদিন রোযা রাখা হারাম

﴿২৫﴾ ঈদুল ফিতরের একদিন কিংবা ঈদুল আযহার চারদিন, অর্থাৎ ১০, ১১, ১২ ও ১৩ যিলহজ্জ এর কোন একটি দিনে নফল রোযা রাখলে (যেহেতু এই পাঁচদিন রোযা রাখা হারাম, সুতরাং) এ রোযাটি পূর্ণ করা ওয়াজিব নয় আর এই রোযা ভঙ্গ করাতে কাযা করাও ওয়াজিব নয় বরং তা ভঙ্গ করাই ওয়াজিব এবং যদি এ দিনগুলোতে রোযা রাখার মান্নত করে, তবে মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব, কিন্তু সেই দিনগুলোতে নয়, বরং অন্যান্য দিনে।

(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা)

﴿২৬﴾ নফল রোযা বিনা কারণে ভঙ্গ করা না জায়িয়, মেহমানের সাথে যদি গৃহকর্তা না খায় তবে তার খারাপ লাগবে, বা মেহমান যদি না খায় তবে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

গৃহকর্তা মনে কষ্ট পাবেন, তবে নফল রোযা ভঙ্গ করার জন্য এটি একটি ওয়র (অজুহাত) তবে এই শর্তে যে, তার পূর্ণ ভরসা আছে, সে এর কাযা রেখে নিবে আর দ্বি-প্রহর এর পূর্বে ভঙ্গ করবে, পরে নয়।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০০৭ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা)

দাওয়াতের জন্য রোযা ভঙ্গ করা

﴿২৭﴾ দাওয়াতের কারণে “দ্বাহওয়ায়ে কুবরা” এর পূর্বে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে, যখন মেযবান শুধুমাত্র তার উপস্থিতিতেই সন্তুষ্ট না হয় এবং তার না খাওয়ার কারণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে শর্ত হচ্ছে, তার পূর্ণ ভরসা আছে যে, সে তা পরে রেখে নিবে, এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গ করে নিবে এবং এর কাযা আদায় করবে। কিন্তু যদি দাওয়াতকারী শুধুমাত্র তার উপস্থিতিতেই খুশি হয়ে যায় এবং তার না খাওয়াতে অসন্তুষ্ট না হয়, তবে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি নেই। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা)

﴿২৮﴾ নফল রোযা সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর মাতাপিতার অসন্তুষ্টিতে ভঙ্গ করতে পারবে, এবং এমতাবস্থায় আসরের পূর্ব পর্যন্ত ভঙ্গ করতে পারবে, আসরের পরে নয়। (দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)

স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারবে না

﴿২৯﴾ নারী তার স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল এবং মান্নত ও শপথের রোযা রাখবে না এবং রেখে নিলে স্বামী ভঙ্গ করাতে পারবে, কিন্তু ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব হবে, তবে এর কাযা করার সময়ও স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন হবে। কিংবা স্বামী ও তার মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেলো অর্থাৎ তালাকে বাইন (তালাকে বাইন: ঐ তালাককে বলে, যার কারণে স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে বেরিয়ে যায়, এখন স্বামী আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না।) দিয়ে দিলো

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

কিংবা মৃত্যুবরণ করলো। হ্যাঁ, যদি রোযা রাখাতে স্বামীর কোন সমস্যা না হয়, যেমন; সে সফরে গেলো বা অসুস্থ, অথবা ইহরাম অবস্থায় রয়েছে, তবে এমতাবস্থায় বিনা অনুমতিতেও কাযা রোযা রাখতে পারবে, এমনকি সে নিষেধ করলেও রাখতে পারবে। অবশ্য তখনও স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখতে পারবে না। (রদ্দে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

﴿৩০﴾ রমযানুল মোবারক ও রমযানুল মোবারকের কাযার জন্য স্বামীর অনুমতির কোন প্রয়োজন নেই, বরং সে নিষেধ করলেও রাখবে।

(দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

﴿৩১﴾ আপনি যদি কারো কর্মচারী হন বা তার নিকট শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন, তবে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখতে পারবেন না, কেননা রোযার কারণে কাজে অলসতা আসবে। অবশ্য রোযা রাখা সত্ত্বেও যদি আপনি নিয়ম-অনুযায়ী কাজ করতে পারেন, তার কাজে কোনরূপ অলসতা না হয়, কাজ পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তবে এখন নফল রোযার রাখার জন্য অনুমতির প্রয়োজন নেই। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

﴿৩২﴾ নফল রোযা রাখার জন্য মেয়ের পিতা থেকে, মার পুত্র থেকে এবং বোনের ভাই থেকে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। (শাওক)

﴿৩৩﴾ মাতাপিতা যদি ছেলেকে নফল রোযা রাখতে নিষেধ করে, এ কারণে যে, রোগাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তবে মাতাপিতার আনুগত্য করবে।

(শাওক)

এবার “১২টি মাদানী ফুল” ঐসব বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করা হচ্ছে, যে কাজ করাতে শুধুমাত্র রোযার কাযা আবশ্যিক হয়। কাযা করার পদ্ধতি হচ্ছে প্রতিটি রোযার পরিবর্তে রমযানুল মোবারকের পর কাযার নিয়্যতে একটি করে রোযা রাখা।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

কাযা সম্পর্কিত ১২টি মাদানী ফুল

❶ এরূপ ধারণা ছিলো যে, সকাল হয়নি আর পানাহার করেছে বা স্ত্রী সহবাস করেছে, পরে জানতে পারলো যে, সকাল হয়ে গিয়েছিলো, তবে রোযা হয়নি, এ রোযার কাযা করা আবশ্যিক অর্থাৎ এই রোযার পরিবর্তে একটি রোযা রাখতে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮৯ পৃষ্ঠা। রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৩০ পৃষ্ঠা)

কেউ বাধ্য করাতে রোযা ভঙ্গ করা

❷ খাবার খাওয়ার জন্য কঠোরভাবে বাধ্য করা হলো অর্থাৎ শরীয়াত সম্মত বল-প্রয়োগ করা হলো, এমতাবস্থায় যেহেতু অপারগতা রয়েছে, সুতরাং নিজের হাতে খেলেও শুধুমাত্র কাযা করা আবশ্যিক। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮৯ পৃষ্ঠা) এই মাসয়ালার সারমর্ম হলো যে, কোন ব্যক্তি হত্যা বা অঙ্গ কেঁটে নেয়ার বা মারাত্মক ভাবে মারার বাস্তবিক পক্ষে হুমকি দিয়ে বললো যে, রোযা ভঙ্গ কর! যদি রোযাদার মনে করে যে, হুমকিদাতা যা বলছে, তা করবেই, তবে এখন “শরীয়াত সম্মত বল-প্রয়োগ” পাওয়া গেলো এবং এমন পরিস্থিতিতে রোযা ভঙ্গ করার বিধান রয়েছে কিন্তু পরে এই রোযার কাযা করা আবশ্যিক।

❸ ভুলবশতঃ পানাহার করলো, স্ত্রী সহবাস করেছিলো অথবা দৃষ্টিপাত করার কারণে বীর্যপাত হয়ে গেছে কিংবা স্বপ্নদোষ হয়েছে অথবা বমি হয়েছে এবং এসকল অবস্থায় এ ধারণা করলো যে, রোযা ভঙ্গ হয়ে গেছে, তাই এখন স্বেচ্ছায় পানাহার করে নিলো, তবে শুধু কাযা করাই ফরয।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা)

❹ রোযাবস্থায় নাকে ঔষধ দিলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং এর কাযা করা আবশ্যিক। (প্রাঞ্জ, ৪৩২ পৃষ্ঠা)

❺ পাথর, কঙ্কর, মাটি, তুলা, ঘাস, কাগজ ইত্যাদি এমন বস্তু যা আহার করাকে মানুষ ঘৃণা করে, একারণে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো কিন্তু শুধুমাত্র কাযা করতে হবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহত)

- ﴿৬﴾ বৃষ্টির পানি কিংবা শিলাবৃষ্টি স্বেচ্ছায় কণ্ঠনালীতে চলে গেলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং কাযা করা আবশ্যিক। (প্রাণ্ডক্ত, ৪৩৪ পৃষ্ঠা)
- ﴿৭﴾ অনেকখানি ঘাম কিংবা চোখের পানি গিলে ফেললো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং কাযা করতে হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮৯ পৃষ্ঠা)
- ﴿৮﴾ ধারণা করলো যে, এখনো তো রাত বাকী আছে, তাই সেহেরী খেতে থাকলো এবং পরে জানতে পারলো সেহেরীর সময় শেষ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং কাযা করতে হবে।
(রদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা)
- ﴿৯﴾ একইভাবে ধারণা করলো যে, সূর্য ডুবে গেছে, পানাহার করে নিলো এবং পরক্ষণে জানতে পারলো যে, সূর্য ডুবেনি, এমতাবস্থায়ও রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং কাযা করতে হবে।
(রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৮৯ পৃষ্ঠা)
- ﴿১০﴾ যদি সূর্যাস্তের পূর্বেই সাইরেন বেজে উঠে বা মাগরিবের আযান শুরু হয়ে যায় এবং রোযার ইফতার করে নেন আর পরে জানতে পারলেন যে, সাইরেন বা আযান সময়ের পূর্বেই শুরু হয়েছিলো, তবুও রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো, কাযা করতে হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা)
- ﴿১১﴾ আজকাল যেহেতু উদাসীনতার ছড়াছড়ি, সেহেতু প্রত্যেকের উচিত যে, নিজেই নিজের রোযার নিরাপত্তা রক্ষা করা। সাইরেন, রেডিও, টিভির ঘোষণা বরং মসজিদের আযানের প্রতিও ভরসা করার পরিবর্তে নিজেই সেহেরী ও ইফতারের সময় সঠিকভাবে জেনে নিন।
- ﴿১২﴾ ওয়ু করছিলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তা মগজ পর্যন্ত উঠে গেলো কিংবা কণ্ঠনালী দিয়ে নিচে নেমে গেলো, রোযাদার হবার কথাও স্মরণ ছিলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং কাযা করা আবশ্যিক। হ্যাঁ, তখন যদি রোযাদার হবার কথা স্মরণ না থাকে তবে রোযা ভঙ্গ হবে না। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

কাফ্ফারার বিধান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারকের রোযা রেখে কোন সঠিক অপারগতা ছাড়া স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করে দেয়াতে কোন কোন অবস্থায় শুধুমাত্র কাযা আবশ্যিক হয় এবং কোন কোন অবস্থায় কাযার পাশাপাশি কাফ্ফারাও আবশ্যিক হয়ে যায়।

রোযার কাফ্ফারার পদ্ধতি

রোযা ভঙ্গ করার কাফ্ফারা হচ্ছে, সম্ভব হলে একজন বাঁদী (ক্রীতদাসী) বা গোলাম (ক্রীতদাস) মুক্ত করে দেবে আর তা করতে না পারলে, যেমন; তার নিকট না ক্রীতদাসী, না ক্রীতদাস আছে, না এতো সম্পদ আছে যে, ক্রয় করতে পারবে অথবা টাকা তো আছে, কিন্তু দাস-দাসী পাওয়া যাচ্ছে না, যেমন; আজকাল দাস-দাসী পাওয়া যায় না, তবে এখন ধারাবাহিকভাবে ষাটটি রোযা রাখবে। (মনে রাখবেন! যদি হিজরী মাসের ১লা তারিখ থেকে শুরু করে তবে দু'মাস রোযা রাখবে, হতে পারে উভয় মাস উনত্রিশ উনত্রিশ দিনের হলো, তখন ৫৮টি রোযায় কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে এবং যদি ১লা তারিখের পর অন্য কোন দিন থেকে রোযা শুরু করে তবে এখন পুরোপুরি ৬০টিই রোযা রাখতে হবে) তাও যদি সম্ভব না হয়, তবে ৬০ জন মিসকীনকে দু'বেলা পেট ভরে খাবার খাওয়াবে, এক্ষেত্রে এটা আবশ্যিক যে, যাকে এক বেলা খাইয়েছে, তাকেই দ্বিতীয় বেলা খাওয়াবে। এটাও হতে পারে যে, ষাটজন মিসকীনকে একটা করে সদকায়ে ফিতর (যেমন; ২ কিলো থেকে ৮০ গ্রাম কম গম অথবা এর মূল্য) এর মালিক বানিয়ে দেবে (অর্থাৎ প্রদান করবে)। একজন মিসকীনকে একত্রে ষাটটি (৬০) সদকায়ে ফিতর দিতে পারবে না। হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে, একজন মিসকীনকে ষাট (৬০) দিন যাবত প্রতিদিন একেকটা সদকায়ে ফিতর দিতে পারবে।^(১) রোযাবস্থায় (কাফ্ফারা আদায়কালীন

১. কাফ্ফারায় সদকায়ে ফিতর দেয়ার মাসয়াল্লা বাহারে শরীয়াত এর ২য় খন্ডের ২১৫ পৃষ্ঠায় দেখে নি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

সময়ে) যদি মাঝখানে একটি রোযাও ছুটে যায়, তবে পুনরায় শুরু থেকে ষাটটি (৬০) রোযা রাখতে হবে; পূর্বেকার রোযাগুলো হিসাব করা যাবে না, যদি ঊনষাটটি (৫৯) রেখেছে, চাই রোগ ইত্যাদি কোন ওয়রের (অপারগতার) কারণেই ছুটে যাক না কেন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৯৪ পৃষ্ঠা)

মহিলা এবং কাফ্ফারার রোযা

যদি নারীরা রমযানের রোযা ভঙ্গ করেছে এবং এর কাফ্ফারার রোযা রাখছিলো এমতাবস্থায় হয়েয (ঋতুশ্রাব) এসে গেলো, তবে প্রথম থেকে রাখার বিধান নেই বরং যতগুলো অবশিষ্ট ছিলো তা রাখাই যথেষ্ট। তবে হ্যাঁ, যদি এই ঋতুশ্রাবের পর “আ'য়েসা” হয়ে গেলো অর্থাৎ এমন বয়স হয়ে গেলো যে, ঋতুশ্রাব হবে না, তবে প্রথম থেকে রাখার বিধান আরোপিত হবে, কেনন সে এখন ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা রাখতে পারবে এবং যদি কাফ্ফারার রোযা রাখাবস্থায় মহিলার সন্তান প্রসব হয়, তবে প্রথম থেকেই রাখবে।

(বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা)

‘আ'য়েসা’ হওয়ার বয়স কতো?

কমপক্ষে নয় বছর বয়স থেকে ঋতুশ্রাব শুরু হয় এবং ঋতুশ্রাব আসার শেষ সময় হলো পঞ্চগ্ন বছর। এই বয়সের মহিলাকে “আ'য়েসা” এবং এই বয়সকে “সিনে আয়াস” অর্থাৎ আ'য়েসার বয়স বলা হয়।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা)

কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার একটি কারণ

যে কেউ রাতেই রমযানের রোযা রাখার নিয়্যত করে নিলো অতঃপর সকালে বা দিনের যেকোন সময়ে বরং যদি ইফতারের এক মুহূর্ত পূর্বেও কোন সঠিক অপারগতা ছাড়া এমন কোন বস্তু দ্বারা, যা মানুষ ঘৃণা করে না (যেমন; খাবার, পানি, চা, ফল, বিস্কিট, শরবত, মধু, মিষ্টি ইত্যাদি) স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

তবে রমযান শরীফের পর এই রোযার কাযার নিয়্যতে একটি রোযা রাখতে হবে এবং এর কাফ্ফারাও দিতে হবে। আমার আকা, আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: কেউ যদি শরয়ী কোন অপারগতা ছাড়া রমযানুল মোবারকের রোযা যার নিয়্যত রাত থেকেই ছিলো, স্বেচ্ছায় কোন খাদ্য বা ঔষধ অথবা উপকারী বস্তু দ্বারা ভঙ্গ করলো এবং সন্ধ্য পর্যন্ত (অর্থাৎ ইফতারের পূর্বে) এমন কোন লক্ষণ পাওয়া গেলো না যার কারণে শরয়ীভাবে আজকের রোযা রাখা আবশ্যিক না হয় (যেমন; মহিলাদের সেই দিনে মাসিক ঋতুস্রাব বা প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ এসে গেলো বা রোযা ভঙ্গ করার পর সেদিন এমন অসুস্থ হয়ে গেলো, যাতে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে) তবে এই অপরাধের জরিমানা স্বরূপ ষাটটি রোযা ধারাবাহিকভাবে রাখতে হয়। আর শরয়ী অপারগতার কারণে যে রোযা রাখেনি, তার কাযা শুধুমাত্র একটিই রোযা। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৫১৯ পৃষ্ঠা)

কাফ্ফারা সম্পর্কিত ১১টি মাদানী ফুল

❶ রমযানুল মোবারকে কোন স্বজ্ঞান, প্রাপ্তবয়স্ক, মুকীম (অর্থাৎ শরয়ী মুসাফির নয়) রমযানের রোযা আদায় করার নিয়্যতে রোযা রাখলো এবং কোন বিশুদ্ধ অপারগতা ব্যতিত স্বেচ্ছায় স্ত্রী সঙ্গম করলো কিংবা করালো, অথবা যেকোন বস্তু স্বাদ গ্রহণের জন্য খেলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং তার উপর কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টিই আবশ্যিক। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৯১ পৃষ্ঠা)

❷ যেখানে রোযা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা আবশ্যিক, সেখানে শর্ত হচ্ছে, রাতেই রমযানুল মোবারকের রোযা রাখার নিয়্যত করা, যদি দিনে নিয়্যত করে এবং ভঙ্গ করে, তবে কাফ্ফারা আবশ্যিক নয়, শুধু কাযাই যথেষ্ট।

(জাওহারা, ১ম খন্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা)

❸ বমি হলো বা ভুলবশতঃ আহার করলো কিংবা স্ত্রী সহবাস করলো এবং এসকল অবস্থায় সে জানে যে, রোযা ভঙ্গ হয়নি, তবুও সে আহার করে নিলো, এমতাবস্থায় কাফ্ফারা আবশ্যিক নয়। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আখুদর রাজ্জাক)

- ﴿৪﴾ স্বপ্নদোষ হয়েছে আর সে জানে যে, রোযা ভঙ্গ হয়নি, এরপরও আহর করে নিলো, তবে কাফ্ফারা আবশ্যিক। (প্রাণ্ডক)
- ﴿৫﴾ নিজের থুথু ফেলে পুনরায় তা চেষ্টে নিলো বা অপরের থুথু গিলে নিলো, তবে কাফ্ফারা আবশ্যিক নয়, কিন্তু প্রিয়তমের থুথুর স্বাদ নিতে বা দ্বীনি কোন সম্মানিত (বুয়ুর্গ) ব্যক্তির থুথু তাবাররুফ হিসেবে গিলে নিলো, তবে কাফ্ফারা আবশ্যিক। (প্রাণ্ডক, ৪৪৪ পৃষ্ঠা) বাৎগি বা তরমুজের ছিলকা খেলো, যদি শুষ্ক হয় বা এমন যে, লোকেরা তা খেতে ঘৃণা করে, তবে কাফ্ফারা আবশ্যিক নয়, অন্যথায় আবশ্যিক। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)
- ﴿৬﴾ চাউল, বাজরা (এক প্রকার খাদ্য শস্য), মশুর ডাল, মুগ ডাল খেয়ে নিলো, তবে কাফ্ফারা আবশ্যিক নয়, এ বিধান কাঁচা যবেরও এবং ভুনা হলে কাফ্ফারা আবশ্যিক। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৯৩ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২০২ পৃষ্ঠা)
- ﴿৭﴾ সেহেরীর গ্রাস মুখে ছিলো এমতাবস্থায় সুবহে সাদিক হয়ে গেছে বা ভুলবশতঃ খাচ্ছিলো, গ্রাস মুখে ছিলো, হঠাৎ স্মরণ হয়ে গেলো, তারপরও গিলে ফেললো, এ দুটি অবস্থায় কাফ্ফারা ওয়াজিব আর যদি গ্রাস মুখ থেকে বের করে পুনরায় খেয়ে নিলো, তবে শুধু কাযা ওয়াজিব, কাফ্ফারা নয়।
(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২০৩ পৃষ্ঠা)
- ﴿৮﴾ পালান্ক্রমে জ্বর আসতো এবং আজ পালার দিন ছিলো, তাই জ্বর আসবে ধারণা করে স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করলো, তবে এমতাবস্থায় কাফ্ফারা রহিত হয়ে গেলো (অর্থাৎ কাফ্ফারার প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র কাযাই যথেষ্ট) অনুরূপভাবে, মহিলাদের নির্ধারিত তারিখে হায়েয (ঋতুস্রাব) হতো, আজ ঋতুস্রাব হওয়ার দিন ছিলো, সুতরাং স্বেচ্ছায় রোযা ভঙ্গ করলো; কিন্তু ঋতুস্রাব হলো না, তবে কাফ্ফারা রহিত হয়ে গেলো। (কিন্তু কাযা করা ফরয) (দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৪৮ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

﴿৯﴾ যদি দু'টি রোযা ভঙ্গ করে, তবে দু'টির জন্য দু'টি কাফফারা দিবে, যদিও বা প্রথমটির এখনো কাফফারা আদায় করেনি আর যদি দুইটি দুই রমযানের হয় এবং যদি উভয় রোযা এক রমযানেরই হয় আর প্রথমটার কাফফারা আদায় করা না হয়, তবে একই কাফফারা উভয়টির জন্য যথেষ্ট।

(জাওহারা, ১ম খন্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা)

﴿১০﴾ কাফফারা আবশ্যিক হবার জন্য এটাও আবশ্যিক যে, রোযা ভঙ্গ করার পর এমন কোন কাজ সম্পন্ন হয়নি, যা রোযার পরিপন্থি, কিংবা বিনা ইচ্ছায় এমন কোন কাজ হয়নি, যার কারণে রোযা ভঙ্গ করার অনুমতি পাওয়া যেতো, যেমন; সেই দিন মহিলার ঋতুশ্রাব কিংবা প্রসবোত্তর রক্ত স্রবণ শুরু হয়ে গেলো বা রোযা ভঙ্গ করার পর সেই দিনই এমন রোগ হয়েছে, যাতে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে, তাহলে কাফফারা রহিত হয়ে যাবে এবং সফরের কারণে রহিত হবে না, কেননা এটা ইচ্ছাকৃত কাজ। (শাওক্ক, ১৮১ পৃষ্ঠা)

সাবধান! সাবধান! সাবধান!

﴿১১﴾ যে অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করলে কাফফারা আবশ্যিক হয় না, এতে শর্ত হলো, একবারই এরূপ হওয়া এবং অবাধ্যতার ইচ্ছা না থাকা, নতুবা এতেও কাফফারা দিতে হবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৪০ পৃষ্ঠা)

ﷺ আমি বদলে গেলাম

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের কথা কি বলবো এবং মাদানী কাফেলারই বা কিরূপ শান! উৎসাহ সৃষ্টির জন্য একটি মাদানী বাহার লক্ষ্য করুন। শালিমার টাউন (মারকাযুল আউলিয়া লাহোর) এর এক ইসলামী ভাই খুবই বিগড়ে যাওয়া মানুষ ছিলো, সিনেমা নাটক দেখাতে অভ্যস্ত থাকার পাশাপাশি যুবতী মেয়েদের উত্ত্যক্ত করা, লম্পট যুবকদের সাথে বন্ধুত্ব, গভীর রাত পর্যন্ত বেপরওয়া চলাফেরা করা ইত্যাদি

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

তার অভ্যাস ছিলো। এই খারাপ অভ্যাসের জন্য বংশের লোকেরাও তার কাছ থেকে দূরে থাকতো, নিজের ঘরে তার আগমনে ঘাবড়াতে, তাছাড়া সন্তানদেরকে তার থেকে দূরে রাখতো। তার পাপে ভরা অন্ধকার রাত বসন্তের প্রভাত এভাবে হলো যে, একজন দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকে রাসূলের মমতাময় দৃষ্টি তার উপর পড়লো, তিনি অত্যন্ত ভালবাসা সহকারে ইনফিরাদী কৌশিাশ করে তাকে মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ দিলো, কথাগুলো তার মনের মধ্যে গেঁথে গেলো এবং সে মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করলো।

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাহচর্য তার অন্তরে নেকীর প্রতি ভালবাসা ঢেলে দিলো। গুনাহ থেকে তাওয়ার উপহার এবং সুন্নাতে ভরা মাদানী পোশাক পরার প্রেরণা পেলাম, মাথায় সবুজ পাগড়ী সজ্জিত হয়েছে এবং সুন্নাতের মাদানী ফুল ছড়াতে ব্যস্ত হয়ে যায়। যে সমস্ত প্রিয়জন ও আত্মীয় স্বজনরা দেখে দূরে সরে যেতো, الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তারা এখন বুকে জড়িয়ে নেয়, প্রথমে সে বংশে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ছিলো الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলার বরকতে এখন সকলের প্রিয় লোকে পরিণত হয়েছে।

জব তক বিকে না থে তো কোয়ি পুচতা না থা,
তুনে খরীদ কর মুখে আনমৌল কর দিয়া।

বেনামাযীদের সাথে বসা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! অসৎ সঙ্গের কিরূপ মারাত্মক ক্ষতি হয়। অসৎ সঙ্গের প্রভাবে বিকৃত ব্যক্তিকে মানুষ তিরস্কার করে আর সৎ সঙ্গেরই বা কিরূপ বরকত যে, গুনাহ থেকেও বেঁচে থাকে এবং মানুষও ভালবাসে। সর্বদা এমন সঙ্গ অবলম্বন করা উচিত, যাতে ইবাদতের আগ্রহ ও সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। বন্ধু এমনই হওয়া চাই, যাকে দেখে আল্লাহ তায়ালার কথা স্মরণ হয়, যার কথার নেকীর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

দুনিয়ার আকর্ষণ কমে যায় ও আখিরাতের চিন্তায় উন্নতি হয়। সাথী এমন হওয়া চাই, যার কারণে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ এর ভালবাসায় বৃদ্ধি ঘটে। বেহায়াপনা চলাফেরাকারী, ফ্যাশন প্রিয় ও বেনামাযীদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকা উচিত। বেনামাযীদের ব্যাপারে করা এক প্রশ্নের উত্তরে আমার আকা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: (বেনামাযীদের) নশ্রভাবে বুঝান, নামায ত্যাগ করা ও জামাআত বর্জন করা এবং মসজিদে না যাওয়ার ব্যাপারে কোরআনে আজিম ও হাদীসে পাকে যে সমস্ত কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ আছে তা বার বার শুনান, যার অন্তরে ঈমান রয়েছে, তার অবশ্যই উপকার হবে। আল্লাহ পাক ২৭তম পারার সূরা যারিয়াতের ৫৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং বুঝাও যেহেতু বুঝানো মুসলমানদেরকে উপকার দেয়।

আল্লাহ তায়ালা বাণী ও বিধান স্মরণ করিয়ে দিন যে, নিশ্চয়ই তা স্মরণ করিয়ে দেয়া ঈমানদারদের উপকার দেয়। আর যে ব্যক্তি কোনভাবে না মানে এবং সে যদি কাউকে ভয় করে, তবে তার মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করণ এবং এভাবেও যদি সে ফিরে না আসে তবে তার সাথে সালাম দোয়া, কথা-বার্তা, মেলা-মেশা একেবারেই বন্ধ করে দিন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى (অর্থাৎ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন):

وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ
الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

(পারা- ৭, সূরা- আনআম, আয়াত- ৬৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দিবে, অতঃপর স্মরণে আসতেই যালিমদের নিকটে বসো না!

(ফতোওয়ায়ে রহবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৯১-১৯২ পৃষ্ঠা)

রমযানের রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার

প্রশ্ন: যে রমযানের রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে, সে কেমন?

উত্তর: কাফের । (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪তম খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা)

রোযাদারকে ভালমন্দ বলা কেমন?

প্রশ্ন: যে রমযানুল মোবারকের রোযা রাখার কারণে কোন মুসলমানকে ভালমন্দ বলে, তার সম্পর্কে বিধান কি?

উত্তর: এমনদের সম্পর্কে আমার আকা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সূনাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যে রোযা পালনকারীদের রোযা রাখার কারণে ভৎসনা করে, সে কাফের ।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪তম খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা)

“রোযা সেই রাখবে, যার নিকট খাবার নেই” এরূপ বলা কেমন?

প্রশ্ন: ওয়ালিদ একবার রমযানুল মোবারকে বলতে লাগলো: “রোযা তো তারাই রাখবে, যাদের নিকট পানাহারের কিছু নাই!” ওয়ালিদ কি এটি কুফরী বাক্য বললো না?

উত্তর: অবশ্যই কুফরী বাক্য । এই নিকৃষ্ট বাক্যে রমযানুল মোবারককে তাচ্ছিল্য করার পাশাপাশি এর ফরয হওয়াকেও অস্বীকার করা হলো । সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: রমযানের রোযা রাখে না এবং বলে যে, রোযা সেই রাখবে, যে খাবার পায় না বা বলে: ‘খোদাই যখন খাবার দিলো, তখন ক্ষুধায় কেন মরবো’ অথবা এরূপ আরো কথা যাতে রোযার অপমান ও তাচ্ছিল্য হয়, তা বলা কুফরী । (বাহারে শরীয়াত, ২য় খন্ড, ৪৬৫ পৃষ্ঠা)





রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ফয়যানে তারাবিহ

দরুদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “নিশ্চয় দোয়া আসমান ও যমীনের মধ্যখানে অপেক্ষমান থাকে এবং সেখান থেকে কিছুই উপরের দিকে যায়না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর দরুদ পাঠ করে না নাও।”

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৬)

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْحَبِيبِ!

তারাবির দ্বারা সগীরা গুনাহ ক্ষমা হয়ে থাকে

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে রমযানে ঈমানের সহিত এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে কিয়াম করে, তবে তার পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (মুসলিম, ৩৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৫৯) প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: নিয়মিত তারাবিহ আদায় করার বরকতে সকল সগীরা (অর্থাৎ ছোট) গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে, কেননা কবীরা গুনাহ (অর্থাৎ বড় গুনাহ) তাওবা দ্বারা এবং হুকুকুল ইবাদ (আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাওবার পাশাপাশি) হকদারের ক্ষমা করাতে ক্ষমা হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ২য় খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে: নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক রমযানের রোযা তোমাদের উপর ফরয করেছেন এবং আমি তোমাদের জন্য রমযানে কিয়াম করাকে সুন্নাত ঘোষণা করলাম, সুতরাং যে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখে এবং ঈমানের সহিত ও সাওয়াব অর্জনের নিয়তে কিয়াম করে (অর্থাৎ তারাবিহ পড়ে) তবে সে নিজের গুনাহ থেকে এমনভাবে বের হয়ে গেলো, যেন জন্মের দিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিলো। (নাসায়ি, ৩৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২০৭)

সুন্নাতের ফযীলত

الرَّحْمَنُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ রমযানুল মোবারকে আমরা যে অগণিত নেয়ামত পেয়ে থাকি, এর মধ্যে তারাবির সুন্নাতও অন্তর্ভুক্ত এবং সুন্নাতের মহত্বের কথা কি বলবো! আল্লাহর প্রিয় রাসূল, মা আমেনা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে আমার সুন্নাতকে ভালবালো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবালো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

তারাবিহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং এতে কমপক্ষে একবার কোরআন খতম করাও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

আশিকানে কোরআনের ৭টি ঘটনা

﴿١﴾ আমাদের ইমামে আযম, সাযিয়দুনা ইমাম আবু হানীফা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রমযানুল মোবারকে ৬১ বার কোরআনে করীম খতম করতেন। ৩০ খতম দিনে, ৩০ খতম রাতে আর এক খতম তারাবির নামাযে, তাছাড়া তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ৪৫ বছর ইশার অযু দিয়ে ফযরের নামায আদায় করেছেন। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯৫ পৃষ্ঠা) ﴿٢﴾ অপর এক বর্ণনায় অনুযায়ী ইমাম আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ জীবনে ৫৫ বার হজ্জ করেছেন এবং যে স্থানে ইস্তিকাল করেছেন, সেখানে সাত



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

হাজার বার কোরআন মজিদ খতম করেছেন। (দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা। আল খাইরাতুল হাসান, ৫০ পৃষ্ঠা) ﴿৩﴾ আমার আকা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: “ইমামদের ইমাম, সাযিয়দুনা ইমাম আযম (আবু হানিফা) رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ পূর্ণ ৩০ বছর প্রতি রাতে এক রাকাতে কোরআন মজিদ খতম করতেন।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা) ﴿৪﴾ ওলামায়ে কিরামগণ رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَام বলেন: সলফে সালাহীনদের (رَحْمَةُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ) মধ্যে অনেক বুয়ুর্গ দিন রাতে দুই খতম দিতেন, অনেকে চার খতম অনেকে আট খতম দিতেন। ﴿৫﴾ ইমাম আব্দুল ওহাব শারানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর “মিযানুশ শরীয়া”য় উল্লেখ রয়েছে: সাযিয়দী আলী মারছফী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ একরাত একদিনে ৩ লক্ষ ৬০ হাজার বার কোরআন খতম করতেন। (আল মিযানুশ শরীয়াতুল কুবরা, ১ম খন্ড, ৭৯ পৃষ্ঠা) ﴿৬﴾ হাদীসে পাকে উল্লেখ আছে: আমিরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাছা, শেরে খোদা كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ বাম পা আংটায় (ঘোড়ার পিঠস্থ জিনের পা-দানী) রেখে কোরআন মজিদ পাঠ করা শুরু করতেন এবং ডান পা অপর আংটায় পৌঁছার পূর্বেই কোরআন শরীফ খতম হয়ে যেতো। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা) ﴿৭﴾ বুখারী শরীফে রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী বর্ণিত হচ্ছে: হযরত সাযিয়দুনা দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام نِجْزِ بَاهِنَ بِرَحْمَتِكَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ নিজ বাহন প্রস্তুত করার আদেশ দিতেন এবং বাহনের উপর জিন (বসার গদি) লাগানোর পূর্বেই যবুর শরীফ খতম করে নিতেন।

(বুখারী, ২য় খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪১৭)

তাঁদের উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

কুমন্ত্রণা এবং এর প্রতিকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে, কারো কুমন্ত্রণা আসলো যে, একদিনে কয়েকবার বরং মুহূর্তের মধ্যে কোরআনে পাক বা যাবুর শরীফের খতম দেয়া কিভাবে সম্ভব? এর উত্তর হলো যে, এটা আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَام



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

এর কারামত ও হযরত সাযিয়্যুদুনা দাউদ عَلَيْ نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام এর মু'জিয়া এবং মু'জিয়া ও কারামত হচ্ছে, যা স্বভাবগত ভাবে প্রকাশ হওয়া সম্ভব নয়।

তिलाওয়াত করার সময় হরফ চিবানো

আফসোস! আজকাল ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি অলসতার যুগ, তারাবিতে কোরআন মজীদ একবারও বিশুদ্ধভাবে খতম হতে পারছে না। কোরআনে পাক ‘তারতীল’ সহকারে অর্থাৎ থেমে থেমে পড়া উচিত, কিন্তু অবস্থা এমন যে, যদি কেউ এমন করে তবে অধিকাংশ লোক তার সাথে তারাবিহ পড়ার জন্য প্রস্তুতও হয় না! এখন এরূপ হাফিয়কে পছন্দ করা হয়, যে তারাবিহ থেকে দ্রুত অবসর করে দেয়। মনে রাখবেন! তারাবিহ এবং নামায ছাড়াও তিলাওয়াতে হরফ চিবিয়ে যাওয়া হারাম। যদি তারাবিতে হাফিয় সাহেব পূর্ণ কোরআন মজীদ থেকে শুধু একটি হরফও চিবিয়ে যায়, তবে খতমে কোরআনের সুনাত আদায় হবে না। বরং নামাযে হরফ চিবিয়ে যাওয়ার কারণে অর্থ বিকৃত হওয়া বা অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাওয়াবস্থায় সেই নামাযও ভঙ্গ হয়ে যাবে। সুতরাং কোন আয়াতের কোন হরফ ‘চিবিয়ে’ ফেলা কিংবা সঠিক ‘মাখরাজ’ (উচ্চারণের স্থান) থেকে উচ্চারিত না হয় এবং পরিবর্তন হয়ে যায় তবে মানুষকে লজ্জা না করে পুনরায় পড়ে নিন আর সঠিকভাবে পড়ে অতঃপর সামনে অগ্রসর হবেন। আফসোসের আরো একটি ব্যাপার হচ্ছে যে, হাফিয়দের একটি অংশ এমনও রয়েছে, যারা তারতীল সহকারে পড়তেই জানে না! দ্রুত না পড়লে ভুলেই যায়! এমন হাফিয়দের খিদমতে সমবেদনামূলক মাদানী পরামর্শ রইলো যে, লোকজনকে লজ্জা পাবেন না, খোদার কসম! আল্লাহ তায়ালার অসম্ভৃষ্টি খুবই ভয়ানক, সুতরাং দেবী না করে তাজবীদ সহকারে পড়ান এমন কোন ক্বারী সাহেবের সাহায্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের হিফযকে সঠিক করে নিন। ‘মাদ ও লীন’^(১) এর প্রতি সজাগ থাকা

১. وارو، الف ও ساكِن এবং এর পূর্বে যবর, যের ও পেশ (অর্থাৎ وارو সাকিন এর পূর্বে পেশ, ساكِن এর পূর্বে যের এবং وارو সাকিন এর পূর্বে পেশ) হলে তাকে মাদ এবং وارو ও ساكِن সাকিনের পূর্বে যবর হলে তাকে লীন বলে।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

আবশ্যিক, তাছাড়া মাদ, গুল্লাহ, ইযহার, ইখফা ইত্যাদির প্রতিও যত্নবান হোন। ‘বাহারে শরীয়াত’ প্রণেতা সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা, আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “ফরয নামাযে ধীরে ধীরে কিরাত সম্পন্ন করুন এবং তারাবিতে মাঝারী পদ্ধতিতে আর রাতের নফলে দ্রুত পড়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এমনিভাবে পড়বেন যেন বুঝা যায় অর্থাৎ কমপক্ষে ‘মাদ’ এর যে পর্যায় ক্বারী সাহেবরা রেখেছেন, তা আদায় করুন, অন্যথায় হারাম। কেননা, তারতীল সহকারে (অর্থাৎ একেবারে ধীরে ধীরে) কোরআন পড়ার নির্দেশ রয়েছে।”

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৫৪৭ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার ও রদুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা)

২৯তম পারার সূরা মুযাম্মিল এর চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ তায়ালায় বাণী:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং কোরআনকে খুব খেমে খেমে পড়ো।

তারতীল সহকারে পাঠ করা কাকে বলে!

আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “কামালাঈন আ'লা হাশিয়া জালালাইন” এর বরাত দিয়ে “তারতীল” এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদ্ধৃত করেন: “কোরআন মজীদ এমনভাবে ধীরে ধীরে ও খেমে খেমে পাঠ করুন, যাতে শ্রোতারা এর আয়াত ও শব্দ গননা করতে পারে।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬৭২ পৃষ্ঠা) তাছাড়া ফরয নামাযে এমনভাবে তিলাওয়াত করুন যে, পৃথক পৃথকভাবে প্রতিটি শব্দ বুঝা যায়, তারাবিতে মধ্যম পন্থায় এবং রাতের নফল নামাযে এতটুকু দ্রুত পড়তে পারবে, যাতে সে নিজে বুঝতে পারে। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা) ‘মাদারেকুত তানযিল’ এ বর্ণিত আছে: “কোরআনকে ধীরে ধীরে ও খেমে খেমে পড়ো, এর অর্থ হলো, ধীরে ধীরে, প্রতিটি হরফকে পৃথক পৃথক ভাবে, ওয়াকফকে ঠিক রেখে এবং সকল হরকত আদায় করার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখা, “تَرْتِيلاً” শব্দটি এই মাসয়ালার প্রতি সতর্ক করেছে যে, এই বিষয়টি



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

তিলাওয়াতকারীদের জন্য বিশেষভাবে জরুরী।” (মাদারেকুত তানযীল, ১২৯২ পৃষ্ঠা। ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৭৮ ও ২৭৯ পৃষ্ঠা) (তারতীলে বিধান জানার জন্য “ফতোওয়ায়ে রযবীয়া” ৬ষ্ঠ খন্ডের ২৭৫ থেকে ২৮২ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

তারাবির পারিশ্রমিক নেয়া ও দেয়া কেমন?

কোরআনে করীম পাঠকারী ও শিক্ষাদাতাদের নিজের মধ্যে একনিষ্ঠতা সৃষ্টি করা আবশ্যিক, যদি হাফিয নিজের দ্রুততা দেখানো, সুন্দর কণ্ঠের বাহবা পাওয়ার এবং নাম চমকানোর জন্য কোরআনে করীম পড়ে, তবে সাওয়াবতো দূরের বিষয়, উল্টো পদলোভীতা ও রিয়াকারীর (লৌকিকতা) ধ্বংসযজ্ঞতায় গিয়ে পতিত হবে! অনুরূপভাবে পারিশ্রমিকের লেনদেনও না হওয়া চাই, বেতন নির্ধারিত করাকে পারিশ্রমিক বলেনা বরং এখানে তারাবিহ পড়ানোর জন্য আসে একারণেই, জানে যে, এখানে কিছু পাওয়া যায়, যদি বেতন নির্ধারিত না হয়, তবে এটাও পারিশ্রমিকই হলো। পারিশ্রমিক টাকারই নাম নয় বরং কাপড় বা ফসল ইত্যাদির আঙ্গিকেও, পারিশ্রমিকই হয়ে থাকে। অবশ্য যদি হাফিয সাহেব বিশুদ্ধ নিয়ত সহকারে স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয় যে, আমি কিছুই নিবোনা কিংবা যিনি পড়াবেন তিনি বলে দেন যে, কিছুই দিবোনা। অতঃপর পরে হাফিয সাহেবের খিদমত করেন, তবে কোন সমস্যা নেই, কেননা বুখারী শরীফের প্রথম হাদীসে মোবারাকা হচ্ছে: **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** অর্থাৎ নিশ্চয় আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১)

তিলাওয়াত, যিকির ও নাত এর পারিশ্রমিক নেয়া হারাম

আমার আকা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দরবারে পারিশ্রমিক দিয়ে মৃতের ইছালে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

সাওয়াবের জন্য খতমে কোরআন এবং আল্লাহ তায়ালার যিকির করানোর বিধান সম্পর্কে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তদুত্তরে বললেন: “তিলাওয়াতে কোরআন ও যিকিরে ইলাহীর উপর পারিশ্রমিক দেয়া ও নেয়া উভয়ই হারাম, লেনদেনকারী উভয়ই গুনাহগার হবে এবং যখন তারা হারাম কাজ সম্পাদনকারীই হলো, তখন কোন জিনিষই মৃতের জন্য পাঠাবে? গুনাহের কাজের জন্য সাওয়াবের আশা করা আরো মারাত্মক অপরাধ। যদি লোকেরা চায় যে, ইছালে সাওয়াবও হোক এবং শরীয়াতসম্মত বৈধ পস্থাও হোক, তবে এর পদ্ধতি হলো, পাঠকারীদেরকে এক/ দু’ঘন্টার জন্য কর্মচারী হিসেবে রাখুন এবং বেতন ঐ সময়টুকুর জন্য প্রত্যেককে নির্ধারিত করে দিন। যেমন; যিনি পড়াবেন তিনি বলবেন: “আপনাকে আমি আজ অমুক সময় থেকে অমুক সময়ের জন্য এ বেতনে কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করলাম, আমি যে কাজই চাই আপনার দ্বারা সম্পন্ন করাবো।” সে বলবে: “আমি গ্রহণ করলাম।” এখন সে ততটুকু সময়ের জন্য ‘কর্মচারী’ নিয়োজিত হয়ে গেলো, যে কাজই চান করাতে পারেন, এরপর তাকে বলবে: “অমুক মৃতের জন্য কোরআন করীম থেকে এতটুকু কিংবা এতবার কলেমায়ে তায়িবা অথবা দরুদে পাক পড়ে দিন। এটাই হচ্ছে, বৈধ পস্থা।”

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৫৩৭ পৃষ্ঠা)

তারাবির পারিশ্রমিকের শরীয়াত সম্মত হীলা

এই বরকতময় ফতোওয়ার আলোকে তারাবির জন্য হাফিয সাহেবের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ; মসজিদ কমিটির সদস্যরা পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে হাফেয সাহেবকে রমযানুল মোবারক মাসে ইশার নামাযের ইমামতির জন্য নিয়োগ দেবেন আর হাফেয সাহেব এর পাশাপাশি তারাবিও পড়িয়ে দিবেন, কেননা রমযানুল মোবারকে তারাবিও ইশার নামাযের সাথেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। অথবা এমন করুন যে, রমযানুল মোবারক মাসে প্রতিদিন তিন ঘন্টার জন্য (যেমন রাত ৮টা থেকে ১১টা) হাফেয সাহেবকে চাকরীর



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

প্রস্তাব দিয়ে বলুন যে, আমরা যে কাজই করতে বলি তা করতে হবে, বেতনের পরিমাণও বলে দিন, যদি হাফিয় সাহেব মঞ্জুর করেন, তবে তিনি কর্মচারী হয়ে গেলেন। এখন প্রতিদিন হাফেয সাহেবের এই তিন ঘন্টার মধ্যে ডিউটি লাগিয়ে দিন যে, তিনি তারাবিও পড়িয়ে দিবেন। একথা মনে রাখবেন! ইমামতি হোক কিংবা মুয়াজ্জিনি বা যেকোন প্রকারের মজদুরী, যে কাজের জন্য নিয়োগদানের সময় একথা জানা থাকবে যে, এখানে পারিশ্রমিক কিংবা বেতনের লেনদেন নিশ্চিত, তবে পূর্বেই পারিশ্রমিকের পরিমাণ নির্ধারণ করে নেয়া ওয়াজিব, অন্যথায় লেনদেনকারী উভয়ই গুনাহগার হবে। অবশ্য যেখানে পারিশ্রমিকের পূর্ব থেকেই নির্ধারিত পরিমাণ জানা থাকে, যেমন; বাসের ভাড়া, কিংবা বাজারে বস্তা বহন করার পারিশ্রমিক ইত্যাদি। তবে এখন বারবার নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। একথাও মনে রাখবেন যে, যখন হাফিয় সাহেবকে (কিংবা যাকে যে কাজের জন্য) কর্মচারী হিসেবে রাখছেন, তখন একথা বলা জায়গি নেই যে, আমরা যা উপযুক্ত হবে তাই দিয়ে দিবো বা আপনাকে খুশি করে দিবো, বরং সুস্পষ্টভাবে টাকার পরিমাণ বলে দিতে হবে, উদাহরণ স্বরূপ; আমরা আপনাকে ১২ হাজার টাকা দিবো এবং এটাও আবশ্যিক যে, হাফেয সাহেবেরও এতে সম্মতি প্রকাশ করা। এখন ১২ হাজার দিতেই হবে। মনে রাখবেন! মসজিদের চাঁদা থেকে দেয়া পারিশ্রমিক সেখানকার প্রচলিত রীতির বেশি যেন না হয়, পূর্বের ইমাম যেন মনে কষ্ট না পায় সেদিকেও মনযোগ রাখতে হবে, পুরো রমযানে মাসে ইশার নামাযের ইমামতি থেকে ছুটি দেওয়ার কারণে ইমাম সাহেবকে মসজিদের চাঁদা থেকে সেই মাসের সম্পূর্ণ বেতন দেয়া যাবে, কেননা আমাদের এখানে এমনই প্রচলন রয়েছে। হ্যাঁ, হাফিয় সাহেবের দাবী ছাড়াও যদি নিজেদের ইচ্ছায় নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি মসজিদের চাঁদা থেকে নয় বরং নিজের পক্ষ থেকে অথবা এই উদ্দেশ্যেই চাঁদা করা টাকা থেকে দিলে তবুও জায়গি। যেসব হাফেয সাহেব কিংবা নাত পরিবেশনকারী পারিশ্রমিক ছাড়া তারাবিহ, কোরআন খানি কিংবা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

নাত পরিবেশনে অংশগ্রহণ করতে পারেন না, লজ্জার কারণে তারা যেন না-জায়িজ কাজ করে না বসেন। আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসারে আমল করে হালাল রুজি উপার্জন করুন। আর যদি একেবারে বাধ্য না হন তবে হীলা দ্বারা অর্থ উপার্জন করা থেকেও বিরত থাকুন, কেননা “যে কাজ হয় নিষ্টাপূর্ণ তার প্রতিদানই ভিন্ন।” একটা কঠিনতম পরীক্ষা হচ্ছে, যে অর্থ গ্রহণ করে না, তাকে অনেক বাহবা দেয়া হয়। এমতাবস্থায় নিজেকে মর্যাদার লোভ ও রিয়াকারী (লৌকিকতা) থেকে বাঁচানো আবশ্যিক, এমন পরিস্থিতিতে অপ্রয়োজনে অন্যের নিকট আলোচনা করা থেকে বিরত থাকা এবং একনিষ্টতার দোয়া করতে থাকা উপকারী সাব্যস্ত হয়।

মেরা হার আমল ব্যস তেরে ওয়াস্তে হো, কর ইখলাস এয়সা আতা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

খতমে কোরআন ও ভাবাবেগ

যেখানে তারাবিতে একবার কোরআনে পাকের খতম করা হয়, সেখানে উত্তম হচ্ছে রমযানের ২৭তম রাতে খতম শেষ করা, ভাবাবেগ ও মুহাব্বত সহকারে সমাপ্ত করা এবং এ অনুভূতি যেন হৃদয়কে চিন্তিত করে তোলে যে, আমি প্রকৃতভাবে কোরআনে পাক পড়িনি বা শুনিনি, ভুলও করেছি, একাগ্রতাও ছিলো না, একনিষ্টতায়ও কম ছিলো। শত কোটি আফসোস! দুনিয়াবী বিশিষ্ট লোকের কথাতো মনযোগ সহকারে শোনা হয়, কিন্তু সবার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আমাদের প্রিয় আল্লাহ পাকের পবিত্র বাণী মনযোগ সহকারে শুনিনি, তৎসঙ্গে এ দুঃখও যেন নাড়া দেয় যে, আফসোস! এখনতো রমযানুল মোবারক মাস কয়েক মুহুর্তের অতিথি হিসেবে রয়ে গেলো, জানিনা আগামী বছর এর শুভাগমনের সময় এর রহমত লুফে নেয়ার জন্য আমি জীবিত থাকবো কিনা!



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারাবিহ ওয়াহ্ তারাবিহ)

এরূপ কল্পণায় নিজের অলসতার জন্য নিজেকে লজ্জিত করণ এবং সম্ভব হলে কান্না করণ, যদি কান্না না আসে তবে কান্নার ভান করণ, কেননা নেককারদের অনুসরণও উত্তম, যদি কারো চোখ থেকে কোরআনের ভালবাসা ও রমাযানের বিদায় বিষাদে এক-আধ ফোঁটা অশ্রু টপকে মহামহিম আল্লাহ তায়ালা দরবারে কবুল হয়ে যায়, তবে কে জানে যে, তারই সদকায় ক্ষমাশীল আল্লাহ তায়ালা উপস্থিত সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

লাজ রাখ লে গুনাহগারোঁ কী, নাম রাহমান হে তেরা ইয়া রব!
 এয়ব মেরে না খোল মাহশার মে, নাম সান্তার হে তেরা ইয়া রব!
 বে সবব বখশ দে না পুচ আমল, নাম গাফফার হে তেরা ইয়া রব!
 তু করীম অওর করীম ভী এয়সা!
 কেহ নেহী জিসকা দোসরা ইয়া রব! (যওকে নাত)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

তারাবির জামাতাত ‘বিদআতে হাসানা’

আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজেও তারাবিহ আদায় করেছেন এবং তা খুবই পছন্দও করেছেন, যেমনটি কোরআনের ধারক, মদীনার তাজেদার, নবীদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান বাণী: “যে ঈমান ও সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে রমযানে কিয়াম করে, তার পূর্বের গুনাহ (অর্থাৎ সগীরা গুনাহ) ক্ষমা করে দেয়া হয়।”^(১) অতঃপর প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এই আশঙ্কায় বর্জন করতেন যে, উম্মতের উপর যেন (তারাবিহ) ফরয করে দেয়া না হয়।^(২) “বুখারী শরীফে” বর্ণিত রয়েছে: আমীরুল মুমিনীন সাযিয়দুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (তাঁর

১. বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০০৯।

২. বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১২।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহত)

খিলাফতকালে) রমযানুল মোবারক মাসে একরাতে মসজিদে দেখলেন যেন, লোকেরা বিভিন্ন উপায়ে (তারাবিহ) আদায় করছে, কেউ একাকী আবার কেউ কেউ জামাআতে পড়ছে। তা দেখে তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: আমি এটাই ভাল মনে করছি যে, এদের সবাইকে এক ইমামের সাথেই একত্রিত করে দিই। সুতরাং তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হযরত সাযিয়্যুনা উবাই ইবনে কা'ব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে সবার ইমাম বানিয়ে দিলেন, অতঃপর যখন দ্বিতীয় রাতে তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং দেখলেন যে, লোকেরা জামাআত সহকারে (তারাবিহ) আদায় করছে, (তিনি খুবই খুশী হলেন এবং) বললেন: **نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ** অর্থাৎ “এটি হচ্ছে উত্তম বিদআত।”

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ! নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আমাদের প্রতি কতোই না সুদৃষ্টি! শুধু এই আশঙ্কায় তারাবির জামাআত সবসময় পড়েননি যে, উম্মতের উপর যেন ফরয করে দেয়া না হয়। এই হাদীসে পাক দ্বারা অনেক কুমন্ত্রণার প্রতিকারও হয়ে গেলো। যেমন; তারাবির জামাআতের নিয়ম হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ প্রচলন করতে পারতেন, কিন্তু করেননি এবং এভাবে ইসলামে উত্তম পদ্ধতি প্রচলনের জন্য নিজের গোলামদের সুযোগ করে দিলেন। যে কাজ হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ করেননি সেই কাজ সাযিয়্যুনা ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ শুধু নিজের ইচ্ছায় করেননি, বরং হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কিয়ামত পর্যন্ত উত্তম পদ্ধতি প্রচলন করার জন্য নিজের প্রকাশ্য জীবদ্দশাতেই অনুমতি প্রদান করেছিলেন। যেমন; হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী: “যে কেউ ইসলামে উত্তম পদ্ধতি প্রচলন করে, সে তার সাওয়াব পাবে এবং যারা তার পরে সে অনুযায়ী আমল করবে, তাদের সাওয়াবও পাবে, কিন্তু আমলকারীর সাওয়াব থেকে কিছুই কম হবেনা এবং যে ব্যক্তি ইসলামে মন্দ প্রথার প্রচলন করবে, সে জন্য তার গুনাহও হবে আর তাদের গুনাহও তার উপর বর্তাবে যারা এর পরে তদানুযায়ী আমল করবে, কিন্তু তাদের গুনাহে কোনরূপ কম করা হবে না।” (মুসলিম, ৫০৮ পৃষ্ঠা, ১০১৭ নং হাদীস)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

১২টি উত্তম কাজ অর্থাৎ বিদআতে হাসানা

এ হাদীসে মোবারাকা থেকে জানা গেলো, কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামে ভালো ভালো নতুন পন্থা প্রচলন করার অনুমতি রয়েছে এবং **الرَّحْمَنُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** প্রচলনও করা হচ্ছে, যেমন ﴿১﴾ আমীরুল মুমিনিন, হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুককে আযম **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** তারাবির জামাআতের নিয়ম প্রচলন করেছেন এবং একে নিজেই “উত্তম বিদআত” বলে ঘোষণা করেছেন। এ থেকে এটাও বুঝা গেলো যে, নবীয়ে আকরাম **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রকাশ্য বেছাল শরীফের পর সাহাবায়ে কিরামরাও **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** যে ভালো কাজ প্রচলন করেন, তাকেও বিদআতে হাসানা বলা হয়। ﴿২﴾ মসজিদে ইমামের জন্য গোলাকৃতি মেহরাব ছিলোনা, সর্বপ্রথম হযরত সাযিয়দুনা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** মসজিদে নববী শরীফে **وَأَدَمَّا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا** মেহরাব বানানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন, এই নতুন আবিষ্কার (বিদআত হাসানা) এর এতোই গ্রহণযোগ্যতা অর্জিত হয়েছে যে, বর্তমানে সারা দুনিয়ায় মসজিদের পরিচয় এরই মাধ্যমে নির্ণিত হয়। ﴿৩﴾ অনুরূপভাবে মসজিদে গম্বুজ ও মিনার নির্মাণও পরবর্তী সময়ের আবিষ্কার, এমনকি মসজিদে হারামের মিনারগুলোও **حُضُر** **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ও সাহাবায়ে কিরামের **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** যুগে ছিলো না। ﴿৪﴾ ঈমানে মুফাসসাল। ﴿৫﴾ ঈমানে মুজমাল। ﴿৬﴾ ছয় কলেমা এবং এর সংখ্যা ও ধারাবাহিকতা যেমন; প্রথমে এটি দ্বিতীয় এটি এবং সেগুলোর নাম। ﴿৭﴾ কোরআনে পাকের ত্রিশ পাঠ বানানো, এরাব (যের, যবর, পেশ) লাগানো, এতে রুকু বানানো, ওয়াকফের চিহ্ন লাগানো। বরং নুকতাও পরবর্তীতে লাগানো হয়েছে, সুন্দর করে ছাপানো ইত্যাদি। ﴿৮﴾ হাদীসে মোবারাকাকে কিতাবের আকার দেয়া, এর সনদ বা সূত্রগুলো যাচাই বাছাই করা, এর মধ্যে সহীহ, হাসান (সঠিক ও বিশ্বস্ত), যঈফ ও মওদু’ (দুর্বল ও বানোয়াট) ইত্যাদির প্রকারভেদ করা। ﴿৯﴾ ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ ও ইলমে কালাম (ইসলামী যুক্তিশাস্ত্র)।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

﴿১০﴾ যাকাত ও ফিতরাকে প্রচলিত মুদ্রায় প্রচলন বরং ছবি সম্বলিত নোট দ্বারা পরিশোধ করা। ﴿১১﴾ উট ইত্যাদির পরিবর্তে জাহাজ ও বিমানযোগে হজ্জের সফর করা। ﴿১২﴾ শরীয়াত ও তরীকতের চার সিলসিলা অর্থাৎ হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী, অনুরূপভাবে কাদেরী, নকশবন্দী, সোহরাওয়ার্দী ও চিশ্তী।

সকল বিদআত পথভ্রষ্টতা নয়

হতে পারে কারো মনে এ প্রশ্ন আসলো যে, হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে:

﴿১﴾ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ - অর্থাৎ প্রত্যেক বিদআত (নতুন বিষয়) পথভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক পথভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যাবে)। (সহীহ ইবনে হুইইমা, ৩য় খন্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৮৫) ﴿২﴾ شَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ - অর্থাৎ সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হচ্ছে নতুন পস্থা, প্রত্যেক বিদআত (নতুন বিষয়) পথভ্রষ্টতা।

(মুসলিম, ৪৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৬৭)

এই হাদীস শরীফ দু'টির অর্থ কি? এর উত্তর হচ্ছে: এই দু'টি হাদীসে মোবারক সঠিক (সত্য)। এখানে বিদআত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদআতে সাযিগ্যা অর্থাৎ মন্দ বিদআত এবং নিশ্চয়ই এমন প্রতিটি বিদআত মন্দ, যা কোন সুন্নাতের পরিপন্থী কিংবা সুন্নাতকে বিলীন করে দেয়। যেমনটি অন্যান্য হাদীসে মোবারাকায় এই মাসয়ালার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিদ্যমান, যেমন তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “ঐ সমস্ত পথভ্রষ্টকারী বিদআত যার প্রতি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সন্তুষ্ট নয়, তবে সেই পথভ্রষ্টকারী বিদআত প্রচলনকারীর উপর আমলকারীর সমান গুনাহ অর্পিত হবে, তার উপর গুনাহ অর্পিত হওয়ায় আমলকারীর গুনাহে কমতি হবে না।” (ভিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬৮৬) বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, শ্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী: “مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ” অর্থাৎ “যে আমাদের ধর্মে এমন নতুন



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

বিষয় আবিষ্কার করবে, যা ধর্মের মূলে নেই, তা বাতিল।” (বুখারী, ২য় খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬৯৭) এই হাদীসে মোবারাকা দ্বারা জানা গেলো, এমন নতুন কাজ যা সুন্নাত থেকে দূরে সরিয়ে পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়, যার ভিত্তি ধর্মে নেই, তা “বিদআতে সাযিয়া” তথা মন্দ বিদআত, আর ধর্মে এমন নতুন বিষয় যা সুন্নাতের উপর আমল করার ক্ষেত্রে সহযোগী বা যার ভিত্তি ধর্মে প্রমানিত, তা হচ্ছে “বিদআতে হাসানা” তথা উত্তম বিদআত। হযরত সাযিয়দুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাদীসে পাক: “كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ” এর পাদটিকায় বলেন: যে বিদআত সুন্নাতের মূলনীতি ও মৌলিক নিয়মাবলীর অনুরূপ এবং তদনুযায়ী অনুমান করা হয়েছে (অর্থাৎ শরীয়াত ও সুন্নাতের পরিপন্থি নয়) তাকে ‘বিদআতে হাসানা’ বলা হয় এবং যা এর বিপরীত, সেই বিদআতকে পথভ্রষ্টকারী বলা হয়। (আশিয়াতুল লুমআত, ১ম খন্ড, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

বিদআতে হাসানা ব্যতীত চলতে পারবে না

উত্তম ও মন্দ বিদআতের পার্থক্য জানা আবশ্যিক, কেননা অনেক উত্তম বিদআত এমনও রয়েছে, যদি সেগুলোকে শুধু এই জন্য বর্জন করা হয় যে, ‘কুরানে ছালাছাহ’ অর্থাৎ (১) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان (২) তাবেঈন এবং (৩) তাবয়ে তাবেঈনের رَحْمَتُهُمُ اللهُ الْبَرِّين পবিত্র যুগে ছিলো না, তবে দ্বীনের বর্তমান ব্যবস্থাই চলতে পারেনা, যেমন; দ্বীনী মাদরাসা, এতে দরসে নেযামী, কোরআন ও হাদীস এবং ইসলামী কিতাবাদি প্রেসে ছাপানো ইত্যাদি, এসকল কাজই পূর্বে ছিলো না, পরবর্তীতে প্রচলন হয়েছে এবং বিদআতে হাসানারই অন্তর্ভুক্ত। মহামহিম আল্লাহ তায়ালা দানক্রমে তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিশ্চয় এসব ভালো কাজ তাঁর প্রকাশ্য জীবনেই প্রচলন করতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর গোলামদের জন্য সাওয়াবে জারিয়া অর্জনের জন্য অগণিত সুযোগ সৃষ্টি করে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আম্বুর রাজ্জাক)

দিয়েছেন আর আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দারাও সদকায়ে জারিয়ার উদ্দেশ্যে যা শরীয়াতের পরিপন্থী নয়, এমন নতুন নতুন আবিষ্কারের সাড়া জাগিয়ে দিয়েছেন। কেউ আযানের পূর্বে দরুদ ও সালাম পড়ার প্রচলন শুরু করে দেন, কেউ ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ উদযাপনের পন্থা বের করেন অতঃপর এতে আলোকসজ্জা করা, সবুজ পতাকা এবং ‘মারহাবা মারহাবা’ এর আকাশ বাতাস মুখরিত শ্লোগান সহকারে জুলুসে মিলাদ বের করার আমেজ শুরু হলো, কেউ গেয়ারভী শরীফ, কেউ বুয়ুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى ওরস শরীফ প্রচলনের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এখনো এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা’ওয়াতে ইসলামী ওয়ালারা সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ইত্যাদিতে اذْكُرُوا الله! (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার যিকর করো!) এবং صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! (অর্থাৎ হাবীবের উপর দরুদ পাঠ করো!) এর শ্লোগানের একেবারে নতুন পদ্ধতি বের করে আল্লাহ আল্লাহ যিকর এবং দরুদ ও সালামের মধুমাখা প্রতিধ্বনির মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছে!

আল্লাহ করম এয়সা করে তুবা পে জাহাঁ মে,

এয় দা’ওয়াতে ইসলামী তেরি ধূম মাচী হো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১৫ পৃষ্ঠা)

সবুজ গম্বুজের ইতিহাস

সবুজ গম্বুজ, যার দীদারের জন্য প্রত্যেক আশিকের হৃদয় ব্যাকুল হয়ে থাকে এবং চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে যায়, এটাও বিদআতে হাসানা, কেননা এটাও নবী করীম, রউফুর রহীম, হযুর পুরনূর ﷺ এর প্রকাশ্য বেছালের অনেক বছর পর নির্মিত হয়েছে, এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞান অর্জন করে নিন:

হযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম ﷺ এর রওজা শরীফের উপর সর্ব প্রথম গম্বুজ শরীফ ৬৭৮ হিজরীতে (১২৬৯ খৃষ্টাব্দ) নির্মিত হয় এবং এর উপর হলদে রং লাগানো হয়। অতঃপর যুগ পরিবর্তন হতে লাগলো এমনকি



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

৮৮৮ হিজরীতে (১৪৮৩ খৃষ্টাব্দ) কালো পাথর দ্বারা নতুন গম্বুজ তৈরি করা হলো এবং এর উপর সাদা রং করানো হলো, ৯৮০ হিজরীতে (১৫৭২ খৃষ্টাব্দ) খুবই সুন্দর গম্বুজ নির্মাণ করা হলো এবং সেটাকে রঙ বেরঙের পাথর দ্বারা সাজানো হলো। ১২৩৩ হিজরীতে (১৮১৮ খৃষ্টাব্দ) সম্পূর্ণ নতুনভাবে তা নির্মাণ করা হলো। ১২৫৩ হিজরী অনুযায়ী ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এতে সবুজ রং করানো হলো। যা **الْقَبَّةُ الْخَضْرَاءُ** অর্থাৎ সবুজ গম্বুজ নামে প্রসিদ্ধ হলো। এরপর এ পর্যন্ত কেউ এতে পরিবর্তন করেনি। অবশ্য সবুজ রং এই সৌভাগ্য পেতে লাগলো যে, তা সেবকদের মাধ্যমে উপরে গিয়ে গম্বুজের গায়ে লেগে যায়। ‘গুম্বদে খাদ্ধরা’ (সবুজ গম্বুজ) যা নিঃসন্দেহে বিদআতে হাসানা, তা আজ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের উৎসস্থল, চোখের জ্যোতি এবং হৃদয়ের প্রশান্তি। **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** এটিকে দুনিয়ার কোন শক্তিই বিলীন করতে পারবেনা, যে এটিকে বিদ্বেষের কারণে নিশ্চিহ্ন করতে চাইবে **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** সে নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

গুম্বদে খাদ্ধরা! খোদা তুঝকো সালামত রাখে,
দেখ লে’তে হেঁ তুঝে পিয়াস বুঝা’ লে’তে হেঁ।

এর মতো সমস্ত নতুন আবিষ্কৃত নেক কাজের ভিত্তি ঐ হাদীসে পাক যা মুসলিম শরীফের বরাতে ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ইরশাদ হয়েছে: “যে কেউ ইসলামে উত্তম পদ্ধতি প্রচলন করে, সে তার সাওয়াব পাবে এবং যারা তার পরে সে অনুযায়ী আমল করবে।^(১)

১. প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর প্রসিদ্ধ কিতাব “জা’আল হক ওয়া যাহাকাল বাতিল”এ বিদআত ও এর প্রকারভেদ ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অধ্যয়ন করা যেতে পারে।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

দিদারে মুস্তফা ﷺ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আকিদা ও আমলের সংশোধন এবং দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়াদী জানার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। এর একটি ঈমান তাজাকারী মাদানী বাহার গুনুন ও আন্দোলিত হোন। যেমনটি দা'ওয়াতে ইসলামীর ৩ দিনের আন্তর্জাতিক সুল্লাতে ভরা ইজতিমার (মুলতান শরীফ) শেষে একটি মাদানী কাফেলা সফরের নিয়ম অনুযায়ী আগরা তাজ কলোনীর (বাবুল মদীনা করাচী) একটি মসজিদে অবস্থান করছিলো। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়লো তখন মাদানী কাফেলায় অংশগ্রহণকারী এক নতুন ইসলামী ভাইয়ের ভাগ্য অলসতা ভেঙ্গে চমকে উঠলো এবং তার স্বপ্নে তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদার নসীব হয়ে গেলো! সে অত্যন্ত আনন্দিত হলো, দা'ওয়াতে ইসলামীর সত্যতাকে মনে প্রাণে স্বীকার মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

কোয়ি আ'য়া পা'কে চালা গেয়া, কোয়ি ওমর ভর ভী না পা সাকা,
মেরে মওলা তুঝ সে গিলা নেহী, ইয়ে তো আপনা আপনা নসীব হে।

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

নেককারকে ভালবাসার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলার বরকতে এক সৌভাগ্যবান ইসলামী ভাইয়ের الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারত নসীব হয়ে গেলো। মাদানী কাফেলায় সফরকারী সৌভাগ্যবানদের সৎ সঙ্গ ও নেককার বান্দাদেরকে ভালবাসার উত্তম সুযোগ নসীব হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নেককারদের সাথে ভালবাসা রাখার আর্টটি ফযীলত গুনুন এবং আন্দোলিত হোন।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা রাখা সম্পর্কিত প্রিয় মুস্তফা ﷺ এর ৮টি বাণী

﴿১﴾ আল্লাহ তায়ালার কিয়ামতের দিন ইরশাদ করবেন: কোথায় তারা, যারা আমার সম্মানার্থে পরস্পর ভালবাসা পোষণ করতো! আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়াতলে রাখবো, আজ আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই।^(১)

﴿২﴾ আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ করেন: যারা আমার কারণে পরস্পরের মাঝে ভালবাসা রাখে এবং আমারই কারণে একে অপরের নিকট বসে আর পরস্পর মেলামেশা করে এবং সম্পদ ব্যয় করে, তাদের জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হয়ে গেল।^(২)

﴿৩﴾ আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ করেছেন: যারা আমার সম্মানের কারণে পরস্পর ভালবাসা রাখে, তাদের জন্য নূরের মিস্বর হবে, আশিয়া ও শহীদরা তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন।^(৩)

﴿৪﴾ দু'ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে ভালবাসা পোষণ করলো এবং একজন দুনিয়ার পূর্ব প্রান্তে ও অপরজন পশ্চিম প্রান্তে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার উভয়কে একত্রিত করবেন এবং ইরশাদ করবেন: এই সেই ব্যক্তি, যাকে তুমি আমার উদ্দেশ্যে ভালবাসতে।^(৪)

﴿৫﴾ জান্নাতে ইয়াকুত পাথরের স্তম্ভ রয়েছে, তার উপর জবরযদ পাথরের বালাখানা (উচ্চ কক্ষ) রয়েছে, এর দরজা খোলা অবস্থায় আছে, তা এমন আলোকিত যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র। লোকেরা আরয করলো: ইয়া রাসূলুল্লাহ

صَلَّى اللهُ تَحْتَهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! তাতে কে থাকবে? ইরশাদ করলেন: “ঐ সমস্ত লোক যারা আল্লাহ তায়ালার জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণ করে, একই সাথে বসে, পরস্পর সাক্ষাৎ করে।^(৫)

﴿৬﴾ আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য ভালবাসা

১. মুসলিম, ১৩৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৬৬।
২. আল মুআত্তা, ২য় খন্ড, ৪৩৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮২৮।
৩. তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৯৭।
৪. শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯০২২।
৫. শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯০০২।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

পোষণকারী আরশের পাশে ইয়াকুত পাথরের চেয়ারে উপবিষ্ট থাকবে।^(১)

﴿৭﴾ যে ব্যক্তি কারো সাথে আল্লাহ তায়ালার সম্ভৃষ্টির জন্য ভালবাসা রাখে এবং আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে শত্রুতা রাখে আর আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে দান করে ও আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে নিষেধ করে, সে নিজের ঈমান পরিপূর্ণ করে নিলো।^(২) ﴿৮﴾ দু'জন ব্যক্তি যখন আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসা রাখে, তাদের মাঝে দূরত্ব তখনই হয় যে, যখন তাদের মধ্যে একজন কোন গুনাহ করে। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে যে ভালবাসা হবে, তার পরিচিতি হলো যে, যদি একজন গুনাহ করে তবে অপরজন তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে।^(৩) (বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত ৩য় খন্ডের ৫৭৬ থেকে ৫৭৯ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

তারাবির ৩৫টি মাদানী ফুল

- ﴿১﴾ তারাবিহ প্রত্যেক জ্ঞান সম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনের জন্য সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৩৬ পৃষ্ঠা) তা বর্জন করা জায়য নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৮৮ পৃষ্ঠা)
- ﴿২﴾ তারাবির নামায বিশ রাকাত। সাযিয়্যুনা ফারুক্কে আযম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর শাসনামলে বিশ রাকাতই পড়া হতো।
- (আস সুন্নাহুল কুবরা লিল বায়হাকী, ২য় খন্ড, ৬৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৪৬১৭)
- ﴿৩﴾ তারাবির জামাআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কেফায়া, যদি মসজিদের সবাই বর্জন করে, তবে সবাই তিরস্কারযোগ্য কাজ করলো (অর্থাৎ মন্দ কাজ করলো) এবং যদি কয়েকজন লোক জামাআত সহকারে পড়ে নিলো, তবে একাকী আদায়কারী জামাআতের ফযীলত থেকে বঞ্চিত হলো।

(হেদায়া ১ম খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা)

১. মু'জামুল কবীর, ৪র্থ খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯৭৩।
 ২. আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৬৮১।
 ৩. আল আদাবুল মুফরাদ, ১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০১।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

- ❧৪❧ তারাবির সময় হলো ইশার ফরয নামায পড়ার পর থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত। ইশার ফরয আদায় করার পূর্বে যদি পড়ে নেয়, তবে হবে না।
(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)
- ❧৫❧ বিতরের পরও তারাবিহ পড়া যায়। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৬৮ পৃষ্ঠা) যেমন; অনেক সময় ২৯ তারিখ রুইয়াতে হিলাল এর সাক্ষী (অর্থাৎ চাঁদ দেখার সাক্ষী) পেতে দেরী হলে এমনই ঘটে থাকে।
- ❧৬❧ মুস্তাহাব হচ্ছে যে, তারাবিতে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করা, যদি অর্ধ রাতের পরেও পড়ে তবুও মাকরুহ হবে না। (কিন্তু ইশার ফরয এতো দেরী করবে না) (প্রাণ্ডক্ত, ৫৬৮ পৃষ্ঠা)
- ❧৭❧ তারাবিহ যদি ছুটে যায়, তবে এর কাযা নেই। (প্রাণ্ডক্ত)
- ❧৮❧ উত্তম হচ্ছে, তারাবির বিশ রাকাত নামায দুই রাকাত করে দশ সালাম সহকারে সম্পন্ন করা। (প্রাণ্ডক্ত, ৫৯৯ পৃষ্ঠা)
- ❧৯❧ তারাবির বিশ রাকাত নামায এক সালাম সহকারেও আদায় করা যাবে, কিন্তু এমন করা মাকরুহ (তানযিহী)। (প্রাণ্ডক্ত) প্রতি দু'রাকাত পর কা'দা করা (বসা) ফরয, প্রত্যেক কা'দায় আন্তাহিয়াত এরপর দরুদ শরীফও পড়বে এবং আর বিজোড় রাকাতে (অর্থাৎ ১ম, ৩য়, ৫ম, ইত্যাদিতে) সানা পড়বে ও ইমাম তাউয (أَعُوذُ بِاللَّهِ) এবং তাসমীয়াও (بِسْمِ اللّٰهِ) পড়বে।
- ❧১০❧ যখন দুই রাকাত করে পড়বে, তখন প্রতি দুই রাকাতের জন্য পৃথক পৃথক নিয়ত করবে এবং যদি বিশ রাকাতের একসাথে নিয়ত করে নেয়, তবেও জায়য। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৬৭ পৃষ্ঠা)
- ❧১১❧ বিনা কারণে তারাবিহ বসে পড়া মাকরুহ, বরং কিছু কিছু ফোকহায়ে কিরাম (رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی) মতে তো নামাযই হবে না। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬০৩ পৃষ্ঠা)
- ❧১২❧ তারাবিহ মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করা উত্তম, যদি জামাআত সহকারে ঘরে পড়ে নেয়, তবে জামাআত বর্জনের গুনাহ হবে না, কিন্তু সেই



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

সাওয়াব পাওয়া যাবে না, যা মসজিদে পড়লে পেতো। (আলমগীরি, ১ম খন্ড, ১১৬ পৃষ্ঠা) ইশার ফরয মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করে, অতঃপর ঘর অথবা হলরুমে ইত্যাদিতে তারাবিহ আদায় করুন, যদি শরয়ী কারণ ব্যতীত ঘরে বা হলরুমে ইশার ফরযের জামাআত করে, তবে ওয়াজিব বর্জন করার গুনাহগার হবে। এর বিস্তারিত মাসয়ালা ফয়যানে সুন্নাত (প্রথম খন্ড) এর অধ্যায় “পেটের কুফলে মদীনা” ১০০তম পৃষ্ঠা প্রত্যক্ষ করে নিন।

- ﴿১৩﴾ অপ্রাপ্তবয়স্ক ইমামের পিছনে শুধু অপ্রাপ্তবয়স্করাই তারাবিহ পড়তে পারবে।
- ﴿১৪﴾ প্রাপ্তবয়স্কের তারাবিহ (বরং যেকোন নামায, এমনকি নফলও) অপ্রাপ্তবয়স্কের পিছনে আদায় হবে না।
- ﴿১৫﴾ তারাবিতে সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ পড়া ও শুনা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়া, সুতরাং কয়েকজন লোক মিলে তারাবিতে কোরআন খতমের ব্যবস্থা করে নিলো, তবে অবশিষ্ট এলাকাবাসীর জন্য তা যথেষ্ট। “ফতোওয়ায়ে রযবীয়া” ১০ম খন্ডের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: **قُرْآنَ دَرِّ تَرَاوِيحٍ حَتْمٌ كَرْدُنْ لَهُ فَرَضٌ وَنَهْ سُنَّتِ عَيْنِ** অর্থাৎ তারাবিতে কোরআনে করীম খতম করা না ফরয, না সুন্নাতের আইন। এবং ৩৩৫ পৃষ্ঠায় রয়েছে: **حَتْمِ قُرْآنَ دَرِّ تَرَاوِيحٍ سُنَّتِ كِفَايَةِ اَسْتِ** অর্থাৎ তারাবিতে কোরআনের খতম করা সুন্নাতে কেফায়া।
- ﴿১৬﴾ যদি শর্তানুযায়ী হাফিয পাওয়া না যায় কিংবা অন্য কোন কারণে খতম করা সম্ভব না হয়, তবে তারাবিতে যেকোন সূরা পড়ে নিন, যদি চান যে, সূরা ফীল (الْمَثَرِ) থেকে সূরা নাস (النَّاسِ) পর্যন্ত দু'বার পড়ে নিন, এভাবে বিশ রাকাত স্মরণ রাখা সহজ হবে। (আলমগীরী থেকে সংক্ষেপিত, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)
- ﴿১৭﴾ একবার **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** উচ্চ স্বরে পড়া সুন্নাত এবং প্রত্যেক সূরার শুরুতে নিম্ন স্বরে পড়া মুস্তাহাব। পরবর্তী যুগের ফকীহরা **رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی** খতমে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

তারাবিতে তিনবার **قُلْ هُوَ اللهُ** শরীফ পড়া মুস্তাহাব বলেছেন, তাছাড়া উত্তম হচ্ছে, খতমে কোরআন শেষ করার দিন সর্বশেষ রাকাতে **مُفْلِحُونَ** থেকে পর্যন্ত পড়া। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৯৪, ৬৯৫ পৃষ্ঠা)

﴿১৮﴾ যদি কোন কারণে তারাবির নামায ভঙ্গ হয়ে যায়, তবে যেই পরিমাণ কোরআন মজীদ ঐ রাকাতগুলোতে পড়েছিলো, তা পুনরায় পড়বে, যেন খতম অসম্পূর্ণ থেকে না যায়। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)

﴿১৯﴾ ইমাম ভুলবশতঃ কোন আয়াত কিংবা সূরা বাদ দিয়ে অগ্রসর হয়ে যায়, তখন মুস্তাহাব হচ্ছে তা প্রথমে পড়ে নিবে, অতঃপর সামনে অগ্রসর হবে।
(প্রাণ্ড)

﴿২০﴾ পৃথক পৃথক মসজিদে তারাবিহ পড়তে পারবে, যদি খতমে কোরআনের ক্ষতি না হয়। যেমন; তিনটি মসজিদ এমন, যেগুলোতে প্রতিদিন সোয়া পারা পড়া হয়, তবে তিনটিতেই পালা করা যেতে পারে।

﴿২১﴾ দু'রাকাতের পর বসতে ভুলে গেলো, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তৃতীয় রাকাতের সিজদা করেনি, বসে যাবে এবং শেষে 'সিজদায়ে সাহ' আদায় করবে। আর যদি তৃতীয় রাকাতের সিজদা করে নেয়, তবে চার রাকাত পূর্ণ করে নিবে, কিন্তু তা দু'রাকাত হিসেবে গণ্য হবে। অবশ্য যদি দু'রাকাতে কা'দা করতো, তবে চার রাকাত বলে গণ্য হতো। (প্রাণ্ড)

﴿২২﴾ তিন রাকাত পড়ে সালাম ফেরালো, যদি দ্বিতীয় রাকাতে বসেনি, তবে হলো না। এর পরিবর্তে দু'রাকাত পুনরায় পড়বে। (প্রাণ্ড)

﴿২৩﴾ সালাম ফেরানোর পর কেউ বলছে দু'রাকাত হয়েছে, আবার কেউ বলছে তিন রাকাত হয়েছে, এমতাবস্থায় ইমামের যা স্মরণ পড়বে, তাই গ্রহণযোগ্য হবে। যদি ইমামও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগেন, তবে তাদের মধ্যে যার উপর নির্ভর করা যায় তার কথা মেনে নিবে। (প্রাণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

- ﴿২৪﴾ যদি মুসল্লীদের সন্দেহ হয় যে, বিশ রাকাত হলো নাকি আঠার রাকাত? তবে দু'রাকাত পৃথক পৃথকভাবে পড়ে নিবে। (শাওকত)
- ﴿২৫﴾ উত্তম হচ্ছে, প্রত্যেক রাকাতে কিরাত সমান হওয়া, যদি এমন না হয়, তবুও ক্ষতি নেই, অনুরূপভাবে প্রতি দু'রাকাতে প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাতের কিরাত সমান হবে, দ্বিতীয় রাকাতের কিরাত প্রথম রাকাত অপেক্ষা বেশি না হওয়া চাই। (শাওকত)
- ﴿২৬﴾ ইমাম ও মুজাদী প্রতি দু'রাকাতের প্রথম রাকাতে সানা পড়বে (ইমাম **أَعُوذُ بِاللَّهِ** এবং **بِسْمِ اللَّهِ** ও পড়বে) এবং আন্তাহিয়াত এর পর দরুদে ইব্রাহিম আর দোয়াও পড়বে। (দুররে মুখতার ও রদুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৬০২ পৃষ্ঠা)
- ﴿২৭﴾ যদি মুজাদীদের কষ্ট অনুভূত হয় তবে তাশাহহদের পর **اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ** এতে সংক্ষিপ্ত করুন।
(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৯০ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার ও রদুল মুখতার, ২য় খন্ড, ৬০২ পৃষ্ঠা)
- ﴿২৮﴾ যদি ২৭তম তারিখে বা এর পূর্বে কোরআন পাক খতম হয়ে যায়, তবুও শেষ রমযান পর্যন্ত তারাবিহ পড়তে থাকুন, কেননা এটি সূন্নাতে মুয়াক্কাদা।
(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১১৮ পৃষ্ঠা)
- ﴿২৯﴾ প্রতি চার রাকাতের পর এতটুকু সময় পর্যন্ত বসা মুস্তাহাব, যতক্ষণ সময় চার রাকাত পড়তে লেগেছে।
(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৯০ পৃষ্ঠা। আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)
- ﴿৩০﴾ এই বসাতে স্বাধীনতা রয়েছে যে, নিশ্চুপ বসে থাকা কিংবা যিকির, দরুদ ও তিলাওয়াত করা অথবা চার রাকাত একাকী নফল পড়া। (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৬০০ পৃষ্ঠা) এই তাসবীহও পড়তে পারবে:



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

سُبْحَنَ ذِي الْمَلِكِ وَالْمَلَكُوتِ، سُبْحَنَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ، سُبْحَنَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَنَامُ وَلَا يَمُوتُ، سُبُّوحٌ
قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ، اللَّهُمَّ اجْزِنِي مِنَ النَّارِ، يَا مُجِيرُ
يَا مُجِيرُ يَا مُجِيرُ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ-

﴿৩১﴾ বিশ রাকাত শেষ হওয়ার পর পঞ্চম তারভীহাও (অপেক্ষা করা) মুস্তাহাব, যদি মানুষের কষ্ট হয়, তবে পঞ্চমবার বসবেন না। (আলমগীরি, ১ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা)

﴿৩২﴾ মুক্তাদির জন্য জায়য নেই যে, বসে থাকা আর যখন ইমাম রুকু করতে উদ্ধত হয় তখন দাড়িয়ে যাওয়া, এটি মুনাফিকদের অনুকরণ। ৫ম পারার সূরা নিসার ১৪২ নয় আয়াতে রয়েছে: **وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ** (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং (মুনাফিক) যখন নামাযে দশায়মান হয় তখন দাঁড়ায় অলসভাবে।) (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৯৩ পৃষ্ঠা। গুনিয়া, ৪১০ পৃষ্ঠা) ফরযের জামাআতেও যদি ইমাম রুকু থেকে উঠে যায়, তবে সিজদা ইত্যাদিতে দ্রুত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান, তাছাড়া ইমাম যদি কা'দায়ে উলায় (প্রথম বৈঠক) থাকে তবুও তাঁর দাঁড়ানোর অপেক্ষা করবে না, বরং এতেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যদি কা'দায় অন্তর্ভুক্ত হলো এবং ইমাম দাঁড়িয়ে গেলো তবে 'আস্তাহিয়াত' সম্পূর্ণ না পড়ে দাঁড়াবে না।

﴿৩৩﴾ রমযান শরীফে বিতর জামাআত সহকারে পড়া উত্তম, কিন্তু যে ইশার ফরয জামাআত ছাড়া পড়েছে, সে বিতরও একাকী পড়বে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৯২, ৬৯৩ পৃষ্ঠা)

﴿৩৪﴾ এরূপ জায়য যে, একজন ইশা ও বিতর পড়ালো এবং অপরজন তারাবিহ।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

﴿৩৫﴾ হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ফরয ও বিতরের জামাত পড়াতেন এবং হযরত উবাই ইবনে কা'আব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তারাবিহ পড়াতেন। (আলমগীরি, ১ম খন্ড ১১৬, পৃষ্ঠা)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ তায়াল্লা! আমাদেরকে নেককার, নিষ্ঠাবান ও সঠিকভাবে পাঠকারী হাফিয সাহেবের পিছনে বিনয় ও নশ্রভাবে তারাবিহ আদায় করার সৌভাগ্য দান করো এবং কবুলও করো।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ক্যান্সার রোগী সুস্থ হয়ে গেলো

﴿৩৬﴾ দা'ওয়াতে ইসলামীর উপর আল্লাহ তায়াল্লা ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অশেষ দয়া রয়েছে। বারবার শুনে আসছি যে, ডাক্তাররা যে রোগীকে চিকিৎসা নেই বলে ঘোষণা দিয়েছে, তাদের মাদানী কাফেলায় দোয়ার বরকতে চিকিৎসা হয়ে গেলো! যেমনটি মাদীপুর (বাবুল মদীনা করাচী) এর এক ইসলামী ভাই এই ঈমান তাজাকারী ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন, যার সার সংক্ষেপ এরূপ: হাকিসবের (বাবুল মদীনা করাচী) এক স্থানীয় ইসলামী ভাই ক্যান্সারের রোগী ছিলো, তিনি আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করলো। সফরাবস্থায় বেচারী খুবই জড়সড় ও হতাশায় ডুবে ছিলো। কাফেলার সদস্যরা সাহস যোগাতো এবং তার জন্য দোয়া করতো। একদিন সকালবেলা বসা অবস্থায় হঠাৎ তার বমি হলো এবং এতে একটি মাংসের টুকরো মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো! বমির করার পর সে অনেকটা সুস্থতা অনুভব করলো। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে এসে যখন ডাক্তারের সাথে দেখা করলো



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এবং পুনরায় পরীক্ষা করালো, অতি আশ্চর্যের বিষয় ছিলো যে, মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে তার ক্যান্সার রোগ ভাল হয়ে গেলো।

আলসার অউর ক্যান্সার আব, ইয়া হো দরদে কোমর,
চলে হিম্মত করুঁ, কাফিলে মে চলো।
দূর বীমারিয়াঁ অউর পেরেশানিয়া,
হো গী ব্যস চল পড়ে, কাফিলে মে চলো।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
تُؤَبُّوا إِلَى اللهِ! أَسْتَغْفِرُ الله
صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

দামী পোশাকে নামায

হানাফীদের মহান ইমাম, সিরাজুল উম্মাহ, কাশফুল গুম্মাহ, ইমামে আযম, ফকীহে আফহাম হযরত সায্যিদুনা ইমাম আবু হানিফা নুমান বিন সাবিত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রাতের নামাযের জন্য দামী জামা, পাজামা, পাগড়ী এবং চাদর পরিধান করতেন, যার দাম ছিলো দেড় হাজার দিরহাম, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ প্রতি রাতে এই পোশাক পড়েই নামায পড়তেন এবং বলতেন যে, যখন আমি মানুষের সাথে ভাল পোশাক পড়ে সাক্ষাৎ করি, তবে আল্লাহ তায়ালায় সাথে উত্তম পোশাক পড়ে কেন সাক্ষাৎ করবো না। (ভাফসীরে রুহুল বয়ান, ৩য় খন্ড, ১৫৪ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ফয়যানে লাইলাতুল কদর

দরুদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুয়ত, মাহবুবে রাব্বুল ইয্যত, মুস্তফা জানে রহমত, ছয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে আমার প্রতি দিনে এক হাজার বার দরুদে পাক পাঠ করলো, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবেনা, যতক্ষণ জান্নাতে আপন ঠিকানা দেখবে না।”

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, ২য় খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

লাইলাতুল কদরকে লাইলাতুল কদর কেন বলা হয়?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! লাইলাতুল কদর অত্যন্ত বরকতময় রাত, একে লাইলাতুল কদর এজন্যই বলা হয় যে, এতে সারা বছরের বিধানাবলী নিধারণ করা হয় এবং ফিরিশতাদেরকে সারা বছরের জন্য কাজে ও খেদমতে নিযুক্ত করা হয় আর এটাও বলা হয়েছে যে, এই রাতটি অন্যান্য রাতে চেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাবান হওয়ার কারণে এতে লাইলাতুল কদর বলা হয় এবং এটাও বর্ণিত আছে যে, যেহেতু এই রাতে নেক আমল সমূহ কবুল করা হয় এবং আল্লাহ তায়ালার দরবারে তার গুরুত্ব দেয়া হয়, তাই একে লাইলাতুল কদর বলা হয়। (তাফসীরে খামিল, ৪র্থ খন্ড, ৪৭৩ পৃষ্ঠা) এবং আরো অসংখ্য মর্যাদা এই মোবারক রাতের রয়েছে।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহত)

বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে, প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বাণী হচ্ছে: “যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে কিয়াম করলো (অর্থাৎ নামায পড়লো), তবে তার পূর্ববর্তী (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।”

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১৪)

৮৩ বছর ৪ মাস ইবাদতের চেয়ে বেশি সাওয়াব

এই পবিত্র রাত কখনোই অলসতায় অতিবাহিত করা উচিত নয়, এই রাতে ইবাদতকারীকে এক হাজার মাস অর্থাৎ ৮৩ বছর ৪ মাসের চেয়েও বেশি ইবাদতের সাওয়াব দান করা হয় এবং “বেশি” যে কতো তা আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ই ভাল জানেন। এই মোবারক রাতের প্রতিটি মুহূর্ত নিরাপত্তাই নিরাপত্তা এবং এই নিরাপত্তা সুবহে সাদিক পর্যন্ত স্থায়ী থাকে। এটি আল্লাহ তায়ালা বিশেষতম দয়া যে, এ মহান রাত শুধুই আপন প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে এবং হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সদকায় তাঁর উম্মতকে দান করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে পাকে ইরশাদ করেন:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۗ وَمَا
 أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۗ لَيْلَةُ
 الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۗ
 تَنْزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحُ فِيهَا
 بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۗ سَلَمٌ
 هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ۗ

(পারা- ৩০, সূরা- কদর)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ তায়ালা নামে আরম্ভ, যিনি পরম করুণাময়, দয়ালু। নিশ্চয় আমি সেটা কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি; এবং আপনি কি জানেন কদর রাত্রি কি? কদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম। এতে ফিরিশতাগণ ও জিবরাঈল অবতীর্ণ হয়ে থাকে স্বীয় রবের আদেশে প্রত্যেক কাজের জন্য। ওটা- শান্তি- ভোর উদয় হওয়া পর্যন্ত।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

মুফাসসীরিনে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام সূরা কদর প্রসঙ্গে বলেন: “এই রাতে আল্লাহ তায়ালা কোরআন মজীদকে লওহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমাানে অবতীর্ণ করেন, অতঃপর প্রায় ২৩ বছর সময় ধরে আপন প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি ক্রমান্বয়ে অবতীর্ণ করেছেন।”

(তাফসীরে সাবী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৩৯৮ পৃষ্ঠা)

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতকে শবে কদর দান করেছেন এবং এই রাত তোমাদের পূর্বে কোন উম্মতকে প্রদান করেননি।

(আল ফিরদাউসু বিমাসুরিল খাতাব, ১ম খন্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৪৭)

হাজার মাসের চেয়েও উত্তম রাত

হযরত সায্যিদুনা ইমাম মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সারা রাত ইবাদত করতো এবং সারা দিন জিহাদে লিপ্ত থাকতো আর এভাবে সে হাজারো মাস অতিবাহিত করে দিয়েছিলো, তাই আল্লাহ তায়ালা এই আয়াতে মোবারাকা অবতীর্ণ করেন: “لَيْلَةُ الْقَدْرِ كَحَيْرٍ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ” (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কদরের রাত হাজার মাস থেকে উত্তম।) অর্থাৎ শবে কদরের কিয়াম (অর্থাৎ রাত জেগে নামায) এই আবিদের (অর্থাৎ ইবাদতকারী) এক হাজার মাস ইবাদতের চেয়ে উত্তম। (তাফসীরে তাবারী, ২৪তম খন্ড, ৫৩৩ পৃষ্ঠা)

আমাদের বয়সতো খুবই কম

আর “তাফসীরে আযযী”তে বর্ণিত রয়েছে: সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যখন হযরত শামউন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ইবাদত ও জিহাদের আলোচনা শুনলেন, তখন তাঁদের হযরত শামউন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর প্রতি খুবই ঈর্ষা জন্ম নিলো এবং মুস্তফা জানে রহমত হযর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় খেদমতে আরয করলেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

আমরাতো অতি অল্প বয়সই পেয়েছি, তা থেকেও একটা অংশ ঘুমে চলে যায়, কিছুটা চলে যায় জীবিকার সন্ধানে, রান্না করাতে এবং অন্যান্য পার্শ্বিক কাজকর্মে কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। সুতরাং আমরাতো হযরত শামউন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মতো ইবাদত করতেই পারবো না, এভাবে বনী ইসরাঈলরা ইবাদতে আমাদের চেয়ে এগিয়ে যাবে।” রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তা শুনে চিন্তিত হলেন। তখনই হযরত সায়িয়ুনা জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَامُ সূরা কদর নিয়ে বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং সান্ত্বনা দেয়া হলো যে, “প্রিয় হাবীব صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আপনি দুঃখিত হবেন না, আপনার উম্মতকে আমি প্রতি বছর এমন একটি রাত দান করে দিয়েছি যে, যদি তারা ঐ রাতে ইবাদত করে, তবে (হযরত) শামউন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর হাজার মাসের ইবাদত অপেক্ষাও বেশি হয়ে যাবে।

(তাফসীরে আযীযী থেকে সংক্ষেপিত, ৩য় খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা)

কারামতের অধিকারী শামউনের ঈমান তাজাকারী ঘটনা

সেই হযরত শামউন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সম্পর্কে “মুকাশাফাতুল কুলুব”এ একটি খুবই ঈমান তাজাকারী ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে, এর সারমর্ম কিছুটা এরূপ: বনী ইসরাঈলের এক বুয়ুর্গ হযরত শামউন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাজার মাস ধরে এভাবে ইবাদত করেছেন যে, রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং দিনে রোযা রাখার পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার পথে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদও করতেন। তিনি এতোই শক্তিশালী ছিলেন যে, লোহার ভারী ও শক্ত শিকল হাতে ভেঙ্গে ফেলতেন। অপদস্ত কাফিররা যখন দেখলো যে, হযরত শামউন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তই কাজে আসছেনা, তখন পরস্পর পরামর্শ করার পর অনেক ধন সম্পদের লোভ দেখিয়ে তাঁর স্ত্রীকে এই বিষয়ে সম্মত করলো যে, সে কোন রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় সুযোগ পেলে তাঁকে খুবই মজবূত রশি দিয়ে বেঁধে তাদের নিকট সমর্পণ করে দেবে। অবিশ্বস্ত স্ত্রী তাই করলো। যখন তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

জাগ্রত হলেন এবং নিজেকে রশিতে বন্দী অবস্থায় পেলেন, তখন দ্রুত নিজের শরীরকে নাড়া দিলেন, তখন দেখতে না দেখতেই রশিগুলো ছিঁড়ে গেলো এবং তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মুক্ত হয়ে গেলেন। অতঃপর তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন: “আমাকে কে বেঁধেছে?” অবিশ্বস্থ স্ত্রী মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলে দিলো যে, আমি তো আপনার শক্তির পরীক্ষা করার জন্য এমন করেছিলাম। বিষয়টি এখানেই শেষ হয়ে গেলো।

অবিশ্বস্থ স্ত্রী আবারো সুযোগের অপেক্ষায় রইলো। একবার আবারো যখন তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ গভীর নিদ্রায় বিভোর হলেন, তখন ঐ নিষ্ঠুর স্ত্রী তাঁকে লোহার শিকল দিয়ে ভালভাবে বেঁধে ফেললো। যখনই তাঁর ঘুম ভঙ্গলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এক টানে শিকলের একেকটা কড়া ছিন্ন করে ফেললেন এবং মুক্ত হয়ে গেলেন। স্ত্রী এটা দেখে অস্থির করে উঠলো কিন্তু পুনরায় প্রতারণা করে একই কথা বললো যে, “আমি তো আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম।” কথা প্রসঙ্গে (হযরত) শামউন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাঁর স্ত্রীর নিকট নিজের রহস্য ফাঁস করে বললেন: আমার প্রতি আল্লাহ তায়ালা বড়ই অনুগ্রহ, তিনি আমাকে তাঁর বেলায়াতের মর্যাদা দান করেছেন, আমার উপর দুনিয়ার কোন জিনিষই প্রভাব বিস্তার করতে পারবেনা, কিন্তু “আমার মাথার চুল” ছাড়া। চালাক স্ত্রী সব কথা বুঝে গেলো।

আহ! তাকে দুনিয়ার ভালবাসা অন্ধ করে দিয়েছিলো। অবশেষে একবার সুযোগ পেয়ে সে তাঁকে তার আটটি ঐ চুল দিয়ে বেধে নিলো, যেগুলোর দৈর্ঘ্য ছিল মাটি পর্যন্ত। (তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ছিলেন পূর্ববর্তী উম্মতের বুয়ুর্গ, আমাদের শ্রিয় আকা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর চুলের সুল্লাত হলো, অর্ধ কান, পুরো কান এবং মোবারক কাঁধ পর্যন্ত, কাঁধের নিচে পর্যন্ত পুরণ্বের চুল বৃদ্ধি করা হারাম।) তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ চোখ খুলেই খুবই শক্তি প্রয়োগ করলেন, কিন্তু মুক্ত হতে পারলেন না। দুনিয়ার সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে অবিশ্বস্থ মহিলা নিজের নেক ও পরহেযগার স্বামীকে শত্রুদের হাতে অর্পন করে দিলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

দুষ্ট কাফিররা হযরত শামউন (رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ) কে একটি খুঁটির সাথে বেঁধে ফেললো এবং অত্যন্ত নির্মমভাবে তাঁর ঠোঁট ও কান কেটে ফেললো। তখন এই নেক বান্দা আল্লাহ তায়ালায় দরবারে দোয়া করলো যে, তাঁকে যেন এই বাঁধন খোলার শক্তি দান করা হয় এবং সেই কাফেরদের উপর ছাদ সহ এই খুঁটি ধ্বসিয়ে দেয় আর তাদের থেকে তাঁকে যেন মুক্তি দেয়। সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে শক্তি দিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নাড়া দিলে সেই বাঁধন খুলে গেলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সেই খুঁটিটি নাড়লেন, যার কারণে ছাদটি কাফেরদের উপর ধ্বসে গেলো এবং তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গেলো আর সেই নেকবান্দাকে আল্লাহ তায়ালা মুক্ত করে দিলেন। (মুকাশাফাতুল কলুব থেকে সংক্ষেপিত, ৩০৬ পৃষ্ঠা)

আহ! আমাদের নিকট গুরুত্ব কিসের!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় মাহবুব হযরত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উম্মতের প্রতি কিরূপ দয়াবান এবং তিনি আমাদের উপর কিরূপ মহান দয়া করেছেন, যদি শবে কদরে ইবাদত করে নিই, তবে এক হাজার বছরের ইবাদতের চেয়েও বেশি সাওয়াব পেয়ে যাব। কিন্তু আহ! আমাদের নিকট শবে কদরের গুরুত্ব কোথায়! একদিকে এই সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামরাই عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তো ছিলেন, যাঁদের আফসোসের কারণে আমরা সবাই এতো বড় পুরস্কার কোনরূপ প্রার্থনা ছাড়াই পেয়ে গেলাম! নিশ্চয় তাঁরা এর সম্মানও দিয়েছেন, কিন্তু আফসোস! আমরা এর সম্মানও দিলাম না! আহ! প্রতি বছরই পাওয়া এই মহান নেয়ামতকে আমরা উদাসীনতায় অতিবাহিত করে দিই।

মাদানী ইনআমাতের রিসালার বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অন্তরে শবে কদরের মহত্ব বৃদ্ধি করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ মুসলমানদেরকে নেককার ও নামাযী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

বানানোর জন্যে ইসলামী ভাইদের জন্য ৭২টি, ইসলামী বোনদের জন্য ৬৩টি, ইলমে দ্বীনের ছাত্রদের জন্য ৯২টি এবং ছাত্রীদের জন্য ৮৩টি, মাদানী মুন্না ও মুন্নীদের জন্য ৪০টি, বিশেষ ইসলামী ভাইদের (অর্থাৎ বোবা, বধির ও অন্ধদের) জন্য ২৫টি এবং কয়েদীদের জন্য ৫২টি ‘মাদানী ইনআমাত’ প্রশ্নাকারে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। ফিকরে মদীনা (তথা নিজ আমলের হিসাব) করে দৈনিক ‘মাদানী ইনআমাত’ এর রিসালা পূরণ করে দাঁওয়াতে ইসলামীর স্থানীয় যিম্মাদারকে প্রত্যেক মাদানী মাস তথা আরবী মাসের প্রথম তারিখেই জমা করিয়ে দিতে হয়। জানিনা মাদানী ইনআমাত কতযে ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করেছে! এর একটি ভালক লক্ষ্য করুন! নিউ করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ বর্ণনা হচ্ছে: এলাকার মসজিদের ইমাম সাহেব যিনি দাঁওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমার বড় ভাইজানকে মাদানী ইনআমাতের একটি রিসালা উপহার স্বরূপ দিলেন। ভাইজান ঘরে এসে যখন পড়লেন তখন আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, এই সংক্ষিপ্ত রিসালায় একজন মুসলমানের ইসলামী জীবন ধারণের এতোই সুন্দর সূত্র দেয়া হয়েছে! মাদানী ইনআমাতের রিসালা পাওয়ার বরকতে **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** তিনি নামাযের প্রেরণা পেলেন এবং জামাআত সহকারে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হয়ে গেলো এবং এখন তিনি পাঁচ ওয়াজ নামাযী হয়ে গেছেন, দাঁড়ি মোবারকও সাজিয়ে নিলেন এবং মাদানী ইনআমাতের রিসালাও পূরণ করে থাকেন।

মাদানী ইনআমাতকে আমেল পে হারদম হার গড়ি,

ইয়া ইলাহী! খুব বরসা রহমতৌ কি তু ঝড়ি।

মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ কারীদের জন্য মহান সুসংবাদ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণকারীরা কিরূপ সৌভাগ্যবান, এর অনুমান এই মাদানী বাহার দ্বারা করুন: যেমন; যমযম



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার রুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

নগর (হায়দারাবাদ, বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুটা এরূপ শপথমূলক বর্ণনা হচ্ছে যে, ১৪২৬ হিজরীর রজবুল মুরাজ্জব মাসের এক রাতে স্বপ্নে আমার মুস্তফা জানে রহমত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর যিয়ারতের মহান সৌভাগ্য নসীব হলো। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ঠোঁট মোবারক নড়ে উঠলো এবং রহমতের ফুল ঝড়তে লাগলো, শব্দগুচ্ছ কিছুটা এরূপ সজ্জিত ছিলো: যে এই মাসে নিয়মিত মাদানী ইনআমাত সম্পর্কিত ফিক্কে মদীনা করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিবেন।

মাদানী ইনআমাত কি ভী মারহাবা কিয়া বাত হে,
কুরবে হক কে তালিবৌ কে ওয়াস্তে সওগাত হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই রাত চতুর্দিক থেকেই কল্যাণ ও নিরাপত্তার জমিনদার। এই রাতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রহমতই রহমত। মুফাসসীরিনে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ বলেন: “এই রাত সাপ, বিচ্ছু, বিপদাপদ, বালা-মুসিবত এবং শয়তান থেকেও নিরাপদ, এই রাতে নিরাপত্তাই নিরাপত্তা নিহিত।”

সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত কে?

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: একবার যখন রমযান শরীফের মাস তাশরীফ আনলো, তখন রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “তোমাদের নিকট এই মাসটি এসেছে, যাতে একটি রাত এমনও রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। যে ব্যক্তি এই রাত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো, যেনো সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো এবং এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকতো না, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষেই বঞ্চিত।”

(ইবনে মাজাহ, ২য় খত, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৪৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

সবুজ পতাকা

রহমতে আলম, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর একটি বাণীর অংশবিশেষ হচ্ছে: “যখন শবে কদর আসে তখন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে (হযরত) জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) একটি সবুজ পতাকা নিয়ে ফিরিশতাদের অনেক বড় বাহিনীর নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন (এবং অপর এক বর্ণনানুযায়ী: “এই ফিরিশতাদের সংখ্যা পৃথিবীর কংকরের চেয়েও বেশী হয়ে থাকে।”^(১)) এবং ঐ সবুজ পতাকা কাবা শরীফের উপর উড়িয়ে দেন। (হযরত) জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) এর ১০০টি বাহু রয়েছে, যার মধ্য থেকে দু’টি বাহু শুধু এই রাতে খুলে থাকে, সেই বাহুদ্বয় পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে যায়, অতঃপর (হযরত) জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দেন, যে কোন মুসলমান আজ রাতে কিয়াম, নামায বা আল্লাহ তায়ালার যিকিরে লিপ্ত থাকে, তার সাথে সালাম ও মুসাফাহা (করমর্দন) করো, তাছাড়া তাদের দোয়ায় আমীনও বলো। সুতরাং ভোর পর্যন্ত এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। ভোর হতেই (হযরত) সাযিয়দুনা জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) ফিরিশতাদেরকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। ফিরিশতারা আরম্ভ করেন: হে জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام)! আল্লাহ তায়ালার উম্মতে মুহাম্মদী (عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) এর প্রার্থনাগুলোর ব্যাপারে কি করলেন? (হযরত) জিব্রাঈল (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) বলেন: “আল্লাহ তায়ালার তাদের উপর বিশেষ দয়ার দৃষ্টি করেছেন এবং চার ধরণের লোক ব্যতীত সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।” সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরম্ভ করলেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঐ চার ধরণের লোক কারা? ইরশাদ করলেন: “**১** এক তো মদ্যপায়ী **২** দ্বিতীয় মাতাপিতার অবাধ্য **৩** তৃতীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং **৪** চতুর্থ ঐসব লোক যারা পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করে এবং পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৯৫)

১. মুসনদে আহমদ, ৩য় খন্ড, ৬০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৭৩৯।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

ঝগড়ার কুফল

হযরত সায়্যিদুনা ওবাদা ইবনে সামিত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বাইরে তাশরীফ নিয়ে আসলেন, যেনো আমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে বলবেন (তা কোন রাত) দু'জন মুসলমান পরস্পর ঝগড়া করছিলো। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “আমি এজন্য এসেছিলাম যে, তোমাদেরকে শবে কদর সম্পর্কে বলবো, কিন্তু অমুক অমুক ব্যক্তি ঝগড়া করছিলো, এ কারণে এর নির্দিষ্টকরণ উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, এবং হতে পারে এতেই তোমাদের জন্য মঙ্গল নিহিত, এখন একে (শেষ দশদিনের) ২৯তম, ২৭তম এবং ২৫তম রাতে অন্বেষণ করো।”

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০২৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ “মিরআত” ৩য় খন্ডের ২১০ পৃষ্ঠায় এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ আমার জ্ঞান থেকে এর নির্ণয়করণ দূর করে দেয়া হয়েছে এবং আমাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, উদ্দেশ্য এমন নয় যে, শবে কদরই নিশ্চিত করে দেয়া হয়েছে, এখন থেকে তা আর আসবেই না। জানা গেলো, দুনিয়াবী ঝগড়া হচ্ছে অলক্ষুণে, এর কুপ্রভাব অনেক বেশী, এর কারণে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত রহমত আটকে যায়।

আমরাতো ভদ্রের সাথে ভদ্র আর ...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানের পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করা রহমত থেকে দুরে ছিটকে পড়ার কারণ হয়ে যায়। কিন্তু আহ! এখন কে কাকে বুঝাবে! আজকালতো খুবই গর্ব সহকারে বলা হয় যে, “মিঞা! এই দুনিয়ায় ভদ্র হয়ে জীবন যাপন করাই যায় না, আমরাতো ভদ্রের সাথে ভদ্র আর বদমাশের সাথে বদমাশ!” শুধু এটা বলে ক্ষান্ত হয় না, এখনতো সামান্য কথায়ও প্রথমে গালাগালি, অতঃপর হাতাহাতি, এরপর ছুরি চালনা বরং গোলাগুলি পর্যন্ত হয়ে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

যায়। আফসোস! আজকাল কিছু মুসলমান কখনো পাঠান হয়ে, কখনো পাঞ্জাবী দাবী করে, কখনো মুহাজির হয়ে, কখনো সিন্ধী ও বেলুচী জাতীয়তাবাদের শ্লোগান দিয়ে একে অপরের গলা কাটছে, একে অপরের সহায় সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। পরস্পর একে অপরের বিরুদ্ধে শুধু বংশীয় ও ভাষাগত পার্থক্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ বিগ্রহ করে যাচ্ছে। ওহে মুসলমানেরা! আপনারা তো একে অপরের রক্ষক ছিলেন, আপনাদের কি হয়ে গেছে? প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহত্বপূর্ণ বাণী তো এমন যে, “মুমিনদের উদাহরণ তো একটি শরীরের মতোই, যদি একটি অঙ্গ কষ্ট পায়, তবে পুরো দেহই সেই কষ্ট অনুভব করে।”

(রুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬০১১)

মুভতলায়ে দরদ কোয়ী ওযো হো রোজী হে আখ্ব,
কিস কদর হামদরদ সারে জিসম কি হোতী হে আখ্ব।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের পরস্পরের সাথে ঝগড়া বিবাদ করার পরিবর্তে একে অপরের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রদর্শন করা উচিত। মুসলমান একে অপরকে প্রহারকারী, হত্যাকারী ও লুণ্ঠনকারী হতে পারে না।

মুসলমান, মুমিন ও মুহাজিরের সংজ্ঞা

হযরত সায়্যিদুনা ফুদ্দালা বিন ওবাইদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, তাজেদারে রিসালত, মাহবুবে রাব্বুল ইযযত, নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বিদায় হজ্জের সময় ইরশাদ করেন: “তোমাদেরকে কি মুমিন সম্পর্কে বলবো না?” অতঃপর ইরশাদ করেন: “মুমিন হচ্ছে সে, যার কাছ থেকে অন্য মুসলমান নিজের প্রাণ ও নিজের সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে এবং মুসলমান হচ্ছে সে, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদে থাকে আর মুজাহিদ হচ্ছে সে, যে আল্লাহ তায়ালার আনুগত্যের ক্ষেত্রে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে ও মুহাজির হচ্ছে সে, যে ভুল ভ্রান্তি ও গুনাহ থেকে পৃথকতা অবলম্বন করে।”

(মুজাদরাক, ১ম খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪) আরো ইরশাদ করেন: “মুসলমানের জন্য



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিভাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

জায়িয নেই যে, অপর মুসলমানের দিকে চোখ দ্বারা এমনভাবে ইঙ্গিত করবে, যার কারণে কষ্ট অনুভূত হয়। (ইত্তিহাফুস সা'দাত, ৭ম খন্ড, ১৭৭ পৃষ্ঠা) এক স্থানে ইরশাদ করেন: কোন মুসলমানের জন্য জায়িয নেই যে, সে কোন মুসলমানকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০০৪)

তরিকে মুস্তফা কো হোড়না হে ওয়াজহে বরবাদী,
ইসি সে কওম দুনিয়া মে হোয়ী বে ইকতিদার আপনি।

অসহনীয় চুলকানী

হযরত সায়্যিদুনা মুজাহিদ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “দোযখীদেরকে এমন চুলকানীতে লিপ্ত করে দেয়া হবে যে, চুলকাতে চুলকাতে তাদের চামড়া খসে পড়বে, এমনকি তাদের মধ্যে কারো কারো হাঁড় প্রকাশ পেয়ে যাবে। অতঃপর আহ্বান শোনা যাবে, হে অমুক: এতে কি কষ্ট হচ্ছে? তারা বলবে: হ্যাঁ। তখন তাদেরকে বলা হবে: “দুনিয়ায় তোমরা যে মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে, এটা তারই শাস্তি।” (ইত্তিহাফুস সা'দাত, ৭ম খন্ড, ১৭৫ পৃষ্ঠা)

কষ্ট দূর করার সাওয়াব

হযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আমি এক ব্যক্তিকে জান্নাতে ঘুরতে দেখেছি যে, যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে চলে যাচ্ছিলো, কেননা সে এই দুনিয়ায় এমন একটি গাছ রাস্তা থেকে কেটে দিয়েছে, যা মানুষকে কষ্ট দিতো।” (মুসলিম, ১৪১০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬১৮)

লড়াই করলে, নফসের সাথে করো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বরকতময় হাদীসগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন এবং পরস্পর ঝগড়া বিবাদ এবং লুটপাট করা থেকে বিরত থাকুন। যদি লড়াই করতেই হয়, তবে অভিশপ্ত শয়তানের সাথে করুন, নফসে আন্মারার সাথে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

লড়াই করুন, জিহাদের সময় দ্বীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন, কিন্তু পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকুন।

ফরদে কায়েম রাবতে মিল্লাত সে হে তানহা কুচ নেহী
মওজ হে দরিয়্যা মে অওর বেরকনে দরিয়্যা কুচ নেহী

প্রিয় আকা ﷺ মুচকি হাসছিলেন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে কোন প্রকারের ভাষাগত এবং জাতিগত মতভেদ নেই, প্রত্যেক ভাষার এবং প্রত্যেক জাতির মানুষ প্রিয় আকা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দয়াময় আঁচলে আশ্রয় নিয়ে থাকে। আপনিও সর্বদা দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং ইশকে রাসূলে صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বিভোর হয়ে জীবন যাপনের জন্য নিজেকে মাদানী ইনআমাতের আদলে সাজিয়ে নিন। মনোযোগ ও উৎসাহের জন্য একটি সুন্দর সুগন্ধীয় মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি: আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে মাদানী কাফেলা কোর্স করার জন্য আগত রাওয়ালপিন্ডির এক মুবাল্লিগ শপথমূলক যা কিছু লিখে দিয়েছেন তার সারমর্ম হচ্ছে: আমি আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ঘুমিয়ে ছিলাম, কপালের চোখ বন্ধ হতেই اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অন্তরের চোখ খুলে গেলো, স্বপ্নের জগতে দেখলাম নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ একটি উচ্চ স্থানে উপবিষ্ট আছেন, পাশেই মাদানী ইনআমাতের রিসালার বস্তা রাখা ছিলো। রাহমাতুল্লিল আলামীন হুযর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মাদানী ইনআমাতের একেকটি রিসালা মুচকি হাসতে হাসতে গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। অতঃপর আমার চোখ খুলে গেলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

মাদানী ইনআমাত সে আত্তার হাম কো পেয়ার হে,
 إِنَّ شَاءَ اللهُ দো জাহা মে আপনা বেড়া পার হে।

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

যাদুকরের যাদু ব্যর্থ

হযরত সাযিয়্যদুনা ইসমাঈল হক্কী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: এই রাত বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা প্রদানকারী, এতে কল্যাণই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। আর এতে শয়তানের মন্দ কাজ করানোর ক্ষমতা থাকে না এবং যাদুকরের যাদু এতে চলে না। (করুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা)

শবে কদরের নিদর্শন

হযরত সাযিয়্যদুনা ওবাদা বিন সামিত رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে শবে কদর সম্পর্কে প্রশ্ন করলে আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “শবে কদর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে একুশতম, তেইশতম, পঁচিশতম, সাতাশতম কিংবা উনত্রিশতম রাতে তালাশ করো। তবে যে কেউ ঈমান সহকারে সাওয়াবের নিয়্যতে এই মোবারক রাতগুলোতে ইবাদত করে, তার পূর্বাপর গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এর নিদর্শনের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, ঐ মোবারক রাত বিস্তৃত, আলোকিত এবং একেবারে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হবে, এতে না বেশি গরম হবে, না বেশি ঠান্ডা বরং এ রাত মাঝামাঝি (নাতিশীতোষ্ণ) হয়, এমন মনে হয় যেনো এতে চাঁদ বিস্তৃত হয়ে থাকে, এই পুরো রাতে শয়তানদেরকে আকাশের নক্ষত্র ছুঁড়ে মারা হয় না। আরো নিদর্শনের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, এই রাত অতিবাহিত হওয়ার পর যে ভোর আসে, তাতে সূর্য আলোকরশ্মি বিহীন উদিত হয় এবং তা এমন হয় যেনো চৌদ্দ তারিখের চাঁদ।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহ তায়ালা সেই দিন সূর্যোদয়ের সাথে শয়তানকে বের হতে বাধা দেন।” (এই দিন ব্যতীত প্রত্যেক দিন সূর্যের সাথে সাথে শয়তানও বের হয়ে যায়)

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৮ম খন্ড, ৪০২, ৪১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২২৭৭৬, ২২৮২৯)

শবে কদর গোপন রাখার রহস্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হাদীসে পাকে বর্ণিত হয়েছে যে, রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে বা শেষ রাতের মধ্যে, চাই তা ৩০তম রাতই হোক বা যেকোন এক রাতে শবে কদর রয়েছে। এই রাতকে গোপন রাখার একটি রহস্য এটাও যে, মুসলমানরা এই রাতের অশেষণে প্রতিরাতে আল্লাহ তায়ালায় ইবাদতে অতিবাহিত করার চেষ্টা করবে যে, জানিনা কোন রাতে শবে কদর হয়।

সমুদ্রের পানি মিষ্টি লেগেছে (ঘটনা)

হযরত সায়্যিদুনা ওসমান ইবনে আবুল আস رضي الله تعالى عنه এর গোলাম তাঁর নিকট আরয় করলো: “হে আমার মুনিব رضي الله تعالى عنه! নৌকা চালনায় আমার জীবনের একটি অংশ অতিবাহিত হয়েছে, আমি সমুদ্রের পানিতে এমন একটি আশ্চর্যজনক বিষয় অনুভব করেছি।” জিজ্ঞাসা করলেন: “সেই আশ্চর্যজনক বিষয়টি কি?” আরয় করলো: “হে আমার মুনিব رضي الله تعالى عنه! প্রতি বছর এমন একটি রাতও আসে, যে রাতে সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে যায়।” তিনি رضي الله تعالى عنه গোলামকে বললেন: “এবার খেয়াল রেখো, যখনই পানি মিষ্টি হয়ে যাবে আমাকে জানাবে।” যখন রমযানের ২৭তম রাত আসলো, তখন গোলাম মুনিবের দরবারে আরয় করলো যে, “মুনিব! আজ সমুদ্রের পানি মিষ্টি হয়ে গেছে।” (তাকসীরে আযীযী, ৩য় খন্ড, ২৫৮ পৃষ্ঠা। তাকসীরে কবীর, ১১তম খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা)

তাঁদের উপর আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। أَمِينٌ بِجَاءِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

আমরা নিদর্শন কেন দেখিনা?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে কদরের বিভিন্ন নিদর্শনের আলোচনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আমাদের জীবনের অনেক বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, প্রতি বছর শবে কদর আসছে এবং চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমরাতো এখনো পর্যন্ত এর নিদর্শন দেখতে পেলাম না? এর উত্তরে ওলামায়ে কিরামগণ رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام বলেন: এসব বিষয়ের সম্পর্ক কাশ্ফ ও কারামাতের সাথে, তা সাধারণ মানুষ দেখবে না। শুধুমাত্র তারাই দেখবে, যাঁদের অন্তর্দৃষ্টির নেয়ামত অর্জিত। সর্বদা গুনাহের আবর্জনায় লেপ্টে থাকা পাপী লোক এসব দৃশ্য কিভাবে দেখতে পাবে!

আখ ওয়ালা তেরে জওবন কা তামাশা দেখে,
দী'দায়ে কোর কো কিয়া আয়ে নযর কেয়া দেখে।

বিজোড় রাতগুলোতে অন্বেষণ করো

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; আমার মাথার মুকুট, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “শবে কদরকে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে (অর্থাৎ একশতম, তেইশতম, পঁচিশতম, সাতাইশতম ও উনত্রিশতম রাতে) অন্বেষণ করো।” (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১৭)

শেষ সাত রাতে অন্বেষণ করো

হযরত সাযিয়্যাদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত, হুযুর পুরনূর عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে শেষ সাত রাতে শবে কদর দেখানো হয়েছে। হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদর শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

“আমি দেখছি যে, তোমাদের স্বপ্ন শেষ সাত রাতে সম্মত হয়ে গেছে। তাই এর অন্বেষণকারীরা যেনো তা শেষ সাত রাতে অন্বেষণ করে।”

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০১৫)

লাইলাতুল কদর গোপন কেন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নিয়ম হচ্ছে যে, তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে নিজ ইচ্ছায় বান্দাদের নিকট গোপন রেখেছেন। যেমন বর্ণিত আছে: “আল্লাহ তায়ালা নিজের সন্তুষ্টিকে নেকীর মাঝে, নিজের অসন্তুষ্টিকে গুনাহের মাঝে এবং আপন আউলিয়াদের رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى কে তাঁর বান্দাদের মাঝে গোপন রেখেছেন।” (আখলাখুস সালেহীন, ৫৬ পৃষ্ঠা) এর মূল কারণ হচ্ছে যে, বান্দারা যেনো ছোট মনে করে কোন নেকী ছেড়ে না দেয়। কেননা সে জানে না যে, আল্লাহ তায়ালা কোন নেকীতে সন্তুষ্ট হবেন, হতে পারে বাহ্যিকভাবে অতি নগণ্য নেকীতেই আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হবেন। যেমন; কিয়ামতের দিন একজন গুনাহগার ব্যক্তিকে শুধুমাত্র একারণেই ক্ষমা করে দেয়া হবে যে, সে এক পিপাসার্ত কুকুরকে দুনিয়ায় পানি পান করিয়েছিলো। অনুরূপভাবে নিজের অসন্তুষ্টিকে গুনাহের মাঝে গোপন রাখার রহস্য হচ্ছে যে, বান্দা যেনো কোন গুনাহকে ছোট মনে করে সম্পন্ন করে না বসে, ব্যস যেনো গুনাহ থেকে বাঁচতে থাকে। কেননা তারা জানে না যে, আল্লাহ পাক কোন গুনাহের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন? অনুরূপভাবে আউলিয়া কিরামকে رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى বান্দাদের মাঝে এজন্যই গোপন রেখেছেন যে, মানুষ যেনো প্রত্যেক নেককার, শরীয়তের অনুসারী মুসলমানের প্রতি যত্নবান ও সম্মান বজায় রাখে, কেননা হতে পারে, “তিনি” আল্লাহ তায়ালার ওলী। যখন আমরা নেক লোকদের প্রতি মন থেকে সম্মান করবো, কু-ধারণা থেকে বিরত থাকবো এবং সকল মুসলমানকে নিজের চেয়ে উত্তম মনে করতে থাকবো, তখন আমাদের সমাজও সঠিক হয়ে যাবে এবং

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ আমাদের পরকালও সজ্জিত হয়ে যাবে।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

হিকমতের মাদানী ফুল

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ‘তাকসীরে কবীর’ এ বলেন: আল্লাহ তায়ালা শবে কদরকে কয়েকটি কারণে গোপন রেখেছেন। প্রথমত: যেভাবে অন্যান্য জিনিসকে গোপন রেখেছেন, যেমন আল্লাহ তায়ালা নিজের সন্তুষ্টিতে আপন আনুগত্যে গোপন রেখেছেন, যেনো বান্দা প্রতিটি আনুগত্যের প্রতি উৎসাহ অর্জন করে। নিজের গজবকে গুনাহের মাঝে গোপন রেখেছেন, যেনো প্রত্যেক গুনাহ থেকে বিরত থাকে। আপন ওলীদের মানুষের মাঝে গোপন রেখেছেন, যেনো লোকেরা সবাইকে সম্মান করে, দোয়া কবুল হওয়াকে দোয়ার মাঝে গোপন রেখেছেন, যেনো সবাই দোয়ায় অতিশয়োক্তি করে এবং ইসমে আযমকে নাম সমূহের মধ্যে গোপন রেখেছেন, যেনো সব নাম মোবারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। ‘সালাতে ওসত্বা’কে নামাযে মাঝে গোপন রেখেছেন, যেনো সকল নামাযের প্রতি যত্নবান হয় এবং তাওবা কবুল হওয়াকে গোপন রেখেছেন, যেনো বান্দা প্রত্যেক প্রকারের তাওবা সর্বদা করতে থাকে এবং মৃত্যুর সময়কে গোপন রেখেছেন, যেনো বান্দা ভয় করতে থাকে। অনুরূপভাবে শবে কদরকেও গোপন রেখেছেন, যেনো রমযানুল মোবারকের সকল রাতের প্রতি সম্মান দেখায়।

দ্বিতীয়ত: আল্লাহ তায়ালা যেনো ইরশাদ করেন: “যদি আমি শবে কদরকে নির্দিষ্ট করে (তোমাদের নিকট প্রকাশ করে) দিতাম এবং আমি তোমাদের গুনাহের কথাও জানি, তবে যদি কখনো যৌন তাড়না তোমাকে এ রাতে গুনাহের নিকটে নিয়ে যায় এবং তুমি গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে, তবে তোমার এ রাত সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও গুনাহ করা, না জেনে গুনাহ করার চেয়ে বেশী জঘন্য হতো, সুতরাং এ কারণেই আমি একে গোপন রেখেছি। তৃতীয়ত: আমি এ রাতকে গোপন রেখেছি, যেনো বান্দা এর অন্তর্গত পরিশ্রম করে এবং এই পরিশ্রমের সাওয়াব অর্জন করে। চতুর্থত: যখন বান্দা শবে কদর সম্পর্কে নিশ্চিত হবে না, তখন রমযানুল মোবারকের প্রতিটি রাতে আল্লাহ তায়ালা ইবাদত করার চেষ্টা করবে, এ আশায় যে, হয়তো এই রাতটিই শবে কদর। (তাকসীরে কবীর, ১১তম খন্ড, ২৯ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বরাত)

বহরের যে কোন রাত শবে কদর হতে পারে

শবে কদরের নির্দিষ্টকরণের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কিরামের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى অনেক মতভেদ পাওয়া যায়। এমনকি কিছু বুয়ুর্গের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মতে শবে কদর পুরো বছর ঘুরতে থাকে, যেমন: হযরত সাযিয়দুনা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: শবে কদর ঐ ব্যক্তিই পেতে পারে, যে পুরো বছরই রাতের প্রতি মনযোগ রাখে। (ভাফসীরে কবীর, ১১ত খন্ড, ২৩০ পৃষ্ঠা) এ অভিমতকে সমর্থন করে ইমামুল আরিফীন সাযিয়দুনা শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি শা'বানুল মু'আযযমের ১৫তম রাত (অর্থাৎ শবে বরাত) এবং একবার শা'বানুল মু'আযযমের ১৯তম রাতে শবে কদর পেয়েছি। তাছাড়া রমযানুল মোবারকের ১৩তম রাত এবং ১৮তম রাতেও দেখেছি, এবং বিভিন্ন বছরে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে তা পেয়েছি। তিনি আরো বলেন: যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শবে কদর রমযানুল মোবারকেই পাওয়া যায়, তবুও আমার অভিজ্ঞতাতো এটাই যে, এটি পূর্ণ বছরই ঘুরতে থাকে, এর জন্য কোন এক রাতই নির্দিষ্ট নয়। (ইত্তিহাফুস সা'দাত, ৪র্থ খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা)

রহমতে কাওনাইন ﷺ এর শায়খাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا সহ আগমন

دَاؤُومَاتَةَ اِلسَلَامِ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে রমযানুল মোবারকের ইতিকাহের অনেক বাহার হয়ে থাকে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইসলামী ভাইয়েরা মসজিদে ও ইসলামী বোনেরা 'মসজিদে বায়তে' (ঘরের নির্ধারিত স্থানে) ইতিকাহের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে এবং অনেক নূরানিয়ত অর্জন করে, উৎসাহের জন্য একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হচ্ছে: লিয়াকতপুর, জিলা রহিম ইয়ারখান, পাঞ্জাবের এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ হচ্ছে: আমি সিনেমার এতই আসক্ত ছিলাম যে, আমাদের গ্রামের সিডির দোকানের প্রায় অর্ধেক সিডি দেখে ফেললাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তালবানী গ্রামের



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

মাদানী মসজিদে রমযান মোবারকের (১৪২২ হিজরী, ২০০১ সাল) শেষ দশ দিনে আমার ইতিকার্য করার সৌভাগ্য নসীব হয়ে গেলো। দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতের কথা কি আর বলবো! ২৭ রমযান মোবারকের স্মরণীয় ঈমান তাজাকারী ঘটনা নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ বর্ণনা করছি: সারা রাত জাগ্রত থেকে আমি খুবই কেঁদে কেঁদে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দিদারের প্রার্থনা করেছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ভোরের সময় আমার উপর দয়ার দরজা খুলে গেলো, আমি নিজেকে স্বপ্নের জগতে কোন এক মসজিদের ভেতর দেখলাম, ইতোমধ্যে কেউ ঘোষণা করলো: “নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাশরীফ নিয়ে আসছেন এবং নামাযের ইমামতি করবেন।” কিছুক্ষণের মধ্যেই তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শায়খাইন তথা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক ও ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا সহ তাশরীফ নিয়ে আসলেন এবং আমার চোখ খুলে গেলো। শুধু এক বলক দেখলা এবং সেই সুন্দর অবয়ব কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো, এতেই মন ভরে উঠলো এবং চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল, এমনকি কাঁদতে কাঁদতে আমার হেচকী উঠে গেলো, আহ!

ইতনি মুদ্বত তক হো দিদে মুসহাফে আরিয নসীব,
হিফয করলো নাযেরা পড় পড়কে কোরআনে জামাল। (যওকে নাভ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এরপর আমার অন্তরে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি ভালবাসা আরো বৃদ্ধি পেলো বরং আমি দা'ওয়াতে ইসলামীরই হয়ে গেলাম। ঘর থেকে আমি বাবুল মদীনা করাচীর দিকে রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং দরসে নিজামী করার জন্য জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে গেলাম। এই বয়ান দেয়ার সময় দরজায়ে উলাতে ইলমে দ্বীন অর্জন করার পাশাপাশি সাংগঠনিকভাবে যেলী হালকার কাফেলা যিম্মাদার হিসাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর চেষ্টা করছি।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

জলওয়ায়ে ইয়ার কি আরযু হে আগর,
মাদানী মাহেল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মিঠে আকা করেঙ্গে করম কি নয়র,
মাদানী মাহেল মে করলো তুম ইতিকাফ। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইমাম আযম, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের উক্তি সমূহ

সায়্যিদুনা ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর পক্ষ থেকে এ প্রসঙ্গে দু'টি উক্তি বর্ণিত আছে: ﴿১﴾ লাইলাতুল কদর রমযানুল মোবারকেই রয়েছে, কিন্তু কোন রাত নির্ধারিত নয়। ﴿২﴾ সায়্যিদুনা ইমাম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর এক প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে: লাইলাতুল কদর পুরো বছরই ঘুরতে থাকে, কখনো রমযানুল মোবারক মাসে আর কখনো অন্যান্য মাসে। এই অভিমত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও সায়্যিদুনা ইকরামা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ থেকেও বর্ণিত।

(ওমদাতুল কারী, ৮ম খন্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠা, ২০১৫ নং হাদীসের পাদটিকা)

সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মতে, “শবে কদর” রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনে রয়েছে আর সেই রাতটি নির্দিষ্ট, এতে কিয়ামত পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হবে না। (প্রাণ্ড)

সায়্যিদুনা ইমাম আবু ইউসুফ এবং সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মতে, লাইলাতুল কদর রমযানুল মোবারকেই, তবে কোন রাত নির্দিষ্ট নেই, আর তাঁর আরেকটি উক্তি হলো, রমযানুল মোবারকের শেষ পনের রাতের মধ্যে লাইলাতুল কদর হয়। (প্রাণ্ড)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

শবে কদর পরিবর্তন হতে থাকে

সায়্যিদুনা ইমাম মালিকের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মতে: শবে কদর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোর মধ্যে হয়। কিন্তু কোন একটি রাত নির্ধারিত নেই, প্রতি বছর এ বিজোড় রাতগুলোতে ঘুরতে থাকে, অর্থাৎ কখনো ২১তম রাতে লাইলাতুল কদর হয়ে যায়, কখনো ২৩তম রাতে, কখনো ২৫তম, কখনো ২৭তম এবং কখনো কখনো ২৯তম রাতে শবে কদর হয়ে যায়।

(উমদাতুল ক্বারী, ১ম খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

শায়খ আবুল হাসান শায়েলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এবং শবে কদর

কাদেরীয়া শায়েলীয়া তারিকার মহান বুয়ুর্গ হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল হাসান শায়েলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “কখনো যদি রবিবার কিংবা বুধবার প্রথম রোযা হয় তবে ২৯তম রাতে, যদি সোমবার প্রথম রোযা হয় তবে ২১তম রাতে, যদি প্রথম রোযা মঙ্গল বা শুক্রবার হয় তবে ২৭তম রাতে, প্রথম রোযা বৃহস্পতিবার হলে ২৫তম রাতে এবং প্রথম রোযা যদি শনিবার হয় তবে ২৩তম রাতে শবে কদর পেয়েছি।” (তাফসীরে সা'তী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৪০০ পৃষ্ঠা)

২৭তম রাত শবে কদর

যদিও বুয়ুর্গানে দ্বীন এবং মুফাস্‌সির ও মুহাদ্দিসরা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ শবে কদর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতবিরোধ রয়েছে, তবে অধিকাংশেরই অভিমত হচ্ছে, প্রতি বছর রমযানুল মোবারকের ২৭তম রাতেই শবে কদর হয়ে থাকে। হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মতে, রমযানের ২৭তম রাতেই “শবে কদর”। (মুসলিম, ৩৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৬২)

হযরত সায়্যিদুনা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ও বলেন: শবে কদর রমযান শরীফের ২৭তম রাতে হয়ে থাকে। নিজের মতের

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

সমর্থনে তিনি দু’টি দলীল বর্ণনা করেন: ﴿১﴾ “লাইলাতুল কদর” শব্দটিতে ৯টি বর্ণ রয়েছে এবং এ শব্দটি সূরা কদরে তিনবার রয়েছে, এভাবে ‘তিনকে নয় দিয়ে গুণ করলে গুণফল হয় ‘সাতাইশ’, যা এ কথার দিকে ইঙ্গিত বহন করছে যে, শবে কদর ২৭তম রাতে হয়ে থাকে। ﴿২﴾ এ সূরা মোবারকায় ত্রিশটি শব্দ রয়েছে। তন্মধ্যে ২৭তম বর্ণ হচ্ছে, “ق” যা দ্বারা ‘লাইলাতুল কদর’ বুঝানো হয়। সুতরাং যেন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালায় পক্ষ থেকে নেককার লোকদের জন্য এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, রমযান শরীফের ২৭তম রাতই শবে কদর হয়ে থাকে। (ভাফসীরে আযীযী, ৩য় খন্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা)

যেন শবে কদর অর্জন করে নিলো

হৃযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে

“لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ”^(১)

তিনবার পাঠ করবে, তবে সে যেনো শবে কদর অর্জন করে নিলো। (ইবনে আসাকির, ৬৫তম খন্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা) সম্ভব হলে প্রতি রাতে তিনবার এই দোয়া পাঠ করে নেয়া উচিত।

আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি প্রার্থীরা! সম্ভব হলে সারা বছরই প্রতি রাতে কিছু না কিছু নেককাজ অবশ্যই করে নেয়া উচিত, কেননা জানি না কখন শবে কদর হয়ে যায়। প্রতিটি রাতে দু’টি ফরয নামায আসে, অন্যান্য নামাযের পাশাপাশি মাগরীব ও ইশার নামাযের জামাআতের প্রতি খুবই গুরুত্ব দেয়া উচিত, কারণ যদি শবে কদরে সেই দু’টি নামাযের জামাআত ভাগ্যে জুটে যায়, তবে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ তরী তীরে পৌঁছে যাবে, বরং এমনিভাবে পাঁচ ওয়াস্ত নামাযের পাশাপাশি প্রতিদিন ইশা ও ফযরের নামাযের জামাআতের প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দেয়ার অভ্যাস গড়ে নিন। হৃযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দু’টি বাণী লক্ষ্য করুন: ﴿১﴾ যে ব্যক্তি ইশার

১. অনুবাদ: অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই, যিনি সহনশীল এবং দয়ালু, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সন্তু আসমান ও আরশে আযীমের মালিক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

নামায জামাআত সহকারে পড়েছে, সে যেনো অর্ধরাত কিয়াম করেছে এবং যে ব্যক্তি ফযরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করেছে, সে যেনো পুরো রাতই কিয়াম (ইবাদত) করেছে। (মুসলিম, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৫৬) ﴿۲﴾ যে ব্যক্তি ইশার নামায জামাআত সহকারে পড়েছে, নিশ্চয় সে যেনো লাইলাতুল কদর থেকে নিজের অংশ অর্জন করে নিয়েছে। (মুজাম্মল কবীর, ৮ম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৭৪৫)

আল্লাহ তায়ালা রহমতের সন্ধানকারীরা! যদি সারা বছরই জামাআতে নামায পড়ার অভ্যাস থাকে, তবে শবে কদরেও এ দু’টি নামাযের জামাআত إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ নসীব হয়ে যাবে এবং রাতভর ঘুমানো সত্ত্বেও إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ প্রতিদিনের মতো শবে কদরেও পুরো রাত ইবাদতকারী হিসেবে গন্য হবে।

শবে কদরের দোয়া

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: আমি প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় দরবারে আরয করলাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! যদি আমি শবে কদর সম্পর্কে জানতে পারি তবে আমি কি পড়বো?” ইরশাদ করলেন: “এভাবে প্রার্থনা করো: **اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ** - অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল এবং ক্ষমা করা পছন্দ করো, তাই আমাকে ক্ষমা করে দাও।

(তিরমিযী, ৫ম খন্ড, ৩০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৫২৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহ! আমরাও যদি প্রত্যেক রাতে এ দোয়াটি কমপক্ষে একবার করে পড়ে নিই যে, কখনোতো শবে কদর ভাগ্যে নসীব হয়ে যাবে। আর ২৭তম রাতে এ দোয়া তো বারবার পাঠ করা উচিত।

শবে কদরের নফল সমূহ

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল হক্কী رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ “তাকসীরে রুহুল বয়ান” এর মধ্যে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেছেন: যে ব্যক্তি শবে কদরে একনিষ্টতার নিয়তে নফল পড়বে, তার পূর্বপার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। (রুহুল বয়ান, ১০ম খন্ড, ৪৮০ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

হযর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন আসতো, তখন ইবাদতের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন, এর মধ্যে রাতে জাগ্রত থাকতেন এবং নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে জাগাতেন।

(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৬৮)

হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল হক্কী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ উদ্ধৃত করেন: বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَتُهُ اللهُ تَعَالَى এ দশদিন প্রতি রাতে দু'রাকাত নফল নামায শবে কদরের নিয়তে পড়তেন। তাছাড়া পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক বুয়ুর্গ থেকে উদ্ধৃত, যে প্রতি রাতে দশ আয়াত এ নিয়তে পড়ে নিবে, তবে এর বরকত ও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় এ রাতে বরকতের ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: একবার যখন রমযান শরীফ তাশরীফ নিয়ে আসলো তখন হযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “তোমাদের নিকট এমন এক মাস এসেছে, যাতে একটি রাত এমনও রয়েছে, যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাত থেকে বঞ্চিত রয়েছে, যেন সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রয়েছে এবং এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হতো না, কিন্তু সে ব্যক্তি আসলেই বঞ্চিত। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৪৪)

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আপনার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ওসীলায় আমরা গুনাহগারদেরকে লাইলাতুল কদরের বরকত দ্বারা ধন্য হবার এবং অধিক পরিমাণে আপনার ইবাদত করার তৌফিক দান করুন।

أَمِينِ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

লাইলাতুল কদর মে মাতলাঈল ফযরে হক,

মাঙ্গ কি ইত্তিকামত পে লাখো সালাম। (হোদায়িকে বখশীশ, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

হুয়া জা'তা হে রুখচত আহ! রমযান ইয়া রাসুলাল্লাহ

হুয়া জা'তা হে রুখচত আহ! রমযান ইয়া রাসুলাল্লাহ
খুশি কি লেহের দৌড়ি হার তরফ রমযান জব আ'য়া
মুসার্যত হি মুসার্যত অউর খুশি হি তি খুশি জিস দম
শাহা! আব গম কে মারে খুন কে আঁ'সু বাহাতে হে
চলা আ'ব জলদ ইয়ে রমযাঁ সাতাইসেঁ আ'গেয়ি তারিখ
ফাযায়েঁ নূর বরসাতেঁ হাওয়ায়েঁ মুসকুরাতি থিঁ
রিয়াযত কুচ না' কি হামনে ইবাদত কুচ না' কি হামনে
মে হায় জি চুরাতা হি রাহা আ'ব কি ইবাদত সে
মে সো'তা রেহ গিয়া গফলত কি চাদর থান কর আফসোস
জুদায়ি কি ঘড়ি জাঁ চৌয হে উশশাকে রমযাঁ পর
তড়পতে হে বলকতে হে কারার আতা নেহি উন কো
গুনাহৌঁ কি চিয়াহী ছা রহিহে রুখ পে মাহশর মে
মাহে রমযাঁ কি রুখচত জা'নে আশিক পর কিয়ামত হে

রহা আব চন্দ ঘড়িওঁ কা ইয়ে মেহমাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ
হে আব রজ্জিদা রজ্জিদা মুসলমাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ
নযর আ'য়া হেলালে আহ! রমযান ইয়া রাসুলাল্লাহ
চলা তড়'পা কে হায় আহ! রমযান ইয়া রাসুলাল্লাহ
ফকত দু'দিনকা আ'ব রমযান হে মেহমাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ
সামা আ'ব হো'গিয়া হার সমত বিরাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ
রহে বস হার ঘড়ি মশগুলে ইচইয়াঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ
গুযারা গফলতোঁ মে সারা রমযান ইয়া রাসুলাল্লাহ
খোদারা মেরি বাখশীশ কা হো সামাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ
চলা উন কু রুলা কর মাহে রমযাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ
বহুত বে চেইন হে উশশাকে রমযাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ
মেরা চেহেরা পা'য়ে রমযাঁ হো তাবাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ
গদা তেরে হে হেয়রান ও পেরেশাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ

খোদা কে নেক বন্দে নেকিউঁ মে লাগ গেয়ে লেকিন

গুনাহ করতা রাহা আত্তারে নাদাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৮ পৃষ্ঠা)

اللہ

عشرہ صغفرت

اللہ! میری تیری عطا مانگتا ہوں
میرا مغفرت کی دعا مانگتا ہوں

جہنم سے آزادی کا عشرہ

اللہ! جہنم سے آزاد کر دے

میرے نزدیک میری دعا غلط مانگتا ہوں
اللہم! دعا اللہ! اللہ! اللہ!
اللہم! اللہم! اللہم! اللہم!

اللہم! اللہم! اللہم!

اللہم! اللہم!

اللہم! اللہم!

عید مبارک

عید کی روز بخوشی کا اظہار شکر ہے
اللہم! بلعنا رخصنا
اللہم! عبادہ اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ!

اللہم! اللہم! اللہم!
اللہم! اللہم! اللہم!

عشرہ رحمت

میرا صدمہ سرجا! پھر آمد رمضان ہے
کھلا رکھی ہے جھانک دل تازہ ہو ایمان ہے
واہ! رمضان!



اللہم! اللہم! اللہم!

اللہ! غیر ماہ رمضان عطا ہے
میری یہ روت روت دعا مانگتا ہوں

جب گزر جائے گا ماہ یکبارہ
تیری آمدی پھر شو رو گیا
اللہم! اللہم! اللہم!

اللہم! اللہم! اللہم!

কলবে আশিক হে আ'ব পা'রা পা'রা আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান

(এই কালামের মাধ্যমানে কয়েকটি লাইন নাম না জানা শায়িরের, এর কথা খুবই প্রাণবন্ত ছিলো, তাই কারো অনুরোধে ঐ কালামের সাহায্য নিয়ে নিজের তেজস্বী অনুভূতিকে লেখনীর ভাষায় প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে)

কলবে আশিক হে আ'ব পা'রা পা'রা

আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান

কুলফতে হিজর ও ফুরকত নে মারা

আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান

তেরে আ'নে সে দিল খুশ হয়্যা থা

অউর যওকে ইবাদত বাড়়া থা

আহ! আ'ব দিল পে হে গম কা গালাবা

আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান

মসজিদোঁ মে বাহার আগেয়ী থি

জুক দর জুক আ'তে নামাযী

হো গেয়া কম নামাযোঁ কা জযবা

আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান

বযমে ইফতার সাজতি থি কেয়সি!

খুব সাহরী কি রৌনক ভি হোতি

সব সামাঁ হু গেয়া সু'না সু'না

আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান

তেরে দিওয়ানে আ'ব রো রাহে হেঁ

মুদতারিব সব কে সব হু রাহে হে

হায় আ'ব ওয়াজে রুখচত হে আ'য়া

আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান

তেরা গম হাম কো তড়পা রাহা হে

আ'তিশে শওক ভটকা রাহা হে

ফাট রাহাতে তেরে গম মে সীনা

আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান

ইয়াদে রমযাঁ কি তড়পা রাহি হে

আসোঁও কি জড়ি লাগ গেয়ী হে

কেহ রহা হে ইয়ে হার এক কাতরা

আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান

দিল কে টুকড়ে হুয়ে জা রাহে হে


তেরে আশিক মরে জা রাহে হে

রো রো কেহতা হে হার ইক বেচারা

আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান

হাসরতা মাহে রমযাঁ কি রুখচত

কলবে উশশাক পর হে কেয়ামত



কোন দেগা উনহে আ'ব দিলা'সা
কোহে গম আশিকৌ পর পড়া হে
কেহ রাহা হে ইয়ে হার গম কা মা'রা
তুম পে লাখৌ সালাম আহ! রমযান
জাও হাফিয়ে খোদা আ'ব তোমারা
নেকিয়া কুচ না হাম কর সাকে হে
হায়! গফলত মে তুঝ কো গুয়ারা
ওয়াসেতা তুঝ কো মিঠে নবী কা
রোযে মাহশর হামে বখশওয়ানা
জব গুয়ার জায়েঙ্গে মাহে গিয়ারা
কিয়া মেরি যিন্দেগী কা ভরোসা
মাহে রমযাঁ কি রঙে ফাযাওঁ!
লো সালাম আখেরী আ'ব হামারা
কুচ না হুসনে আমল কর সাকা হৌঁ
ব্যস এ্যহী হে মেরা কুল আচা'চা
হায় আত্তার বদকারে কাহিল
ইস সে হৌঁশ হো কে হোনা রওয়ানা
সালে আয়িন্দা শাহে হারাম তুম
তুম মদীনে মে রমযাঁ দেখানা

আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান
হার কোয়ি খুন আ'ব রো রাহা হে
আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান
আল ওয়াদা আহ! এ্যয় রব কে মেহমান!
আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ রমযান
আহ! ইচইয়াঁ মে হি দিন কাটে হে
আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান
হাশর মে হাম কো মত ভুল জা'না
আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান
তেরি আ'মদ কা ফির শোর হোগা
আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান
আবরে রহমত সে মা'মলু হাওয়াও
আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান
নযর চন্দ আশক মে কর রহা হৌঁ
আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান
রেহ গিয়া ইয়ে ইবাদত সে গাফিল
আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান
করনা আত্তার পর ইয়ে করম তুম
আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান

রমযান শরীফকে কষ্টের মাস বলা

প্রশ্ন: রমযানুল মোবারকের আগমনে এরূপ বলা কেমন যে, অনেক ভারী (কষ্টের) মাস এসে গেছে!

উত্তর: ফুকাহায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ السَّلَام বলেন: যে রমযানুল মোবারকের অবজ্ঞার নিয়তে বললো: “অনেক ভারী (কষ্টের) মাস এসে গেছে।” সে কাফির। (আল বাহরুর বায়িক, ৫ম খন্ড, ২০৬ পৃষ্ঠা) হ্যাঁ, যদি রোযা রাখা তার জন্য কষ্টকর হয় এবং একারণেই একথা বলে এবং রোযার অবজ্ঞা উদ্দেশ্য নয়, তবে কাফির নয়। কিন্তু এরূপ বলা উচিত নয়, কেননা আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে অন্তর সংকীর্ণ হওয়া ঠিক নয়।

(কুফরিয়া কালেমাত কে বা'রে মে সাওয়াল জাওয়াব, ৩৭৯ পৃষ্ঠা)

রোযার সংখ্যা নিয়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ

প্রশ্ন: রমযানুল মোবারকের রোযা সংখ্যা সম্পর্কে এরূপ বলা কেমন যে, রোযা রাখতে রাখতে আমি বিরক্ত হয়ে গেলাম।

উত্তর: এই বাক্যটিতে কুফরী বিদ্যমান। যেমন; “ফতোওয়ায়ে আলমগীরী”তে রয়েছে: যে রমযানের রোযা সম্পর্কে বলে: “অনেক বেশী, আমার মন তো বিষিয়ে গেছে।” এই বাক্যটি কুফরী। (আলমগীরী, ২য় খন্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

বিদায় মাহে রমযান

দরুদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে আমার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করলো, আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি দশটি রহমত প্রেরণ করেন।” (মুসলিম, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪০৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” পাঠ করা জায়য

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর মতো পঙতি সমূহ, যাতে কোন শরয়ী ভুল নাই, তা পাঠ করা ও শুনা মুবাহ ও জায়য, তবে এতে সাওয়াব অর্জনের জন্য ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত অর্জিত হবে।

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” সম্পর্কে ১২টি নিয়্যত

১. “আল ওয়াদা মাহে রমযান” পাঠ করার মাধ্যমে ওয়াজ ও নসীহত অর্জন করবো। ২. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসা, রমযানুল মোবারক মাসের মুহাব্বত অন্তরে বৃদ্ধি করবো। ৩. নেকীর প্রতি আছহ সৃষ্টি করবো। ৪. গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা সৃষ্টি করবো। (এই নিয়্যত ঐ অবস্থায় সঠিক হবে, যখন পাঠকৃত কালাম শরীয়াত সম্মত হবে এবং তাতে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

ওয়াজ ও নসীহত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকে) ৫. রমযানুল মোবারকের শেষ মুহর্ত পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার দরবারে নিজের মাগফিরাতের জন্য কখনো কখনো কান্নাকাটি করার চেষ্টা করতে থাকবো। (আহ! আহ! আহ! প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর একটি বাণী এটাও: “বঞ্চিত সেই ব্যক্তি, যে রমযান মাস পেলো এবং তার ক্ষমা হলো না, যখন এর রমযানে ক্ষমা হলো না, তবে কখন হবে!”)

(মু'জামুল আওসাত, ৫ম খন্ড, ৩৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৭৬২৭)

ওয়াসেতা রমযান কা ইয়া রব! হামে তু বখশ দেয়,
নেকীওঁ কা আপনে পাল্লে কুচ নেহী সা'মান হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৪ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

৬. এই নিয়্যতে “আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর ইজতিমায় অংশগ্রহণ করবো, যাতে নেকীর প্রেরণা অবশিষ্ট থাকে বরং আরো যেনো বৃদ্ধি পায়। (কেননা রমযানুল মোবারকে নেক লোকদের মাঝে নেকীর প্রেরণা আরো বৃদ্ধি পায়) ৭. অনেকে খোদাভীতির কারণে গুনাহ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু আফসোস! রমযান শরীফ বিদায় নিতেই আমলহীনতা আবারো বৃদ্ধি পেয়ে যায় এবং নামাযীর সংখ্যাও কমে যায়, আহ! মসজিদ খালি খালি মনে হয়, এই কল্পনায় শুধু নিজে আমলহীনতা থেকে বাঁচার নিয়্যতে নয় বরং অপরের সম্পর্কে অন্তরে দুঃখ রেখে ভাবাবেগ সহকারে মাহে রমযানকে বিদায় দিয়ে নিজের মাঝে খোদাভীরুতা বৃদ্ধি করবো। ৮. আগামী বছর রমযান মাস নসীব হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং অধিকহারে নেকী করার নিয়্যত অন্তর্ভুক্ত করে কেঁদে কেঁদে এই বছরের রমযান মাসকে বিদায় দেবো। ৯. নেককার লোকদের সাথে সামঞ্জস্যতা করবো, কেননা পূর্ববর্তী বুয়ুর্গরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى রমযানুল মোবারকের বিচ্ছেদে বিষন্ন হতেন। ১০. খোদাভীরুদের ইজতিমায় বরকত অর্জন করবো (الْحَسْبُ لِلَّهِ وَعَزَّوَجَلَّ) এরূপ মনমুগ্ধকর ইজতিমা দা'ওয়াতে ইসলামীতে দেখা যায়) ১১. ছন্দের আদলে করা দোয়ায় অংশগ্রহণ করবো,



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

কেননা “আল ওয়াদা” এর অনেক পণ্ডতি আমলের সংশোধন, উত্তম পরিণতি এবং ক্ষমা ইত্যাদি প্রার্থনা সম্বলিত হয়। ১২. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ এবং নেক আমলের ভালবাসায় কান্না করার চেষ্টা করবো, কেননা “আল ওয়াদা” পাঠকারী ও শ্রবণকারীর আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং রমযানুল মোবারক মাসের ভালবাসায় সাধারণত কান্না করার সৌভাগ্য নসীব হয়। যারা নিয়্যতের জ্ঞান সম্পন্ন, তারা আরো নিয়্যত বৃদ্ধি করতে পারেন।

হায় আভার বদকার কাহিল, রেহ গেয়া ইয়ে ইবাদত সে গাফিল,
ইস সে খোশ হো কে হোনা রওয়ানা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রমযানের আগমানে মোবারকবাদ দেয়া সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ: **أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرُ مَبَارَكٍ** অর্থাৎ “রমযান মাস এসে গেছে, যা খুবই বরকতময়” এর আলোকে “মিরআত” ৩য় খন্ডের ১৩৭ নং পৃষ্ঠায় বলেন: বরকতের অর্থ হচ্ছে বসে যাওয়া, জমে যাওয়া। এই জন্যই উটের গোয়ালঘরকে মোবারাকুল ইবিল বলা হয়, কেননা সেখানে উট বসে, বাঁধা হয়। এখন সেই অতিরিক্ত কল্যাণ (অর্থাৎ কল্যাণ বৃদ্ধি) যা এসে ফিরে যায় না তাকে বারাকাত বলে, যেহেতু রমযান মাসে অনুভূতিশীল বরকতও রয়েছে এবং অদৃশ্য বরকতও রয়েছে, তাই এই মাসকে “মোবারক মাস”ও বলা হয়। রমযানে প্রাকৃতিকভাবে মুমিনদের রিযিকে বরকত হয়ে থাকে এবং প্রত্যেক নেকীর সাওয়াব ৭০ গুণ বা এর চেয়েও বেশি। এই হাদীস দ্বারা জানা গেলো, রমযানুল মোবারক মাসের আগমানে আনন্দিত হওয়া, একে অপরকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

মোবারকবাদ দেয়া সুন্নাত (দ্বারা প্রমাণিত) এবং যার আগমনে আনন্দিত হওয়া উচিত তার বিদায়ে দুর্গখিতও হওয়া উচিত, দেখুন! বিয়ে শেষ হতেই (ভেঙ্গে যাওয়াতে) মহিলাদের শরয়ীভাবে দুঃখ আবশ্যিক, তাই অধিকাংশ মুসলমান জুমাতুল বিদাতে দুর্গখিত হয় এবং কান্না করে এবং খতিব সাহেবগণ এই দিনে কিছু বিদায় সূচক বাক্য (আল ওয়াদা মাহে রমযান সম্পর্কিত কিছু বাক্য) বলে, যেন মুসলমানরা অবশিষ্ট মুহর্তগুলোকে গণিমত মনে করে নেকীর কাজে আরো বেশি চেষ্টা করে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৩য় খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

কোহে গম আশিকোঁ পর পড়া হে, হার কোয়ী খুন আব রো রাহা হে,
কেহ রাহা হে ইয়ে হার গম কা মারা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রমযানের বিরহে অন্তর ডুবে যাচ্ছে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারক মাসের মহত্ব সম্পর্কে কেইবা জানে না! এর আগমনে মুসলমানদের খুশির সীমা থাকে না, জীবনোপায়ও পরিবর্তন হয়ে যায়, মসজিদ পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং ইবাদত ও তিলাওয়াতের স্বাদ বৃদ্ধি পেয়ে যায়, তাছাড়া সেহেরী ও ইফতারেরও আপন আপন বাহার হয়ে থাকে! এই মোবারক মাসে অধিকহারে রহমতের বর্ষন হয়, মাগফিরাতের সুসংবাদ শুনানো হয় এবং গুনাহগারদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকে। দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে দুনিয়া জুড়ে অসংখ্য মসজিদে অগনিত আশিকানে রাসূল পুরো রমযানুল মোবারক মাসের আর হাজার হাজার আশিকানে রাসূল শেষ দশদিনের ইতিকাফ করে থাকে, ইতিকাফে তাদেরকে সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, তাদেরকে নেকীর প্রতি উৎসাহিত এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণা প্রদান করা হয়, খোদাভীরুতা এবং

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

ইশ্কে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অমিয় সুধা পান করানো হয়। মোটকথা ইতিকাফকারী এবং ইতিকাফকারী নয় এমন, সবাই রমযান মাসে বরকত অর্জন করে থাকে। রমযান মাসের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করার সবারই আলাদা আলাদা পদ্ধতি হয়ে থাকে, বিদায়ের দিন নিকটবর্তী হতেই বিশেষকরে ইতিকাফকারী আশিকানে রমযানের অন্তর রমযানের বিরহে ডুবে যায়!

কলবে আশিক হে আ'ব পা'রা পা'রা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান।

কুলফতে হিজর ওয়া ফুরকত নে মা'রা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫১ পৃষ্ঠা)

শব্দার্থ: পা'রা পা'রা- টুকরো টুকরো। কুলফতে- কষ্ট, বেদনা। হিজর ওয়া ফুরকত- বিচ্ছেদ।

অন্তরে এই বেদনা ছেয়ে যায় যে, আহ! সম্মানিত মাস অতিশীঘ্রই আমাদের থেকে বিদায় নেবে! আফসোস! মসজিদের এই মনমুগ্ধকর ও সুন্দর মাদানী পরিবেশ থেকে বের হয়ে আবারো আমরা দুনিয়ার ঝামেলায় ফেঁসে যাবো, আহ! অতিশীঘ্রই আমাদের উদাসীনতা ভরা বাজারে আবারো যেতে হবে, হায়! আমরা শীঘ্রই অতিশীঘ্রই ইতিকাহফের বরকত এবং রমযানুল মোবারকের রহমতপূর্ণ পরিবেশ থেকে পৃথক হয়ে যাবো! এমনি ভাবনায় আশিকানে রমযানের অন্তর রমযানের বিরহে ভরে যায়!

তেরে আ'নে সে দিল খোশ হুয়া থা, অউর যওকে ইবাদত বাড়া থা,

আহ! আ'ব দিল পে হে গম কা গালাবা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫১ পৃষ্ঠা)

চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়

উদাসীনতায় অতিবাহিত করা রমযানের দিনগুলোর জন্য খুবই দুঃখ হয়, নিজের ইবাদতের মধ্যে অলসতা স্মরণ আসে, অন্তরে একটি ভীতিময় অবস্থা সৃষ্টি হয় যে, এমন যেনো না হয়, আমাদের অলসতার কারণে আমার প্রিয় প্রতিপালক আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেলো! আল্লাহ তায়ালা না পাওয়া রহমতের প্রতি দৃষ্টিও নিবন্ধ হয়ে যায়, ভয় এবং আশার মিশ্রিত অনুভূতি সৃষ্টি হয়,



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

কখনো রহমতের আশায় অন্তরের মৃত কলিও প্রক্ষুণ্ণিত হয়ে উঠে এবং চেহারায়ে সতেজতার প্রভাব প্রকাশ পায়, আর কখনো খোদাভীতির আধিক্য হয়ে থাকে তখন অন্তর বিষাদে ডুবে যায়, চেহারায়ে উদাসী ভাব ছেয়ে যায় এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়।

কুচ না হুসনে আমল কর সাকা হৌঁ, নযর চন্দ আশক মে কর রাহা হৌঁ,
ব্যস এহি হে মেরা কুল আসাসা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫৩ পৃষ্ঠা)

শব্দার্থ: হুসনে আমল- নেকী সমূহ। আসাসা- পাথেয়।

আমার জীবনের কি ভরসা

আশিকানে রমযানকে এই অনুভূতি বিশেষভাবে তাড়িয়ে বেড়ায় যে, রমযানুল মোবারক যদিওবা আগামী বছর আবাবারো অবশ্যই ফিরে আসবে, কিন্তু জানিনা আমি জীবিত থাকবো কিনা!

জব গুয়ার জায়েঙ্গে মাহা গেয়ারা, তেরে আ'মদ কা ফির শোর হোগা,
কেয়া মেরী জীন্দেগী কা ভরোসা, আল ওয়াদা আল ওয়াদা আহ! রমযান

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

পূর্ববর্তী লোকদের দোয়ায় সারা বছরই রমযানের স্মরণ থাকতো!

এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: পূর্ববর্তী লোকেরা রমযানুল মোবারকের পূর্বে ছয় মাস রমযান শরীফকে পেতে এবং রমযানুল মোবারকের পর ছয় মাস রমযানের ইবাদতের কবুলিয়্যতের দোয়া করতেন।

(লাতাজ্জফুল মা'আরিফ লি ইবনে রজব, ৩৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

ঈদের পূর্ব রাতে আশিকানে রমযানের অনুভূতি

রমযানুল মোবারকের শেষ দিনে বা মুহর্তে রমযান মাসের ভালবাসায় অনেক আশিকে রমযান বিষন্ন হয়ে যায়, রমযানের বিরহে কান্না করে, রমযান মাস উদাসিনতায় অতিবাহিত করার দুঃখে অশ্রু প্রবাহিত করে, আর এটাও একটি খুবই উত্তম আমল এবং ভাল নিয়তে নিঃসন্দেহে সাওয়াবের অধিকারী। নিশ্চয় রমযানুল মোবারকে অসংখ্য গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেয়া হয়, কিন্তু আমরা জানিনা যে, আমাদের ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে! নিঃসন্দেহে যে উদাসীন মুসলমান রমযান মাসে ক্ষমা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে, তারা অনেক বেশিই বঞ্চিত হয়েছে, যেমনটি প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী এমনও রয়েছে: اَرْثَاً رَغْمَ أَنْفِ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ وَمَضَانُ ثُمَّ اسْلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ “সেই ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট রমযান এলো, অতঃপর তার ক্ষমা হওয়ার পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গেলো।” (তিরমিধী, ৫ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৫৫৬)

মে হয়! জি ছুরাতা হি রাহা রব কি ইবাদত সে,

গুয়ারা গাফলতোঁ মে সারা রামযাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ!

মে সু'তা রেহ গেয়া গাফলত কি চাদর খান কর আফসোস!

খোদারা! মেরী বখশীশ কা হো সামা ইয়া রাসূলুল্লাহ!

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৭৯ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى الْحَبِيبِ!

রমযানের বিরহের উৎসাহ

আজ (অর্থাৎ এই লিখা লেখার সময়) থেকে প্রায় ৬২৫ বছর পূর্বেকার মিসরী সূফী বুয়ুর্গ এবং মক্কায়ে মুকাররমার وَادِعَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا স্থানীয় মুবাল্লিগে ইসলাম, সায়িয়দুনা শায়খ শুয়াইব হারিফিশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (ওফাত: ৮১০ হিজরী) বলেন: হে লোকেরা! তোমরা রমযান মাসের বিচ্ছেদে দুঃখিত হয়ে যাও! কেননা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

তা এমন একটি সময়, যাতে তোমরা রহমতের বর্ষণ এবং দোয়া কবুলের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকো। (আর রওয়াল ফায়িক, ৪০ পৃষ্ঠা)

জাঁ ফিদা তুঝ পে নানায়ে হাসানাইন! কলব হে গমযাদা অউর বে চেইন।
দিল পে সদমা বাড়া জা রাহা হে, হায়! তড়পা কে রমযাঁ চলা হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

রমযান মাসের বিচ্ছেদে কেন কান্না করবো না!

সায়িদ্যুনা শায়খ শুয়াইব হারিফিশ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমার ভাইয়েরা! রমযান মাসের রোযা এবং রাতের কিয়ামের (অর্থাৎ রাতের ইবাদতের) প্রতি কেন আত্মহাসিত হবো না! ঐ মোবারক মাসের বিদায়ে কেনইবা হাতাশা প্রকাশ করবো না, যাতে বান্দার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং সেই বরকতময় মাসের বিচ্ছেদে কেনইবা কান্না করবো না, যার বিদায়ে অধিক নেকী অর্জনের সুযোগও চলে যায়। (আর রওয়াল ফায়িক, ৪১ পৃষ্ঠা)

খুব রোতা হে তড়পতা হে গমে রমযান মে,

জু মুসলমাঁ কদরদান ও আশিকে রমযান হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০২ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

জুমাতুল ওয়াদার বয়ানে প্রাণ দিয়ে দিলো (কাহিনী)

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৪৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত “হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ” কিতাবের ৬৯-৯৭ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত কাহিনী আংশিক পরিবর্তন সহকারে বর্ণনা করা হচ্ছে: এক বুয়ুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আমি রমযান মাসের ‘জুমাতুল ওয়াদা’র দিনে হযরত মনছুর বিন আন্নার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মাহফিলে উপস্থিত হলাম। তিনি

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

রমযান শরীফের রোযার ফযীলত, রাতের ইবাদত এবং একনিষ্ঠতায় ইবাদতকারীদের জন্য যেসব প্রতিদান প্রস্তুত করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন এবং এমন মনে হচ্ছিলো, যেনো তাঁর বয়ানের প্রভাবে কঠিন পাথর থেকেও আগুন বের হচ্ছিলো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা শপথ! (এমন হতে পারে) কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন:

وَأَنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ
مِنْهُ الْآنْهَارُ

(১ম পারা, সূরা বাকারা, আয়াত ৭৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং পাথর গুলোর মধ্যে তো কিছু এমনও আছে, যেগুলো থেকে নদী সমূহ প্রবাহিত হয়।

কিন্তু তাঁর মাহফিলে কেউ নড়াচড়াও করলো না, কেউ নিজ গুনাহের জন্য দুঃখ প্রকাশও করলো না, তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যখন এই অবস্থা লক্ষ্য করলেন, তখন বললেন: হে লোকেরা! কেউ কি নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জেনেও কান্না করবে না? এটি কি তাওবা ও ইস্তিগফার করার মাস নয়? এটি কি ক্ষমা অর্জনের মাস নয়? এই মোবারক মাসে কি জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় না? এতে কি জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয় না? এতে কি শয়তানকে বন্দি করা হয় না? এই রোযার মাসে কি নেয়ামত ও অনুগ্রহের বর্ষন হয় না? এই বরকতময় মাসে কি আল্লাহ তায়ালা তাজল্লী (দয়ার দৃষ্টি) দেন না? এই মোবারক মাসে কি প্রতি রাতে ইফতারের সময় দশ লাখ গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয় না? তোমাদের কী হলো যে, এমন মহান সাওয়াব থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে এবং বিরুদ্ধবাদীর ন্যায় অহংকার করছো (উদ্দেশ্য হলো যে, আমল করো না এবং গুনাহে লিপ্ত রয়েছো)। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন:

أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تَبْصُرُونَ

(পারা ২৮, সূরা ভূর, আয়াত ১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তবে কি এটা যাদু? না তোমাদের বোধশক্তি নেই!



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

(অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন:) সবাই খোদায়ে গাফফার عَزَّ وَجَلَّ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাওবাই করো! তখন উপস্থিত সবাই উচ্চ স্বরে কান্নাকাটি করতে লাগলো, এমতাবস্থায় একজন যুবক কাঁদতে কাঁদতে দাঁড়িয়ে গেলো এবং আরয় করতে লাগলো: “হে আমার মুনিব! বলুন, আমার রোযা কি কবুল হয়েছে? আমার (রমযানের) রাতের কিয়াম (অর্থাৎ রাতের ইবাদত) কি কবুল হওয়া ইবাদতকারীদের সাথে লিপিবদ্ধ করা হবে? অথচ আমি অনেক গুনাহ করে ফেলেছি, আমি তো আমার সারাটা জীবন অবাধ্যতায় নষ্ট করে দিয়েছি, আহ! আমি আযাবের দিন সম্পর্কে উদাসীন রয়েছি।” তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: হে বৎস! আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাওবা করো, কেননা তিনি পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِّسِنَّ تَابٍ

(পারা ১৬, সূরা তোয়াহা, আয়াত ৮২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং নিঃসন্দেহে আমি অতীব ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তাওবা করেছে।

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ক্বারী সাহেবকে এই আয়াতে মোবারাকা পাঠ করার নির্দেশ দিলেন:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ

عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

(পারা ২৫, সূরা গু'রা, আয়াত ২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তিনিই, যিনি আপন বান্দাদের তাওবা কবুল করেন ও পাপ সমূহ মার্জনা করেন।

সেই যুবকটি শুনে জোরে একটি চিৎকার দিলো এবং বললো: “আমার সৌভাগ্য যে, আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ আমার নিকট পৌঁছেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি অবাধ্যতা বৃদ্ধি করেই চলেছি এবং ভুলপথ থেকে ফিরে আসিনি। অতিবাহিত হওয়া সময়ের স্থলে কি আর কোন সময় পাওয়া যাবে, যাতে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমা করে দিবেন?” অতঃপর সে পুনরায় চিৎকার দিলো এবং প্রাণ বিসর্জন করে দিলো। (অর্থাৎ মৃত্যু বরণ করলো) এই কাহিনীটি উদ্ধৃত করার পর কিতাবের প্রণেতা বলেন:



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহত)

আমার ভাইয়েরা! মাহে রমযানের বিদায়ে কেন কান্না করবো না এবং ক্ষমা ও মার্জনার মাসের বিচ্ছেদে কেন আফসোস করবো না! এই মাসের বিচ্ছেদে কেন শোক প্রকাশ করবো না, যেই মাসে গুনাহগারদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ হয়! (আর রওযুল ফায়িক, ৪৫ পৃষ্ঠা)

কর রাহে হে তুঝ কো রো রো কর মুসলমাঁ আল ওয়াদাম
আহ! আ'ব তো চন্দ ষড়িওঁ কা ফকত মেহমান হে।
ওয়াসেতা রমযান কা ইয়া রব! হামে তু বখশ দেয়,
নেকীয়োঁ কা আপনে পাঞ্জে কুছ নেহী সামান হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৪ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
صَلُّوا عَلَىٰ الْحَبِيبِ!

রমযান মাসের শেষ রাতে খোদভীতিতে ওফাত (কাহিনী)

রমযান মাস ইবাদত ও রিয়ায়তে অতিবাহিত করার পর শেষ রাতে ওফাত গ্রহণকারী একজন নেক বান্দীনের ঘটনা লক্ষ্য করুন এবং এ থেকে নিজের জন্য শিক্ষার মাদানী ফুল অব্বেষণ করুন, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন আবুল ফারাজ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: রমযানুল মোবারক মাসে আমার একজন বাঁদীর প্রয়োজন হলো, যে আমাকে খাবার প্রস্তুত করে দেবে, আমি বাজারে একজন দাসীকে দেখলাম, তার চেহারা হলদে, শরীর দুর্বল এবং চামড়া শুষ্ক ছিলো। আমি তার প্রতি করুণা অনুভব করে তাকে কিনে ঘরে আসলাম এবং বললাম: পাত্র নাও এবং রমযানুল মোবারকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনতে আমার সাথে বাজার চলো। তখন সে বলতে লাগলো: হে আমার মুনিব! আমি তো এমন লোকের নিকট ছিলাম, যার সারা জীবনই যেনো রমযান হতো! (অর্থাৎ ঐ লোক রমযানুল মোবারকের ফরয রোযা ছাড়াও নফল রোযাও অধিকহারে রাখতেন এবং দিনরাত ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন)। তার এই কথা শুনে আমি মনে করলাম যে, সে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দী হবে। مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ রমযানুল মোবারক মাসে সে সারা রাত ইবাদত করতে থাকলো এবং যখন শেষ রাত এলে আমি তাকে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

বললাম: ঈদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনতে আমার সাথে বাজারে চলো। তখন সে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো: হে আমার মুনিব! সাধারণ লোকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য কিনবেন নাকি বিশেষ লোকদের? আমি তাকে বললাম: তোমার কথা ব্যাখ্যা করো! তখন সে বলতে লাগলো: “সাধারণ লোকদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য তো ঈদের প্রসিদ্ধ খাবার, আর বিশেষ লোকদের প্রয়োজনীয় বিষয় হলো সৃষ্টি থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া, ইবাদতের জন্য অবসর হওয়া, নফলের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করা এবং তাঁর দরবারে বিনয় ও নশ্রতা প্রদর্শন করা।” একথা শুনে আমি বললাম: আমার উদ্দেশ্য খাবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য। সে আবারো জিজ্ঞাসা করলো: কি খাবার? যা শরীরের খাবার নাকি অন্তরের? তখন আমি বললাম: তোমার কথার ব্যাখ্যা করো! তখন সে আমাকে বললো: “শরীরের খাবার তো খাদ্য ও পানীয় আর অন্তরের খাবার হলো গুনাহ ছেড়ে দেয়া এবং নিজের দোষ ত্রুটি দূর করা, মাহবুবের দীদারের স্বাদ উপভোগ করা আর উদ্দেশ্য পূরণ হওয়াতে সন্তুষ্ট হওয়া, কিন্তু এই বিষয়গুলো অর্জন করতে বিনয়, পরহেয়গারীতা, অহঙ্কার দূর করা, মালিক ও মাওলা عَزَّوَجَلَّ এর প্রতি প্রত্যাভর্তন এবং জাহির ও বাতিনে শুধুমাত্র তাঁরই উপর ভরসা করা।” অতঃপর সেই বাঁদী নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো, সে প্রথম রাকাতে সম্পূর্ণ সূরা বাকারা পাঠ করলো, এরপর সূরা আলে ইমরান শুরু করে দিলো, অতঃপর একটি সূরা শেষ করে আরেকটি সূরা শুরু করতেই থাকলো, এমনকি সূরা ইব্রাহিমের ১৭ নং আয়াতে পৌঁছে গেলো:

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَ
يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ
مَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ
عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

(পারা ১৩, সূরা ইব্রাহিম, আয়াত ১৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতি কষ্টে তা থেকে (পূঁজের পানি) অল্প অল্প করে গলাধঃকরণ করবে এবং গলার নীচে অবতারণ করানোর আশায় থাকবে না এবং তার নিকট চতুর্দিক থেকে মৃত্যু আসবে আর সে মরবে না; এবং তার পেছনে কঠিন শাস্তি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

অতঃপর কাঁদতে কাঁদতে এই আয়াতকে বারবার পুনরাবৃত্তি করতে লাগলো, এমনকি বেহুঁশ হয়ে জমিনে পড়ে গেলো, যখন আমি তাকে নাড়া দিলাম তখন তার প্রাণ বায়ু দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গিয়েছিলো। (আর রওযুল ফায়িক, ৪১ পৃষ্ঠা)

তাঁর উপর আল্লাহ রাক্বুল ইযযতের রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।
 أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

দস্ত বসতা ইলতিযা হে হাম সে রাযী হো কে জা,
 বখশোয়ানা হাশর মে হ্যাঁ তু মাহে গুফরান হে।

আস সালাম এয় মাহে রমযাঁ তুবা পে হোঁ লাখো সালাম,
 হিজর মে আ'ব তেরা হার আশিক ছয়া বেজান হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ عَلَى مُحَمَّدٍ

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর শরযী প্রমাণ কি?

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর চরনগুলো পাঠ করা ও শুনা নিঃসন্দেহে অনেক উত্তম কাজ, এটি ফরয বা ওয়াজিব বা সুন্নাত নয় বরং শুধুমাত্র মুবাহ ও জায়য। আর মুবাহ কাজে (অর্থাৎ এমন কাজ যাতে না সাওয়াব না গুনাহ) যদি ভাল নিয়ত অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয় তবে তা মুস্তাহাব ও সাওয়াবের কাজ হয়ে যায়। সুতরাং “আল ওয়াদা মাহে রমযান”ও ভাল উদ্দেশ্য যেমন; গুনাহ ও উদাসীনতার প্রতি লজ্জিত হয়ে এবং ভবিষ্যতে নেকীতে ভরা রমযান অতিবাহিত করার নিয়তে পাঠ করা ও শুনা সাওয়াবের কাজ। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “খুতবাতুল ওয়াদা” (অর্থাৎ বিদায় খুতবা) সম্পর্কে করা প্রশ্নের উত্তরে বলেন: তা (অর্থাৎ “আল ওয়াদা” এর খুতবা) নিজস্ব সত্তায় মুবাহ, প্রত্যেক মুবাহ কাজ ভাল নিয়তের কারণে মুস্তাহাব হয়ে যায়। আর শরযীভাবে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হলে, তা মাকরুহ থেকে হারাম পর্যন্ত (যেমন; নারী পুরুষ একত্রিত হওয়া বা এতে অর্থাৎ “আল ওয়াদা”র খুতবাকে ওয়াজিব ও আবশ্যিক মনে করা অথবা মহিলারা আনন্দচিন্তে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

এমনভাবে পাঠ করা যে, তাদের আওয়াজ পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে কিংবা আল ওয়াদার চরণগুলো শরীয়াত বিরোধী হওয়া) হয়ে যায়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ৪৫২ পৃষ্ঠা) তবে “আল ওয়াদা মাহে রমযান” পাঠ করার বর্তমান পদ্ধতি নতুন হলেও শরয়ীভাবে কোন সমস্যা নেই। মনে রাখবেন! মুবাহ কাজ করা বা না করাতে ক্ষতি নাই। মুস্তফা জানে রহমত ছয়র صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী: “হালাল হলো তা, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে হালাল করেছেন এবং হারাম হলো তা, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিতাবে হারাম করেছেন আর যেগুলোর প্রতি নিরবতা প্রদর্শন করেছেন তা ক্ষমায়োগ্য।” (তিরমিযী, ৩য় খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৭৩২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ হাদীসে পাকের এই অংশ “যেগুলোর প্রতি নিরবতা প্রদর্শন করেছেন তা ক্ষমায়োগ্য” এর আলোকে বলেন: অর্থাৎ যে সমস্ত জিনিষকে না কোরআনে করীমে হালাল বা হারাম বলেছে, না হাদীসে পাকে, অর্থাৎ যার আলোচনাই কোথাও নেই, তা হালাল। এ বিষয়ে “মিরকাত”^১ এবং “আশিয়াতুল লুমআত”^২ ও “লুমআত”^৩ এ রয়েছে: এই হাদীস শরীফ দ্বারা জানা গেলো, মূলতঃ তা মুবাহ অর্থাৎ যেসম্পর্কে কোরআন ও হাদীসে নিরবতা রয়েছে, তা হালাল। আম, মালটা (কমলা লেবু) এমনিভাবে পোলাও, জর্দা, ফিরনী এভাবে সুতি কাপড়, মসলিন কাপড়। অনুরূপভাবে মিলাদ শরীফ ও ফাতেহার শিরনী সব কিছু হালাল, কেন? এই জন্য যে, তা কোরআন ও হাদীসে হারাম করা হয়নি, এটাই ইসলামের স্পষ্ট বিধান। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩ পৃষ্ঠা)

১. মিরকাতুল মাফাতিহ, ৮ম খন্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা, ৪২২৮ নং হাদীসের পাদটিকা।
২. আশিয়াতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ৫৪০ পৃষ্ঠা।
৩. লুমআতুত তানকিহ, ৭ম খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা, ৪২২৮ নং হাদীসের পাদটিকা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আখুন্নর রাজ্জাক)

মূলতঃ তা মুবাহ

আমার আকা, আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা রঈসুল মুতাকাল্লিমিন হযরত মাওলানা নকী আলী খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লিখেন: মূলতঃ তা মুবাহ অর্থাৎ যে আমল করা বা বর্জন করাতে শরয়ীভাবে কোন বাধাবাধকতা পাওয়া যায় না, তা শরয়ীভাবে মুবাহ ও জায়য। (উসুলুর রিশাদ, ৯৯ পৃষ্ঠা) (এই বিষয় “মূলতঃ তা মুবাহ” এর বিস্তারিত “উসুলুর রিশাদ” ৯৯-১১৬ পৃষ্ঠায় প্রত্যক্ষ করুন)

দ্বীনে নতুন উত্তম পদ্ধতি বের করার হাদীসে অনুমতি

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর চরণগুলো পাঠ করা ও শুনান দ্বারা মানুষের মনে আঘাতের সৃষ্টি হয়, রমযানুল মোবারকের গুরুত্ব অন্তরে ফুটে উঠে, নিজের অলসতা স্মরণ হয় এবং গুনাহ থেকে তাওবা করার মানসিকতা সৃষ্টি হয়, সুতরাং তা একটি উন্নত পদ্ধতি। নিশ্চয় কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনে (ইসলামে) উত্তম পদ্ধতি আবিষ্কার করতে থাকার জন্য স্বয়ং হাদীসে পাকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, যেমনটি প্রিয় নবী, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী: যে কেউ ইসলামে উত্তম পদ্ধতির প্রচলন করে, তার পর সেই পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করা হয়েছে তবে সেই পদ্ধতির উপর আমলকারীর ন্যায় সাওয়াব ঐ ব্যক্তিরও (প্রচলনকারীর) অর্জিত হবে এবং তাদের (আমলকারীদের) সাওয়াবে কোনরূপ কম হবে না আর যে ব্যক্তি ইসলামে মন্দ পদ্ধতির প্রচলন করলো তার পর সেই পদ্ধতির উপর আমল করা হয়েছে তবে সেই পদ্ধতির উপর আমলকারীর ন্যায় গুনাহ তারও (প্রচলনকারীর) অর্জিত হবে এবং তাদের (আমলকারী) গুনাহে রূপ কম হবে না। (মুসলিম, ১৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০১৭)

আশিকানে মাহে রমযাঁ রো রহে হে ফুট কর,

দিল বড়া বে চেইন হে আফসুরদা রুহ ও জান হে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

দাসতানে গম সুনায়্যেঁ কিস কো জা'কর আহ! হাম,

ইয়া রাসূলান্নাহ! দেখো চল দিয়া রমযান হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

“আল ওয়াদা” শ্রবনে তাওবা ও নেকীর প্রেরণা অর্জিত হয়

খলিফায়ে আ'লা হযরত, মুফাসসীরে কোরআন, তাফসীরে খায়য়িনুল ইরফান প্রণেতা, সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকটও “আল ওয়াদা মাহে রমযান” পাঠ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যার উত্তর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এতোই সুন্দরভাবে দিয়েছেন যে, এর এক একটি শব্দ যেনো উম্মতের জন্য কল্যাণময়, নেকীর দাওয়াতের প্রেরণা, মুসলমানদের সংশোধন ও সফলতা এবং ইসলামী বিধানাবলীর প্রজ্ঞা সম্বলিত, সেই প্রশ্নোত্তরের কিছু উদ্ধৃতির সারমর্ম সহ পর্যবেক্ষণ করুন: প্রশ্ন: রমযানুল মোবারকের শেষ জুমায় খুতবাতুল ওয়াদা পড়া হয়, যাতে রমযানুল মোবারকের ফযীলত ও বরকতের বর্ণনা হয়ে থাকে এবং এই মোবারক মাসের বিদায় ও এরূপ বরকতময় মাসে নেকী এবং কল্যাণের ভান্ডার জমা করতে না পারার কারণে বেদনা ও আফসোস এবং ভবিষ্যতের জন্য মানুষদের উত্তম আমলের উৎসাহ ও অবশিষ্ট রমযানের দিনগুলোতে অধিকহারে ইবাদতের আগ্রহ দেয়া হয়, মুসলমানরা এই খুতবা শুনে খুবই কান্না করে এবং গুনাহ থেকে তাওবা ও ইস্তিগফার করে আর ভবিষ্যতের জন্য নেকী করার প্রতিশ্রুতি করে। আলোচ্য কথা বিষয়গুলো কি জায়িয়, নাকি নয়? কেননা কিছু লোকেরা “আল ওয়াদা” পাঠ করাকে নিষেধ করে থাকে।

উত্তর: সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই খুতবা দেয়া থেকে নিষেধকারীদের আপত্তির উত্তর দিলেন, যেমনটি তার বক্তব্যের সারাংশ হলো যে: এই নিষেধকারীদের

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

নিকট নিষেধাজ্ঞার কোন শরয়ী দলীল নেই এবং তারা না কোন একটি হাদীস বা ফিকহী ইবারত এর নাজায়িয হওয়ার স্বপক্ষে উপস্থাপন করতে পারবে। কিন্তু এসব লোকদের পদ্ধতিই এমন যে, তারা নিজেদের ব্যক্তিগত মত এবং ধারণাকে দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয় এবং নিজের ধারণায় যা ইচ্ছা তা নাজায়িয করে দেয়! তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আরো বলেন: “খুতবাতুল ওয়াদা” কেন নাজায়িয হয়ে গেলো? খুতবায় যা শরীয়াত যে বিষয়গুলো চায়, তার মধ্যে কোনটি এতে নাই? বা কোন নিষিদ্ধ কাজটি (অর্থাৎ এমন কাজ যা ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে তা) এতে রয়েছে? অনুস্মারক (অর্থাৎ এমন কোন বিষয় যা দ্বারা মুসলমানদের নসীহত হয়) খুতবার সুন্নাত সমূহের মধ্যে একটি সুন্নাত। রমযানুল মোবারকের অতিবাহিত হওয়া দিনগুলোতে উত্তম আমল (অর্থাৎ নেকী) করতে না পারার প্রতি বেদনা ও আফসোস এবং বরকতময় দিনগুলো উদাসীনতায় অতিবাহিত করাতে উদ্বেগ ও হতাশা এবং (এই মোবারক) মাসের বিদায়ের সময় নিজের পূর্ববর্তী ভুলভ্রান্তিগুলোর (অর্থাৎ অতিবাহিত হওয়া অলসতাসমূহ) প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা ও মুসলমানদেরকে নেকীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করার এটি খুবই উত্তম পদ্ধতি এবং এতে (“আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর পদ্ধতিতে) খুবই উপকারী ও সহায়ক উপদেশ রয়েছে, এর এই প্রভাব হয় যে, লোকেরা অধিকহারে কান্না করে এবং তাদের তাওবা করা নসীব হয়, আল্লাহ তায়ালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে, ভবিষ্যতে নেক আমল করার দৃঢ় সংকল্প করে। এই ওয়াজ ও নসীহতকে ফুকাহারা সুন্নাত বলেছেন। ফতোওয়ায়ে আলমগীরীতে রয়েছে: (عَائِشَةُ وَالتَّائِبُونَ) অর্থাৎ “খুতবার দশম সুন্নাত হলো, ওয়াজ ও নসীহত (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত)।” (ফতোওয়ায়ে সদরুল আফযিল, ৪৬৬-৪৮২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

সদরুল আফাযিল رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ফতোওয়া থেকে অর্জিত ৯টি মাদানী ফুল

❁ রমযানুল মোবারকের শেষ দিনগুলোতে “আল ওয়াদা” পাঠ করা ও শুনাতে নেকী করতে না পারার দুঃখ ও আফসোস হয়ে থাকে, যা খুবই পছন্দনীয় কাজ এবং ❁ “আল ওয়াদা” রমযান শরীফের মোবারক দিনগুলোকে উদাসীনভাবে অতিবাহিত করাতে অনুতপ্ত হওয়ার একটি উপায় ❁ এতে অতিবাহিত হওয়া অলসতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে ভবিষ্যতে নেকী করার প্রেরণা সৃষ্টি হয় এবং ❁ এই “আল ওয়াদা” মুসলমানদের অন্তরে নেকীর আত্মহ ও লালসা সৃষ্টি করার একটি উত্তম উপায় ❁ এই পদ্ধতিতে “আল ওয়াদা”য় খুবই উপকারী উপদেশ অর্জিত হয় ❁ “আল ওয়াদা” দ্বারা সত্যিকার তাওবা নসীব হয় (দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে তো একেবারে প্রকাশ্য বরং স্বয়ং অংশগ্রহণ করে এর বরকত পর্যবেক্ষণ করতে পারেন) এবং আল্লাহ তায়ালা দরবারে কান্না করা নসীব হয় ❁ “আল ওয়াদার” কারণে লোকেরা আল্লাহ তায়ালা দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে ❁ “আল ওয়াদার” বরকতে মুসলমানের একটি বড় অংশ ভবিষ্যতে নেকী করার দৃঢ় সংকল্প করে নেয় (এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অনেক সৌভাগ্যবানের এই নিয়তের উপর স্থায়িত্বও অর্জিত হয়ে যায়) ❁ জুমার খুতবায় ওয়াজ নসীহত করা সুন্নাত এবং খুতবায় “আল ওয়াদা” পাঠ করা এই সুন্নাতের উপর আমল করার একটি মাধ্যম (অর্থাৎ বর্তমান রূপ যদিও সুন্নাত নয় কিন্তু এর মূল প্রমাণিত যে, ওয়াজ ও নসীহত এবং ওয়াজ ও নসীহত করা সুন্নাত)।

মনে রাখবেন! সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সাযি়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খুতবায় জুমার ফতোওয়াটি “আল ওয়াদা” পাঠ করা সম্পর্কিত, কিন্তু “আল ওয়াদা” পাঠ করা ও শুনার যে বরকত বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই খুতবা ছাড়াও আখিরী জুমার নামাযের পর সালাত ও সালামের সময় এবং অনুরূপভাবে রমযান শরীফের শেষ দিনগুলোতে আসরের নামাযের পর বা অন্য যেকোন সময় পাঠ করা ও শুনাতেও অর্জিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

খুতাবে ইলমীতে “আল ওয়াদা”র পঙতি

কোন এক যুগে ভারতে অধিকহারে পাঠকৃত খুতবার কিতাব “খুতাবে ইলমী”তে খুবই আবেগের সহিত রমযানুল মোবারক মাসকে “আল ওয়াদা” বলা হয়েছে। আমার আকা, আ’লা হযরত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** “খুতাবে ইলমী”র রচয়িতার প্রশংসা এভাবে বর্ণনা করেন: “মাওলানা মুহাম্মদ হাসান ইলমী বেরলভী **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** সঠিক আকিদার সুন্নি এবং ওয়াজ ও নসীহতকারী আর **হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রশংসাকারী ও আমার দাদাজান হযরত মাওলানা রযা আলী খাঁন **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর শাগরেদ ছিলেন।” (ফতোওয়ারে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ৪৪৭ পৃষ্ঠা) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হাসান ইলমী **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** তাঁর খুতবা সমষ্টি “খুতাবে ইলমী”তে জুমাতুল বিদার খুতবায় রমযানুল মোবারককে “আল ওয়াদা” বলতে গিয়ে লিখেন: **الْوَدَاعُ الْوَدَاعُ يَا شَهْرَ رَمَضَانَ۔** (অর্থাৎ বিদায় বিদায় হে মাহে রমযান! (হে লোকেরা!) এই মাস শেষ হওয়াতে দুঃখ ও আফসোস করো! বিদায় বিদায় হে মাহে রমযান!) তিনি তাঁর এই কিতাবে উর্দুতেও “আল ওয়াদা”র কালাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন, এই কালাম থেকে ১২টি চরণ উপস্থাপন করছি, আপনিও পড়ুন এবং সম্ভব হলে রমযানের বিরহে অশ্রু প্রবাহিত করুন:

আফসোস তু রুখচত হুয়া, মাহে মোবারক আল ওয়াদা

আফসোস তু রুখচত হুয়া, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
মুদত সে খে হাম মুনতাবির, শুকরে খোদা আ’য়া তু ফির
দোযখ কে আন্দর বিল এর্কি, থা কয়েদ শয়তানে লায়িন
পড়তা থা সুন্নাত কোয়ি জব, ইয়া কোয়ি পড়তা মুস্তাহাব
জু ফরয আ’দা ভুয মে কারে, আজর ইস কো সত্তর কা মিলে
আচি রোযাদার পর, পৌঁছে গি জব নারে সাকার
আ’ব কুহ হে পেশে নয়র, আ’খৌ মে আশক আ’তে হে ভর

রো রো কে দিল নে ইয়ু কাহা: মাহে মোবারক আল ওয়াদা
পর হায়ফ জলদী চল দিয়া, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
মুমিন আযাবৌ সে বাঁচা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
পা’তা সাওয়াব ইক আজর কা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
থা ইয়ুমনে ও রহমত সে ভরা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
বন কর সিপর লে গা, বাঁচা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
করতা হে দিল আহ ওয়া বুকা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

তু মাহে, ইস্তিগফার কা, অউর তাআ'তে গাফফার কা
গর যি'সত হে ফির পা'য়েঙ্গে, ওয়ারনা বহত পচতয়েঙ্গে
রুখচত সে হে দিল পুর আলাম, ফুরকত সে জাঁ পর সখত গম
তা'রিফ কিয়া কোয়ি করে, খালি নেহী হে ফযল সে

কুছ ভি না হাম সে হো সাকা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
তু আ'ব হে রুখচত হো চলা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
শিদদ সে হে রজ্জ ও আনা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা
রোয অউর শব সুবহে ও মাসা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা

ইলমী না কি কুছ বন্দেগী, আয বস কেহ হে শরমন্দেগী
ওয়া হাসরাতা ওয়া হাসরাতা, মাহে মোবারক আল ওয়াদা

শব্দার্থ: হায়ফ- আফসোস। ইয়ুমান- বরকত। নারে সাকার- দোষখের আঙুন। সিপরা- ঢাল। আহ ও
বুকা- কান্নাকাটি। যি'সাত- জীবন। পুর আলাম- দুঃখিত। ফুরকত- বিচ্ছেদ। আনা- দুঃখ। মাসা- রাত,
সন্ধ্যা। আয বস- পরিণতি।

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَى الْحَبِيبِ!

খুতবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা

“বাহারে শরীয়াতে” বর্ণিত রয়েছে: অনারবীতে খুতবা পাঠ করা বা আরবীর সাথে অন্য ভাষা খুতবায় মিলানো খেলাফে সূন্নাতে মুতাওয়্যারেশা (অর্থাৎ সর্বদা প্রচলিত হয়ে আসা সূন্নাতের বিপরীত)। অনুরূপভাবে খুতবায় পঙতি পাঠ করাও উচিত নয়, যদিওবা আরবীতেই হোক না কেন, তবে হ্যাঁ, দু'একটি নসীহত মূলক পঙতি পাঠ করাতে সমস্যা নাই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৬৯ পৃষ্ঠা) সুতরাং উর্দুতে বা যেকোন ভাষায় “আল ওয়াদা” বা যেকোন কালাম পড়তে হলে তা খুতবার পূর্বে বা নামাযের পড়েই পাঠ করা উচিত।

“আল ওয়াদা মাহে রমযান” এর বাহার

বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশে আসার পূর্বে সাধারণ ছেলেদের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করতো, নামাযের নিয়মানুবর্তীতার কোন মানসিকতা ছিলো না, না ছিলো ইসলামী পোষাকের কোন ব্যবস্থা। অলসতায় জীবনের মূল্যবান মুহূর্তগুলো নষ্ট হচ্ছিলো। ১৯৯৯ সালে সে মেট্রিক পরীক্ষা দিলো, এরপর স্কুল ছুটি হয়ে গেলো, তখনই “শবে বরাত” এর আগমন

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

হলো এবং তার নিজের এলাকা “ডালমিয়া” এর নিকটেই “কানযুল ঈমান মসজিদ” নির্মান হচ্ছিলো, সেখানে মাগরীবের নামাযের ফরয ও সুন্নাতে পর শাবানুল মুয়াযযমের ছয় রাকাত নফল নামায পড়ানো হলো, অতঃপর রমযানুল মোবারক মাসে এই নির্মিতব্য মসজিদে তার “দা’ওয়াতে ইসলামী”র পক্ষ থেকে আয়োজিত সম্মিলিত ইতিকাফে আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফ করার সৌভাগ্যও নসীব হলো, এই ইতিকাফের বরকতে অনেক ইলমে দ্বীন শিখার সুযোগ হলো এবং শেষ দিনে রমযান মাসের বিদায় মুহূর্তে “আল ওয়াদা” পাঠ করা হলো, তখন আশিকানে রাসূলের মাঝে ভাবাবেশ পূর্ণ পরিবেগ বিরাজ করছিলো, তার মাঝেও ভাবাবেগের প্রভাব ছিলো এবং সে অনেকক্ষণ পর্যন্ত কান্না করলো, এমনকি ইসলামী ভাইয়েরা তাকে খাবার খাওয়ানোর জন্য বসালো কিন্তু তার কান্নার রেশ অব্যাহত ছিলো। অতঃপর তার পাগড়ী শরীফ সাজানোর সৌভাগ্য হলো। সেই থেকে আর আজ পর্যন্ত (লিখা লেখা পর্যন্ত) সে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত, অনেক মাদানী কাফেলায় সফর এবং মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফের তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্যও নসীব হয়, বর্তমানে (এই লিখা লেখাবস্থায়) ১৪৩৮ হিজরীর রজবুল মুরাজ্জবের ৪ তারিখে চার বছর যাবত মসজিদের ইমামতির পদে বহাল রয়েছে। জামেয়াতুল মদীনা ফয়যানে মুহাম্মদী গুলশান মুয়াম্মরে (করাচী) গণিত ও ইংরেজী বিষয়ে শিক্ষকতা করছে। আর اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তার তিনবার আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায “ফয়যানে মদীনা”য় সম্মিলিত ইতিকাফের সৌভাগ্যও নসীব হয়েছে। তাছাড়াও শিক্ষা বিষয়ক মজলিশ (দা’ওয়াতে ইসলামী) এর ডিভিশন পর্যায়ের যিম্মাদার হিসেবেও বহাল আছে।

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

মিসওয়াক সম্পর্কিত ১০টি হাদীস শরীফ

﴿১﴾ মিসওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করা, মিসওয়াক বিহীন ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম।^১ ﴿২﴾ মিসওয়াক সহকারে নামায আদায় করা, মিসওয়াক বিহীন নামায আদায় করার চেয়ে ৭০ গুণ বেশি উত্তম।^২ ﴿৩﴾ চারটি জিনিস রাসূলদের সুন্নাত: (১) সুগন্ধি ব্যবহার করা (২) বিবাহ করা (৩) মিসওয়াক করা এবং (৪) লজ্জা করা।^৩ ﴿৪﴾ মিসওয়াক করো! মিসওয়াক করো! আমার নিকট হলদে দাঁত নিয়ে আসিও না।^৪ ﴿৫﴾ মিসওয়াকে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের শিফা (আরোগ্য) রয়েছে।^৫ ﴿৬﴾ যদি আমার উম্মতের কষ্ট ও সমস্যার চিন্তা না থাকতো, তবে আমি তাদের প্রতিবার ওয়ুর সাথে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম।^৬ ﴿৭﴾ মিসওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যিক করে নাও, কেননা এতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে।^৭ ﴿৮﴾ ওয়ু হচ্ছে ঈমানের অর্ধেক আর মিসওয়াক হচ্ছে ওয়ুর অর্ধেক।^৮ ﴿৯﴾ মানুষ যখন মিসওয়াক করে নেয়, অতঃপর নামাযে দণ্ডায়মান হয়, তখন ফিরিশতা তার পেছনে দাঁড়িয়ে কিরাত শ্রবণ করে, অতঃপর তার নিকটে আসে, এমনকি নিজের মুখ তার মুখের সাথে লাগিয়ে দেয়।^৯ ﴿১০﴾ যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করলো এবং মিসওয়াক করলো, সুগন্ধি লাগালো, উত্তম কাপড় পরিধান করে, অতঃপর মসজিদে আসে এবং লোকদের গর্দানের উপর দিয়ে লাফিয়ে যায় না, বরং নামায আদায় করলো এবং ইমাম আসার পর (অর্থাৎ খুতবা এবং) নামায ক্ষেপে অবসর হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকলো, তবে আল্লাহ তায়ালার সমস্ত গুনাহ যা তার দ্বারা পুরো সপ্তাহে (সংগঠিত) হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করে দেন।^{১০}

১: আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খন্ড, ১০২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৮। ২: শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৭৭৪। ৩: মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ৯ম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৩৬৪১। ৪: জমউল জাওয়ামে, ১ম খন্ড, ৩৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২৮৭৫। ৫: জামেয়ে সগীর, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৮৪০। ৬: বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৩৭ পৃষ্ঠা। ৭: মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৮৬৯। ৮: মুসল্লাফ ইবনে আবী শায়বা, ১ম খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২২। ৯: আল বাহরিজ যাখার, ২য় খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৬০৩। ১০: মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৭৬৮।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ফয়যানে ইতিকাহফ

দরুদ শরীফের ফযীলত

তাজেদারে রিসালত, মাহবুবে রাক্বুল ইযযত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে আমার প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় দশ দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করলো, তার কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত (সুপারিশ) নসীব হবে।

(মু'জাময যাওয়ারিদ, ১০ম খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭০২২)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারক মাসের বরকতের কথা কি আর বলবো! সাধারণত এর প্রতিটি মূহূর্ত রহমতপূর্ণ এবং প্রতিটি ক্ষণই নিজের মাঝে অসংখ্য বরকতের সমহারে ভরা, কিন্তু এই সম্মানিত মাসে শবে কদর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব বহন করে। এতে অর্জন করতে আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুশ্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রমযানে পাকের পুরো মাসও ইতিকাহফ করেছেন এবং শেষ দশদিনের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। এমনকি একবার বিশেষ কোন অপারগতার কারণে “হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রমযানুল মোবারকে ইতিকাহফ করতে পারেননি, তাই শাওয়ালুল মুকাররমের শেষ দশ দিন ইতিকাহফ করেছিলেন।” (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৩১) “একবার সফরের কারণে হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইতিকাহফ করতে পারেননি, তাই পরবর্তী রমযান শরীফে বিশ দিন ইতিকাহফ করেছেন।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮০৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

ইতিকাহফ পুরোনো ইবাদত

পূর্ববর্তী উম্মতদের মাঝেও ইতিকাহফের ইবাদত বিদ্যমান ছিলো। যেমনটি ১ম পারার সূরা বাকারার ১২৫ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালার মহান বাণী হচ্ছে:

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ آبَائِهِمْ
اسْمِعِيلَ أَنْ طَهَّرَ بَيْتِي
لِلطَّافِينَ وَالْعَافِينَ وَ
الرُّكَّعِ السُّجُودِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি ইব্রাহীম ও ইসমাইলকে তাগিদ দিয়েছিলাম, ‘আমার ঘরকে খুব পবিত্র করো- তাওয়াফকারী, ইতিকাহফকারী এবং রুকু ও সিজদাকারীদের জন্য’।

মসজিদকে পরিস্কার রাখার আদেশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তাওয়াফ, নামায ও ইতিকাহফের জন্য কাবা শরীফের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য স্বয়ং কা'বার মালিক আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে আদেশ করা হচ্ছে। প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: “জানা গেলো যে, মসজিদকে পবিত্র ও পরিস্কার রাখতে হবে, এতে ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু আনা যাবে না, এটা আশ্বিয়ায়ে কিরামের সূনাত। আরও জানা গেলো যে, ইতিকাহফ হচ্ছে ইবাদত এবং পূর্বকার উম্মতের নামাযে রুকু ও সিজদা উভয়টি ছিলো। এটাও জানা গেলো যে, মসজিদ মুতাওয়াল্লী থাকা চাই এবং মুতাওয়াল্লী যেনো পরহিযগার ব্যক্তি হয়।” আরো বলেন: “তাওয়াফ, নামায ও ইতিকাহফ অনেক পুরোনো ইবাদত, যা হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَامُ এর যুগেও ছিলো।”

(মুফল ইরফান, ২৯ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

দশ দিনের ইতিকাহফ

উম্মুল মুমিনিন হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বর্ণনা করেন, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন ইতিকাহফ করতেন এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ তায়ালা হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে (প্রকাশ্য) ওফাত দান করেছেন। অতঃপর হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র বিবিগণ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ ইতিকাহফ করতে থাকেন। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০২৬)

আশিকদের প্রবল আগ্রহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত ইতিকাহফের অগণিত ফযীলত রয়েছে, কিন্তু আশিকদের জন্য তো এ কথাই যথেষ্ট যে, শেষ দশদিনের ইতিকাহফ সুন্নাত। তা কল্পনা করলেও প্রেরণা সৃষ্টি হয় যে, আমরা মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসূলের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর একটি অতি প্রিয় সুন্নাত পালন করছি। আশিকদের আগ্রহও তো এরূপ যে, অমুক অমুক কাজ আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ করেছেন, ব্যস এ কারণে আমাদেরও করতে হবে, কিন্তু আমল করার জন্য এটা আবশ্যিক যে, আমাদের জন্য যেনো শরয়ী কোন বাঁধা না থাকে।

উটনী নিয়ে চক্কর লাগানোর রহস্য

হযরত সাযিয়্যুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا অনেক বেশি সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন এবং মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর অনুসরণের প্রেরণা তাঁর মাঝে অধিকহারে কাজ করতো, এক স্থানে তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাঁর উটনি সহকারে চক্কর লাগালেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন: “এসম্পর্কে আমি জানি না, শুধু এতটুকু স্মরণ আছে যে, আমি রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে এই স্থানে এরূপ করতে দেখেছি, তাই আমিও এরূপ করলাম।”

(আশ শিফা, ২য় খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

ইতিকাহফের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে জামাআত সহকারে নামাযের অপেক্ষা

ফতোওয়ায়ে আলমগিরীতে রয়েছে: “ইতিকাহফের উপকারিতা একেবারে স্পষ্ট, কেননা এতে বান্দা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পক্ষিপূর্ণরূপে নিজেকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতে লিপ্ত করে দেয় এবং দুনিয়ার ঐসব কাজকর্ম থেকে পৃথক হয়ে যায়, যা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের পথে প্রতিবন্ধক আর ইতিকাহফকারীর সম্পূর্ণ সময়টুকু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নামাযেই অতিবাহিত হয়। (কেননা নামাযের জন্য অপেক্ষা করাতেও নামাযের মতো সাওয়াব রয়েছে) এবং ইতিকাহফের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে জামাআত সহকারে নামাযের জন্য অপেক্ষা করা ও ইতিকাহফকারীরা ঐসকল (ফিরিশতার) সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে, যারা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অমান্য করে না এবং যা-ই তাঁদের নির্দেশ দেয়া হয়, তাই পালন করে আর তাদের সাথে সামঞ্জস্যতা রাখে, যারা রাতদিন আল্লাহ তায়ালার তাসবীহ (প্রবিত্রতা) পাঠ করতে থাকে এবং এতে বিরক্ত হয় না।

(ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

এক দিনের ইতিকাহফের ফযীলত

নবী করীম, রউফুর রহীম ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একদিন ইতিকাহফ করবে, আল্লাহ তায়ালার তাব এবং জাহান্নামের মাঝখানে তিনটি খন্দককে অন্তরাল করে দেবেন, প্রতিটি খন্দকের দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের দূরত্ব অপেক্ষাও বেশি হবে।”

(মু'জামল আওসাত, ৫ম খন্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৩২৬)

পূর্ববর্তী গুনাহের ক্ষমা

উম্মুল মুমিনিন হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত: শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ ইরশাদ করেন: مَنْ اغْتَرَفَ إِيْسَانًا وَإِحْسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ অনুবাদ: “যে ব্যক্তি ঈমান



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

সহকারে এবং সাওয়াব অর্জনের নিয়তে ইতিকাফ করলো, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (জামেউস সগীর, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৪৮০)

প্রিয় নবী ﷺ এর ইতিকাফের স্থান

হযরত সাযিয়দুনা না'ফেয়ে رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বর্ণনা করেন: তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মাহবুবে রাব্বুল ইয্যত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ রমযান মাসের শেষ দশ দিনের ইতিকাফ করতেন। হযরত সাযিয়দুনা না'ফেয়ে رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন যে, হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا আমাকে মসজিদের ঐ স্থানটি দেখিয়েছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইতিকাফ করতেন। (মুসলিম, ৫৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৭১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদে নববী শরীফ عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ এর যেস্থানে আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইতিকাফ করার জন্য বিছানা (খাট) বিছাতেন, সেখানে স্মৃতি স্বরূপ একটি মোবারক স্তম্ভ ‘সুতুনে সরীর’ নামে এখনো স্থাপিত রয়েছে। সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূলরা এর যিয়ারত করে থাকে এবং বরকত অর্জনের জন্য সেখানে নফল নামায আদায় করেন।

সারা মাসের ইতিকাফ

হযরত সাযিয়দুনা আবু সাঈদ খুদরী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: একদা নবীয়ে রহমত, শাফেয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পহেলা রমযান থেকে ২০তম রমযান পর্যন্ত ইতিকাফ করার পর ইরশাদ করলেন: “আমি শবে কদরের অন্তিমের রমযানের প্রথম দশদিনের ইতিকাফ করলাম, অতঃপর মধ্যবর্তী দশদিনের ইতিকাফ করেছি, অতঃপর আমাকে বলা হয়েছে যে, শবে কদর শেষ দশ দিনে রয়েছে, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফ করতে চাও, তারা করে নাও।” (মুসলিম, ৫৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৭)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

তুরস্কবাসীদের তাবুতে ইতিকাহফ

হযরত সাযিয়দুনা আবু সাঈদ খুদরী رضي الله تعالى عنه বলেন: হযুরে আকরাম

صلى الله تعالى عليه وآله وسلم একটি তুরস্কবাসীদের তাবুতে রমযানুল মোবারকের প্রথম দশ দিন ইতিকাহফ করলেন, অতঃপর মধ্যবর্তী দশ দিনের, তারপর মাথা মোবারক বের করলেন এবং ইরশাদ করলেন: “আমি প্রথম দশদিনের ইতিকাহফ শবে কদর অন্বেষণ করার জন্য করেছি, অতঃপর এই উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় দশ দিনের ইতিকাহফও করলাম, তারপর আমাকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, শবে কদর শেষ দশ দিনে রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাহফ করতে চাও, সে যেন শেষ দশ দিন ইতিকাহফ করে। এজন্যই যে, আমাকে প্রথমে শবে কদর দেখানো হয়েছিলো, অতঃপর ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে এবং এখন আমি এটা দেখেছি যে, শবে কদরের ভোরে ভেজা মাটিতে সিজদা করছি। তাই এখন তোমরা শবে কদরকে শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতে অন্বেষণ করো।” হযরত সাযিয়দুনা আবু সাঈদ খুদরী رضي الله تعالى عنه বলেন: সেই রাতে বৃষ্টি হয়েছে এবং মসজিদ শরীফের ছাদ মোবারক টপকে পানি পড়ছিলো, অতএব একুশতম রমযানুল মোবারকের ভোরে আমার দু’চোখ দ্বারা প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صلى الله تعالى عليه وآله وسلم কে এমতাবস্থায় দেখেছি যে, হযুর পুরনূর صلى الله تعالى عليه وآله وسلم এর কপাল মোবারকের উপর কাদা মাটির চিহ্ন ছিলো।

(মিশকাত, ১ম খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৮৬)

ইতিকাহফের মহান উদ্দেশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও জীবনে একবার তো এই সূনাতে মুস্তফা صلى الله تعالى عليه وآله وسلم আদায়ের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ রমযানুল মোবারকের ইতিকাহফ করে নয়া উচিত। রমযানুল মোবারকে ইতিকাহফ করার সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য শবে কদরকে অন্বেষণ করা। আর সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে যে, শবে কদর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের বিজোড় রাতগুলোতেই হয়ে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাব্বরাত)

থাকে। এই হাদীসে মোবারাকা থেকে এটাও জানা গেলো যে, সেবার শবে কদর একুশতম রাতে হয়েছিলো, কিন্তু এটি ইরশাদ করা যে, “শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলোতে অন্বেষণ করো।” এই বিষয়কে স্পষ্ট করে দেয় যে, শবে কদর পরিবর্তন হতে থাকে। অর্থাৎ কখনো ২১তম, কখনো ২৩তম, কখনো ২৫তম, কখনো ২৭তম আর কখনো ২৯তম রাতে। মুসলমানদেরকে শবে কদরের সৌভাগ্য লাভ করার জন্য শেষ দশ দিনের ইতিকাফ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, কেননা ইতিকাফকারী দশ দিনই মসজিদে অবস্থান করে আর এই দশ দিনের মধ্যে কোন এক রাতে শবে কদর হয়ে থাকে। আর এভাবেই সে শবে কদরে মসজিদে অতিবাহিত করাতে সফলকাম হয়ে যায়। এ হাদীস শরীফ থেকে এটাও জানা যায় যে, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মাটির উপর সিজদা আদায় করেন, তাইতো মাটির সৌভাগ্যবান কণা প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরানী কপালের সাথে লেগে গিয়েছিলো।

কোন অন্তরাল ছাড়া মাটিতে সিজদা করা মুস্তাহাব

ফুকাহায়ে কিরামগণ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: “মাটিতে কোন অন্তরাল ছাড়া (অর্থাৎ জায়নামায, কাপড় ইত্যাদি না থাকা) সিজদা করা মুস্তাহাব।” (মারাকিউল ফালাহ, ১৯০ পৃষ্ঠা) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সর্বদা মাটির উপরই সিজদা করতেন অর্থাৎ সিজদার স্থানে জায়নামায ইত্যাদি বিছাতেন না। (ইহইয়াউল উলুম, ১ম খণ্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)

মুস্তফা ﷺ এর দু'টি বাণী

দু'টি হজ্জ ও দু'টি ওমরার সাওয়াব

﴿১﴾ “যে ব্যক্তি রমযানুল মোবারকে দশদিনের ইতিকাফ করলো, সে এমন যে, যেনো দু'টি হজ্জ ও দু'টি ওমরা করলো।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খণ্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯৬৬)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

﴿২﴾ “ইতিক্রাফকারী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং তার জন্য সকল নেকী লিখা হয়, যেমন এর সম্পাদনকারীর জন্য হয়ে থাকে।”

(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৮১)

না করেও নেকীর সাওয়াব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দ্বিতীয় হাদীসের আলোকে মীরাত ৩য় খন্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় বলেন: অর্থাৎ ইতিক্রাফের দ্রুত একটি উপকার এটি যে, তা ইতিক্রাফকারীকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। عَنَّفُ অর্থ হচ্ছে আটকে রাখা, বিরত রাখা, কেননা অধিকাংশ গুনাহ গীবত, মিথ্যা এবং চোগলকোরী ইত্যাদির কারণে হয়ে থাকে, ইতিক্রাফকারীরা হচ্ছে নির্জনবাসী এবং যারা তার সাথে দেখা করতে আসে তারাও মসজিদ ও ইতিক্রাফের সম্মানে খারাপ কথা বলে না বলায়ও না। অর্থাৎ ইতিক্রাফকারীরা ইতিক্রাফের কারণে যেসকল নেকী করা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো, যেমন; কবরের যিয়ারত, মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ, রোগাক্রান্তের প্রতি সহমর্মিতা, জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করা, তারা এসব নেকীর সাওয়াব সেভাবেই পায় যেভাবে এই কর্ম সম্পাদনকারীরা পায়, إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ গাজী, হাজি, ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদেরও এরূপ অবস্থা।”

প্রতিদিন হজ্জের সাওয়াব

হযরত সায্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: “ইতিক্রাফকারীদের প্রতিদিন একটি হজ্জের সাওয়াব অর্জিত হয়।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯৬৮)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

ইতিকাহফের সংজ্ঞা

“মসজিদে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইতিকাহফের নিয়্যতে অবস্থান করাকে ইতিকাহফ বলে।” এর জন্য মুসলমান সজ্জান হওয়া এবং অপবিত্র (অর্থাৎ গোসল ফরয হওয়া) ও হায়েয ও নিফাস (মাসিক ঋতুশ্রাব ও প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ) থেকে পবিত্র হওয়া পূর্বশর্ত। বালিগ (প্রাপ্ত বয়স্ক) হওয়া শর্ত নয়, নাবালিগও (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) যে বোধ শক্তি রাখে, যদি ইতিকাহফের নিয়্যতে মসজিদে অবস্থান করে, তবে তার ইতিকাহফ বিশুদ্ধ। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা)

ইতিকাহফের শাব্দিক অর্থ

ইতিকাহফ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে: “একস্থানে স্থির থাকা” উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, ইতিকাহফকারী আল্লাহ রাব্বুল ইয়যতের মহান দরবারে তাঁর ইবাদত করার পূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে একস্থানে স্থির হয়ে বসে থাকে। তার এটাই ধ্যান ধারণা থাকে যে, যেকোন ভাবে যেনো তার প্রতিপালক তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়!

এখনতো ধনীর দরজায় বিছানা পেতে দিয়েছে

হযরত সায্যিদুনা আ'তা খোরাসানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ইতিকাহফকারীর উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে আল্লাহ তায়ালার দরজায় এসে পড়েছে এবং এরূপ বলছে: “হে আল্লাহ! যতক্ষণ তুমি আমাকে ক্ষমা করবে না, ততক্ষণ এখান থেকে নড়বোনা।” (বাদায়িনুস সানায়িয়্ব, ২য় খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

হাম সে ফকির ভি আব ফেরি কো উঠতে হোঙ্গে,
আ'ব তো গনী কে দর পর বিসতর জমা দিয়ে হে।

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ, ১০১ পৃষ্ঠা)

ইতিকাহফের প্রকারভেদ

ইতিকাহফ তিন প্রকার: ﴿১﴾ ওয়াজিব ইতিকাহফ, ﴿২﴾ সুন্নাত ইতিকাহফ

﴿৩﴾ নফল ইতিকাহফ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

ওয়াজিব ইতিকাহফ

ইতিকাহফের মান্নত করলো অর্থাৎ মুখে বললো: “আমি আল্লাহ তায়ালার জন্য অমুক দিন কিংবা এতো দিনের জন্য ইতিকাহফ করবো।” এখন যতো দিনের কথা বললো ততদিনের ইতিকাহফ করা ওয়াজিব হয়ে গেলো। মান্নতের শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করা পূর্বশর্ত শুধু মনে মনে মান্নতের ইচ্ছা কিংবা নিয়্যত করাতে মান্নত সঠিক হবে না। (এবং এমন মান্নত পূরণ করা ওয়াজিব নয়)

(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)

মান্নতের ইতিকাহফ পুরুষেরা মসজিদে করবে এবং মহিলারা ‘মসজিদে বাইত’ এ, এতে রোযা রাখাও শর্ত। (মহিলারা ঘরে যে স্থানটি নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে তাকেই “মসজিদে বাইত” বলা হয়)^(১)

সুন্নাতে ইতিকাহফ

রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের ইতিকাহফ ‘সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আলাল কিফায়াহ’। (দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৯০ পৃষ্ঠা) যদি সবাই বর্জন করে তবে সবাইকে জবাবদীহিতা করতে হবে এবং শহরের মধ্যে একজন করে নিলে তবে সবাই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০২১ পৃষ্ঠা)

এই ইতিকাহফে এটা আবশ্যিক যে, রমযানুল মোবারকের ২০ তারিখের সূর্যাস্তের পূর্বেই মসজিদের ভেতর ইতিকাহফের নিয়্যতে উপস্থিত হতে হবে আর ২৯তম বা ৩০তম রমযানের সূর্যাস্তের পর মসজিদ থেকে বের হবে। যদি ২০ রমযানের সূর্যাস্তের পর মসজিদে প্রবেশ করে তবে ইতিকাহফের সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায় হবে না।

১. মান্নত সম্পর্কে বিস্তারিত বিধানাবলী জানার জন্য ‘বাহারে শরীয়াত’ ১ম খন্ডের ১০১৫ থেকে ১০১৯ পৃষ্ঠা এবং ‘বাহারে শরীয়াত’ ২য় খন্ডের ৩১১ থেকে ৩১৮ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আম্বুর রাজ্জাক)

ইতিকাহফের নিয়্যত এভাবে করুন

“আমি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনের সুন্নাত ইতিকাহফের নিয়্যত করছি।” (অন্তরে নিয়্যত থাকা শর্ত, অন্তরে নিয়্যত থাকাবস্থায় মুখেও উচ্চারণ করা উত্তম)

নফল ইতিকাহফ

মান্নত এবং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ব্যতীত যে ইতিকাহফ করা হয় তা মুস্তাহাব ও সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদা। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০২১ পৃষ্ঠা) এর জন্য রোযাও শর্ত নয় আর না কোন নির্দিষ্ট সময়ের শর্ত, যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন ইতিকাহফের নিয়্যত করে নিন, যখন মসজিদ থেকে বের হয়ে যাবেন ইতিকাহফ শেষ হয়ে যাবে। আমার আকা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: যখন মসজিদে যাবে ইতিকাহফের নিয়্যত করে নিবে, যতক্ষণ মসজিদেই অবস্থান করবে ইতিকাহফেরও সাওয়াব পেয়ে যাবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ৮ম খন্ড, ৯৮ পৃষ্ঠা) নিয়্যত অন্তরের ইচ্ছাকেই বলা হয়, যদি অন্তরেই আপনি এ ইচ্ছা করে নেন যে, “আমি সুন্নাত ইতিকাহফের নিয়্যত করছি।” আপনি ইতিকাহফকারী হয়ে গেলেন, যদি অন্তরে নিয়্যত থাকাবস্থায় মুখেও একই শব্দাবলী উচ্চারণ করে নেয়া উত্তম। নিজের মাতৃভাষায়ও নিয়্যত হতে পারে কিন্তু আরবী ভাষায় অধিক উত্তম যদি এর অর্থ মনে থাকে। “মলফূযাতে আ'লা হযরত” এর ৩১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে:

تَوَيْتُ سُنَّةَ الْإِعْتِكَافِ

অনুবাদ: “আমি সুন্নাত ইতিকাহফের নিয়্যত করলাম।”

মসজিদে নববী শরীফ عَلَى صَاحِبَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এর প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দরজা ‘বাবুর রহমত’ দিয়ে প্রবেশ করলেই সামনে মোবারক স্তম্ভ, এর উপর স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রাচীন যুগ থেকে স্পষ্টাক্ষরে تَوَيْتُ سُنَّةَ الْإِعْتِكَافِ লিখা রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

মসজিদে পানাহার করা

মনে রাখবেন! মসজিদের ভিতর পানাহার করা, সেহেরী ও ইফতার করা, যমযমের পানি বা দম করা পানি এবং ঘুমানো শরয়ীভাবে জায়িয় নেই, যদি ইতিকাহফের নিয়্যত করা হয়, তবে আনুষঙ্গিকভাবে এসব কাজের অনুমতি হয়ে যাবে। এখানে এই বিষয়টিও জেনে রাখা আবশ্যিক যে, ইতিকাহফের নিয়্যত শুধু পানাহার ও ঘুমানোর জন্য করবেন না, সাওয়াব লাভের জন্য করবেন। রাদ্দুল মুহতার (শামী) এর মধ্যে রয়েছে: “যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমুতে চায় তবে ইতিকাহফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ তায়ালা যিকির করণ অতঃপর যা ইচ্ছা করণ (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমুতে পারেন)।

(রাদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আলাদা আলাদা শহরে পুরো রমযান মাস এবং শেষ দশদিনের “সম্মিলিত ইতিকাহফ” এর ব্যবস্থা করা হয়, দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শুরার পক্ষ থেকে ইতিকাহফকারীদের নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও (জাদওয়াল) দেয়া হয়।

সম্মিলিত ইতিকাহফের ৪১টি নিয়্যত

هَيِّئِ الْمُوْمِنِمْ خَيْرِيْمِنَ عَمَلِهٖ- صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে: “মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।”

(মু'জাম কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৪২)

আপনার ইতিকাহফের মহান নেকীর পাশাপাশি আরো কিছু ভাল ভাল নিয়্যত অন্তর্ভুক্ত করে সাওয়াব বৃদ্ধি করণ। মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কার্ডে উল্লেখিত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বর্ণনাকৃত মসজিদে যাওয়ার ৪০টি নিয়্যতের মধ্য হতে অবস্থানুযায়ী নিয়্যত করার পাশাপাশি সুযোগ সাপেক্ষে অতিরিক্ত এই নিয়্যতগুলোও করে ঘর থেকে বের হোন, (মসজিদে এসেও অবস্থার

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

পরিশ্বেক্ষিতে নিয়্যত করা যায়, যখনই ভাল ভাল নিয়্যত করবেন সাওয়াবের নিয়্যতের প্রতিও সজাগ থাকবেন)

﴿১﴾ একনিষ্ঠতার সহিত ইবাদত করা, ব্যক্তিগত অধ্যয়ন বা জ্ঞানী ব্যক্তি পাওয়া গেলে তাঁর থেকে ইলমে দ্বীন শিখার সুযোগ থেকে উপকারীতা অর্জন করা, লাইলাতুল কদরের বরকত অর্জনে এবং রমযানুল মোবারকের মূল্যবান মুহূর্ত গুলো থেকে পুরোপুরি উপকারীতা অর্জনের জন্য সম্পূর্ণ রমযানুল মোবারক মাস (বা শেষ দশদিন) সুন্নাত ইতিকাফ করার জন্য যাচ্ছি। ﴿২﴾ তাসাউফের ঐ মূলনীতি (ক) কম খাওয়া (খ) কম কথা বলা (গ) কম ঘুমুনের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ থাকবো। ﴿৩﴾ দৈনিক পাঁচ ওয়াজ্ঞ নামায প্রথম সারিতে, ﴿৪﴾ প্রথম তাকবীরের সহিত, ﴿৫﴾ জামাতাত সহকারে আদায় করবো। ﴿৬﴾ প্রত্যেক আযান ও ﴿৭﴾ প্রত্যেক ইকামতের উত্তর প্রদান করবো। ﴿৮﴾ প্রত্যেকবার পূর্বে ও পরে দরুদ শরীফ সহ আযানের পর দোয়া পাঠ করবো। ﴿৯﴾ প্রতিদিন তাহাজ্জুদ, ﴿১০﴾ ইশরাক, ﴿১১﴾ চাশত ও ﴿১২﴾ আওয়াবীনের নামায আদায় করবো। ﴿১৩﴾ তিলাওয়াত এবং ﴿১৪﴾ দরুদ শরীফ অধিকহারে পাঠ করবো। ﴿১৫﴾ প্রতিদিন রাতে সূরা মূলক পড়বো বা শুনবো। ﴿১৬﴾ কমপক্ষে বিজোড় রাত গুলোতে সালাতুত তাসবীহ আদায় করবো। ﴿১৭﴾ প্রত্যেকটি সুন্নাতে ভরা হালকা এবং ﴿১৮﴾ বয়ানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করবো। ﴿১৯﴾ আত্মীয় স্বজন ও সাক্ষাতের জন্য আসা লোকদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করে সুন্নাতে ভরা হালকায় বসাবো। ﴿২০﴾ মুখে কুফলে মদীনা লাগাবো অর্থাৎ অযথা কথা বলা থেকে বিরত থাকবো এবং সম্ভব হলে এই মহৎ নিয়্যতে প্রয়োজনীয় কথাও যথাসাধ্য লিখে বা ইশারার মাধ্যমে করবো, যেনো অযথা বা খারাপ কথায় গিয়ে না পড়ি বা শোরগোলের কারণ হয়ে না যাই। ﴿২১﴾ মসজিদকে সব ধরণের দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা করবো। ﴿২২﴾ মসজিদে প্রকাশ্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

খড়কুটো এবং চুলের গোছা ইত্যাদি উঠিয়ে রাখার জন্য নিজের পকেটে থলে রাখবো। হযুর **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু উঠিয়ে নিবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন।” (ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ৪১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৫৭) ﴿২৩﴾ নিজের ঘাম এবং মুখের লালা ইত্যাদি দূষণ থেকে মসজিদের মেঝে বা চাটাই কিংবা কারপেটকে রক্ষা করার জন্য শুধুমাত্র নিজস্ব চাদর বা মাদুরে শয়ন করবো। ﴿২৪﴾ লজ্জা নিবারণের নিয়তে ঘুমের মধ্যেও যেনো পর্দার উপর পর্দা থাকে, এর প্রতি সজাগ থাকবো। (ঘুমানোর সময় পায়জামার উপর লুঙ্গি পড়ে এর উপর চাদর ঢেকে দেয়া বেশ উপকারী। জামেয়াতুল মদীনা, মাদানী কাফেলা এবং ঘর ইত্যাদি সব জায়গায় ঘুমানোর সময় এর প্রতি সজাগ থাকা উচিত) ﴿২৫﴾ মসজিদ যেনো দূষণ না হয়, এজন্য ওয়ুখানা যদি ফিনায়ে মসজিদে (মসজিদের অন্তর্ভুক্ত) হয় সে অবস্থায় তেল ও চিরুনি সেখানেই করবো আর যেই চুল ঝরে পড়বে তা উঠিয়ে নেবো। (যদি কেউ ওজুর জন্য অপেক্ষমান থাকে, তবে ওজুর স্থান থেকে সরে তেল দিবো ও মাথা আঁচড়ান) ﴿২৬﴾ অনুমতি ছাড়া কারো জিনিস ব্যবহার না করে নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচাবো, যেমন; ইস্তিজ্ঞাখানায় যাওয়ার জন্য অপরের সেভেল ইত্যাদি ব্যবহার করবো না, বরং ﴿২৭﴾ যাদের সাথে পূর্ব থেকেই লেনদেন ও বন্ধুত্ব ছিলো, তাদের থেকে ছোটখাট জিনিসও ধার না নিয়ে নিজেকে অশোভন কাজ থেকে বিরত রাখবো এবং যদি তা সে ব্যবহার করছে তবে তাকে কষ্ট না দেয়ার নিয়তের প্রতিও লক্ষ্য রাখবো, সুতরাং সেভেল, চাদর, বালিশ ইত্যাদি কোন সামগ্রী অন্যের নিকট চাইবো না। ﴿২৮﴾ ওয়াকফর জিনিসকে নষ্ট হওয়া থেকে নিরাপদ রাখবো, নামাযীদেরকে কষ্ট থেকে বাঁচানো এবং মসজিদের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের চিন্তা ধূর করার জন্য খাবার ফিনায়ে মসজিদে তা-ও খাবারের নির্দিষ্ট চাটাই বা দস্তুরখানা ইত্যাদি বিছিয়ে তাতে খাবো, নামাযের চাটাইয়ে কোন অবস্থাতেই খাবো না। ﴿২৯﴾ খাবার কম হওয়াবস্থায় “ঈসার” (নিজের পছন্দনীয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

জিনিস অপরকে দান করা) এর নিয়্যতে ধীরে ধীরে খাবো, যেনো অপর ইসলামী ভাই বেশি পরিমাণে খেতে পারে। “ঈসার” এর অসংখ্য সাওয়াব রয়েছে, যেমনটি নবী করীম, রউফুর রহীম ﷺ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি কোন জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখে, অতঃপর সেই আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করে নিজের উপর অন্য কাউকে প্রধান্য দেয়, তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন।” (ইবনে আসাকির, ৩১তম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা) ﴿৩০﴾ পেটের কুফলে মদীনা লাগাবো অর্থাৎ চাহিদা থেকে কম খাবো, যেনো ইবাদতে অলসতা না আসে এবং বেশি খাওয়ার কারণে সাস্থ্যে এমন কোন ক্ষতি যেনো না হয়ে যায়, যা ইবাদতে প্রভাব ফেলবে। ﴿৩১﴾ যদি কেউ কষ্ট দেয় তবে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করবো এবং ﴿৩২﴾ আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির জন্য তাকে ক্ষমা করবো। ﴿৩৩﴾ বিশেষ করে প্রতিবেশী ইতিকাহফকারীর সাথে এবং সাধারণত সবার সাথেই সুন্দর ব্যবহার করবো। ﴿৩৪﴾ ইতিকাহফের হালকা নিগরানের ব্যবস্থাপনা ও রুটিন সম্পর্কিত বিষয়ে আনুগত্য করবো, যেনো মসজিদের সম্মিলিত পরিচালনায় কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না হয় এবং অব্যবস্থাপনা সৃষ্টি না হয়। ﴿৩৫﴾ ফিকরে মদীনা করে প্রতিদিন মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করবো। ﴿৩৬﴾ ইসলামী ভাইদের সামনে যথাসময়ে মুচকি হেসে সদকার সাওয়াব অর্জন করবো। ﴿৩৭﴾ কেউ যদি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে তবে এই দোয়া পাঠ করবো: اَضْحَكَ اللهُ سِتْنَكَ (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তোমাকে হাসি খুশীতে রাখুন)। ﴿৩৮﴾ নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, বন্ধু বান্ধব এবং সকল উম্মতের জন্য দোয়া করবো। ﴿৩৯﴾ যদি কোন ইতিকাহফকারী অসুস্থ হয়ে পড়ে, তবে যথাসম্ভব তার মনখুশি ও সেবা করবো। ﴿৪০﴾ বয়স্ক ইতিকাহফকারীদের সাথে খুব বেশি ভাল আচরণ করবো। ﴿৪১﴾ ইতিকাহফকালে সামর্থ অনুযায়ী রিসালা বণ্টন করবো (প্রত্যেক ইতিকাহফকারী ইসলামী ভাইদের প্রতি ভালবাসাপূর্ণ মাদানী অনুরোধ যে, যথা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

সম্ভব বা ইতিকাহফকালে কমপক্ষে ১১২ টাকার মাকতাবাতুল মদীনীর রিসালা বা সুন্নাতে ভরা বয়ানে সিডি অথবা মাদানী ফুলের মাদানী লিফলেট সাফ্বাতের জন্য আগত ইত্যাদিদের নিকট অবশ্যই বন্টন করুন। রমযানুল মোবারকে রিসালা বন্টনের সাওয়াবও বেশি পাওয়া যাবে)

ইতিকাহফ কোন মসজিদে করবে?

জামে মসজিদ হওয়া ইতিকাহফের জন্য শর্ত নয় বরং ‘মসজিদে জামাআতে’ও হতে পারে। ‘মসজিদে জামাআত’ হচ্ছে ঐ মসজিদ, যাতে ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োজিত আছেন, যদিওবা তাতে পাঁচ ওয়াজ্জ জামাআত হয়না এবং সহজভাবে বলা যায় যে, নিঃশর্তভাবে প্রতিটি মসজিদে ইতিকাহফ বিস্তুক, যদিওবা সেই মসজিদে জামাআত না হয়। বিশেষকরে সচরাচর বর্তমানে কিছু মসজিদ এমনও আছে, যেখানে না ইমাম আছে না মুয়াজ্জিন। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৯৩ পৃষ্ঠা) সর্বোত্তম হচ্ছে মসজিদে হারাম শরীফে ইতিকাহফ করা অতঃপর মসজিদে নববী শরীফে **عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ** তারপর মসজিদে আকসা (অর্থাৎ বাইতুল মুকাদ্দাস) অতঃপর তাতে, যেখানে বড় জামাআত হয়।

(জাওহার, ১৮৮ পৃষ্ঠা, বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০২০-১০২১ পৃষ্ঠা)

ইতিকাহফকারী ও মসজিদের সম্মান

প্রিয় ইতিকাহফকারী ইসলামী ভাইয়েরা! আপনাদেরকে দশদিন মসজিদেই থাকতে হবে, তাই মসজিদের সম্মান সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় শিখে নিন। ইতিকাহফ অবস্থায় মসজিদের ভেতর প্রয়োজনীয় পার্থিব কথা বলার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু এমনভাবে যে, কোন নামাযী বা ইবাদতকারী অথবা ঘুমন্ত ব্যক্তির যেনো সমস্যা না হয়। মনে রাখবেন! মসজিদে বিনা প্রয়োজনে পার্থিব কথাবার্তা বলাও ইতিকাহফকারীর অনুমতি নেই।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

আল্লাহ তায়ালার তাদের প্রতি দয়া করবেন না

হযরত সাযিয়্যদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, নবীয়ে রহমত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: মানুষের মাঝে এমন একটি যুগ আসবে, যখন মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা হবে, তোমরা তাদের সাথে বসিওনা, কেননা আল্লাহ তায়ালার নিকট এমন মানুষের প্রয়োজন নেই। (শুয়ারুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯৬২)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি দয়া করবেন না, নয়তো রব তায়ালার কোন বান্দারই প্রয়োজন নেই, তিনি প্রয়োজন থেকে পবিত্র। (মিরাতুল মানাজিহ, ১ম খন্ড, ৪৫৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তোমার হারানো বস্তু ফিরিয়ে না দিক

হযরত সাযিয়্যদুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, হুযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো জিনিস খুঁজতে শুনে (বা দেখে), তবে বলবে: “আল্লাহ তায়ালা যেনো তোমাকে ঐ জিনিস ফিরিয়ে না দেন।” কেননা মসজিদ এ কাজের জন্য তৈরী করা হয়নি। (মুসলিম, ২৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬৮)

তবে তোমাদের শান্তি দিতাম

হযরত সাযিয়্যদুনা সাইব বিন ইয়াযীদ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি মসজিদে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমতাবস্থায় আমাকে কেউ পাথর মারলো, তাকিয়ে দেখলাম, তিনি আমীরুল মুমিনিন হযরত সাযিয়্যদুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ, তিনি আমাকে (ইঙ্গিত করে) বললেন: “ঐ দু’জন লোককে আমার নিকট নিয়ে এসো!” আমি ঐ দু’জনকে নিয়ে এলাম। হযরত সাযিয়্যদুনা ওমর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারনী)

তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: “তোমরা কোন জায়গার সাথে সম্পর্কিত?” আরয করলো: “তায়েফের সাথে।” তিনি বললেন: “যদি তোমরা মদীনা মুনাওয়ারার অধিবাসী হতে (কেননা তারা মসজিদের আদব সম্পর্কে ভালভাবে জানেন) তবে আমি তোমাদের অবশ্যই শাস্তি দিতাম, (কেননা) তোমরা রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মসজিদে নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উঁচু করেছো! (বুখারী, ১ম খন্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৭০)

মুবাহ কথা নেকী সমূহকে গ্রাস করে

হযরত সায়্যিদুনা মোল্লা আলী কারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মুহাক্কীক আলাল ইতলাক শায়খ ইবনে হুমাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বরাতে উদ্ধৃত করেন: “মসজিদে মুবাহ (অর্থাৎ যাতে গুনাহও নাই, সাওয়াবও নাই এমন জায়গা) কথাবার্তা বলা মাকরুহ এবং নেকীসমূহকে গ্রাস করে।” (মিরকাতুল মাফাতীহ, ২য় খন্ড, ৪৪৯ পৃষ্ঠা)

৪০ বছরের আমল নষ্ট করে দেয়

ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লিখেন: যে মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে, আল্লাহ তায়ালা তার চল্লিশ বছরের নেক আমল নষ্ট করে দেয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৩১১ পৃষ্ঠা। গাময়ুল উয়ুন, ৩য় খন্ড, ১৯০ পৃষ্ঠা)

মসজিদে হাসা কবরে অন্ধকার আনয়ন করে

সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, হুযুরে আকরাম ﷺ ইরশাদ করেন: **الضُّجُكُ فِي الْمَسْجِدِ طَلْبَةٌ فِي الْقَبْرِ** - صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ অনুবাদ: “মসজিদে হাসা কবরে অন্ধকার (আনয়ন) করে।” (আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাতাব, ২য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৯১)

কবরে অন্ধকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আলোচ্য বর্ণনাগুলো বারবার পড়ুন এবং আল্লাহ তায়ালায় ভয়ে কেঁপে উঠুন! এমন যেনো না হয় যে, মসজিদে প্রবেশ তো করলেন



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তবারানী)

সাওয়াব অর্জনের জন্য, কিন্তু খুব হাসাহাসি করে নেকী সমূহ নষ্ট করে বের হয়ে এলেন, কেননা মসজিদে শরীয়াতের বিনা অনুমতিতে দুনিয়াবী বৈধ কথাবার্তাও নেকীসমূহকে গ্রাস করে নেয়, অতএব মসজিদে পুরোপুরিভাবে শান্ত ও নিশ্চুপ থাকুন। বয়ান করলে বা শুনলে তা-ও খুবই গম্ভীরতার সহিত, এমন কোন কথা বলবেন না যাতে লোকেদের হাসি আসে। না নিজে হাসবেন, না লোকেরদর হাসাবেন, কেননা মসজিদে হাসা কবরে অন্ধকার আনয়ন করে। অবশ্য প্রয়োজনে মুচকি হাসা নিষেধ নয়। মসজিদের সম্মানের মানসিকতা তৈরীর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফরের অভ্যাস গড়ুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি।

দা'ওয়াতে ইসলামীর মুফতীর ইতিকাহফ

হাওয়াইলিয়াঁ কেণ্ট (খাইবার পকতুন খাঁ) এর এক ইসলামী ভাই গুনাহে ডুবে ছিলো, সম্ভান যুবক হয়ে গিয়েছিলো এরপরও ফ্যাশনের ভূত নামতো না। রমযানুল মোবারক মাসে বাবুল মদীনা করাচী থেকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের এক মাসের মাদানী কাফেলা হাওয়াইলিয়াঁ তাশরীফ আনলো। এই মাদানী কাফেলার বিশেষত্ব ছিলো যে, এতে দা'ওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশের গুরার রুকন দা'ওয়াতে ইসলামীর মুফতি, আলহাজ্ব আলহাফিয মুহাম্মদ ফারুক আভারী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ও ছিলো। সেই ইসলামী ভাইয়ের বড় ছেলে তাকে মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য নিয়ে গেলো। মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ইনফিরাদী কৌশিশে সেও মাদানী কাফেলার সাথে শেষ দশ দিনের ইতিকাহফকারী হয়ে গেলো। মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর সুন্দর চরিত্র তার হৃদয় জয় করে নিলো, অন্যান্য আশিকানে রাসূলও তাকে ইনফিরাদী কৌশিশ করলো, এমনকি তার অন্তর মোম হয়ে গেলে এবং الْحَمْدُ لِلَّهِ وَعَزَّ وَجَلَّ তার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো। সে ফ্যাশন বিমূখ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

হলো, সুন্নাতের সাথে সম্পর্ক গড়লো, দাঁড়ি মুন্ডানো ছেড়ে দিলো, গুনাহের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো এবং পরিপূর্ণভাবে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পর্ক গড়ে নিলো। মূলকথা সে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো, দাঁড়ি রেখে দিলো, পাগড়ী শরীফের মুকুট মাথায় সাজিয়ে নিলো। মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হবার পর তার চেষ্টা থাকতো, যেই সুন্নাত সম্পর্কে অবগত হতো, এর উপর আমল করতো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** দা'ওয়াতে ইসলামী মাদানী কাজের প্রসারের জন্য সাংগঠনিকভাবে হালকা পর্যায়ের যিম্মাদারও হলো।

আয়েগী সুন্নাতে জায়েগী শা'মতে, মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ।
তুম সুধর যাওগে, পাওগে বরকতে, মাদানী মাহোল মে কর লো তুম ইতিকাফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ اللهُ عَلَى الْحَبِيبِ!

মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী ইত্তিকালের পরও

মাদানী কাফেলার দাওয়াত দিয়েছেন

মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কি শান! মাদানী পরিবেশে থেকে তিনি মাদানী কাফেলার অনেক সফর করেছেন এবং অসংখ্য ইসলামী ভাইকে সংশোধন করে নিজের জন্য সাওয়াবে জারিয়ার ভান্ডার তৈরী করে ১৮ মুহাররমুল হারাম (১৪২৭ হিজরী, ১৭/০২/২০০৬ ইংরেজী) জুমার নামাযের পর এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন এবং দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরও স্বপ্নে এসে ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে এক ইসলামী ভাইকে মাদানী কাফেলার মুসাফির বানিয়ে দিয়েছেন, অতঃপর মাদানী কাফেলায় পৌঁছেও তাকে বালক দেখিয়েছেন ও আল্লাহ তায়ালা আদেশে মুত্রথলির রোগ হতে মুক্তি দিয়েছেন। যেমন; এক ইসলামী ভাইয়ের কিছুদিন ধরে মুত্রথলির রোগে কষ্টে ভুগছিলো, সে স্বপ্নে মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয় মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ যিয়ারত লাভ করলো, তিনি তাকে মাদানী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

কাফেলায় সফরের নির্দেশ দিলেন। সে সফর করার নিয়ত করে নিলো কিন্তু জমাদিউল আউয়ালে (১৪২৭ হিজরী) সফর করতে পারলো না। ২৪ শে জমাদিউল আখিরে (১৪২৭ হিজরী) সে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করলো। কাফেলার মসজিদে পৌঁছে যখন ঘুমালো, তখন স্বপ্নে দুনিয়ায় পৌঁছে গেলো, দেখলো যে, মুফতীয়ে দাওয়াতে ইসলামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ পর্দার উপর পর্দা করে (অর্থাৎ কোলে চাদর জড়িয়ে রান ঢেকে নিয়ে) উপবিষ্ট আছেন এবং তাঁর মূল্যবান বানী দ্বারা ধন্য করলেন, কিন্তু সে তাঁর বাণীগুলো বুঝতে পারলো না। মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ তার মূত্রথলীর যন্ত্রণাদায়ক রোগ থেকে মুক্তি লাভ হলো।

দরদ গর ছে তুমহারে মাচানে মে হে, দরসে ফারুখ দেয় কাফেলে মে চলো।
ফায়েদা আখিরাত কে বানানে মে হে, সব মুবাল্লিগ কাহে কাফিলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ!

মসজিদ সম্পর্কিত ১৯ টি মাদানী ফুল

- ❶ বর্ণিত আছে, একটি মসজিদ আপন রব তায়ালার নিকট অভিযোগ করার জন্য গেলো যে, লোকেরা আমার মাঝে দুনিয়াবী কথা বলে। ফেব্রার পথে তার সাথে ফিরিশতার সাক্ষাত হলো এবং বললো: আমাদের তাদেরকে (মসজিদে দুনিয়াবী কথোপকথন কারীদের) ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা)
- ❷ বর্ণিত হয়েছে, “যে ব্যক্তি গীবত করে এবং যারা মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে তাদের মুখ থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, যার কারণে ফিরিশতার আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।” سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ যেখানে মুবাহ ও জায়িয় কথা শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া মসজিদে বসে বলার



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

এই বিপদ, সেখানে (মসজিদে বসে) হারাম ও নাজায়িয কাজ করার কি অবস্থা হবে! (প্রাণ্ড)

❦৩❧ দর্জির জন্য জায়িয নেই যে, মসজিদে বসে কাপড় সেলাই করবে, অবশ্য শিশুদের বাধা প্রদান ও মসজিদের নিরাপত্তার জন্য বসলে, তবে ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে লিখকের জন্য (মসজিদে) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে লিখার অনুমতি নেই। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, ১১০ পৃষ্ঠা)

❦৪❧ মসজিদের ভিতর কোন ধরণের ময়লা কখনো ফেলবেন না। সাযিয়দুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ‘জযবুল কুলুবে’ উদ্ধৃতি করেন যে, মসজিদে যদি সামান্যতম খড়কুটো বা ধুলিকণাও ফেলা হয়, তবে এতে মসজিদের এতো বেশি কষ্ট অনুভূত হয়, যেমন কষ্ট মানুষ তার চোখে সামান্য কণা পড়লে অনুভব করে। (জযবুল কুলুবে, ২২২ পৃষ্ঠা)

❦৫❧ মসজিদের দেয়াল, মেঝে, চাটাই কিংবা কার্পেটের উপর কিংবা এর নিচে থুথু ফেলা, নাক পরিস্কার করা, নাক কিংবা কান থেকে ময়লা বের করে লাগানো, মসজিদের মাদুর বা চাটাই থেকে সূতা কিংবা ভগ্নাংশ ইত্যাদি বেন করা সবই শরয়ীভাবে নিষেধ।

❦৬❧ প্রয়োজনে (মসজিদের ভেতর) নিজের রুমাল ইত্যাদি দ্বারা নাক পরিস্কার করাতে অসুবিধা নেই।

❦৭❧ মসজিদের ময়লা পরিস্কার করে এমন কোন স্থানে রাখবেন না, যেখানে বেআদবী হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

❦৮❧ জুতা খুলে মসজিদে নিয়ে যেতে চাইলে, তবে ধুলোবালি ইত্যাদি বাইরে ঝেড়ে নিন। যদি পায়ের তালুতে ধুলোবালির কণা লেগে থাকে তবে রুমাল ইত্যাদি দ্বারা পরিস্কার করে নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করুন। মসজিদে ধুলোবালির কোন কণা যেনো না পড়ে সেদিকে সজাগ থাকুন।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

- ﴿৯﴾ ওয়ু করার পর দু'পা ওয়ুখানাতেই ভালভাবে শুকিয়ে নিন, ভিজা পায়ে থেকে মেঝে নোত্রা ও কার্পেট অপরিষ্কার হয়ে যায়। এখন আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর “মলফূযাত শরীফ” থেকে মসজিদের কিছু আদব পেশ করা হচ্ছে:
- ﴿১০﴾ মসজিদে দৌড়ানো কিংবা সজোরে পা রাখা, যার ফলে কম্পন সৃষ্টি হয়, তা নিষেধ।
- ﴿১১﴾ ওয়ু করার পর ওয়ুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে পানির একটি ফোটাও যেনো মসজিদের মেঝেতে না পড়ে। (মনে রাখবেন! অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে ওয়ুর পানির ফোটা মসজিদের মেঝেতে ফেলা নাজায়িয় ও গুনাহ)
- ﴿১২﴾ মসজিদের এক দরজা থেকে অন্য দরজায় প্রবেশের সময় (উদাহরণ স্বরূপ, বারান্দায় প্রবেশ করলে তখনও এবং বারান্দা থেকে ভিতরের অংশে প্রবেশের সময়ও) ডান পা অগ্রগামী করবে, এমনকি যদি কার্পেট বিছানো হয় তাতেও ডান পা রাখবেন এবং যখন সেখান থেকে সরে আসবেন, তখনও ডান পা মসজিদের কার্পেটের উপর রাখবেন (অর্থাৎ আসতে ও যেতে প্রতিটি বিছানো কার্পেটের উপর প্রথম ডান পা রাখবেন) অথবা খতীব যখন মিম্বরে যাবার ইচ্ছা করবে, প্রথমে ডান পা রাখবে এবং যখন নামবে তখনও ডান পা প্রথমে নামাবে।
- ﴿১৩﴾ মসজিদে যদি হাঁচি আসে তবে চেপ্টা করবেন যেন আওয়াজ ধীরে হয়, অনুরূপভাবে কাঁশিও। হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মসজিদে সজোরে হাঁচি দেয়াকে অপছন্দ করতেন। অনুরূপভাবে ঢেকুরও দমিয়ে রাখা উচিত এবং সম্ভব না হলে আওয়াজকে চেপে রাখা চাই, যদিওবা মসজিদের বাইরেও হয়। বিশেষ করে মজলিস কিংবা কোন সম্মানিত ব্যক্তির সামনে তা অভদ্রতাই। হাদীসে শরীফে বর্ণিত আছে: এক ব্যক্তি হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাব্বাত)

এর পবিত্র দরবারে ঢেকুর নিলো, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “আমাদের নিকট থেকে তোমার ঢেকুর দূরে রাখো, কেননা যে ব্যক্তি দুনিয়ায় বেশি সময় নিয়ে পেট ভরতে থাকে, সে কিয়ামতের দিন ততবেশি সময় ক্ষুধার্ত থাকবে। (জিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৮৬) এবং হাই তোলার সময় আওয়াজ কোথাও উচ্চ না করা চাই। যদিওবা মসজিদের বাইরে একাকী অবস্থায় হোক না কেন, কেননা এটা হচ্ছে শয়তানের অট্টহাসি। হাই আসলে যথাসম্ভব মুখ বন্ধ রাখুন, মুখ খুললে শয়তান মুখে থুথু দেয়। যদি এভাবে না থামে তবে উপরের পাটির দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট চেপে ধরুন আর এভাবেও না থামলে যথাসম্ভব মুখ কম করে খুলুন এবং বাম হাতকে উল্টো করে মুখের উপর ধরুন। যেহেতু হাই শয়তানের পক্ষ থেকে আসে এবং সম্মানিত নবীগণ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام তা থেকে পবিত্র। সেহেতু হাই আসলে এ কথা ভাবুন যে, “সম্মানিত নবীগণের عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام হাই আসতোনা।” إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ। তাৎক্ষণিকভাবে তা থেমে যাবে। (রাদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৪৯৮-৪৯৯ পৃষ্ঠা)

﴿১৪﴾ হাসি-ঠাট্টা স্বভাবতই নিষেধ এবং মসজিদে আরো কঠোরভাবে নাজায়িয।

﴿১৫﴾ মসজিদে হাসা নিষেধ, কেননা তা কবরে অন্ধকার আনয়ন করে। সময় ও সুযোগ ভেদে মুচকি হাসাতে ক্ষতি নেই।

﴿১৬﴾ মসজিদের মেঝেতে কোন জিনিস ছুঁড়ে মারবেন না বরং ধীরে রাখুন। গরমের মৌসুমে লোকেরা হাত পাখা ঘুরাতে ঘুরাতে এক পর্যায়ে ছুঁড়ে মারে (মসজিদে টুপি, চাদর ইত্যাদিও ছুঁড়ে মারবেন না, অনুরূপভাবে চাদর কিংবা রুমাল দ্বারা মেঝে এভাবে ঝাড়বেন না, যাতে আওয়াজ সৃষ্টি হয়) বা কাঠ অথবা ছাতা ইত্যাদি রাখার সময় দূর থেকে ছুঁড়ে দেয়া হয়। এমন করা নিষেধ রয়েছে। মোটকথা মসজিদের প্রতি সম্মান দেখানো প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

﴿১৭﴾ মসজিদের ভিতর বায়ু ত্যাগ করা নিষেধ, প্রয়োজনে (যারা ইতিক্রামকারী নয় তারা) বাইরে চলে যাবে। সুতরাং ইতিক্রামকারীর উচিত যে, ইতিক্রামের দিনগুলোতে অল্প আহার করা, পেট হালকা রাখা, যাতে প্রাকৃতিক ডাক ছাড়া বায়ু ত্যাগ করার প্রয়োজন কম হয়। তারা এজন্য বাইরে যেতে পারবেনা। (অবশ্য ফিনায়ে মসজিদের ভেতর টয়লেট থাকলে তাতে বায়ু ত্যাগ করার জন্য যেতে পারবে)

﴿১৮﴾ কিবলার দিকে পা প্রসারিত করা সব জায়গায় নিষেধ, মসজিদে কোন দিকেই প্রসারিত করবে, কেননা এটা দরবারের আদব বিরোধী কাজ। হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ মসজিদে একাকী বসা ছিলেন, পা দু'টি প্রসারিত করলেন, মসজিদের কোণা থেকে অদৃশ্য আত্মস্বাক্ষরকারী আওয়াজ দিলো: “ইব্রাহীম! বাদশাহের দরবারে কি এভাবে বসে?” তাৎক্ষণিকভাবে তিনি পা গুটিয়ে নিলেন আর এমনিভাবে গুটালেন যে, ইতিক্রামের সময়ই তা প্রসারিত হয়েছে। (আনওয়ারুল কুদসীয়া লিশ শা'রানী, ২য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা) (ছোট শিশুদেরকেও আদর করতে, শোয়াতে, উঠাতে সতর্কতা অবলম্বন করুন, যেনো তাদের পা কিবলার দিকে না হয় এবং প্রশ্নাব করানোর সময়ও আবশ্যিক যে, তার মুখ বা পিট কিবলার দিকে না হওয়া)

﴿১৯﴾ ব্যবহৃত জুতা পরে মসজিদে যাওয়া বেয়াদবী ও আদব বহির্ভূত কাজ।

(মলফূযাতে আ'লা হযরত, ৩১৭-৩২৩ পৃষ্ঠা হতে সংকলিত)

করম আয পায়ে মুস্তফা মেরে রব হো,
মুঝে মসজিদৌ কা মুয়াসেসর আদব হো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

মসজিদকে সুবাশিত রাখুন!

মসজিদে কফ দেখে হযুর ﷺ এর অসম্ভষ্টি

একবার নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মসজিদে নববী শরীফের عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ কিবলার দিকে কফ পড়ে থাকতে দেখে অসম্ভষ্টি প্রকাশ করলেন। তা দেখে এক আনসার সাহাবীয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا উঠলেন এবং তা ঘষে পরিস্কার করে সেখানে সুগন্ধি লাগিয়ে দিলেন। হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (আনন্দচিত্তে) ইরশাদ করলেন: “এটি কতইনা উত্তম কাজ।”

(নাসাঈ, ১২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৬৫)

ফারুকে আযম এবং মসজিদে সুগন্ধি

সায়িদুনা ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ প্রতি জুমা মোবারকে মসজিদে নববী শরীফে عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ সুগন্ধির ধোঁয়া দিতেন।

(মুসনদে আবু ইয়লা, ১ম খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৫)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

মসজিদকে সুবাশিত রাখুন!

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বর্ণনা করেন: প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুশ্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণের আদেশ দেন এবং তা যেনো পরিস্কার এবং সুবাশিত রাখা হয়।

(আবু দাউদ, ১ম খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৫৫)

এয়ার ফ্রেশনার থেকে ক্যান্সার হতে পারে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদকে উ'দ, লুবাণ এবং আগর বাতি ইত্যাদি দ্বারা সুগন্ধময় রাখা সাওয়াবের কাজ, মসজিদকে দুর্গন্ধ থেকে রক্ষা করা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

ওয়াজিব, সুতরাং দিয়াশলাই (তথা ম্যাচ) জ্বালাবেন না, কেননা তা থেকে বারুদের দূর্গন্ধ বের হয়। বারুদের গন্ধযুক্ত ধোঁয়া যেন মসজিদের ভিতর আসতে না পারে, এমন দূরে বাইরে থেকে লুবাণ, আগরবাতি ইত্যাদি জ্বালিয়ে মসজিদে আনবেন। আগরবাতীকে বড় কোন খালাতে রাখুন যেনো এর ছাই মসজিদে না পড়ে। আগর বাতির প্যাকেটে যদি কোন প্রাণীর ছবি থাকে তবে তা ঘষে তুলে নিন। মসজিদে (এমনকি ঘর এবং গাড়ি ইত্যাদিতে) “এয়ার ফ্রেশনার” (Air Freshner) দ্বারা সুগন্ধী স্প্রে করবেন না, কেননা এতে রাসায়নিক পদার্থ বাতাসে ছড়িয়ে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছে ক্ষতি করে। চিকিৎকদের এক গবেষণা মতে, এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহারের কারণে স্কীন ক্যান্সার হতে পারে। যেখানে নিয়ম প্রচলিত আছে, সেখানে মসজিদের চাঁদা থেকে সুগন্ধী লাগানোর অনুমতি রয়েছে এবং যেখানে এই নিয়ম প্রচলিত নেই সেখানে সুগন্ধির কথা উল্লেখ করে আলাদাভাবে চাঁদা সংগ্রহ করুন।

মুখে দূর্গন্ধ হলে মসজিদে যাওয়া হারাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! স্ফুধার চেয়ে কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ুন, খাওয়ার চাহিদা অবশিষ্ট থাকতেই হাত গুটিয়ে নিন। যদি ইচ্ছামত পেট ভরে খেতে থাকেন এবং সময়ে অসময়ে শিক কাবাব, বার্গার, ছোলা মুড়ি, পিৎজা, আইসক্রিম, ঠান্ডা পানীয় ইত্যাদি পেটে দিতে থাকেন, তবে পেট খারাপ হবে এবং আল্লাহ না করুন যদি “মুখ থেকে দূর্গন্ধ” আসার রোগ সৃষ্টি হয়, তবে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে, কেননা মুখ থেকে দূর্গন্ধ আসলে মসজিদে প্রবেশ করা হারাম, এমনকি যখন মুখে দূর্গন্ধ আসতে শুরু করে তখন জামাআত সহকারে নামায আদায়ের জন্যও মসজিদে আসা গুনাহ। যেহেতু আখিরাতের চিন্তা কম হওয়ার কারণে অধিকাংশ মানুষ খাবারের প্রতি লোভ বৃদ্ধি এবং আজকাল চারিদিকে চলছে “ফুড কালচারের” যুগ, সম্ভবত একারণে বা মুখ পরিস্কারে অলসতার কারণে কিছু মানুষ আছে, যাদের মুখ থেকে দূর্গন্ধ আসে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আন্দুর রাজ্জাক)

আমার অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, যখন কেউ মুখ কাছে এনে কথা বলে, তখন তার মুখের দুর্গন্ধের কারণে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রাখতে হয়। আফসোস! দুর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে অনেক লোক আল্লাহর পানাহ! মসজিদের ভেতর ইতিকাহফকারী হিসেবেও দেখা যায়। মনে রাখবেন! শরীয়াতের নির্দেশ হলো যে, যদি ইতিকাহফ চলাবস্থায়ও মুখের দুর্গন্ধ রোগ হয়ে যায় তবে ইতিকাহফ ভঙ্গ করে মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে হবে। পরে একদিনের ইতিকাহফের কাযা করে নিবে। রমযানুল মোবারকে কাবাব, ছমুচা এবং অন্যান্য তেলে ভাজা ও রকমারী চর্বিযুক্ত খাবার সমূহ পেট ভরে খুব বেশি করে খাওয়ার কারণে মুখের দুর্গন্ধ জাতীয় রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকে! এর উত্তম চিকিৎসা হচ্ছে, সাধারণ খাবার তা-ও চাহিদার চেয়ে কম খাওয়া এবং হজম শক্তি ঠিক রাখা, তাছাড়া যখনই আহার শেষ হবে খিলাল করা ও ভালভাবে কুলি ইত্যাদি করে মুখ পরিষ্কার রাখার অভ্যাস গড়া, অন্যতায় খাবারের অংশ দাঁতের ফাঁকে (Gaps) রয়ে যাবে, যা পঁচে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করবে। শুধু মুখের দুর্গন্ধ নয় বরং যাবতীয় দুর্গন্ধ থেকে মসজিদকে মুক্ত রাখা ওয়াজিব।

মুখে দুর্গন্ধ হলে নামায মাকরুহ

ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ৭ম খন্ডের ৩৮৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মুখে দুর্গন্ধ থাকাবস্থায় (ঘরে আদায়কৃত) নামাযও মাকরুহ এবং এমতাবস্থায় মসজিদে যাওয়া হারাম, যতক্ষণ না মুখ পরিষ্কার হবে। আর অপর নামাযীকেও কষ্ট দেয়া হারাম এবং অন্য নামাযী না থাকলেও দুর্গন্ধের কারণে ফিরিশতাদের কষ্ট হয়। হাদীস শরীফে রয়েছে: “যেই সব বস্ত্র দ্বারা মানুষ কষ্ট অনুভব করে, ফিরিশতারাও তাতে কষ্ট অনুভব করে।” (মুসলিম, ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

দূর্গন্ধযুক্ত মলম লাগিয়ে মসজিদে আসার নিষেধাজ্ঞা

আমার আক্বা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “যার শরীরে দূর্গন্ধ হয়, যাতে নামাযীদের কষ্ট হয় যেমন; আল্লাহর পানাহ! মুখ থেকে দূর্গন্ধ বের হওয়ার রোগ, বগল থেকে দূর্গন্ধ ছড়ানোর রোগ বা চুলকানীর কারণে গন্ধক মালিশ করলো (বা অন্য যেকোন দূর্গন্ধযুক্ত মলম বা লোশন লাগায়) তাকেও মসজিদে আসতে না দেয়া হোক।” (সংশোধিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮ম খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা)

কাঁচা পিয়াজ খাওয়াতেও মুখ দূর্গন্ধময় হয়ে যায়

কাঁচা মূলা, কাঁচা পিয়াজ, কাঁচা রসুন এবং ঐ সমস্ত জিনিস যার গন্ধ অপছন্দ হয় তা খেয়ে মসজিদে ততক্ষণ পর্যন্ত যাওয়া জায়য নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত হাত, মুখ ইত্যাদিতে গন্ধ অবশিষ্ট থাকে, কেননা এতে ফিরিশতাদের কষ্ট হয়। হাদীস শরীফে রয়েছে: আল্লাহ তায়ালায়র মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে পিয়াজ, রসুন, গিনদানা (রসুনের মতো একটি তরকারী) খেয়েছে, সে যেনো আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী কখনো না আসে।” (মুসলিম, ২৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬৪) আরো ইরশাদ করুন: “যদি খেতেই চাও তবে রান্না করে এর দূর্গন্ধ দূর করে নাও।” (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৮২৭)

মসজিদে কাঁচা মাংস নিয়ে যাবেন না

সদরুশ শরীয়াত, বদরুত তরিকত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: মসজিদে কাঁচা রসুন ও পিয়াজ খাওয়া বা খেয়ে যাওয়া জায়য নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত দূর্গন্ধ অবশিষ্ট থাকে এবং এই একই হুকুম ঐ সমস্ত জিনিসের ব্যাপারে, যাতে দূর্গন্ধ হয় যেমন; গিন্দানা (এটা রসুনের মতো তরকারী), মূলা, কাঁচা মাংস, কেরোসিন, ঐ দিয়াশলাই যাতে ঘষা দিলে গন্ধ ছড়ায়, বায়ু ত্যাগ করা ইত্যাদি। যার মুখ থেকে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

দূর্গন্ধ বের হওয়ার রোগ আছে বা কোন দূর্গন্ধযুক্ত ক্ষত থাকে কিংবা দূর্গন্ধযুক্ত ঔষধ লাগালো, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত দূর্গন্ধ শেষ হয়ে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তার মসজিদে আসা নিষেধ। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা) কাঁচা মাংস ইত্যাদি পবিত্র বস্তু যদি এমন ভাবে প্যাকিং করা হয় যে, এর থেকে সমান্যতমও গন্ধ বের হচ্ছে না, তবে এরূপ বস্তু নিয়ে মসজিদে গেলে সমস্যা নাই।

কাঁচা পিয়াজ বিশিষ্ট আচার ও দধির তৈরী বুরহানী থেকে বিরত থাকুন

কাঁচা পিয়াজ বিশিষ্ট ছোলা, বুরহানী, আচার তাছাড়া কাঁচা রসুন বিশিষ্ট চাটনি ইত্যাদি নামাযের সময় খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। ইফতারের জন্য মসজিদে আনা বাজারের ছোলা এবং চমুচায় প্রায় কাঁচা পিয়াজের টুকরো থাকে, এগুলো মসজিদে আনবেন না, বরং ঘরেও নামাযের পূর্বে খাবেন না।

মাহফিলে আগরবাতি জ্বালানো

মুসলমানের উজ্জতিমায় সুগন্ধ ছড়ানোর নিয়তে আগরবাতি ইত্যাদি জ্বালানো সাওয়াবের কাজ। যদি লুবাণ বা আগরবাতির ধোয়ায় কারো কষ্ট হলে, তবে এমতাবস্থায় সুগন্ধি জ্বালাবেন না, অনুরূপভাবে মাহফিলে “সুগন্ধিযুক্ত পানি” (গোলাপ জল) ছিটানো থেকেও বিরত থাকুন, কেননা সাধারণত এতে মানুষ কষ্ট এবং পেরেশানিতে পরে যায়।

দূর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে মুসলমানের সমাবেশে যেতে নিষেধাজ্ঞা

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকিমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: মুসলমানদের সমাবেশে, দরসে কোরআনের মজলিশে, ওলামায়ে দ্বীন ও আউলিয়ায়ে কিরামের দরবারে দূর্গন্ধযুক্ত মুখ নিয়ে যেও না। তিনি আরো বলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত মুখে দূর্গন্ধ থাকবে ততক্ষণ ঘরেই থাকো, মুসলমানের সভা সমাবেশে যেও না। হুক্ক পানকারী, তামাক পাতায়ুক্ত

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

পান খেয়ে যারা কুলী করে না তাদের এ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত। ফকিহগণ
 رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى বলেন: মুখের দুর্গন্ধের রোগীর মসজিদের অনুপস্থিতি ক্ষমাযোগ্য।

(মিরাত, ২য় খন্ড, ২৫-২৬ পৃষ্ঠা)

নামাযের সময় কাঁচা পিয়াজ খাওয়া কেমন?

প্রশ্ন: “মুখের দুর্গন্ধের রোগীর” মসজিদে অনুপস্থিতি ক্ষমাযোগ্য, তবে কাঁচা পিয়াজ বিশিষ্ট চাটনি বা আচার অথবা এমন কাবাব ছুঁচা যাতে পিয়াজ রসুন ভালভাবে পাকানো হয় না এবং এর গন্ধ ছড়ায় বা পেষণ করা শষ্যের রুটি যাতে কাঁচা রসুনও দেয়া হয় এই ধরণের খাবার জামাআতের কিছুক্ষণ পূর্বে এই নিয়তে খাওয়া যাবে, যেন মুখ দুর্গন্ধ হয়ে যায় এবং জামাআত ওয়াজিব না হয়!

উত্তর: এরূপ করা জায়য নেই। যেমন; যেখানে ইশার জামাআত দ্রুত হয়, সেখানে মাগরিবের নামাযের পর এমন আচার বা সালাদ ইত্যাদি খাবে না, যাতে কাঁচা মূলা বা কাঁচা পিয়াজ অথবা কাঁচা রসুন থাকে, কেননা এতো দ্রুত মুখ পরিস্কার করে মসজিদে যাওয়া কষ্টকর। তবে হ্যাঁ, দ্রুত মুখ পরিস্কার করা যদি সম্ভব হয় বা অন্য কোন কারণে মসজিদের উপস্থিতি থেকে অপারগ হয়, যেমন; মহিলা বা নামাযের এখনো যথেষ্ট দেরী আছে, ততক্ষণে গন্ধ চলে যাবে, তবে খাওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। আমার আকা, আঁলা হযরত, ইমামের আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “কাঁচা পিয়াজ রসুন খাওয়া নিঃসন্দেহে হালাল এবং তা খেয়ে যতক্ষণ গন্ধ দূর না হয়, মসজিদে যাওয়া নিষেধ, কিন্তু যে সমস্ত হুক্ম এমন কড়া যে আল্লাহর পানাহ! দুর্গন্ধ বেশিক্ষণ অবশিষ্ট থাকে, জামাআতের সময় কুলি করলেও পুরোপুরি দুর্গন্ধ যায় না, তবে জামাআতের নিতটবর্তী সময়ে তা পান করা শরয়ীভাবে নাজায়য, কেননা এখন তা জামাআত ছেড়ে দেয়া ও সিজদা বর্জন করা বা দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে প্রবেশের কারণ বলে পরিগণিত হচ্ছে এবং এই দু’টি কাজই নিষিদ্ধ ও নাজায়য, আর (এটি শরয়ী উসূল) প্রত্যেক মুবাহ কাজ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

(তথা ঐ সমস্ত কাজ যা মূলত জায়িয়া) যদি নিষিদ্ধ কাজের দিকে ধাবিত করে, তবে এমন কাজ করা নিষেধ ও অবৈধ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৫তম খন্ড, ৯৪ পৃষ্ঠা)

কাঁচা পিয়াজ খাওয়ার সময় بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করা মাকরুহ

“ফতোওয়ায়ে ফয়যুর রাসূল” ২য় খন্ডের ৫০৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হুঙ্কা, বিড়ি, সিগারেট পান করার সময় এবং (কাঁচা) রসুন, পিয়াজের মতো (দূর্গন্ধযুক্ত) বস্তু খাওয়ার সময় ও অপবিত্র স্থানে بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করা মাকরুহ (তানযিহী)।

অপবিত্র স্থানে بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করা তো মাকরুহে তানযিহী, তবে আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ (رَبِّنَا) শব্দটি দ্বারা একটি উক্তি এটাও উদ্ধৃত করেন যে, ধূমপান করার সময়ও بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করা মাকরুহ এবং অতঃপর এর ব্যাখ্যায় আল্লামা শামী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ প্রত্যেক দূর্গন্ধযুক্ত বস্তু যেমন; পিয়াজ, রসুনও উল্লেখ করেছেন, এব্যাপারে এই একটি উক্তিতে দূর্গন্ধযুক্ত বস্তু খাওয়ার সময় بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করাও মাকরুহ। (রাদ্দুল মুহতার সংক্ষেপিত, ১ম খন্ড, ৩৮ পৃষ্ঠা) এবং যদিওবা “শামী”তে তাহরীমি ও তানযিহীর ব্যাপারে উল্লেখ নাই কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মাকরুহে তানযিহী।

মুখের দূর্গন্ধ সম্পর্কে অবগত হওয়ার উপায়

যদি মুখে কোন দূর্গন্ধ হয় তবে যতবার মিসওয়াক ও কুলি দ্বারা তা (দূর্গন্ধ) দূর করা সম্ভব হয় তা করা (ততবার কুলি ইত্যাদি করা) আবশ্যিক, এর জন্য কোন সীমা নির্ধারণ নেই। দূর্গন্ধযুক্ত গাঢ় হুঙ্কা পানকারীদের এর প্রতি সজাগ থাকা অবশ্যিক এবং এর চেয়ে আরো বেশি সিগারেট পানকারীদের, কেননা এর দূর্গন্ধ মিশ্রিত তামাকের চেয়ে আরো অনেক বেশি ও দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী আর এর চেয়ে আরো বেশি আবশ্যিক হলো তামাক ভক্ষণকারীদের, যারা মুখে আস্ত পাতাই (অর্থাৎ ধোয়ার পরিবর্তে আস্ত তামাক পাতাই) চিবিয়ে চিবিয়ে খায় এবং নিজের মুখকে দূর্গন্ধে ভরে রাখে। এই সকল ব্যক্তির ততক্ষণ পর্যন্ত মিসওয়াক ও কুলি



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

করবে যতক্ষণ না মুখ পরিপূর্ণ পরিস্কার হয়ে যায় এবং দুর্গন্ধের নাম নিশানাও যেনো না থাকে আর তা এইভাবে পরীক্ষা করুন যে, হাত মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে মুখ খুলে গলা থেকে জোরে জোরে তিনবার শ্বাস নিজের হাতে নিন এবং দ্রুত শুকে দেখুন। তাছাড়া ভিতরের দুর্গন্ধ নিজের খুব কমই অনুভূত হয় আর যখন মুখে দুর্গন্ধ থাকে, তবে মসজিদে যাওয়া হারাম, নামায শুরু করা নিষেধ।
 اللهُ أَكْبَرُ، (আল্লাহই হেদায়েতদানকারী) (সংশোধিত ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা)

আমার আক্কা, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সিগারেটের দুর্গন্ধকে ছুঁকা ও তামাক থেকে বেশি বলে সাব্যস্ত করেছেন। এটি সিগারেটের প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত। কিছু সিগারেট ছুঁকার চেয়ে বেশি এবং কিছু কম দুর্গন্ধযুক্তও হতে পারে।

মুখের দুর্গন্ধের প্রতিকার

যদি কোন কিছু খাওয়ার কারণে মুখে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয় তবে “কাঁচা ধনিয়া” চিবিয়ে খেয়ে নিন, তাছাড়া গোলাপের তাজা অথবা শুকনো পাপড়ি দ্বারা দাঁত মাজুন إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ উপকার হবে। তবে হ্যাঁ, যদি পেটের সমস্যার কারণে দুর্গন্ধ আসে, তবে কম খাওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে ক্ষুধার বরকত অর্জনের মাধ্যমে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ পা এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, বুকের জ্বালা পোড়া, মুখের ফোঁস্কা, বার বার হওয়া (স্থায়ী) সর্দি কাশি এবং গলা ব্যথা, মাড়ী থেকে রক্ত আসা ইত্যাদি অনেক রোগের পাশাপাশি মুখের দুর্গন্ধ থেকেও মুক্তি পাওয়া যাবে। ক্ষুধা অবশিষ্ট রয়েছে এরূপ কম খাওয়াতে ৮০ ভাগ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। (বিস্তারিত জানার জন্য “ফয়যানে সুন্নাত” প্রথম খন্ডের অধ্যায় “পেটের কুফলে মদীনা” অধ্যয়ন করুন) যদি নফসের লোভের প্রতিকার হয়ে যায় তবে অনেক শারীরিক ও মানসিক রোগ এমনিতেই চলে যাবে।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

রযা নফস ও দুশমন হে দম মে না আ'না, কাহাঁ তুমনে দেখে হে চান্দরান'নে ওয়ালে।

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ, ১৫৯ পৃষ্ঠা)

মুখের দুর্গন্ধের মাদানী চিকিৎসা

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ الطَّاهِرِ -

উল্লেখিত দরুদ শরীফটি কখনো কখনো এক নিশ্বাসে ১১ বার পড়ে নিন, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যাবে। একই নিঃশ্বাসে পড়ার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে, মুখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে শ্বাস নিতে শুরু করুন এবং যথাসাধ্য ফুসফুসে বাতাস জমা করে নিন। এবার দরুদ শরীফ পড়া শুরু করুন, কয়েকবার এইভাবে চেষ্টা করলে নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার পূর্বে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** পরিপূর্ণ ১১বার দরুদ শরীফ পড়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। উল্লেখিত পদ্ধতিতে নাক দিয়ে জোড়ে বাতাস টেনে যথাসাধ্য নিঃশ্বাস আটকে রেখে মুখ দিয়ে বের করা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। সারাদিন যখনই সুযোগ হয় বিশেষতঃ খোলা পরিবেশে দৈনিক কয়েকবার এইরূপ করে নেয়া উচিত। আমাকে (অর্থাৎ সগে মদীনা **عُثْمَانُ عِنْدَهُ**) এক বয়স্ক অভিজ্ঞ হাকিম সাহেব বলেছেন যে, আমি নিঃশ্বাস নেওয়ার পর আধঘন্টা পর্যন্ত (অথবা বলেছিলো) দু'ঘন্টা পর্যন্ত বাতাসকে আটকে রাখি এবং ঐ সময় নিজ অযিফাও পাঠ করতে পারি। ঐ হাকিম সাহেবের মতে নিঃশ্বাস আটকে রাখার এমন এমন অভিজ্ঞ পরীক্ষিত মানুষ দুনিয়ায় রয়েছে, যারা সকালে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে সন্ধ্যায় বের করেন!

ইস্তিজ্জা খানা মসজিদ থেকে কতটুকু দূরে হওয়া উচিত?

আ'লা হযরত **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর দরবারে প্রশ্ন করা হলো, নামাযীদের জন্য ইস্তিজ্জাখানা (শৌচাগার) মসজিদ থেকে কতটুকু দূরে তৈরী করা উচিত? এর উত্তরে আমার আকা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুনাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বললেন: মসজিদকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

দূর্গন্ধ থেকে রক্ষা করা ওয়াজিব, সুতরাং মসজিদে কেরোসিন তেল জ্বালানো হারাম, মসজিদে দিয়াশলাই (অর্থাৎ দূর্গন্ধযুক্ত বারুদ বিশিষ্ট ম্যাচের কাঠি) জ্বালানো হারাম, এমনকি হাদীস পাকে ইরশাদ হয়েছে: মসজিদে কাঁচা মাংস নিয়ে যাওয়া জায়িয় নেই। (ইবনে মাজহ, ১ম খন্ড, ৪১৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৮) অথচ কাঁচা মাংসের গন্ধ খুবই নগণ্য হয়ে থাকে। অতএব যেখান থেকে মসজিদে দূর্গন্ধ পৌঁছে সেখান পর্যন্ত ইস্তিজ্ঞাখানা (শৌচাগার) তৈরী করাতে নিষেধ রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা) কাঁচা মাংসের গন্ধ খুবই নগণ্য হয়ে থাকে, এরপরও যেহেতু মসজিদে তা নিয়ে যাওয়া জায়িয় নেই সেহেতু কাঁচা মাছ নিয়ে যাওয়া আরো বেশি না জায়িয় হবে, কেননা এর গন্ধ মাংসের চেয়েও বেশি, বরং অনেক সময় রান্নাকারীর অসতর্কতার কারণে মাছের তরকারী খাওয়ার পর হাত ও মুখে অপছন্দনীয় গন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় গন্ধ দূর না করে মসজিদে যাবে না। যখন ইস্তিজ্ঞাখানা পরিষ্কার করা হয় তখন খুবই দূর্গন্ধ ছড়ায়, সুতরাং (শৌচাগার ও মসজিদের মাঝে) এতটুকু দূরত্ব রাখা আবশ্যিক, যাতে পরিষ্কার করায় সময়ও মসজিদে দূর্গন্ধ প্রবেশ করতে না পারে। ইস্তিজ্ঞাখানা (শৌচাগার) মসজিদের বাউন্ডারীতে করতে হলে প্রয়োজনে দেয়াল ভেঙ্গে বাইরের দিকে দরজা করেও মসজিদকে দূর্গন্ধ মুক্ত রাখা যায়।

নিজ পোশাক পরিচ্ছদের প্রতি সজাগ থাকার অভ্যাস গড়ুন

মসজিদে দূর্গন্ধ নিয়ে যাওয়া হারাম, তাছাড়া যেকোন ধরনের দূর্গন্ধযুক্ত লোকের প্রবেশ করাও হারাম। মসজিদে কোন খড়খুটো দিয়ে খিলালও করবেন না, কেননা যারা নিয়মিত প্রত্যেকবার খাওয়ার খিলাল করায় অভ্যস্ত নয় তারা খিলাল করাতে দাঁত থেকে দূর্গন্ধ বের হয়। ইতিকাহফকারী ফিনায়ে মসজিদেও এতটুকু দূরে গিয়ে খিলাল করবে যাতে মসজিদের মূল অংশে দূর্গন্ধ না পৌঁছে। দূর্গন্ধযুক্ত ক্ষত অথবা এমন রোগী যার রক্ত বা প্রস্রাবের ব্যাগ (Urine bag Or Stool bag) লাগানো আছে, সে মসজিদে প্রবেশ করবে না। অনুরূপভাবে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

ল্যাবরেটরী টেষ্ট করার জন্য নেয়া রক্ত বা প্রস্রাবের শিশি, যবেহ করার সময় যবেহকৃত পশুর বের হওয়া রক্তে রঞ্জিত পোশাক ইত্যাদি কোন কিছু দ্বারা আবৃত করেও মসজিদের ভিতর নেয়া যাবে না, যেমনটি ফুকাহায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى বলেন: “মসজিদে নাপাকী নিয়ে যাওয়া, যদিও তা দ্বারা মসজিদ দূষিত না হয় অথবা যার শরীরে নাপাকী লেগেছে তার মসজিদে যাওয়া নিষেধ।” (রাদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫১৭ পৃষ্ঠা) মসজিদে কোন পাত্রের ভিতর প্রস্রাব করা অথবা শিরা থেকে দূষিত রক্ত বের করা, টেষ্ট করার জন্য সিরিঞ্জ দ্বারা রক্ত নেওয়াও জায়য নেই। (দুররে মুহতার, ২য় খন্ড, ৫১৭ পৃষ্ঠা) পবিত্র দূর্গন্ধ যদি লুকায়িত থাকে যেমন; অধিকাংশ লোকের শরীরে ঘামের দূর্গন্ধ হয়ে থাকে কিন্তু তা পোশাকের নিচে লুকায়িত থাকে এবং তা অনুভব হয় না, তবে এমতাবস্থায় মসজিদের ভিতর প্রবেশ করাতে কোন ক্ষতি নেই। অনুরূপভাবে যদি রুমালে ঘাম ইত্যাদির দূর্গন্ধ হয়, যেমন; গরমে মুখে ঘাম পরিস্কার করাতে প্রায় হয়ে যায়, তবে এরূপ রুমাল মসজিদে বের করবেন না, পকেটেই রেখে দিন, যদি পাগড়ী অথবা টুপি মাথা থেকে খুলে রাখার কারণে ঘাম অথবা ময়লা ইত্যাদির দূর্গন্ধ আসে, তবে তা মসজিদে খুলবেন না। সুতরাং এর উদাহরণ দিতে গিয়ে প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মাত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “তবে হ্যাঁ, যদি কোন উপায়ে কেরোসিন তেলের দূর্গন্ধ দূর করা যায় অথবা এমন ভাবে হারিকেন ইত্যাদিতে আবদ্ধ করা যায় যাতে এর দূর্গন্ধ বের না হয়, তবে তা মসজিদে আনা জায়য।” (ফতোওয়ায়ে নঈমীয়া, ৪৯ পৃষ্ঠা) প্রত্যেক মুসলমানের উচিত নিজ মুখ, শরীর, পোশাক, রুমাল এবং জুতা সেডেল ইত্যাদির প্রতি গভীরভাবে সজাগ থাকা উচিত যে, এসব কিছু থেকে যেনো দূর্গন্ধ না আসে আর এমন ময়লাযুক্ত কাপড় পড়েও মসজিদে আসবে না, যার কারণে লোকদের ঘৃণা সৃষ্টি হয়। আফসোস! দুনিয়াবী অফিসারদের নিকট তো উন্নতমানের পোশাক পরে যায় এবং আপন প্রিয় আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত হওয়ার সময় অর্থাৎ নামাযে পরিস্কার ও পবিত্রতার প্রতি কোন গুরুত্ব



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

দেয় না, মসজিদে আসার সময় মানুষ কমপক্ষে ঐ পোশাক তো পড়ুক, যা অনুষ্ঠানে পড়ে যায়, কিন্তু এর প্রতি সজাগ থাকবে যে, পোশাক যেন শরীয়াত ও সুন্নাত অনুযায়ী হয়।

মসজিদে শিশুদের নেওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

প্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:

“মসজিদকে শিশু ও পাগল এবং বেচাকেনা আর ঝগড়া-বিবাদ ও উচ্চস্বরে আওয়াজ করা এবং শরয়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠা করা ও তলোয়ারের আঘাত থেকে বাঁচাও।” (ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৫০)

শিশু ও পাগলকে যাদের থেকে নাপাকীর (অর্থাৎ প্রশ্রাব ইত্যাদি করে দেয়ার) সম্ভবনা থাকে, মসজিদে নিয়ে যাওয়া হারাম অন্যথায় মাকরুহ, যে সকল লোক জুতা মসজিদের ভিতরে নিয়ে যায়, তাদের এ বিষয়ে সজাগ থাকা উচিত যে, যদি অপবিত্র বস্তু লেগে থাকে তবে তা পরিস্কার করে নিন এবং জুতা পরিধান করে মসজিদে চলে যাওয়া বেয়াদবী। (রাদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ৫১৮ পৃষ্ঠা) শিশু বা পাগলকে (অথবা বেঁহুশ বা যাকে জ্বিনে ধরেছে তাকে) ঝাড়-ফুঁক করানোর জন্য “পেম্পাস” পড়ানো থাকলেও মসজিদে কখনোই নেয়া যাবে না। যদি আপনি তাদেরকে মসজিদে নেয়ার মতো ভুল করে থাকেন যাদের নিয়ে যাওয়া জায়য ছিলো না, তবে দ্রুত তাওবা করে ভবিষ্যতে না নেওয়ার ওয়াদা করে নিন। হ্যাঁ, ফিনায়ে মসজিদে যেমন; ইমাম সাহেবের হুজরায় নিয়ে যেতে পারেন, যদি মসজিদের ভিতর দিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন না হয়।

মাছ-মাংস বিক্রেতার

মাছ বা মাংস বিক্রেতাদের পোশাকে খুবই দুর্গন্ধ হয়ে থাকে, সুতরাং তাদের উচিত যে, কাজ থেকে অবসর হয়ে ভালভাবে গোসল করা, পরিস্কার কাপড় পরিধান করা, সুগন্ধি লাগানো অতঃপর মসজিদে আসা। গোসল করা ও

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

সুগন্ধি লাগানো শর্ত নয়, এটা শুধুমাত্র পরামর্শ স্বরূপ বলেছি, যেকোনভাবে এমন ব্যবস্থা নিন, যাতে দুর্গন্ধ একেবারে দূর হয়ে যায়।

ঘুমুনের কারণে মুখ দুর্গন্ধ হয়ে যায়

ঘুমালে পেটের দূষিত বাতাস উপরের দিকে উঠে যায়, সুতরাং ঘুম থেকে উঠার পর মুখ অধিকাংশ সময় দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে ‘ফাতায়্যে রযবীয়া’ ২৩তম খন্ডের ৩৭৫ থেকে ৩৭৬ পৃষ্ঠার “প্রশ্নোত্তর” লক্ষ্য করুন।

প্রশ্ন: ঘুম থেকে উঠে ‘আয়াতুল কুরসি’ পাঠ করা কেমন? অনেক উস্তাদ সাহেব হুক্ক পান করেন এবং ছাত্রদের (কোরআন) পড়াতে যান। **উত্তর:** ঘুম থেকে উঠে হাত ধুয়ে কুলি করুন এরপর ‘আয়াতুল কুরসি’ পাঠ করুন। যদি মুখে হুক্ক ইত্যাদির দুর্গন্ধ থাকে বা কোন পানাহারের বস্তু থাকে তবে কুলি করা ছাড়া তিলাওয়াত করবে না। যে উস্তাদ এরূপ করে তা সঠিক নয়। **وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ**

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৩৭৫-৩৭৬ পৃষ্ঠা) আমাদের প্রিয় আক্বা **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ** এর পবিত্র দেহ মোবারক সর্বদা সুবাসিত থাকতো, মেরাজ মোবারকে খুবই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রাবস্থায় ছিলেন, ঘুম থেকে উঠার পর মিসওয়াক করা সূনাত। যেমনটি উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা **رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا** থেকে বর্ণিত যে, **হুয়ুরে পাক** **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ** এর নিকট রাতে ওয়ুর পানি এবং মিসওয়াক রাখা হতো, যখন তিনি **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ** রাতে জাহত হতেন তখন প্রথমে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতেন অতঃপর মিসওয়াক করতেন।

(আবু দাউদ, ১ম খন্ড, হাদীস নং- ৫৬)

ঘামের দুর্গন্ধযুক্ত পোশাক

বিশেষতঃ গরমের দিনে অনেকের পোশাক থেকে অধিকহারে ঘামের দুর্গন্ধ বের হয়, এরূপ লোকদের এই অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা হারাম। কিছু খাদ্য আছে যা খাওয়ার ফলে দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম বের হয়, এরূপ লোকেরা খাদ্য পরিবর্তন করুন।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদর শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

মুখ পরিষ্কার করার উপায়

যারা মিসওয়াক ও খাওয়ার পর খিলাল করে না এবং দাঁত পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে অলস, প্রায় মুখে দুর্গন্ধ থাকে। শুধুমাত্র নিয়ম আদায় করার জন্য মিসওয়াক ও খিলালের কাঠি দাঁতের উপর স্পর্শ (Touch) করিয়ে নেওয়া যথেষ্ট নয়। মাড়ি ক্ষত না হয় সে দিকে সতর্ক থেকে যথাসাধ্য খাদ্যের প্রতিটি কণা দাঁত থেকে বের করতে হবে, অন্যথায় দাঁতের মধ্যে খাদ্যের কণা জমা হয়ে পঁচে যায় এবং খুবই দুর্গন্ধের কারণ হতে থাকবে। দাঁত পরিষ্কার রাখার একটি পদ্ধতি হলো যে, কিছু খাওয়ার পর ও চা ইত্যাদি পান করার পর আর এছাড়াও যখন যেখানে সুযোগ হয় যেমন; বসে বসে কোন কাজ করছেন তখন অল্প পানি মুখে নিয়ে নাড়তে থাকুন, এভাবে মুখের ময়লা পরিষ্কার হতে থাকবে। সাদা পানি হলেও চলবে আর যদি লবণ সহ হালকা গরম পানি হয় তবে তা **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** খুবই উত্তম “মাউথ ওয়াশ” সাব্যস্ত হবে।

দাঁড়িকে দুর্গন্ধ থেকে বাঁচান

দাঁড়িতে অনেক সময় খাদ্যের কণা আটকে থাকে, কখনো ঘুমুনের সময় মুখের দুর্গন্ধ যুক্ত লালাও পড়ে আর এই ভাবে দুর্গন্ধ আসে, তাই কখনো কখনো সাবান দ্বারা দাঁড়ি ধুয়ে নিন এবং অনুরূপভাবে মাথার চুলও ধুতে থাকুন। **হুযুর পুনরন** **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “যার চুল রয়েছে, সে যেনো এর সম্মান করে।” (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১৬৩) অর্থাৎ তা ধোয়া, তেল লাগানো এবং আঁচড়ানো। (আশিয়াতুল লুমআত, ৩য় খন্ড, ৬১৭ পৃষ্ঠা)

সুগন্ধিময় তেল তৈরীর সহজ উপায়

মাথায় সরিষার তেল ব্যবহারকারীরা যখন মাথা থেকে টুপি বা পাগড়ী খুলে তখন অনেক সময় যেনো দুর্গন্ধের বিস্ফোরন হয়, তাই যার সম্ভব হয় মাথায়



রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

উন্নত সুগন্ধি তেল ব্যবহার করুন। সুগন্ধি তেল তৈরী করার একটি সহজ পদ্ধতি হচ্ছে, নারিকেল তেলের বোতলের মধ্যে আপনার পছন্দের আতরের কয়েক ফোঁটা আতর ঢেলে মিশিয়ে নিন। সুগন্ধিময় তেল তৈরী হয়ে গেলো। (সুগন্ধি তেল তৈরীর বিশেষ এসেসও সুগন্ধি দ্রব্যের দোকান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন)

সম্ভব হলে প্রতিদিন গোসল করুন

যার সম্ভবহয় সে যেনো প্রতিদিন গোসল করে, এতে যথেষ্ট পরিমাণে শরীরের বাহ্যিক দুর্গন্ধ দূর হবে এবং তা স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী। (তবে ইতিকাহকারীরা মসজিদের গোসলখানায় একান্ত প্রয়োজন ছাড়া গোসল করবে না, কেননা নামাযীদের জন্য ওয়ুর পানির অভাব দেখা দিতে পারে এবং বার বার মোটর চালানোর কারণে মোটর নষ্ট হয়ে যেতে পারে, তাছাড়া তখন গোসল করতে পারবে যখন গোসলখানা ফিনায়ে মসজিদে হয়, যদি মসজিদের বাইরে হয় তবে জুমার গোসলেরও অনুমতি নেই, শুধুমাত্র ফরয গোসলের অনুমতি রয়েছে)

পাগড়ীকে দুর্গন্ধ থেকে বাঁচানোর উপায়

অনেক ইসলামী ভাই খুব বড় সাইজের পাগড়ী শরীফ পড়ার আত্মহতো রাখে, কিন্তু পরিস্কার রাখতে অবহেলা করে আর এ কারণে অনেক সময় অজ্ঞতাবশত মসজিদের ভিতর ‘দুর্গন্ধ’ ছড়ানোর অপরাধে ফেঁসে যায়। সুতরাং মাদানী আবেদন হচ্ছে, পাগড়ী, সারবন্দ শরীফ ও চাদর ব্যবহারকারী ইসলামী ভাইয়েরা ঋতু অনুসারে বা প্রয়োজনবশতঃ বারবার এগুলো ধোয়ার ব্যবস্থা করতে থাকবে, অন্যথায় ময়লা, ঘাম ও তেল ইত্যাদির কারণে তা দুর্গন্ধ হয়ে যায়, যদিওবা নিজের অনুভব হয় না কিন্তু দুর্গন্ধের কারণে অন্যদের প্রচণ্ড ঘৃণা হয়, নিজের একারণে অনুভব হয় না যে, যার নিকট বেশিক্ষণ কোন বিশেষ সুগন্ধি বা দুর্গন্ধ থাকে, তবে তাতেই তার নাক ভরে যায়।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাব্বরাত)

পাগড়ী কিরূপ হওয়া উচিত

শক্ত টুপির উপর বাঁধানো পাগড়ী ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে জায়িয কিন্তু বেশিদিন বাঁধা থাকার কারণে এর ভিতর দুর্গন্ধ সৃষ্টি হতে পারে। যদি সম্ভব হয় তবে পাতলা মসূন কাপড়ের পাগড়ী শরীফ ব্যবহার করুন আর এ জন্য সাদা কাপড়ের এমন টুপি পরিধান করুন যা মাথার সাথে লেগে থাকে, কেননা এটি সুন্নাত। রেডিমেট পাগড়ী শরীফ মাথায় রেখে দেয়া ও নামিয়ে রাখার পরিবর্তে বাঁধার সময় এক এক প্যাচ করে বাঁধুন এবং একই নিয়মে খোলার অভ্যাস করুন, হতে পারে এবাবে বারবার বাতাস লাগার কারণে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** দুর্গন্ধ থেকে মুক্তির উপায় হবে। পাগড়ী, সারবন্দ, চাদর ও পোশাক ইত্যাদি খুলে রোদে শুকানোর মাধ্যমে ঘাম ইত্যাদির দুর্গন্ধ দূর হতে পারে। তাছাড়া এতে ভাল ভাল নিয়ত সহকারে উৎকৃষ্ট আতর লাগানোতেও দুর্গন্ধ দূর হতে পারে। প্রাসঙ্গিকভাবে আতর লাগানোর নিয়ত এবং উপলক্ষ্যও পর্যবেক্ষণ করুন।

সুগন্ধি লাগানোর নিয়ত এবং উপলক্ষ্য

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “মুসলমানের নিয়ত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।” (মু'জাম কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৯৪২) ইমাম গাযালী **رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর বাণী: সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়িয, তবে এতে সাওয়াব অর্জনের জন্য ভাল ভাল নিয়ত করা আবশ্যিক। (ইহইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা) **﴿১﴾** সুন্নাতে মুস্তফা **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** পালনের উদ্দেশ্যে সুগন্ধি লাগাবো। **﴿২﴾** লাগানোর পূর্বে **بِسْمِ اللهِ** **﴿৩﴾** সুগন্ধি লাগানো বা ঘ্রাণ নেয়ার সময় দরুদ শরীফ পাঠ করবো, কেননা প্রিয় আক্বা **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** তা পছন্দ করতেন এবং অধিকহারে ব্যবহার করতেন ও **﴿৪﴾** নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের নিয়তে **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** পাঠ করবো **﴿৫﴾** ফিরিশতা এবং **﴿৬﴾** মুসলমানদের আনন্দ দান করবো। **﴿৭﴾** জ্ঞান বৃদ্ধি পেলে শরীয়াতের বিধানাবলী



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

স্মরণ করা, সুন্নাত শেখা এবং গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি কাজ সহজভাবে করতে পারার শক্তি অর্জন করবো (ইমাম আল্লামা যুবাইদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লিখেন: চিকিৎসকরা এই বিষয়ে একমত যে, সুগন্ধি দ্বারা মস্তিষ্কে শক্তি ও সক্রিয়তা অর্জিত হয়। ইস্তিহাসু সা'দাত, ১৩তম খন্ড, ৫০ পৃষ্ঠা) ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “উৎকৃষ্ট সুগন্ধি লাগানোতে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।” (ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ২৪৪ পৃষ্ঠা) ﴿৮﴾ নিজের শরীরের দুর্গন্ধ থেকে মানুষকে বাঁচাবো (বিশেষকরে গরমের দিনে ঘামের দুর্গন্ধ থেকে বাঁচানোর নিয়ত করা যেতে পারে) ﴿৯﴾ পোশাক ইত্যাদি থেকে দুর্গন্ধ দূর করে মুসলমানদেরকে গীবতের গুনাহ থেকে রক্ষা করবো, (কেননা কোন মুসলমানের পোশাক ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত হলে, তার অনুপস্থিতে এরূপ বলা: “তার পোশাক বা হাত অথবা মুখ থেকে দুর্গন্ধ আসছিলো” এটা গীবত। ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: যে বিরত থাকতে পারার পরও নিজেকে গীবতের মধ্যে পেশ করবে, সেও এই গীবতের গুনাহে অংশীদার হবে। (প্রাক্ত, ৫ম খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা) অবস্থা অনুযায়ী এ নিয়তও করা যায়, যেমন; ﴿১০﴾ নামাযের জন্য সাজ-সজ্জা করবো ﴿১১﴾ মসজিদ আল্লাহ তায়ালা'র ঘর, এর সম্মানের নিয়তে ﴿১২﴾ নামাযে সারিতে পাশে বসা ব্যক্তিকে প্রশান্তি দেয়ার জন্য ﴿১৩﴾ তাহাজ্জুদের নামায ﴿১৪﴾ জুমা ﴿১৫﴾ সোমবার শরীফ ﴿১৬﴾ রমযানুল মোবারক ﴿১৭﴾ ঈদুল ফিতর ﴿১৮﴾ ঈদুল আযহা ﴿১৯﴾ মিলাদ শরীফের রাত ﴿২০﴾ ঈদে মিলাদুল্লবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ﴿২১﴾ মিলাদের জুলুস ﴿২২﴾ শবে মি'রাজুল্লবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ﴿২৩﴾ শবে বারাত ﴿২৪﴾ গিয়ারভী শরীফ ﴿২৫﴾ রযা দিবস (আ'লা হযরতের পবিত্র ওরশের দিন) ﴿২৬﴾ দরসে কোরআন ও ﴿২৭﴾ হাদীস ﴿২৮﴾ তিলাওয়াত ﴿২৯﴾ ওযীফা ﴿৩০﴾ দরুদ শরীফ ﴿৩১﴾ দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন ﴿৩২﴾ ইলমে দ্বীন শিক্ষা প্রদান ﴿৩৩﴾ ইলমে দ্বীন শিক্ষা অর্জন ﴿৩৪﴾ ফতোওয়া লিখন ﴿৩৫﴾ দ্বীনী পুস্তকাদী প্রণয়ন ও সংকলন ﴿৩৬﴾ সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ﴿৩৭﴾ ইজতিমায়ে যিকির ও নাত ﴿৩৮﴾ ফয়যানে সুন্নাতের দরস ﴿৩৯﴾ মাদানী দাওরায় নেকীর দাওয়াত ﴿৪০﴾ সুন্নাতে ভরা বয়ান

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ।” স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

করার সময় ﴿৪১﴾ আলিম ﴿৪২﴾ মা ﴿৪৩﴾ বাবা ﴿৪৪﴾ নেককার মুমিন ﴿৪৫﴾ পীর সাহেব ﴿৪৬﴾ পবিত্র দাঁড়ি মোবারক ও তাবারকুথের যিয়ারত এবং ﴿৪৭﴾ মাযার শরীফে উপস্থিতির সময়ও সম্মান প্রদর্শনের নিয়তে সুগন্ধি লাগানো যায়। ওলামায়ে কিরাম থেকে নিম্নলিখিত সময়েও সুগন্ধি লাগানো মুস্তাহাব হিসেবে প্রমাণিত^(১) ﴿৪৮﴾ ওয়ু করার পর ﴿৪৯﴾ ইহরামের নিয়ত করার পূর্বে পোশাক ও শরীর উভয়ে ﴿৫০﴾ হজের ইহরাম খুলে ফেলার পর তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে ﴿৫১﴾ নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ‘সহবাস’ এর পূর্বে ﴿৫২﴾ মৃতের (অর্থাৎ মৃত্যু পথযাত্রীর) অন্তিম মুহুর্তে ﴿৫৩﴾ মৃতকে গোসল দেয়ার সময় সুগন্ধি লাগানো বরং যে আসন বা খাটে গোসল দেবে, তা তিন বা পাঁচ অথবা সাতবার সুগন্ধি ধোঁয়া দেয়া ﴿৫৪﴾ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর তার শরীরে কাফুরের (এক প্রকার সুগন্ধি পদার্থ) পানি ঢেলে দেয়া ﴿৫৫﴾ মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরিধান করানোর পর দাঁড়ি এবং সমস্ত শরীরে সুগন্ধি মালিশ করা এবং সিজদার অঙ্গগুলোতে কাফুর লাগানো। যত ভাল ভাল নিয়ত করবে তত বেশি সাওয়াব অর্জিত হবে। যদি নিয়ত উপযুক্ত হয় এবং সেই নিয়ত শরয়ীভাবে সঠিকও হয়, যদি বেশি স্মরণ না-ও থাকে তবে কমপক্ষে দু’তিনটি তো করে নেয়া উচিত।

হে আমাদের প্রিয় আল্লাহ! আজ পর্যন্ত আমাদের যতবারই মসজিদে দুর্গন্ধ নিয়ে যাওয়ার গুনাহ হয়েছে, তা থেকে তাওবা করছি এবং অঙ্গীকার করছি যে, ভবিষ্যতে কখনো মসজিদে কোনরূপ দুর্গন্ধ নিয়ে যাবো না। ইয়া রাব্বের মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমাদেরকে মসজিদ সুবানিত রাখার সৌভাগ্য দান করো। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে সকল প্রকারের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিন দুর্গন্ধ থেকে পবিত্র হয়ে মসজিদে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। হে আল্লাহ!

১. এর বিস্তারিত দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের ফতোওয়া নং- NOR-৭৯৮২ অপ্রকাশিতভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

আমাদের সুগন্ধিময় নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সদকায় আমাদেরকে গুনাহের দূর্গন্ধ থেকে মুক্তি দাও এবং সুগন্ধি ছড়ানো জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার সুবাসিত মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশীত্ব করো।

أَمِينٍ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ওয়াল্লাহ জু মল জায়ে মেরে গুল কা পসীনা,
মাঙ্গে না কভী ই'তর না ফির চাহে দুলহান ফুল।

(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى الْحَبِيبِ!

ফিনায়ে মসজিদ ও ইতিকাফকারী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইতিকাফকারীরা বিনা কারণেও যদি ফিনায়ে মসজিদে যায়, তবে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়না। ফিনায়ে মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ স্থান, যা মসজিদের অংশ অর্থাৎ মসজিদের প্রয়োজনে মসজিদের বেষ্টনির ভেতরই থাকে, যেমন; মিনার, ওয়ুখানা, শৌচাগার, গোসলখানা, মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা মসজিদের সীমানায় ইমাম ও মুয়াজ্জিন ইত্যাদির হুজরা, জুতা খুলে রাখার জায়গা ইত্যাদি এ জায়গাগুলো কিছু কিছু বিষয়ে মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত আর কিছু কিছু বিষয়ে মসজিদ বহির্ভূত। যেমন; এসব স্থানে অপবিত্র ব্যক্তি (অর্থাৎ যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) যেতে পারবে। অনুরূপভাবে ইকতিদা ও ইতিকাফের ব্যাপারে এসব স্থান মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। ইতিকাফকারীরা বিনা প্রয়োজনেও এখানে যেতে পারবে, সে যেনো মসজিদেরই কোন অংশে গেছে।

ইতিকাফকারী ফিনায়ে মসজিদে যেতে পারবে

বাহারে শরীয়াত প্রণেতা, সদরুশ শরীয়াত, হযরত মাওলানা আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “ফিনায়ে মসজিদ হচ্ছে, যে জায়গা মসজিদের

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আম্বুর রাজ্জাক)

প্রয়োজনে মসজিদের বাইরে রয়েছে, যেমন; জুতা খোলার স্থান এবং গোসলখানা ইত্যাদি এতে গেলে ইতিকাহফ ভঙ্গ হবেনা।” তিনি আরো বলেন: “ফিনায়ে মসজিদ এই বিষয়ে মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।” (ফতোওয়ায়ে আমজাদিয়া, ১ম খন্ড, ৩৯৯ পৃষ্ঠা) অনুরূপভাবে মিনারও ফিনায়ে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত, যদি এর রাস্তা মসজিদের বাউন্ডারী (সীমানা প্রাচীর) এর ভিতর হয় তবে ইতিকাহফকারী অনায়াসে এর উপর যেতে পারবে এবং যদি রাস্তা মসজিদের বাইরে দিয়ে হয়, তবে শুধু আযান দেয়ার জন্য যেতে পারবে, কেননা আযান দেয়া শরীয়াত সম্মত প্রয়োজন।

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ফতোওয়া

আমার আক্কা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: “বরং যখন ঐ মাদরাসা মসজিদ সংলগ্ন ও মসজিদের ভিতর থাকে, এতে রাস্তা অন্তরাল নয়, শুধু একটি দেয়াল দ্বারা আঙ্গিনাকে পৃথক করে দিয়েছে, তবে এতে যাওয়া মসজিদের বাইরে যাওয়া নয়, এমনকি এমন জায়গায় ইতিকাহফকারীর যাওয়া জায়গায়, কেননা তা মসজিদরই একটি অংশ।” **ব্যাখ্যা:** এই ফতোওয়ার স্পষ্ট সারমর্ম হলো যে, মাদরাসা মসজিদের সাথেই ছিলো অর্থাৎ যেভাবে মসজিদে সাধারণত মাদরাসা লাগানো হয় আর সেই স্থান যেখানে মাদরাসা লাগালো হতো তা মসজিদের প্রয়োজন ও নামাযের জন্য ওয়াকফ হয়েছিলো, আসলে এই মাদরাসায় যাওয়া মানে ফিনায়ে মসজিদে যাওয়া, তাই ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁ রَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন যে, সেখানে ইতিকাহফকারীরা যেতে পারবে। এখানে এই ভুল ধারণা যেনো না হয় যে, মসজিদ সংলগ্ন আলাদা মাদরাসায় যাওয়া ইতিকাহফকারীদের জন্য জায়গায়, এই জন্য আলাদা পরিপূর্ণ মাদরাসা ফিনায়ে মসজিদের সাথে সংযুক্ত হয় না, এর পরিপূর্ণ আলাদা ওয়াকফ হয়ে থাকে, একারণে এরূপ মাদরাসা যদিও মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট সীমানায় হয়ও, সেখানে যাওয়াতে ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে যাবে ۞

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

রাদ্দুল মুখতার (৩য় খন্ড, ৪৩৬ পৃষ্ঠা) এ “বাদাই’উস সানাইউ” এর বরাতে বর্ণিত আছে: যদি ইতিকাফকারী মিনারের উপর আরোহণ করে, তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার ইতিকাফ ভঙ্গ হবে না, কেননা মিনার মসজিদেরই (হুকুমের) অন্তর্ভুক্ত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া সংশোধিত, ৭ম খন্ড, ৪৫৩ পৃষ্ঠা)

মসজিদের ছাদে উঠা

আঙ্গিনা মসজিদের অংশ, সুতরাং ইতিকাফকারীর জন্য মসজিদের আঙ্গিনায় আসা-যাওয়া, বসে থাকা নিঃশর্তভাবে জাযিয়। মসজিদের ছাদেও আসা-যাওয়া করতে পারবে, কিন্তু এটা তখনই, যখন ছাদে যাওয়ার রাস্তা মসজিদের ভিতর থেকে হয়। যদি উপরে যাবার সিড়ি মসজিদের বাউন্ডারীর বাইরে হয় তবে ইতিকাফকারী যেতে পারবে না, যদি যায় তবে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। এটাও মনে রাখবেন যে, ইতিকাফকারী এবং সাধারণের জন্যও বিনা প্রয়োজনে মসজিদের ছাদে উঠা মাকরুহ, কেননা তা বেয়াদবী।

ইতিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হওয়ার অবস্থা

ইতিকাফ অবস্থায় দু’টি কারণে মসজিদের সীমানার বাইরে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। ﴿১﴾ শরয়ী প্রয়োজন ﴿২﴾ প্রাকৃতিক প্রয়োজন।

﴿১﴾ শরয়ী প্রয়োজন

শরয়ী প্রয়োজন যেমন; জুমার নামায আদায়ের জন্য যাওয়া বা আযান দেয়া জন্য যাওয়া ইত্যাদি।

শরয়ী প্রয়োজন সম্পর্কিত ৩টি মাদানী ফুল

﴿১﴾ যদি মিনারের রাস্তা খারিজে মসজিদ (অর্থাৎ মসজিদের সীমানার বাইরে) হয়, তবে আযান দেয়ার জন্য ইতিকাফকারী যেতে পারবে, কেননা এখন মসজিদ থেকে বের হওয়া শরয়ী প্রয়োজনের কারণেই। (রাদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার রুদদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

❧ যদি সেখানে জুমা না হয় তবে ইতিকাহফকারী জুমার নামাযের জন্য অন্য মসজিদে যেতে পারবে। আর ইতিকাহফের স্থান থেকে অনুমান করে এতটুকু সময় পূর্বে বের হবে যেনো খুতবা শুরু হওয়ার পূর্বে পৌঁছে চার রাকাত সুন্নাত নামায পড়তে পারে এবং জুমা আদায়ের পর এতটুকু দেরী করতে পারবে, যেনো চার কিংবা ছয় রাকাত নামায পড়ে নিতে পারে। আর যদি এর চেয়ে বেশি দেরী করে বরং অবশিষ্ট ইতিকাহফ সেখানেই সম্পন্ন করে নেয়, তবুও ইতিকাহফ ভঙ্গ হবেনা। কিন্তু জুমার নামাযের পর ছয় রাকাতের বেশি সময় দেরী করা মাকরুহ। (দুররে মুখতার, রাদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৫০২ পৃষ্ঠা)

❧ যদি নিজের মহল্লার এমন মসজিদে ইতিকাহফ করলো, যাতে জামাআত হয়না, তবে এখন জামাআতের জন্য বের হওয়ার অনুমতি নেই, কেননা এখন উত্তম হচ্ছে যে, জামাআত ছাড়াই ঐ মসজিদে নামায আদায় করা। (জদ্দুল মুমতার, ২য় খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা)

❧ প্রাকৃতিক প্রয়োজন

প্রাকৃতিক প্রয়োজন সম্পর্কিত ৪টি নিয়মাবলী

❧ প্রাকৃতিক প্রয়োজন হচ্ছে, যা মসজিদে পূরণ হতে পারে না, যেমন; প্রশ্রাব, পায়খানা, ওয়ু এবং গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল করা, কিন্তু গোসল ও ওয়ুর জন্য শর্ত হচ্ছে যে, মসজিদে করা যাচ্ছে না অর্থাৎ এমন কোন পাত্র নেই, যাতে গোসল ও ওয়ুর পানি নিতে পারে, অনুরূপভাবে মসজিদে পানির ফোঁটা না পড়ে, কেননা ওয়ু ও গোসলের পানি মসজিদে ফেলা জায়িয় নেই এবং এমন জলপাত্র ইত্যাদি বিদ্যমান আছে, যাতে এমনভাবে ওয়ু করতে পারবে যে, কোন ফোঁটা মসজিদে পরবে না, তবে ওয়ুর জন্য মসজিদের বাইরে বের হওয়া জায়িয় নেই, বের হলে ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে মসজিদে ওয়ু ও গোসলের জন্য স্থান রয়েছে বা হাউয রয়েছে তবে বাইরে যাওয়ার অনুমতি নেই।

(রাদ্দুল মুহতার সম্বলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০২৩-১০২৪ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

❧ প্রাকৃতিক প্রয়োজনে গেলে পবিত্রতা অর্জন করে দ্রুত ফিরে আসবে, অপেক্ষা করার অনুমতি নেই এবং যদি ইতিকাহফকারী বাড়ি দূরে এবং তার বন্ধুর বাড়ি নিকটে, তবে এটা আবশ্যিক নয় যে, বন্ধুর বাড়িতেই প্রাকৃতিক প্রয়োজন যাবে বরং নিজের বাড়িতেও যেতে পারবে আর যদি তার নিজের দু’টি বাড়ি আছে একটি দূরে একটি নিকটে, তবে নিকটস্থ বাড়িতেই যাবে, কেননা কিছু কিছু মাশায়িখরা বলেন: দূরের বাড়িতে গেলে ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

(রাদ্দুল মুখতার, ৩য় খন্ড, ৫০১ পৃষ্ঠা। আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

❧ সাধারণত নামাযীদের সুবিধার জন্য মসজিদের সীমানার ভিতরে শৌচাগার (পায়খানা, প্রস্রাবখানা, গোসলখানা) ও ওযুখানা থাকে, সুতরাং ইতিকাহফকারীরা তা-ই ব্যবহার করবে।

❧ কিছু কিছু মসজিদে প্রস্রাবখানা, পায়খানা ইত্যাদির রাস্তা মসজিদের সীমানার (অর্থাৎ ফিনায়ে মসজিদের) বাইরের দিকে হয়ে থাকে, সুতরাং এই প্রস্রাবখানা ও গোসলখানা ইত্যাদিতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতিত যেতে পারবেনা।

ইতিকাহফ ভঙ্গকারী বিষয়ের বর্ণনা

এবার ঐসব বিষয়ের বর্ণনা করা হচ্ছে, যা দ্বারা ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে যায়। যেখানে যেখানে মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার বিধান রয়েছে, সেখানে মসজিদের সীমানা (অর্থাৎ মসজিদের ভবনের সীমানা প্রাচীর) এর বাইরে বের হওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

ইতিকাহফ ভঙ্গকারী বিষয় সম্পর্কিত ১২টি মাদানী ফুল

❧ ওয়াজিব ইতিকাহফে ইতিকাহফকারীর বিনা কারণে মসজিদ থেকে বের হওয়া হারাম, যদি বের হয় তবে ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে যাবে, যদিওবা ভুলে বের হয়ে যায়ও। অনুরূপভাবে (রমযনুল মোবারকের শেষ দশদিনের) সুনাত ইতিকাহফেও বিনা কারণে বের হলে ভঙ্গ হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০২৩ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

- ﴿২﴾ মসজিদ থেকে বের হওয়া তখনই বলা যাবে, যখন পা মসজিদ থেকে এভাবে বের হয়ে যায়, যাকে সধারণত মসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া বলা যেতে পারে। যদি শুধু মাথা মসজিদ থেকে বের করে, তবে তা দ্বারা **ইতিকাফ ভঙ্গ** হবে না। (আল বাহরুর রায়িক, ২য় খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা)
- ﴿৩﴾ শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া মসজিদ থেকে বের হলো, কিন্তু অবসর হয়ে এক মুহূর্ত পরিমাণও বাইরে অবস্থান করলো, তবে **ইতিকাফ ভঙ্গ** হয়ে যাবে।
- ﴿৪﴾ যেহেতু এতে রোযা রাখা শর্ত, সেহেতু রোযা ভঙ্গ করলেও **ইতিকাফ ভঙ্গ** হয়ে যাবে। চাই এ রোযা কোন অপারগতার কারণে ভঙ্গ হোক, কিংবা কোন অপারগতা ছাড়াই, জেনে শুনে ভঙ্গ করা হোক বা ভুলবশতঃ ভঙ্গ হোক, সর্বাবস্থায় **ইতিকাফ ভঙ্গ** হয়ে যাবে। যদি ভুলবশতঃ কিছু খেয়ে নিলো, তবে এতে না রোযা ভঙ্গ হবে, না **ইতিকাফ ভঙ্গ** হবে।
- ﴿৫﴾ এই বিষয় মনে রাখবেন! ঐ সকল কাজ, যা দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়, তাতে **ইতিকাফও ভঙ্গ** হয়ে যায়।
- ﴿৬﴾ পায়খানা প্রস্রাব করার জন্য (মসজিদের সীমানার বাইরে) গিয়েছিলো, ঋণদাতা আটকে রাখলো, তবে **ইতিকাফ ভঙ্গ** হয়ে গেলো।
(আলমগিরী, ১ম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)
- ﴿৭﴾ অচেতনতা ও উন্মাদনা যদি দীর্ঘক্ষণ যাবত স্থায়ী হয় যে, রোযা রাখা সম্ভব হয়নি, তবে **ইতিকাফ ভঙ্গ** হয়ে যাবে এবং কাযা ওয়াজিব হবে, যদিও কয়েক বছর পর সুস্থ হয়। (প্রাঞ্জল, ২১৩ পৃষ্ঠা)
- ﴿৮﴾ **ইতিকাফকারী** মসজিদের ভিতরেই পানাহার করবে ঘুমুবে, এ কাজের জন্য মসজিদের বাইরে চলে গেলে তবে **ইতিকাফ ভঙ্গ** হয়ে যাবে। (আল বাহরুর রায়িক, ২য় খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা) কিন্তু এটা মনে রাখবেন যেনো মসজিদ অপরিষ্কার না হয়।
- ﴿৯﴾ খাবার আনার মতো কেউ নাই, তবে নিজের খাবার আনার জন্য আপনি বাইরে যেতে পারবেন, কিন্তু মসজিদে এনেই খাবেন।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

﴿১০﴾ রোগের চিকিৎসার জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলে ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটার রোগ আছে, আর ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো, তবে ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

﴿১১﴾ যদি ডুবন্ত বা জ্বলে যাওয়া ব্যক্তিকে বাঁচানোর জন্য মসজিদ থেকে বাইরে গেলো বা সাক্ষ্য দেয়ার জন্য গেলো অথবা জিহাদে সবাইকে ডাকা হলো এবং সেও বের হয়ে গেলো কিংবা রোগীকে সহানুভূতি করতে বা জানাযার নামায পড়াতে গেলো, যদিওবা অন্য কেউ পড়ানোর ছিলো না, তবুও সর্বাবস্থায় ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে গেলো। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০২৫ পৃষ্ঠা)

﴿১২﴾ কোন হতভাগা ইতিকাহফ অবস্থায় মুরতাদ হয়ে গেলো مَعَادَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ তবে ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে গেলো এবং অতঃপর যদি আল্লাহ তায়ালা ঐ মুরতাদকে ঈমানের তৌফিক দান করেন, তবে ভঙ্গ হয়ে যাওয়া ইতিকাহফের কাযা নেই। (দুররে মুখতার সংক্ষেপিত, ৩য় খন্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা)

আমার কোমরের ব্যথা দূর হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ইতিকাহফের মহত্বের কথা কি বলবো এবং যদি ইতিকাহফে আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে থাকার সুযোগ হয়, তবে এর বরকতের কী অবস্থা হবে! যেমনটি; আত্তারাবাদের (জে'কব আবাদ, বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এক ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে ভবঘুরে ও খারাপ স্বভাবের অধিকারী ছিলো, বন্ধুদের আড্ডায় অশ্লীল কথাবার্তা বলা ও জোরে জোরে অটুহাসি দেয়া তার বিশেষ বদঅভ্যাস ছিলো। একটি কুর'চির্পূর্ণ গুনাহের কারণে তার কোমরে ব্যথা করতো, যা কোন ধরনের চিকিৎসাতেও যাচ্ছিলো না। তার ভাগ্যের নক্ষত্র এভাবে চমকে উঠলো যে, কিছু পরিচিত ইসলামী ভাইয়ের প্রবল আবেদনে রমযানুল মোবারকের (১৪২৬ হিজরী) শেষ দশদিন আশিকানে রাসূলের সাথে মেমন মসজিদে (আত্তারাবাদ) ইতিকাহফকারী হয়ে গেলো, মনে হলো সে যেনো কোন নতুন পৃথিবীতে আগমন



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

করলো, পাঁচ ওয়াজ্জ নামাযের বাহার, সুন্নাতে ভরা তেজস্বী বয়ান, হৃদয়গ্রাহী দোয়া, সুন্নাতে ভরা হালকা সর্বোপরি আশিকানে রাসূলের ভালবাসা ও এর বরকত, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** ইতিকাফ অবস্থায় তার কোমরের ব্যথা কোন ঔষধ ছাড়া এমনিতেই ভাল হয়ে গেলো এবং তার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হলো। সে গুনাহ থেকে তাওবা ক লো, চেহারাকে মাদানী আক্বা **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** এর ভালবাসার বরকতময় নিদর্শন দাঁড়ি দ্বারা সজ্জিত করলো এবং সবুজ পাগড়ী শরীফ দ্বারা মাথাও সাজিয়ে নিলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** ৪১ দিনের মাদানী কাফেলা কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন করলো এবং দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যায়।

إِنَّمَا آتَىٰ بَٰئِهٖ سُوْحْرًا يَّأُوْغِي
مَرَّيْهٖ يَحْتَسِبُ أَن سَعَىٰ فَعَرَّكَ تُوْمَ يَّأُوْغِي

মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ
صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ!

নিরব রোযা

রহমতে আলম, নূরে মুজাসসাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** “সওমে বেসাল” (অর্থাৎ সেহেরী ও ইফতার ছাড়াই একাধারে রোযা রাখা) এবং “সওমে সুকুত” (অর্থাৎ নিরব রোযা) রাখতে নিষেধ করেছেন। (মুসনাদে ইমামে আযম, ১৯২ পৃষ্ঠা)

অনেকের মাঝে এ ভুল ধারণা দেখা যায় যে, ইতিকাফকারীর মসজিদে পর্দা টাঙ্গিয়ে এর ভিতর একেবারে চুপচাপ বসে থাকা উচিত, বরং অনেকে তো একে আবশ্যিক মনে করে থাকে, অথচ তেমন নয়। যদি প্রয়োজন হয় এবং কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে তবে পর্দা লাগানো খুবই উত্তম কাজ, কেননা হুযুর পূরনূর **صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** এর থেকে ইতিকাফের জন্য তাঁবু টাঙ্গানো প্রমাণিত, তবে পর্দা লাগানো ছাড়াও ইতিকাফ বিশুদ্ধ। নিরবতাকে স্বয়ং ইবাদত মনে করা ভুল,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

যেমনটি বাহায়ে শরীয়াত প্রথম খন্ডের ১০২৬-১০২৭ পৃষ্ঠায় ৩২ নং মাসআলা হচ্ছে: ইতিকাহফকারী যদি ইবাদতের নিয়তে নিরবতা পালন করে অর্থাৎ চুপচাপ থাককে ইবাদত মনে করে তবে তা মাকরুহে তাহরীমি এবং যদি চুপচাপ থাকা সাওয়াবেবের কাজ মনে না করে তবে অসুবিধে নেই আর মন্দ কথা বলা থেকে নিরব থাকলে তবে তা মাকরুহ নয়, বরং তা তো উচ্চ পর্যায়ের বিষয়, কেননা মন্দ কথা মুখ দিয়ে বের না করা ওয়াজিব এবং যে কথায় সাওয়াবও নেই, গুনাহও নেই অর্থাৎ মুবাহ কথাও ইতিকাহফকারীর জন্য মাকরুহ, কিন্তু প্রয়োজনে অনুমতি রয়েছে এবং অপ্রয়োজনে মসজিদে মুবাহ কথাবার্তা নেকী সমূহকে এভাবে গ্রাস করে, যেমন আগুন কাঠকে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৫০৭ পৃষ্ঠা)

প্রয়োজন মেটানো এবং এক দিনের ইতিকাহফের ফযীলত

হযরত সায্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا মসজিদে নববী শরীফে عَلَى صَاحِبَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ইতিকাহফরত ছিলেন। একজন অত্যন্ত দঃখ পীড়িত লোক তাঁর বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হলো। দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে আরয করলো: “হে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর চাচাজানের কলিজার টুকরো! আমার দায়িত্বে অমুকের কিছু হক রয়েছে। আমার তার হক আদায় করার সামর্থ্য নেই।” হযরত সায্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: “আমি কি তোমার পক্ষে সুপারিশ করবো?” সে আরয করলো: “যা আপনি ভাল মনে করেন।” একথা শুনে হযরত ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا দ্রুত মসজিদে নববী শরীফ عَلَى صَاحِبَيْهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام থেকে বাইরে বের হয়ে আসলেন। তা দেখে ঐ ব্যক্তি আরয করলো: জনাব! আপনি কি ইতিকাহফের কথা ভুলে গেছেন?” বললেন: “না, ইতিকাহফের কথা ভুলিনি।” অতঃপর মাদানী আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরানী রওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে অশ্রুসজল হয়ে গেলেন এবং বললেন: বেশিদিন অতিবাহিত হয়নি যে, আমি এই মাযার শরীফে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

বিশ্রামরত নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে স্বয়ং নিজ কানে শুনেছি যে, ইরশাদ করছেন: “যে আপন কোন ভাইয়ের প্রয়োজন মিঠাতে যায় এবং তা পূর্ণ করে, তবে তা দশ বছরের ইতিকাফ অপেক্ষা উত্তম এবং যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য একদিনের ইতিকাফ করবে, তবে আল্লাহ তায়ালা তার ও জাহান্নামের মাঝে তিনটি খন্দক অন্তরাল করে দেবেন, প্রতিটি খন্দকের দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও অধিক হবে।” (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৪২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৯৬৫)

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

আরবী শব্দকোষের কিতাব “আল কামুসুল মুহিত” এ রয়েছে: খন্দক ঐ গর্তকে বলে, যা কোন শহরের চারপাশে খনন করা হয়।^(১) এখানে উদ্দেশ্য হলো যে, জাহান্নামকে অনেক দূরে করে দেয়া হয়।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

মুসলমানকে খুশি করার ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ একদিনের ইতিকাফের যেখানে এতো ফযীলত, তবে “দশ বছরে ইতিকাফ অপেক্ষা উত্তম” কাজের বরকতের অনুমান কে করতে পারে! এ বর্ণনা থেকে আপন ইসলামী ভাইদের অভাব পূরণ করার ফযীলতও জানা গেল। মনে রাখবেন! অভাব পূরণের জন্যও মসজিদ থেকে বের হলে ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়। আমরা যদি কারো প্রয়োজন মিটিয়ে দিই তবে তার মন খুশি হয়ে যাবে এবং মুসলমানের মন খুশি করা সম্পর্কে কি বলবো! মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী: “ফরযের পর সকল আমলের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে, মুসলমানদের মন খুশি করা।” (মু'জাম কবীর, ১১তম খন্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১০৭৯) আসলেই এই যুগে যদি আমরা সবাই একে

১. আল কামুসুল মুহিত, ২য় খন্ড, ১১৭০ পৃষ্ঠা।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

অপরের দৃগ্ধে দৃগ্ধিত ও দৃগ্ধ দূর করার কাজে লেগে যাই তবে দুনিয়ার চিত্রই পালটে যাবে। কিন্তু আহ! আজতো মুসলমানের মান ও সম্মান এবং জান ও মাল মুসলমানেরই হাতে নষ্ট হতে দেখা যাচ্ছে! আল্লাহ রাব্বুল ইযযত আমাদেরকে পারস্পরিক ঘৃণা দূর করার ও ভালবাসা বৃদ্ধি করার সৌভাগ্য দান করুন।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ইতিকাহে বৈধ কাজের অনুমতি সম্বলিত ৮টি মাদানী ফুল

- ❶ পানাহার ও ঘুমানো। (কিন্তু মসজিদের মাদুরের উপর পানাহার ও ঘুমানোর পরিবর্তে নিজের চাদর কিংবা চাটাইর উপর খাবার খান ও শয়ন করুন, কিন্তু নিজের চাদর এবং চাটাইকেও খাবার ইত্যাদির দূষণ থেকে বাঁচানো আবশ্যিক, যেন দুর্গন্ধ সৃষ্টি না হয়)
- ❷ প্রয়োজনে পার্থিব কথাবার্তা বলা। (কিন্তু নিম্ন স্বরে এবং অপ্রয়োজনীয় কথা মোটেই বলবেন না)
- ❸ মসজিদে কাপড় পাল্টানো, আতর লাগানো, মাথা কিংবা দাঁড়িতে তেল লাগানো।
- ❹ দাঁড়ির ‘খত’ বানানো, চুল কাটানো, মাথা আঁচড়ানো। কিন্তু এসকল কাজে সতর্কতা অবলম্বন করবেন, যেন কোন চুল মসজিদে না পড়ে, তেল কিংবা খাদ্যবস্তু ইত্যাদি দ্বারা যেন মসজিদের কার্পেট ও দেয়াল ময়লাযুক্ত না হয়। এর সহজ পন্থা হচ্ছে, এসব কাজ মসজিদের ওয়ুখানা বা ফিনায়ে মসজিদে নিজের চাদর বিছিয়ে করা।
- ❺ মসজিদে পারিশ্রমিক ছাড়া কোন রোগীকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা, ঔষধ বলে দেয়া বা ব্যবহার বিধি লিখে দেয়া যায়।
- ❻ মসজিদে পারিশ্রমিক ছাড়া কোরআনে করীম বা ইলমে দ্বীন অর্জন, শিক্ষা দেয়া অথবা সুনাত ও দোয়া শিক্ষা করা ও শেখানো।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

﴿৭﴾ নিজের বা পরিবারের প্রয়োজনে মসজিদে বেচাকেনা করা ইতিকাহফকারীর জন্য জায়িয়। কিন্তু ব্যবসার কোন জিনিস মসজিদে আনতে পারবেনা। অবশ্য যদি অল্প জিনিস হয়, যা মসজিদের জায়গা জুড়ে থাকেনা, তবে আনতে পারবে। বেচাকেনাও শুধু প্রয়োজনের তাগিদে হওয়া চাই, সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্য হলে জায়িয় নেই, চাই ঐ মাল মসজিদের বাইরে থাকুক না কেন।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৫০৬ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০২৬ পৃষ্ঠা)

﴿৮﴾ কাপড়, খালা-বাসন ইত্যাদি মসজিদের ভিতর ধোয়া জায়িয়, তবে শর্ত হলো, যেনো মসজিদের মেঝে ও কার্পেটের উপর এর কোন ছিটকা না পড়ে। এর পদ্ধতি হচ্ছে যে, কোন বড় পাত্র ইত্যাদিতে ধোয়া।

এসব বিষয় ছাড়াও ঐ সকল কাজ, যা ইতিকাহফের জন্য নিষিদ্ধ ও ভঙ্গকারী নয় এবং মূলতঃ জায়িয়ও আর এতে মসজিদের অবমাননাও হয়না ও কোন ইবাদতকারী বা ঘুমন্ত ব্যক্তির ব্যাঘাতও হয় না, তা ইতিকাহফকারীর জন্য জায়িয়।

ইতিকাহফ কাযা করার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনের সুন্নাহ ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে গেলো তবে আপনার দায়িত্বে শুধু ঐ একদিনের কাযাই বর্তাবে, যেদিন ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়েছে। যদি রমযান শরীফের দিন তখনো অবশিষ্ট থাকে, তবে এতেও কাযা হতে পারে, অন্যথায় পরে কোন একদিন করে নিন। কিন্তু ঈদুল ফিতর ও যিলহজ্জের ১০ম থেকে ১৩তম তারিখ ব্যতীত, কেননা ঐ পাঁচ দিন রোযা রাখা মাকরুহে তাহরীমী। কাযা করার পদ্ধতি হলো, যেকোন দিন সূর্যাস্তের সময় (বরং এতে সতর্কতা হলো যে, কয়েক মিনিট পূর্বে) কাযা ইতিকাহফের নিয়্যতে মসজিদে প্রবেশ করে নিবে এবং এর পরদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইতিকাহফরত থাকবে। এতে রোযা রাখা শর্ত।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদর শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

ইতিকাহফের ফিদিয়া

যদি কাযা করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কাযা করলো না আর মৃত্যুর সময় এসে গেছে, তবে ওয়ারিশদেরকে ওসীয়ত করা ওয়াজিব যে, তারা যেনো এই ইতিকাহফের পরিবর্তে ফিদিয়া আদায় করে দেয়, যদি ওসীয়ত না করে এবং ওয়ারিশের ফিদিয়ার আদায়ের অনুমতি দেয় তবুও ফিদিয়া আদায় করা জায়য। (আলমগিরী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১৪) ফিদিয়া আদায় করা তেমন কঠিন নয়। ইতিকাহফের ফিদিয়ার নিয়তে কোন যাকাতের উপযুক্তকে সদকায়ে ফিতরের পরিমাণে (অর্থাৎ দুই কিলো থেকে ৮০ গ্রাম কম) গম কিংবা এর মূল্য পরিশোধ করে দিন।

ইতিকাহফ ভঙ্গ করার তাওবা

যদি ইতিকাহফ কোন সঠিক অপারগতার কারণে ভঙ্গ হয়ে থাকে কিংবা ভুলবশতঃ ভঙ্গ হয়, তবে গুনাহ নেই এবং যদি স্বইচ্ছায় কোন সঠিক অপারগতা ছাড়াই ভঙ্গ করে, তবে তা গুনাহ, সুতরাং কাযার পাশাপাশি তাওবাও করে নিন।

প্রসিদ্ধ ব্যাণ্ড পার্টির মালিকের তাওবা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে এসে অসংখ্য বিপথগামী মানুষ নামায ও সূনাতের অনুসারী হয়ে গেছে, এ প্রসঙ্গে একটি খুবই সুবাসিত মাদানী বাহার প্রত্যক্ষ করুন, যেমনটি মন্দসুর শহরের (মধ্য প্রদেশ, ভারত) প্রসিদ্ধ ব্যাণ্ড পার্টির মালিক একজন দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগের ইনফিরাদী কৌশিশে ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাহফ করলো। তরবিয়্যাতি হালকায় গুনাহের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে শুনে তার মনে খুব প্রভাব পড়লো, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে পূর্ববর্তী গুনাহসমূহ থেকে তাওবা করলো, দাঁড়ি রাখার এবং আশিকানে রাসূলের সাথে ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় সূনাতের ভরা সফরের নিয়ত করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে ব্যাণ্ড বাজনার মতো গুনাহে ভরা হারাম রোজগার করা ত্যাগ করে দিলো।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

চোটা খা যায়েগা ইক না ইক রোজ দিল, মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাহফ।
ফযলে রব সে হেদায়ত ভী যায়েগী মিল, মাদানী মাহল মে করলো তুম ইতিকাহফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ২৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইতিকাহফকারীদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র

﴿১﴾ একাগ্রতা লাভ করতে এবং মাল পত্রের নিরাপত্তার জন্য যদি পর্দা লাগানোর প্রয়োজন হয় তবে প্রয়োজনীয় কাপড় (সবুজ হলে মদীনা মদীনা) রশি এবং আলপিন ﴿২﴾ কানযুল ঈমান শরীফ ﴿৩﴾ নিজ পীরের শাজারা ﴿৪﴾ তাসবীহ ﴿৫﴾ মিসওয়াক ﴿৬﴾ মাদানী ইনআমাতের রিসালা ﴿৭﴾ কলাম ﴿৮﴾ আতর ﴿৯﴾ কুফলে মদীনা প্যাড ﴿১০﴾ কুফলে মদীনা চশমা ﴿১১﴾ ডায়েরী ﴿১২﴾ প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামী কিতাব ﴿১৩﴾ সুই ও সুতা ﴿১৪﴾ নেইল কাটার ﴿১৫﴾ কাঁচি ﴿১৬﴾ সুরমা ও কাঠি ﴿১৭﴾ তেলের বোতল ﴿১৮﴾ চিরুণী ﴿১৯﴾ আয়না ﴿২০﴾ প্রয়োজন অনুযায়ী সুনাতী পোশাক (ঋতু অনুযায়ী) ﴿২১﴾ ইমামা শরীফ সারবন্দ ও টুপি সহ ﴿২২﴾ মাথার জড়ানোর জন্য সাদা চাদর ﴿২৩﴾ লুঙ্গি ﴿২৪﴾ ঘুমুনের জন্য এমন চাটাই, যা থেকে মসজিদের ভগ্নাংশ পরবে না ﴿২৫﴾ প্রয়োজন হলে বালিশ ﴿২৬﴾ ঘুমুনের সময় গায়ে জড়ানোর জন্য চাদর বা কম্বল ﴿২৭﴾ ঘুমুনের সময় মাথার পাশে রাখার জন্য সুনাত বক্স ﴿২৮﴾ পর্দার উপর পর্দা করা জন্য খয়েরী চাদর ﴿২৯﴾ মাটির থালা ﴿৩০﴾ মাটির পেয়ালা ﴿৩১﴾ ফ্লাস্ক ﴿৩২﴾ দস্তুরখানা ﴿৩৩﴾ খিলাল ﴿৩৪﴾ তোয়ালে ﴿৩৫﴾ টিসু পেপার ﴿৩৬﴾ প্রয়োজন হলে টয়লেট পেপার ﴿৩৭﴾ মাথা ব্যথা, সর্দি ও জ্বর ইত্যাদির জন্য ট্যাবলেট ﴿৩৮﴾ প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা ﴿৩৯﴾ মসজিদের পড়ে থাকা খড়খুটো উঠিয়ে রাখার জন্য ছোট পেকেট (কিছু বেশি পরিমাণে নিন, যেনো অপরকে দিতে পারেন)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাব্বাহত)

মাদানী পরামর্শ: নিজের জিনিসের উপর কোন চিহ্ন (যেমন ❶ ☆ ইত্যাদি) লাগিয়ে নিন, যেনো অন্যদের সাথে মিশে গেলে খুঁজে নিতে সহজ হয়, চাদর ইত্যাদিতে নিজের নাম বরং কোন ইংরেজী অক্ষরও লিখবেন না, অন্যথায় হতে পারে বেয়াদবী হতে থাকবে। (চিহ্ন এর নমুনা এই “ফয়যানে ইতিকাহফ” এর শেষ পৃষ্ঠায় প্রত্যক্ষ করুন)

ইতিকাহফের ৩০টি মাদানী ফুল

- ❶ মসজিদের দেয়াল বা চাটাই ইত্যাদিতে নাক বা কানের ময়লা কিংবা চর্বিযুক্ত হাত লাগাবেন না, ফিনায়ে মসজিদের কোণের ফাটলেও পানের পিক ইত্যাদি ফেলবেন না। মসজিদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি বিশেষভাবে সজাগ থাকবেন, মসজিদের মেঝেতে পড়ে থাকা চুলের গোছা এবং খড়খুটো ইত্যাদি কুঁড়িয়ে রাখার জন্য সম্ভব হলে ছোট পেকেট সাথে রাখুন। নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু বের করবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। (ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪১৯, হাদীস নং- ৭০৭)
- ❷ মসজিদের কার্পেটের সুতা ও চাটাইয়ের ভগ্নাংশ বের করা থেকে বিরত থাকুন। (সর্বত্রই এই বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকবেন)
- ❸ মসজিদে নিজের জন্য চাওয়া (ভিক্ষা করা) জায়িয় নেই এবং তাকে দিতেও ওলামারা নিষেধ করেছেন, এমনকি ইমাম ইসমাঈল যাহিদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: যে মসজিদের ভিক্ষুককে এক পয়সা দিলো, তার উচিত যে, সত্তর পয়সা আল্লাহ তায়ালা নামে আরো দেয়া, যেনো এই পয়সার কাফফারা হয় এবং অন্য কারো জন্য চাওয়া বা মসজিদের জন্য এবং দ্বীনের প্রয়োজনে চাঁদা করা জায়িয় এবং তা সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৬তম খন্ড, ৪১৮ পৃষ্ঠা)
- ❹ ইতিকাহফকারী শুধু এক পা মসজিদ থেকে বের করলে কোন ক্ষতি নেই।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

- ﴿৫৫﴾ উভয় হাত মাথা সহ যদি মসজিদ থেকে বের করে দিলেও সমস্যা নেই।
- ﴿৫৬﴾ অন্যমনস্ক হয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো এবং স্মরণ আসতেই দ্রুত মসজিদের ভিতর চলে আসলেও ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে গেলো।
- ﴿৫৭﴾ রাতের বেলা যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে বাতি জ্বালানোর প্রচলিত নিয়ম রয়েছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই আলোতে দ্বীনি কিতাবাদি অধ্যয়ন করতে পারবে।
- ﴿৫৮﴾ পত্রিকাগুলো প্রাণীর ছবি বরং সিনেমার বিজ্ঞাপনে সাধারণত ভরা থাকে, সুতরাং মসজিদে তা পাঠ করা থেকে বিরত থাকুন।
- ﴿৫৯﴾ চোর নিজের কিংবা অন্য কোন ইসলামী ভাইয়ের জুতা ইত্যাদি চুরি করে পালাতে লাগলো, তখন তাকে ধরার জন্য মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো, তবে ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে গেলো।
- ﴿৬০﴾ মসজিদে বয়ান করা বা নাত শরীফ ইত্যাদি পড়তে সতর্কতা আবশ্যিক, কারো ইবাদত কিংবা বিশ্বামের ব্যাঘাত না হওয়া চাই।
- ﴿৬১﴾ মসজিদের ছাদ ইত্যাদি ধসে পড়লো বা কেউ জোর করে মসজিদ থেকে বের করে দিলো, তবে দ্রুত অন্য মসজিদে ইতিকাহফকারী হয়ে যান, ইতিকাহফ বিগুহ্ন হয়ে যাবে।
- ﴿৬২﴾ ইতিকাহফ অবস্থায় যথাসম্ভব নিজের সময়কে নফল নামায, কোরআনের তিলাওয়াত, যিকির ও দরুদ, ইসলামী কিতাবাদি অধ্যয়ন এবং সুন্নাত ও দোয়া ইত্যাদি শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদানের মাঝে অতিবাহিত করুন।
- ﴿৬৩﴾ ইতিকাহফের জন্য যদি মসজিদে পর্দা লাগাতে হয় তবে অল্প জায়গা ঘেরাও করুন। আমার আক্বা, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: যদি (মসজিদে) জিনিস পত্র রাখা হয়, যার কারণে নামাযে জায়গা কমে যায়, তবে তা কঠোরভাবে নাজায়য। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা)
- ﴿৬৪﴾ মসজিদে শোরগোল, হাসি-তামাশা ইত্যাদি করা গুনাহ।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

﴿১৫﴾ আপনি ঘর থেকে এসেছেন নেকী অর্জন করতে কিন্তু কখনো যেনো এমন না হয় যে, মসজিদের বেআদবী করে গুনাহের বোঝা নিয়ে ফিরছেন। অতএব সাবধান! মসজিদে অপ্রয়োজনীয় কোন শব্দ মুখ থেকে যেনো বের না হয়, মুখে শক্তিশালী কুফলে মদীনা লাগিয়ে নিন।

﴿১৬﴾ নিজের জরুরী জিনিসপত্র আগেভাগেই জোগাড় করে নিন, যেনো কারো নিকট চাওয়ার প্রয়োজন না হয়, অন্যের নিকট জিনিসপত্র চাইতে থাকাও ভাল অভ্যাস নয়। যেমনটি দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৯৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “আল্লাহ ওয়ালাঁ কি বাতঁে” ১ম খন্ডের ৩৪০-৩৪১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: সায়্যিদুনা সাওবান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে আমাকে একটি বিষয়ে জামানত দিবে, আমি তাকে জান্নাতের জামানত দিবো।” আমি আরয করাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি জামানত দিলাম।” ইরশাদ করলেন: “কখনো কারো নিকট কিছু চাইবো না।” বর্ণনাকারী বলেন: “অনেক সময় যখন হযরত সায়্যিদুনা সাওবান رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ উটের উপর আরোহন করতেন এবং চাবুক যদি নিচে পরে যেতো, তবে তিনি এর জন্যও কাউকে বলতেন না, বরং নিজে নেমে উঠিয়ে নিতেন।”

﴿১৭﴾ অধিকহারে কোরআনের তিলাওয়াত করণ, কিন্তু এই মাসআলা মনে রাখবেন, যেমনটি বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ডের ৫৫২ পৃষ্ঠায় ৫৩ নং মাসআলা হলো: “সম্মিলিতভাবে সবাই উচ্চ আওয়াজে পড়া, এটা হারাম, অধিকাংশ কোরআন খানিতে সবাই উচ্চ আওয়াজে পড়ে থাকে, এটা হারাম, যদি কয়েকজন ব্যক্তি পাঠকারী হয়, তবে বিধান হলো নিম্ন স্বরে পড়া।”

﴿১৮﴾ অন্যান্য ইতিকাহফকারীর সহচর্যের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, তাদের খেদমত করাকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করণ, তাদের প্রয়োজন



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

মিটানোর চেষ্টা করুন এবং ঈসার (অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়া) প্রদর্শন করতে থাকুন। ঈসারের সাওয়াব অগণিত, তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি কোন জিনিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা রাখে, অতঃপর সেই আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করে নিজের উপর অন্য কাউকে প্রাধান্য দেয়, তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন।” (ইবনে আসাকির, ৩১তম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা)

- ﴿১৯﴾ মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার মাধ্যমে রিসালা পূরণ করুন এবং এর সার্বক্ষণিক অভ্যাস গড়ে নিন।
- ﴿২০﴾ মসজিদের মেঝে, কার্পেট বা চাটাইর উপর ঘুমুনো থেকে বিরত থাকুন, কেননা ঘামের দুর্গন্ধ এবং মাথার তেল লেগে যাওয়া তাছাড়া খারাপ স্বপ্ন দেখার কারণে নাপাক হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব নিজের চাটাই বা মোটা চাদর বিছিয়ে নিন।
- ﴿২১﴾ ঘর হোক কিংবা মসজিদ, যেখানেই ঘুমান “পর্দার উপর পর্দা” করে নিন, পায়জামার উপর লুঙ্গি পরে নিন বা একটি চাদরকে লুঙ্গির মতো জড়িয়ে নিন এবং শুয়ে উপরেও একটি চাদর বা কাথা মুড়ে নিন, কেননা ঘুমের মধ্যে অনেক সময় কাপড় পরা সত্ত্বেও আল্লাহর পানাহ! খুবই বে-পর্দা হয়ে থাকে।
- ﴿২২﴾ কখনোই দু’জন ইসলামী ভাই এক বালিশে কিংবা এক চাদরের নিচে ঘুমাবেন না।
- ﴿২৩﴾ অনুরূপভাবে ফিৎনাময় পরিবেশে কারো রান কিংবা কোলে মাথা রেখে শোয়া থেকেও বিরত থাকুন।
- ﴿২৪﴾ যখন ২৯শে রমযানুল মোবারকে ঈদুল ফিতরের চাঁদ উদিত হওয়ার সংবাদ শুনবেন কিংবা ৩০ শে রমযান শরীফের সূর্য অস্ত যায়, তখন ইতিকাহফ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে মসজিদ থেকে এমনভাবে দৌড়ে যাবেন না, যেনো জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়েছেন; বরং এমনি হওয়া চাই যে, রমযানুল

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আশুর রাজ্জাক)

মোবারক বিদায় হয়ে যাওয়ার সংবাদ শুনতেই দুঃখে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে যাবে যে, আহ! সম্মানিত মাস আমাদের ছেড়ে চলে গেলো, কাঁদতে কাঁদতে অন্যথায় কান্না না আসলে কান্না করার মতো আকৃতি বানিয়ে রমযান মাসকে আল বিদা জানান। আহ! অবস্থা যদি এমন হতো যে,

তুম ঘরকো না খিছো নেহী যাতা নেহী যাতা,
মে ছোড় কে ফয়যানে মদীনা নেহী যাতা।

﴿২৫﴾ ইতিকাহফ শেষ হয়ে যাওয়াতে কেঁদে কেঁদে আল্লাহ তায়ালার নিকট নিজের অলসতাগুলো এবং মসজিদের বেআদবী থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। খুবই কেঁদে কেঁদে নিজের ও সমগ্র বিশ্বের ইতিকাহফকারীদের কবুল করার এবং সমস্ত উম্মতের মাগফিরাতের দোয়া প্রার্থনা করুন।

﴿২৬﴾ পরস্পর একে অপর থেকে অধিকার ক্ষুন্ন হওয়ার জন্য ক্ষমা করিয়ে নিন।

﴿২৭﴾ ইমাম সাহেব, মুয়াজ্জিন সাহেব এবং মসজিদের খাদেমদেরকেও যথাসম্ভব কিছু না কিছু উপহার দিয়ে তাদের মন খুশি করুন। মসজিদের ব্যবস্থাপনা কমিটিরও কৃতজ্ঞতা আদায় করুন।

﴿২৮﴾ ইতিকাহফে অন্যান্য সাধারণ দিনের হিসেবে বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়, সুতরাং পরামর্শের মাধ্যমে প্রত্যেক ইতিকাহফকারী চাঁদা স্বরূপ কমপক্ষে ১০০টাকা করে মসজিদের ব্যবস্থাপনা পর্যদকে দিন। (ইতিকাহফকারী অধিক হলে টাকা একত্রে জমা করেও দেয়া যায়)

﴿২৯﴾ ঈদুল ফিতরের চাঁদরাত সম্ভব হলে ইবাদতে অতিবাহিত করুন। অন্যথায় কমপক্ষে ইশা এবং ফযরের নামায জামাআতে আদায় করুন, কেননা হাদীসে পাক অনুসারে সারা রাত ইবাদত করার সাওয়াব অর্জিত হবে।

﴿৩০﴾ নফল ইতিকাহফের নিয়তে চাঁদরাত ঐ মসজিদে অতিবাহিত করার চেষ্টা করুন, যেখানে সুন্নাত ইতিকাহফ করেছেন। হযরত সাযিয়দুনা ইব্রাহিম নাখাঈ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “বুয়ুর্গানের দ্বীনরা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ইতিকাহফ- কারীদের

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

জন্য এই বিষয়টি পছন্দ করতেন যে, ঈদুল ফিতরের রাত (অর্থাৎ চাঁদরাত) মসজিদেই অতিবাহিত করা, যেহেতু সেখানে থেকেই তার দিন (অর্থাৎ ঈদের বরকতময় দিন) শুরু হয়।^(১) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ تَكُنَالِي عَلَيْهِ বুয়ুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَتُهُ اللهُ تَكُنَالِي এই অভ্যাস বর্ণনা করেন যে, তাঁরা রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের ইতিকাকফ করতেন এবং চাঁদরাতে নিজেদের ঘরে ফিরে যেতেন না, যতক্ষণ না লোকেদের সাথে ঈদের নামায আদায় করে নিতেন। (তাফসীরে দুররে মানচুর, ১ম খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা)

আশিকানে রাসূলের সঙ্গ আমায় কি থেকে কি বানিয়ে দিলো!

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে যেখানে সম্মিলিত ইতিকাকফের আয়োজন করা হয়, সেখানে চাঁদরাত মসজিদে অবস্থান করে ঈদের দিন সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফরের সৌভাগ্য অর্জন করণ, إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ এর বরকত নিজেই দেখতে পাবেন। যদি মডার্ন বন্ধু বান্ধবের সাথে গুনাহে ভরা পরিবেশে ঈদ উদযাপন করেন, তবে ইতিকাকফের সকল অর্জন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আপনাদের উৎসাহের জন্য ঈদের মাদানী কাফেলার একটি সুবিশিষ্ট মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমন; লাইনযারিয়া, বাবুল মদীনা করাচীর এক যুবক ইসলামী ভাই পূর্বে একজন মডার্ন ও বেনামাযী যুবক ছিলো, জীবনের দিন রাতগুলো অলসতা ও গুনাহের মাঝে অতিবাহিত হচ্ছিলো। ১৪২৩ হিজরীর রমযানুল মোবারকে এক ইসলামী ভাই তাকে ইনফিরাদী কৌশল করে তারই এলাকার ফয়যানে রযা মসজিদে (লায়নযারিয়া) অনুষ্ঠিত সম্মিলিত সুন্নাত ইতিকাকফে বসার জন্য উৎসাহ প্রদান করলো, সে রাজী হয়ে গেলো এবং পরিবারের অনুমতি নিয়ে রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনে ইতিকাকফকারী হয়ে

১. মুসান্নিফ ইবনে আবি শেয়বা, ২য় খন্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার রুদদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

গেলো। ইতিকাহফে দশদিন পর্যন্ত আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শের বরকতে খুবই সিজ্ত হলো এবং সারা জীবন পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার করে নিলো, অন্যান্য গুনাহের পাশাপাশি দাঁড়ি মুভানো থেকেও তাওবা করলো, সাথে সাথেই পাগড়ী শরীফও সাজিয়ে নিলো এবং সুন্নাতে ভরা মাদানী পোষকেরও নিয়ত করে নিলো। ঈদের ২য় দিন আশিকানে রাসূলের সাথে ৩ দিনের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করলো এবং এই বরকতময় সফরের বরকতে সে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীরই একজন হয়ে গেলো। আল্লাহ তায়ালা যেনো মৃত্যু পর্যন্ত দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশ তার থেকে দূরে সরে না যায়। এখন সে ফ্যাশনেবল মডার্ন যুবক নয়। ইতিকাহফ এবং মাদানী কাফেলায় সফরের সময় আশিকানে রাসূলের নৈকট্য اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাকে কি থেকে কি বানিয়ে দিলো! আল্লাহ তায়ালায় দয়ায় সে নিজ এলাকায় মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদার হিসেবে সুন্নাতে খিদমত করে যাচ্ছে।

ফযলে রব সে গুনাহেঁ কি কালক ধুলে, মাদানী মাহেলে মে করলো তুম ইতিকাহফ।

নেকিযুঁ কা তুমেঁ খুব জযবা মিলে, মাদানী মাহেলে মে করলো তুম ইতিকাহফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৩৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَىٰ تَعَالَىٰ عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ! صَلِّ عَلَىٰ الْحَبِيبِ!

নিজের জিনিসপত্র সামলানোর উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হাজারো ইসলামী ভাই দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন মসজিদে পুরো রমযানুল মোবারক মাস সম্মিলিত ইতিকাহফ করে এবং শেষ দশদিনে ইতিকাহফকারীদের সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। তাদের সবার খেদমতে আরয হচ্ছে: শরীয়াতের মাসআলা হচ্ছে যে, যদি অন্য কারো জিনিস ভুলবশতঃ হয়ে এসে যায়, যদিও নিজের জিনিসের সাথে সামঞ্জস্য রাখে তবুও তা ব্যবহার করা নাজায়য ও গুনাহ। সুতরাং ইতিকাহফকারীরা (এবং মাদরাসার ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী ছাত্রগণ,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

বরং প্রত্যেকের) উচিত যে, নিজের ঐ জিনিসপত্রের উপর কোন না কোন চিহ্ন লাগিয়ে নিন, যা অপরের জিনিসের সাথে মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। নির্দেশনার জন্য কিছু চিহ্ন পরবর্তীতে পেশ করা হবে।

(সেভেল ও চাদর ইত্যাদির উপর নাম অথবা যে কোন ভাষার বর্ণ, যেমন; A, B ইত্যাদি লিখবেন না; বরং সম্ভব হলে সেভেল, চাদর থেকে কোম্পানীর নামও মুছে দিন, ট্যাগ লাগানো থাকলে তা-ও খুলে ফেলুন, যেনো পায়ের নিচে পরে বেআদবী না হয়। প্রত্যেক ভাষার বর্ণমালার আদব রক্ষা করুন। এই মাসআলার বিস্তারিত ফয়যানে সুন্নাত এর অধ্যায় “ফয়যানে **بِسْمِ اللَّهِ**” এর ৬৭-১০০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইতিকাহফ অবস্থায় অসুস্থ হওয়ার কারণ

اللَّهُمَّ সাগে মদীনা **غُفِرَ عَنْهُ** (লিখক) এর অনেক বছর ধরে ইতিকাহফ-কারীদের খিদমতে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছে। ইতিকাহফ অবস্থায় কিছু ভাইদেরকে অসুস্থ হতে দেখেছি। এর একটি বড় কারণ হচ্ছে “পানাহারের প্রতি অসতর্ক” থাকা। ঘর থেকে এবং বন্ধু বান্ধবের পক্ষ থেকে ভাল ভাল সুস্বাদু খাবার, সুগন্ধিযুক্ত সুমিষ্ট খাদ্য, কাবাব-ছমুচা, পিৎজা, পাকোড়া, টক চাটনি, খিচুড়ী, চটপটি, ছোলা এবং সেহেরীতে মালাই পরটা, ফিরনি ইত্যাদি নিয়ে আসে এবং কিছু কিছু ইতিকাহফকারী লোভে পড়ে পরিনাম চিন্তা না করেই সামনে যা আসে সেগুলো ভালভাবে না চিবিয়ে দ্রুত পেটে পৌঁছিয়ে দেয়। যার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস, পেটব্যথা, বদহজমী, পাতলা পায়খানা, বমি, শরীরের অলসতা, সর্দি-কাশি, জ্বর, মাথা ও শরীরের ব্যথা সহ বিভিন্ন প্রকারের রোগে আক্রান্ত হয়। অনেক বেচারা খুবই প্রেরণা নিয়ে অধিকহারে ইবাদত করার মনমানসিকতায় ইতিকাহফের জন্য ঘর থেকে বের হয়, কিন্তু খেয়ে খেয়ে অসুস্থ হয়ে যায় এবং অনেক সময়তো ঘটনা এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে, নামাযের জামাআত শুরু হয়ে গেছে অথচ এই বেচারা মাথা ব্যথা ও জ্বরের কারণে মসজিদে শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

না সময় বীমার কো আমরাত ভী যেহের আমীয হে,
সচ এহি হে সু দাওয়া কি ইক দাওয়া পরহেয হে।

খাবারে সতর্কতার উপকারিতা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে হাজারো আশিকানে রাসূল রমযানুল মোবারকে ইতিকাহফকারী হয়ে থাকেন। শেষ দশদিনে তা আরো বৃদ্ধি পায়। তাদেরকে দেয়া খাবারে অতিরিক্ত ঘি ব্যবহার বন্ধ করা, তেল মসলা জাতীয় খাদ্যও অর্ধেক কমিয়ে ফেলা এবং কাবাব ছুচা ও পকোড়া এর নিষেধাজ্ঞার আবেদন করতে থাকায় কিছু না কিছু কার্যকর হয়েছে এবং এভাবে ইতিকাহফ অবস্থায় রোগ বালাই অনেকাংশে কমে যেতে দেখা গেছে। আহ! যদি প্রত্যেক ইতিকাহফের মসজিদ বরং মুসলমানদের প্রতিটি ঘরে উল্লেখিত সতর্কতা মেনে চলতো।

আমি মুসলমানদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি মুসলমানদের রুহানী শুদ্ধতার পাশাপাশি শারীরিক সুস্থতা ও সফলতারও আকাঙ্ক্ষী। আহ! আহ! আহ! আমার আবেদন অনুযায়ী যদি চাহিদার চেয়ে কম খেয়ে এবং অসময়ে এটা সেটা খাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে ইতিকাহফকারীরা সুস্থতা ও নিরাপত্তার সহিত ইবাদত ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে সম্মিলিত ইতিকাহফ শেষে চাঁদ রাতের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করে। যদি আমার আবেদনকৃত খাবারের সতর্কতার প্রতি সারা জীবন আমল করতে থাকেন তবে ان شاء الله عَزَّوَجَلَّ আপনার জীবন অত্যন্ত সুন্দর থাকবে এবং ডাক্তার ও ঔষধের খরচ থেকে মুক্তি পাবেন। (দেয়া করে! “ফয়যানে সুন্নাত” এর অধ্যায় “খাবারের আদব” ৪৫৪-৪৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত খাবারের রুটিন ও ডাক্তারী পরামর্শ সম্বলিতা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

আত্তারের চিঠি পড়ে নিন) আপনাদের সুস্থতায় আমার এমনিতেই আগ্রহ যে, এইভাবে **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** ইবাদতের আগ্রহও বৃদ্ধি পাবে এবং সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সফর করার আগ্রহও বৃদ্ধি পাবে। আপনি সুস্থ হলে সহজেই নামায আদায়, সুন্নাতো প্রতি আমল, পিতামাতা এবং ছেলে-সন্তানের খেদমতের জন্য রোজগার করতে পারবেন।

অত্যাচারীদের জন্য দীর্ঘায়ুর দোয়া করা কেমন?

নিজ মুসলমান ভাইয়ের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের ষ্টিম রোলার চালনাকারী এবং গুনাহের বাজার গরমকারীদেরকে আল্লাহ রাব্বুল ইয়যত হিদায়াত দান করুন। এদের সুস্থতাও অনেক সময় গুনাহের মাত্রা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। হযরত সাযিয়দুনা সুফিয়ান সাওরী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: “যে ব্যক্তি অত্যাচারির জন্য দীর্ঘায়ুর দোয়া করে, যেনো এই বিষয়কেই পছন্দ করছে যে, আল্লাহ তায়ালার (আরো) অবাধ্যতা হোক।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা, নম্বর- ৯৫৪৮) তবে হ্যাঁ, অত্যাচারীদের জন্য অত্যাচার থেকে তাওবা করে সুস্থতা ও নিরাপত্তার সহিত সুন্নাতে ভরা দীর্ঘায়ুর দোয়া করা যাবে। পানাহারের সতর্কতার অনন্য জ্ঞান লাভের জন্য “ফয়যানে সুন্নাত” এর অধ্যায় “পেটের কুফলে মদীনা” অবশ্যই পড়ে নিন।

মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা সাওয়াবের কাজ

হযরত সাযিয়দুনা জারীর বিন আব্দুল্লাহ **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** বলেন: “আমি হুযুর তাজেদারে রিসালত **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর নিকট নামায পড়া, যাকাত দেয়া এবং মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার বাইয়াত গ্রহণ করি।” (বুখারী, ১ম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৭) আ'লা হযরত **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: “প্রতিটি মুসলমান ব্যক্তির জন্য কল্যাণ কামনা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।” (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪তম খন্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা) **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** নিজেকে মুসলমানের কল্যাণ কামনায় রত রাখা এবং সাওয়াব



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

অর্জনের পবিত্র প্রেরণার অধীনে দোয়া করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যবান থাকার কতিপয় মাদানী ফুল উপস্থাপন করছি। যদি শুধুমাত্র দুনিয়ার রঙ তামাশায় মত্ত থাকার জন্যই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার বাসনা থাকে তবে এখনই পড় বন্ধ করে দিন এবং যদি উত্তম স্বাস্থ্য দ্বারা ইবাদত ও সুন্নাতের খেদমত করার শক্তি অর্জনের মানসিকতা থাকে তবে সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে ভাল ভাল নিয়ত সহকারে দরুদ শরীফ পাঠ করে অগ্রসর হোন এবং অগ্রহ সহকারে পাঠ করুন।

صَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

আল্লাহ রাব্বুল ইয়যত আমাকে, আপনাকে, আমাদের পরিবার পরিজন এবং সকল উম্মতের মাগফিরাত করুন। আমাদেরকে সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সহিত এবং দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত থেকে ইসলামের খেদমতে অটলত্ব দান করুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের শারীরিক রোগ বালাই দূর করে আমাদেরকে মদীনার রোগী বানান।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

কাবাব ছমুচা ভক্ষনকারীরা মনোযোগী হোন

বাজার এবং দাওয়াতে মসলাযুক্ত কাবাব ছমুচা ভক্ষনকারীরা লক্ষ্য করুন। কাবাব ছমুচা বিক্রেতারা সাধারণত মাংসের কীমা ধৌত করে না। তাদের কথানুযায়ী কীমা ধৌত করা হলে, কাবাব ছমুচার স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়! বাজারের কীমায় অনেক সময় কি হয় তাও শুনে নিন! গরুর নাড়িভুড়ির চামড়া ছিলিয়ে এর “বট” এর সাথে প্লীহা (পিত্তাশয়) বরং مَعَادَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ কখনো কখনো জমাটবাঁধা রক্ত সহ মেশিনে পেষানো হয়, আর এভাবেই সাদা রঙের বটের কীমার রঙ মাংসের মতোই গোলাপি হয়ে যায় এবং তা প্রতারণা করে মাংসের কীমা বলে চালিয়ে দেয়া হয়। অনেক সময় কাবাব ছমুচা বিক্রেতারা পরিমান মতো আদা ও রসুন ইত্যাদিও কীমার সাথেই পিষিয়ে নেয়। এখন আর এই কীমা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

ধোয়ার প্রশ্নই আসে না, সেই কীমায় মরিচ মসলা টেলে ভুনে তা দিয়ে কাবাব ছমুচা বানিয়ে বিক্রি করা হয়। হোটেলেও এরূপ কীমার তরকারি বানানোর সম্ভাবনা রয়েছে। অপরিচ্ছন্ন কাবাব ছমুচা বিক্রেতাদের থেকে পেয়াজু ইত্যাদিও নেবেন না, কেননা কড়াইও একই আর তেলও সেই অপরিচ্ছন্ন কীমার। তবে আমি এটা বলছি না যে, আল্লাহর পানাহ! প্রত্যেক মাংস বিক্রেতাই এরূপ করে বা আল্লাহ না করুন প্রত্যেক কাবাব ছমুচা বিক্রেতাই অপবিত্র কীমাই ব্যবহার করে। নিশ্চয় নির্ভেজাল মাংসের কীমাও পাওয়া যায়, এবং যদি “বট” এর কীমা বলেই বিক্রি করে তবুও গুনাহ নেই। একথা বলার উদ্দেশ্য হলো যে, কীমা বা কাবাব, ছমুচা বিশ্বাসযোগ্য মুসলমানের নিকট থেকেই নেয়া উচিত এবং যে মুসলমানরা এরূপ গুনাহে ভরা কাজ করে তাদের তাওবা করে উচিত।

তেলে ভাজা বস্ত্র থেকে সৃষ্ট ১৯টি রোগ চিহ্নিত করণ

﴿১﴾ শরীরের ওজন বেড়ে যায়। ﴿২﴾ অস্ত্রের শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ﴿৩﴾ পেট পরিস্কারে বাঁধা সৃষ্টি করে। ﴿৪﴾ পেট ব্যাথা, ﴿৫﴾ অরুচি, ﴿৬﴾ বমি বমি ভাব বা ﴿৭﴾ ডাইরিয়া (পাতলা পায়খানা) হতে পারে। ﴿৮﴾ চর্বির বিপরীতে ভাজা বস্ত্র ব্যবহার খুবই দ্রুততার সহিত রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্ট্রল অর্থাৎ LDL সৃষ্টি করে। ﴿৯﴾ উপকারী কোলেস্ট্রল অর্থাৎ HDL কমে যায়। ﴿১০﴾ রক্তে ঘনীভূত দ্রব্য অর্থাৎ জমাটবাঁধা কনিকার সৃষ্টি হয়। ﴿১১﴾ হজম শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ﴿১২﴾ গ্যাস সৃষ্টি হয়। ﴿১৩﴾ গরম তেলে এক প্রকার বিষাক্ত উপাদান “এক্সোলিন” তৈরী হয়ে যায়, যা অস্ত্রে ক্ষত সৃষ্টি করে বরং ﴿১৪﴾ আল্লাহর পানাহ! ক্যান্সারের কারণও হতে পারে। ﴿১৫﴾ তেলকে বেশিক্ষণ গরম করা এবং ভাজার কাজে এতে আরো একটি বিপদজনক বিষাক্ত উপাদান “ফ্রি রেডিক্যালস” তৈরী হয়ে যায়, যা হৃদ রোগ, ﴿১৬﴾ ক্যান্সার, ﴿১৭﴾ জোড়ায় জোড়ায় ফুলে যাওয়া, ﴿১৮﴾ মানসিক রোগ এবং ﴿১৯﴾ দ্রুত বার্ধক্য আনার কারণ হয়।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (অবাবানী)

“ফ্রি রেডিক্যালস” নামক বিপদজনক বিষাক্ত উপাদান তৈরী হওয়ার আরো কিছু কারণ রয়েছে, যেমন ✨ ধূমপান ✨ অপরিচ্ছন্ন বাতাস (যেমনটি আজকাল ঘরে সর্বদা কামরা বন্ধ করে রাখা হয়, না রোদও আসতে পারে, না সতেজ বাতাস আসতে পারে) ✨ গাড়ির ধোঁয়া ✨ এক্সরে (X-RAY) ✨ মাইক্রো ওয়েব ওভেন ✨ T.V. এবং ✨ কম্পিউটারের স্ক্রীনের আলোক রশ্মী ✨ উড়ো জাহাজের বিকিরন রশ্মী।

বিপদজনক বিষের প্রতিষেধক

আল্লাহ তায়ালা এই বিপদজনক বিষ অর্থাৎ “ফ্রি রেডিক্যালস” এর প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন, অতএব যে সকল সবজী এবং ফলের রঙ সবুজ, হলদে বা লালচে হলুদ হয়ে থাকে, তা এই বিপদজনক বিষকে ধ্বংস করে দেয়, এরূপ ফল এবং সবজীর রঙ যতই গাঢ় হবে, ততই এতে ভিটামিন এবং খনিজ উপাদানের পরিমাণও বেশি হয়ে থাকে, তা এই বিষের আরো বেশি শক্তিশালী প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে।

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

তেলে ভাজা বস্তুর ক্ষতি কমানোর উপায়

দুটি বিষয়ের উপর আমল করাতে তেলে ভাজা বস্তুর ক্ষতি কম হতে পারে: ﴿১﴾ কাবাব, ছমুচা, পাকোড়া, শামী কাবাব, মাছ ইত্যাদি ভাজার জন্য যে কড়াই বা ফ্রাইপেন ব্যবহার করা হয় তা যেনো ননস্টিক (NON STICK) হয়। ﴿২﴾ ভাজার পর প্রতিটি বস্তুকে সুগন্ধবিহীন টিসু পেপার দ্বারা ভালভাবে জড়িয়ে নিন, যেন কিছুটা তেল চোষন করে নেয়।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

অবশিষ্ট তেল আবারো ব্যবহার করার পদ্ধতি

অভিজ্ঞদের বক্তব্য হলো: একবার ভাজার জন্য ব্যবহার করার পর তেলকে যেন আবারো গরম করা না হয়। যদি দ্বিতীয়বার ব্যবহার করতে হয় তবে এর পদ্ধতি হলো যে, একে শোধন করে (ছেঁকে) রেফ্রিজারেটরে রেখে দিন, না ছেঁকে ফ্রিজে রাখবেন না।

চিকিৎসা বিজ্ঞান নির্ভুল নয়

তেলে ভাজা বস্তুর ক্ষতি সম্পর্কে আমি যা কিছু আরয় করেছি তা আমার নিজের ভাষ্য নয়, চিকিৎসকদেরই গবেষণা। এই মূলনীতিটি মনে রাখার উপযুক্ত যে, “চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পূর্ণ ধারণামূলক, নির্ভুল নয়।”

ফ্যাশন পুজারী যুবক সুন্নাতের মুবাল্লিগ হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ক্ষতিকারক বস্তু পানাহারের লোভ সামলাতে, পশ্চিমা ফ্যাশন থেকে প্রাণ বাঁচাতে, সুন্নাতকে আপন করতে এবং নিজের হৃদয়কে রাসূল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসার মদীনা বানানোর জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি মনোরম মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমনটি ইন্দোর শহরে (মধ্য প্রদেশ, ভারত) এক মডার্ন যুবক ১৪২৬ হিজরীর রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাহফ করার সৌভাগ্য অর্জন করলো। আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শের বরকতে তার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো, মুখে দাঁড়ির উজ্জলতা চমক এনে দিলো এবং সবুজ পাগড়ী শরীফে মাথা সবুজ হয়ে গেলো, সেই সাথে ১২ দিনের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো, একেবারে মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে গেলো, الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ বর্তমানে দা'ওয়াতে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

ইসলামীর মুবাঞ্জিগ হয়ে গেলো এবং **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** এই বর্ণনা লিখাবস্থায় নিজের শহরে দাওয়াতে ইসলামীর হালকা মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে মাদানী কাজের সাড়া জাগাচ্ছে।

গরছে দিল মে হে ফ্যাশন উলফত ভরি,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

ওমর আয়েন্দা গুযরে গি সন্নাত ভরি,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ। (ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইসলামী বোনদের ইতিকাফ

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** বর্ণনা করেন যে, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করতেন এ পর্যন্ত যে, আল্লাহ তায়ালা হুযুর পুরনূর **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** কে (প্রকাশ্য) ওফাত দান করেছেন। অতঃপর হুযুর পুরনূর **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর পবিত্র বিবিগণ **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ** ইতিকাফ করতে থাকেন। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০২৬)

ইসলামী বোনেরাও ইতিকাফ করুন

ইসলামী বোনদেরও ইতিকাফের সৌভাগ্য লাভ করা চাই। ইসলামী বোনেরা যেহেতু মসজিদে বাইত (বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসছে) যা খুবই সংকীর্ণ জায়গা হয়ে থাকে আর এতেই ইতিকাফ করতে হয়, এতে একপ্রকারের কবরের স্মরণও উজ্জীবিত হয়ে যায়, কেননা বউ, কন্যা ও মুন্না মুন্নিদের কোলাহল থেকে দশদিন কোণায় অবস্থান করা কষ্টকর অনুভূত হচ্ছে, তবে আল্লাহ তায়ালা ও মুস্তফা **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর অসম্ভৃষ্টিতে একা কবরে হাজারো বছর কিভাবে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

অতিবাহিত হবে! তবে আশ্চর্যের কি আছে যে, আল্লাহ তায়ালা এই ইতিকাহফের বরকতে এবং আপন দয়ায় আপনার কবর দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত প্রশস্ত করে শ্রিয় আকা, মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূর দ্বারা আলোকিত করে দেবেন। প্রত্যেক ইসলামী বোনের জীবনে কমপক্ষে একবার হলেও এই সৌভাগ্য অর্জন করা নেয়া উচিত।

ইসলামী বোনদের জন্য ১৩টি মাদানী ফুল

❶ ইসলামী বোনেরা মসজিদে বাইতে ইতিকাহফ করবে। মসজিদে বাইত ঐ স্থানকে বলে, যেখানে মহিলারা নিজের ঘরে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়। ইসলামী বোনদের জন্য এটা মুস্তাহাবও যে, ঘরে নামাযের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়া এবং ঐ স্থানটি পবিত্র রাখুন আর উত্তম হচ্ছে যে, ঐ স্থানটি উঁচু করে নেয়া। বরং ইসলামী ভাইদেরও উচিত যে, নফল নামায পড়ার জন্য ঘরে কোন স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়া, কেননা নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম।

(দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১০২১ পৃষ্ঠা)

❷ যদি ইসলামী বোনেরা নামাযের জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট না করে, তবে ঘরে ইতিকাহফ করতে পারবেনা, অবশ্য যদি তখন অর্থাৎ যখন ইতিকাহফের ইচ্ছা পোষণ করেছে তখন কোন স্থানকে নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়, তবে ঐ স্থানে ইতিকাহফ করতে পারবে। (দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা)

❸ অন্য কারো ঘরে গিয়ে ইসলামী বোন ইতিকাহফ করতে পারবে না।

❹ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য ইতিকাহফ করা জায়িয় নেই।

(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৯৪ পৃষ্ঠা)

❺ যদি স্ত্রী স্বামীর অনুমতিতে ইতিকাহফ শুরু করে দিলো, পরে স্বামী নিষেধ করতে চাইলে আর নিষেধ করতে পারবেনা এবং যদি তবুও নিষেধ করে, তবে স্ত্রীর জন্য তা পালন করা ওয়াজিব নয়। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ২১১ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

﴿৬﴾ ইসলামী বোনদের ইতিকাহফের জন্য এটাও জরুরী যে, সে যেনো হায়েয ও নিফাস (মাসিক ঋতুশ্রাব ও সন্তান প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ) থেকে পবিত্র হয়, কেননা ঐ দিনগুলোতে নামায, রোযা ও তিলাওয়াত করা হারাম। (ফিকহের কিতাবাদি) (প্রসূতী নারীর সন্তান প্রসবের পর যেই রক্তক্ষরণ হয়ে তাকে নিফাস বলে, এর সর্বোচ্চ সময়সীমা ৪০ দিন এবং ৪০ রাত, ৪০ দিন-রাতের পরও যদি রক্ত বন্ধ না হয়, তবে তা রোগ, গোসল করে নামায, রোযা শুরু করে দিবে। ইসলামী বোনদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা যে, নিফাসের সময়সীমা পূর্ণ ৪০ দিন, অথচ এমন নয়। শরীয়াতের বিধান হলো যে, যদি এক দিনে বন্ধ হয়ে যায়, বরং বাচ্চা হবার পর সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে যায়, তবে নিফাস শেষ হয়ে গেলো, গোসল করে নামায রোযা শুরু করে দিবে। হায়েযের সময়সীমা কমপক্ষে ৩দিন-রাত এবং সর্বোচ্চ ১০ দিন-রাত। তিন দিন-রাতের পর যখনই রক্ত বন্ধ হবে, দ্রুত গোসল করে নিবে এবং নামায ইত্যাদি শুরু করে দিবে। (এখানে স্বামীসম্পন্না নারীদের জন্য কিছু বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তা বাহারে শরীয়াত এর ১ম খন্ডের ২য় অধ্যায় অবশ্যই পড়ে নিন) এবং ১০ দিন-রাতের পরও যদি রক্তক্ষরণ অব্যাহত থাকে, তবে তা ইস্তিহাযা অর্থাৎ রোগ, ১০ দিন-রাত পূর্ণ হতেই গোসল করে নামায রোযা শুরু করে দিন)

﴿৭﴾ যদি হায়েযের (মাসিক ঋতুশ্রাবের) নির্দিষ্ট তারিখ রমযান শরীফের শেষ দশ দিনে হয়, তবে ইতিকাহফ শুরুই করবে না।

﴿৮﴾ যদি মহিলাদের হায়েয (মাসিক ঋতুশ্রাব) শুরু হয়ে যায়, তবে তার ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। (বাদইউস সানাআ, ২য় খন্ড, ৫৮৭ পৃষ্ঠা) এমতাবস্থায় যেদিন তার ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়েছিলো, শুধু ঐ একদিনের কাযা তার উপর ওয়াজিব হবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৫০০ পৃষ্ঠা) মাসিক ঋতুশ্রাব থেকে পবিত্র হবার পর যেকোন দিন কাযার নিয়তে ইতিকাহফ করে নিন। যদি রমযান শরীফের দিন অবশিষ্ট থাকে, তবে এতেও কাযা করা যাবে, এমতাবস্থায় রমযানুল মোবারকের রোযাই যথেষ্ট। যদি সেই দিনে কাযা করতে না চায় বা পাক হওয়ার পূর্বেই



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহত)

রমযানুল মোবারক শেষ হয়ে যায়, তবে অন্য কোনদিন কাযা করে নিন। কিন্তু ঈদুল ফিতর ও জিলহজ্জের দশম থেকে তেরতম তারিখ ছাড়া, কেননা এই ৫দিন রোযা রাখা মাকরুহ তাহরিমী। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

ইসলামী বোনদের ইতিকাহফ কাযা করার পদ্ধতি

- ﴿৯﴾ এর পদ্ধতি হলো, সূর্যাস্তের সময় (বরং সতর্কতার জন্য কয়েক মিনিট পূর্বে) কাযার ইতিকাহফের নিয়তে মসজিদে বাইতে এসে যাবে এবং পরবর্তী দিনের সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইতিকাহফ করবে, এতে রোযা রাখা শর্ত।
- ﴿১০﴾ শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া ইতিকাহফের স্থান থেকে বের হওয়া জায়য নেই, সেখান থেকে উঠে ঘরের অন্য স্থানেও যেতে পারবে না, যদি যায় তবে ইতিকাহফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।
- ﴿১১﴾ ইসলামী বোনদের জন্যও ইতিকাহফের জায়গা থেকে সরার একই বিধান, যা ইসলামী ভাইদের জন্য প্রযোজ্য, অর্থাৎ যেসব প্রয়োজনে ইসলামী ভাইদের মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়য, ঐ সব প্রয়োজনে ইসলামী বোনেরাও ইতিকাহফের স্থান থেকে সরা জায়য।
- ﴿১২﴾ ইসলামী বোনেরা ইতিকাহফ অবস্থায় আপন স্থানে বসে বসে সেলাই বা উলের কাজ করতে পারবে, ঘরের কাজের জন্য কাউকে বলতেও পারবে, কিন্তু নিজে উঠে যাবে না।
- ﴿১৩﴾ উত্তম হচ্ছে যে, ইতিকাহফ অবস্থায় পূর্ণ মনোযোগ তিলাওয়াত, যিকির ও দরুদ, তাসবীহ, দ্বীনী কিতাবাদি পাঠ, সুন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট শুন্য এবং অন্যান্য ইবাদতের প্রতি রাখা।

ইয়া রব্বের মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও বোনের ইতিকাহফ কবুল করুন এবং এর বরকত দ্বারা ধন্য করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকেও ইতিকাহফ করার সৌভাগ্য দান করুন।

أَمِينٍ بِجَاوِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

মুস্তফা ﷺ এর ৭টি পৃথক বাণী

﴿১﴾ “যে ব্যক্তি মসজিদের প্রতি ভালবাসা রাখে, আল্লাহ তায়ালা তার সাথে ভালবাসা রাখেন।”^১ হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাব্বী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীসের ব্যাখ্যা লিখেন: মসজিদের সাথে ভালবাসা এরূপ যে, আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির জন্য এতে ইতিকাফ, নামায, আল্লাহ তায়ালায় যিকির এবং শরয়ী মাসআলা মাসায়েল শিক্ষা নেয়া ও দেয়ার জন্য বসে থাকার অভ্যাস গড়ে তোলা।^২ ﴿২﴾ “নিঃসন্দেহে দুনিয়াতে মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালায় ঘর এবং আল্লাহ তায়ালায় বদান্যতায় হক হচ্ছে (স্বীয় ঘরের) যিয়ারতকারীদের দয়া (সম্মান) করা।”^৩ হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাব্বী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা বলেন: অর্থাৎ মসজিদ হচ্ছে সেই স্থান, যা আল্লাহ তায়ালা নিজ রহমত বর্ষণের জন্য বাঁছাই করেছেন।^৪ ﴿৩﴾ “মসজিদে হাসাহাসি করা কবরে অন্ধকার আনয়ন করে।”^৫ ﴿৪﴾ যে স্বেচ্ছায় এক ওয়াক্ত নামায তাগ করলো, তার নাম জাহান্নামের ঐ দরজায় লিখে দেয়া হবে, যা দিয়ে সে জরহান্নামে প্রবেশ করবে।^৬ ﴿৫﴾ মিসওয়াক মুখের পরিব্রতা এবং আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টির কারণ।^৭ ﴿৬﴾ চোগল খোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।^৮ ﴿৭﴾ গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন, যেমন সে কোন গুনাহই করেনি।^৯

চিহ্নের নমুনা সমূহ



১. মু'জাম আওসাত, ৪র্থ খন্ড, ৪০০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৩৮৩।
২. ফয়যুল কদীর, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১১২ পৃষ্ঠা, ৮৫২৪ নং হাদীসের পাদটিকা।
৩. মু'জামল কবীর, ১০ম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৩২৪।
৪. ফয়যুল কদীর, ২য় খন্ড, ৫৬৪ পৃষ্ঠা।
৫. আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাতাব, ২য় খন্ড, ৪৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৯১।
৬. হিলয়াতুল আউলিয়া, ৭ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৫৯০।
৭. ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৯।
৮. বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬০৫৬।
৯. ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৪৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪২৫০।

ঈদ মোবারক

বাদে রমযান ঈদ হোতি হে
জিস কো আক্বা কি দী'দ হোতি হে
ঈদ তুঝা কো মোবারক এয়্য সায়িম“^১
রোযা খোরো! খোদা কি না'রাজি
ভেরী শয়তান! মাহে রমযাঁ মে
রোযা দারোঁ কে ওয়াস্তে ওয়াল্লাহ
ঈদকে দিন ওমর ইয়ে রো রো কর
জু কোয়ি রব কো করতে হে নারাজ
ফিল্ম বেয়নোঁ^২ কে হক মে সুন লো ইয়ে
বেনামাযোঁ কি রোযা খোরোঁ কি
জিস কো আক্বা মদীনে বুলওয়ায়েঁ
মুঝা কো “ঈদি” মে দো বকী আক্বা
জু বিচড়া জায়ে উন কি গলিযুঁ সে

রব কি রহমত মযীদ হোতি হে
উস পে কুরবান “ঈদ” হোতি হে
রোযা দারোঁ কি ঈদ হোতি হে
সুন লো! তুম পর শদীদ হোতি হে
কেয়সি মিট্রি পলিদ হোতি হে!
মাগফিরাত কি নু'য়িদ^৩ হোতি হে
বোলে, “নেকিযুঁ কি ঈদ হোতি হে”
উন সে রহমত বাঈদ^৪ হোতি হে
ঈদ, ইয়াওমে ওয়াঈদ^৫ হোতি হে
কো'ন কেহতা হে ঈদ হোতি হে!
উস মুসলমানোঁ কি ঈদ হোতি হে
জানে কব মেরী ঈদ হোতি হে!
কিয়া ভালা উস কি ঈদ হোতি হে!

ঈদ আত্তার উস কি হে জিস কো

খোয়াব মে উন কি দীদ হোতি হে^৬

১. রোযাদার। ২. সুসংবাদ। ৩. দূর। ৪. সিনেমার দর্শক। ৫. শান্তি দেয়ার ধমক, শান্তি দেয়ার অঙ্গীকার।

চারজন মিথ্যা দাবীদার

হাতিম আছাম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ﴿١﴾ আল্লাহ তায়ালার ভালবাসার দাবীদার, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার হারামকৃত কাজ থেকে বিরত থাকে না। ﴿٢﴾ রাসূল صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসার দাবীদার, কিন্তু গরীবদেরকে মূল্যায়ন করে না। ﴿٣﴾ জান্নাতের প্রার্থনাকারী হওয়ার দাবীদার, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় খরচ করতে কার্পন্য করে। ﴿٤﴾ জাহান্নামকে ভয় করার দাবীদার, কিন্তু গুনাহের কাজগুলো থেকে বিরত থাকে না। (আল মুনবাহাত থেকে সংক্ষেপিত, ৪০ পৃষ্ঠা)

ছয় ধরনের ব্যক্তির জন্য কল্যাণের দরজা বন্ধ

ইয়াহইয়া বিন মুয়ায رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: ﴿١﴾ নিজের ইলম অনুসারে যে আমল করে না। ﴿٢﴾ নেয়ামতের প্রতি যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। ﴿٣﴾ নেককারদের সহচর্যে থাকা সত্ত্বেও যে তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে না। ﴿٤﴾ মৃতের কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও যে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না। ﴿٥﴾ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও (আল্লাহ তায়ালার সম্বৃষ্টিমূলক কাজে ব্যয় করে) আখিরাতের জন্য পাথেয় জোগাড় করে না। ﴿٦﴾ অধিকহারে গুনাহ করা সত্ত্বেও যে তাওবা করে না।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ফয়যানে ঈদুল ফিতর

মওলা আলী খালি হাতের তালুতে দম করলেন এবং...

একদা কোন এক ভিখারী কাফিরদের নিকট ভিক্ষা চাইলো, তারা ঠাট্টা করে আমিরুল মুমিনিন হযরত সাযিযুনা মওলা মুশকিল কোশা, আলীউল মুরতাদ্দা, শেরে খোদা **كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ** এর নিকট পাঠিয়ে দিলো, তখন তিনি সামনেই উপবিষ্ট ছিলেন। ভিক্ষুক উপস্থিত হয়ে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করলো, তিনি **كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ** দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে তার হাতের তালুতে দম করে দিলেন এবং বললেন: “মুষ্টি বন্ধ করে নাও এবং যারা পাঠিয়েছে, তাদের সামনে গিয়ে খোলো।” (কাফিরগণ হাসছিলো যে, খালি ফুক মারলে কি হয়! কিন্তু) যখন ভিখারী তাদের সামনে গিয়ে মুষ্টি খুললো তখন তাতে এক দীনার ছিলো! এই কারামত দেখে অনেক কাফির মুসলমান হয়ে গেলো। (রাহতুল কুলুব, ৫০ পৃষ্ঠা)

বিরদ জিস নে কিয়া দরুদ শরীফ, অওর দিল সে পড়া দরুদ শরীফ।

হা'জতেঁ সব রাওয়া হোয়েঁ উস কি, হে আজব কি'মিয়া দরুদ শরীফ।

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** রমযান শরীফের মোবারক মাস সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন যে, এ মাসের প্রথম দশদিন রহমত, দ্বিতীয় দশদিন মাগফিরাত এবং তৃতীয় দশদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি। (ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮৮৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সায়্যাদাতুদ দা'রাইন)

বুঝা গেলো যে, রমযানুল মোবারক রহমত, মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস, সুতরাং এই রহমত ও বরকতে ভরা মাস বিদায় হতেই ঈদের খুশী উদযাপনের সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং ঈদুল ফিতরের দিনে খুশী প্রকাশ করা মুস্তাহাব। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ ও বদান্যতার প্রতি খুশী প্রকাশ করার উৎসাহতো কোরআনে করীমেও বিদ্যমান। যেমন ১১তম পারার সূরা ইউনুস এর ৫৮নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন,
'আল্লাহরই অনুগ্রহ ও তারই দয়া, সেটারই
উপর তাদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত।

অন্তর জীবিত থাকবে

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নব্বুয়ত, মাহবুবে রাব্বুল ইয্যত, মুস্তাফা জানে রহমত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে উভয় ঈদের রাতে (অর্থাৎ ঈদুল ফিতরের পূর্ব রাত এবং ঈদুল আযহার পূর্ব রাত) সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশে কিয়াম করলো (অর্থাৎ রাত জেগে ইবাদত করলো), ঐ দিন তার অন্তর মরবে না, যেদিন (মানুষের) অন্তর মরে যাবে।”

(ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৮২)

জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়

অপর এক স্থানে হযরত সায্যিদুনা মুয়ায বিন জাবাল رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে পাঁচটি রাতে জাগ্রত থাকে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। যিলহজ্জ শরীফের অষ্টম, নবম এবং দশম রাত (এভাবে তিন রাত তো হলো) এবং চতুর্থ ঈদুল ফিতরের রাত, পঞ্চমটি শাবানুল মুয়াযযমের পনেরতম রাত (অর্থাৎ শবে বরাত)। (আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ২য় খন্ড, ৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

হযরত সায্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله تعالى عنهما এর একটি বর্ণনায় এও রয়েছে: যখন ঈদুল ফিতরের মোবারক রাত আগমন করে, তখন তাকে ‘লায়লাতুল জায়েযা’ অর্থাৎ ‘পুরস্কারের রাত’ বলে আহ্বান করা হয়। যখন ঈদের ভোর হয়, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর নিষ্পাপ ফিরিশতাদেরকে সমস্ত শহরে প্রেরণ করেন, সুতরাং ঐ ফিরিশতারা পৃথিবীতে আগমন করে সব গলি ও রাস্তার প্রান্তে দাঁড়িয়ে যায় এবং এ বলে আহ্বান করে: “হে উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! ঐ দয়াময় রব তায়ালা দরবারের দিকে চলো! যিনি অনেক বেশি দানশীল এবং বড় বড় গুনাহ ক্ষমাকারী।” অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদেরকে এভাবে সম্বোধন করেন: “হে আমার বান্দারা! চাও! কি চাওয়ার আছে? আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! আজকের দিনের এই (ঈদের নামাযের) সমাবেশে নিজেদের আখিরাতে সম্পর্কে যা কিছু চাইবে, তা পূরণ করবো এবং যা কিছু দুনিয়া সম্পর্কে চাইবে, তাতে তোমাদের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য করবো (অর্থাৎ এই বিষয়ে তা করবো, যাতে তোমাদের মঙ্গল রয়েছে)। আমার সম্মানের শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমার প্রতি যত্নবান থাকবে, আমিও তোমাদের ভুল-ত্রুটিগুলো গোপন রাখবো। আমার সম্মান ও মহত্ত্বের শপথ! আমি তোমাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারীদের (অর্থাৎ পাপীদের) সাথে অপমানিত করবো না। ব্যস, নিজেদের ঘরের দিকে ক্ষমাপ্রাপ্ত হিসেবে ফিরে যাও। তোমরা আমাকে সন্তুষ্ট করেছো এবং আমিও তোমাদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছি।”

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ২য় খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩)

কোন ভিখারী নিরাশ হয়ে ফিরে না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু মনযোগ দিন! ঈদুল ফিতরের দিনটি কিরূপ গুরুত্বপূর্ণ দিন, এ দিনে আল্লাহ তায়ালা দয়া অতিমাত্রায় ঢেউ খেলে, আল্লাহ তায়ালা দরবার থেকে কোন ভিখারী নিরাশ হয়ে ফিরে না। একদিকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দাগণ আল্লাহ তায়ালার অশেষ দয়া ও ক্ষমা প্রাপ্তিতে খুশী উদযাপন করে, অন্যদিকে মুমিনের উপর আল্লাহ তায়ালার এতো বেশি দয়া ও করুণা দেখে মানুষের সর্ব নিকৃষ্ট শত্রু শয়তান অগ্নিশর্মা হয়ে যায়।

শয়তানের ব্যাকুলতা

হযরত সাযিয়্যুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: যখনই ঈদ আসে, শয়তান চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। তার ব্যাকুলতা দেখে অন্যান্য সমস্ত শয়তান তার চতুর্পাশে জড়ো হয়ে জিজ্ঞাসা করে: হে মুনিব! আপনি কেন রাগান্বিত ও উদাস হয়ে পড়েছেন? সে বলে: হায় আফসোস! আল্লাহ তায়ালার আজকের দিনে উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাই তোমরা তাদেরকে প্রবৃত্তির কামনা ও তৃপ্তিতে বিভোর করে দাও।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

শয়তান কি সফল?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! শয়তানের জন্য ঈদের দিনটি কতোইনা কষ্টকর, তাই সে অন্যান্য শয়তানদের আদেশ দিয়ে দেয় যে, তোমরা মুসলমানদেরকে প্রবৃত্তিগত তৃপ্তিতে বিভোর করে দাও! এমন মনে হয়, বর্তমান যুগে তো শয়তান তার এ আক্রমণে সফল হতে দেখা যাচ্ছে। ঈদের আগমনে উচিততো এটাই ছিলো যে, ইবাদত ও নেককাজের আধিক্যের মাধ্যমে রাব্বের কায়েনাত عَزَّ وَجَلَّ এর অধিকহারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! এখনতো মুসলমানরা সৌভাগ্যময় ঈদের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ভুলে বসেছে! হায় আফসোস! এখনতো ঈদ উদযাপনের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, অনর্থক ডিজাইনের বরং আল্লাহর পানাহ! প্রাণীর ছবি সম্বলিত অদ্ভুত পোষাক পরা হচ্ছে। (বাহারে শরীয়াত এ রয়েছে: যে কাপড়ে প্রাণীর ছবি রয়েছে, তা পরিধান করে নামায পড়া মাকরুহে তাহরীমী, নামায ছাড়াও এরূপ কাপড় পড়া নাজায়য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৬২৭ পৃষ্ঠা) নাচ-গান ও চিত্র বিনোদনের আসরগুলো গরম করা হয়, গুনাহে ভরা মেলা, দূষণীয় খেলাধুলা, নাচ-গান এবং সিনেমা নাটকের ব্যবস্থা করা হয় এবং মন খুলে সময় ও সম্পদ উভয়টি সুন্নাত ও শরীয়াতের পরিপন্থী কাজে নষ্ট করা হয়। আফসোস! শত কোটি আফসোস! এখন এ মোবারক দিনকে কিরূপ মন্দ কাজে অতিবাহিত করা হচ্ছে। আমার ইসলামী ভাইয়েরা! এসব শরীয়াত বিরোধী বিষয়ের কারণে হতে পারে যে, এই সৌভাগ্যময় ঈদ অকৃতজ্ঞদের জন্য “শাস্তির হুমকি” হয়ে যাবে। আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের প্রতি দয়া করুন! ফ্যাশন পূজা ও অপব্যয় থেকে ফিরে আসুন! আল্লাহ তায়ালা অপব্যয়কারীকে কোরআনে পাকে শয়তানের ভাই ঘোষণা করেছেন। যেমনটি ১৫ তম পারার সূরা বনী ইসরাইল এর ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا ﴿٢٦﴾ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ
كَانُوا الْإِخْوَانَ الشَّيْطِينِ وَكَانَ
الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারী শয়তানদের ভাই, এবং শয়তান আপন রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত “তাহসীরে সীরাতুল জিনান” ৫ম খন্ডের ৪৪৭ থেকে ৪৪৮ পৃষ্ঠায় এই আয়াতে মোবারাকার পাদটিকায় রয়েছে: ﴿ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدِيرًا ﴾ এবং অপব্যয় করো না। অর্থাৎ নিজের সম্পদ নাজায়িয় কাজে ব্যয় করো না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে “تَبَدِيرٌ” সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: যেখানে সম্পদ ব্যয় করার হক (অর্থাৎ করতে হবে) এর পরিবর্তে অন্য কোন স্থানে ব্যয় করাই হচ্ছে تَبَدِيرٌ। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি নিজের সমস্ত সম্পদ হক অর্থাৎ যেখানে ব্যয় করতে হবে সেখানে ব্যয় করে দেয়, তবে সে অপব্যয়কারী নয় এবং যদি কোন একটি দিরহামও (টাকা) ভুল অর্থাৎ নাজায়িয় কাজে ব্যয় করে দেয়, তবে সে অপব্যয়কারী। (খামিন, ৩য় খন্ড, ১৭২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

অপব্যয়ের ১১টি সংজ্ঞা

অপব্যয় নিঃসন্দেহে নিষেধ ও নাজায়িয এবং ওলামায়ে কিরামগণ এর বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, এর মধ্য থেকে এগারটি সংজ্ঞা নিম্নে দেয়া হলো:

﴿১﴾ অস্থানে ব্যয় করা। ﴿২﴾ আল্লাহ তায়ালায় আদেশের সীমা লঙ্ঘন করা। ﴿৩﴾ এমন বিষয়ে ব্যয় করা, যা পবিত্র শরীয়াত বা স্বভাব বিরোধী, প্রথমটি (অর্থাৎ শরীয়াত বিরোধী ব্যয় করা) হারাম এবং দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ স্বভাব বিরোধী ব্যয় করা) মাকরুহে তানযিহী। ﴿৪﴾ আল্লাহ তায়ালায় অবাধ্যতায় ব্যয় করা। ﴿৫﴾ শরীয়ী প্রয়োজনের অধিক ব্যবহার করা। ﴿৬﴾ অবাধ্যতায় বা বিনা প্রয়োজনে ব্যয় করা। ﴿৭﴾ দান করাতে অধিকারের সীমা থেকে কম বা বেশি করা। ﴿৮﴾ নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যে অধিক সম্পদ ব্যয় করে দেয়া। ﴿৯﴾ হারাম থেকে সামান্য বা হালাল মধ্যপন্থা থেকে বেশি খাওয়া। ﴿১০﴾ উপযুক্ত ও পছন্দনীয় বিষয়ে, উপযুক্ত পরিমাণের বেশি ব্যয় করে দেয়া। ﴿১১﴾ অনর্থক ব্যয় করা।

অপব্যয়ের স্পষ্ট সংজ্ঞা: অস্থানে সম্পদ ব্যয় করা

আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই সংজ্ঞাসমূহ আলোচনা করে এবং এর গবেষণা ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করার পর বলেন: আমাদের কথাবার্তার প্রতি লক্ষ্যকারী বুঝতে পারবে যে, এই সকল সংজ্ঞার মধ্যে সবচেয়ে বস্তুনিষ্ঠ, ও অর্থবোধক এবং স্পষ্ট সংজ্ঞা হলো প্রথমটি আর কেনইবা হবে না যে, এটি সেই আব্দুল্লাহর সংজ্ঞা যাকে রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ জ্ঞানের পুঠলি বলতেন এবং যে চার খলিফাদের পর সারা দুনিয়ায় জ্ঞানে অধিক আর আবু হানিফার ন্যায় ইমামুল আয়িম্মার জ্ঞানের পূর্বপুরুষ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَعَنْهُ وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ছিলো। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১ম খন্ড (৬), ৯৩৭ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

অপচয় ও অপব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য

আ'লা হযরত, ইমা আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “অপচয়” ও “অপব্যয়” এর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে যে কথা আলোচনা করেছেন তার সারমর্ম হচ্ছে যে, “تَنْزِيرٌ” তথা অপচয় সম্পর্কে ওলামায়ে কিরামের দু'টি উক্তি রয়েছে: (১).... অপচয় ও অপব্যয় উভয়ের অর্থ হচ্ছে “অস্থানে ব্যয় করা”। এটিই সঠিক যে, এই উক্তিটি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং সাধারণ সাহাবায়ে কিরাম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ দের। (২).... অপচয় এবং অপব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, “تَنْزِيرٌ” তথা অপচয় বিশেষ গুনাহে সম্পদ নষ্ট করার নাম। এভাবে অপব্যয় অপচয় থেকে সাধারণ, কেননা অস্থানে ব্যয় করা অনর্থক ব্যয় করাতেও অন্তর্ভুক্ত এবং অনর্থক ব্যয় সর্ববস্থায় গুনাহ নয়, তবে যেহেতু অপব্যয় নাজায়িয়, তাই এই ব্যয় করা গুনাহ হবে, কিন্তু যাতে ব্যয় করা হয়েছে তা স্বয়ং গুনাহ নয়। এবং এই ইবারত “لَا تُغْطِي فِي الْمَعَاصِي” (তাঁর অবাধ্যতায় দিও না) এর অর্থ এটাই যে, সেই কাজ স্বয়ং গুনাহ হবে। সারমর্ম হচ্ছে যে, “تَنْزِيرٌ” এর উদ্দেশ্য ও বিধান উভয়ই গুনাহ এবং অপব্যয়ের শুধুমাত্র বিধানেই গুনাহ আবশ্যিক।

মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য করার যেই বস্তুটি রয়েছে, তা হচ্ছে বিবেক ও কার্যপ্রণালী এবং দূরদর্শিতা, সাধারণত পশুর মধ্যে “আগামী কাল” এর চিন্তা থাকে না এবং সাধারণত তার কোন আচরণ কোন হিকমতের অধিনে হয় না, এর বিপরীত মানুষ এবং মুসলমানের তো শুধুমাত্র “দুনিয়াবী কাল” এর নয় বরং এই দুনিয়াবী কালের পর আগত “পরকালিন কাল” এরও চিন্তা হয়ে থাকে। নিশ্চয় বুদ্ধিমান মানুষ সেই বরং সত্যিকার মানুষ সেই, যে “পরকালিন কাল” অর্থাৎ আখিরাতেরও চিন্তা করে, চিন্তা ভাবনা করে কাজ করে এবং এই নশ্বর জীবনকে গণিমত মনে করে অবিদ্বন্দ্ব আখিরাতের

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

জন্য কোন ব্যবস্থা করে নেয়। আহ! এখন তো অধিকাংশ লোক নিজের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পদ উপার্জন, পেট পুরে খাওয়া অতঃপর উদাসিনতার ঘুমকেই মনে করা হয়।

কিন্তু কাহেঁ আহবাব কিনা কাঁরে নুমায়াঁ কর গেয়ে!
মেট্রিক কিনা, নওকর হোয়ে, পেনশন মিলী ফির মর গেয়ে!!

জীবনের উদ্দেশ্য কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জীবনের উদ্দেশ্য শুধু বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করা, খাওয়া দাওয়া এবং বিলাসিতা করা নয়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে জীবন কেন দান করলেন? আসুন! কোরআন পাকের খিদমতে আরয করি যে, ইয়া আল্লাহ তায়ালা সত্য কিতাব! তুমিই আমাদের পথ নির্দেশনা দাও যে, আমাদের জীবন ও মরণের উদ্দেশ্য কি? কোরআনে আযীম থেকে উত্তর পাওয়া যাচ্ছে:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ
أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

(পারা- ২৯, সূরা- মূলক, আয়াত- ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায়- তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

(অর্থাৎ এই মৃত্যু ও জীবনকে এজন্য সৃষ্টি করেছেন, যেনো পরীক্ষা করা যায় যে) এই পার্থিব জীবনে কে অধিক অনুগত ও নিষ্ঠাবান। (খায়সিনুল ইরফান, ১০১৩ পৃষ্ঠা)

ঘরেই জন্ম হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শয়তানের ধোঁকা থেকে বাঁচার প্রচেষ্টা হিসেবে ঈদের সুন্দরতম সময়গুলো আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় অতিবাহিত করুন। আপনাদের উৎসাহের জন্য একটি মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি: জাহলাম (পাঞ্জাব প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাই কিছুটা এরূপ বর্ণনা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

করলো যে, বিয়ের প্রায় ৬ মাস পর ঘরে “সন্তান সম্ভবার” প্রভাব প্রকাশ পেলো। ডাক্তার বললো যে, আপনার বিষয়টি খুবই জটিল, রক্তেরও যথেষ্ট স্বল্পতা রয়েছে, সম্ভবত অপারেশনের প্রয়োজন হতে পারে! আমি তখনই এক মাসের মাদানী কাফেলার মুসাফির হওয়ার নিয়ত করে নিলাম এবং কিছুদিন পর আশিকানে রাসূলের সাথে সফরে রওয়ানা হয়ে গেলাম। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** মাদানী কাফেলার বরকতে এমন দয়া হয়ে গেলো যে, না হাসপাতালে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, না কোন ডাক্তার দেখাতে হয়েছে, ঘরেই মাদানী মুন্যার জন্ম হয়ে গেলো।

ঘরমে ‘উম্মিদ’ হো, উসকি তামহিদ হো, জলদ হী চল পড়ে, কাফিলে মে চলো।

বাচ্চা কি খায়র হো, বাচ্চা বিল খায়র হো, উঠে হিম্মত করো, কাফিলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَىٰ تَعَالَىٰ عَلِيٍّ مُحَمَّدٍ
صَلِّ عَلَىٰ الْحَبِيبِ!

গর্ভ হিফাজতের ২টি রুহানী চিকিৎসা

﴿১﴾ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ১১ বার কোন প্লেটে (বা কাগজ) লিখে ধুয়ে মহিলাকে পান করিয়ে দিন, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** গর্ভ নিরাপদ থাকবে। যে মহিলার বুকে দুধ নেই বা কম আসে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** এর জন্যও এই আমল উপকারী, চাইলে একদিন পান করাতে পারেন অথবা কয়েকদিন পর্যন্ত প্রতিদিনই লিখে পান করান, উভয়টির অনুমতি রয়েছে। ﴿২﴾ يَا قَيُّمُ ১১১ বার কোন কাগজে লিখে গর্ভবতী মহিলার পেটে বেঁধে দিন এবং সন্তান ভুমিষ্ট হওয়া পর্যন্ত রাখুন। (প্রয়োজনে কিছুক্ষণের জন্য খুলে রাখতে সমস্যা নেই) **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** গর্ভও নিরাপদ থাকবে এবং সন্তানও সুস্থ্য জন্ম গ্রহণ করবে।

ঈদ নাকি শান্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আযাবের উপযুক্ত কাজ সম্পাদন করে “ঈদের দিন” কে নিজের জন্য “শান্তির দিন” বানাবেন না। এবং মনে রাখবেন!



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিভাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ لَيْسَ الْجَدِيدُ إِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ خَافَ الْوَعِيدَ

(অর্থাৎ তার জন্য ঈদ নয়, যে নতুন কাপড় পড়ে নিয়েছে, ঈদতো তার জন্যই, যে আল্লাহ তায়ালার শাস্তিকে ভয় করেছে)

আউলিয়ায়ে কিরামরাও رَحْمَةُ اللَّهِ السَّلَامُ তো ঈদ উদযাপন করেছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল যেনো লোকেরা শুধু নতুন নতুন কাপড় পরিধান করা এবং উন্নত মানের খাবার খাওয়াকেই আল্লাহর পানাহ! ঈদ মনে করে। একটু তো ভাবুন! আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ রাও তো ঈদ পালন করেছেন, কিন্তু তাঁদের ঈদ পালনের ধরণই ছিলো অনন্য, তাঁরা দুনিয়াবী স্বাদ গ্রহণ করা থেকে অনেক দূরে থাকতেন এবং সর্বদা নফসের বিরোধীতা করেছেন।

ঈদের অসাধারণ খাবার

হযরত সায়্যিদুনা যুননুন মিসরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দশ বছর যাবত কোন সুস্বাদু খাবার খাননি, নফস চাচ্ছিলো আর তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নফসের বিরোধীতাই করে যাচ্ছিলেন, একবার ঈদের পবিত্র রাতে নফস পরামর্শ দিলো যে, আগামীকাল পবিত্র ঈদের দিন যদি কোন সুস্বাদু খাবার খেয়ে নেয়া হয়, তবে তাতে ক্ষতি কি? এ পরামর্শে তিনিও رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নফসকে পরীক্ষায় লিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বললেন: “আমি প্রথমে দু’রাকাত নফল নামাযে সম্পূর্ণ কোরআন মজীদ খতম করবো, হে আমার নফস! তুমি যদি এ বিষয়ে আমাকে সহযোগিতা করো, তবে আগামীকাল সুস্বাদু খাবার পেয়ে যাবে।” সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ দু’রাকাত নামায আদায় করলেন এবং এই দু’রাকাতে সম্পূর্ণ কোরআনে করীম খতম করলেন। তাঁর নফস এ কাজে তাঁকে সহযোগিতা করলো। (অর্থাৎ উভয় রাকাত একত্রচিন্তে আদায় করা হলো) তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ঈদের দিন সুস্বাদু খাবার আনালেন, গ্রাস উঠিয়ে মুখে দিতে চাইতেই অস্থির হয়ে তা পুনরায় রেখে দিলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

খেলেন না। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তদুত্তরে বললেন: যখন আমি গ্রাস উঠিয়ে মুখের নিকট নিলাম, তখন আমার নফস বললো: দেখলে তো! আমি অবশেষে দশ বছরের লালিত ইচ্ছা পূরণ করাতে সফল হয়ে গেলাম! আমি তখনই বললাম যে, যদি তাই হয়, তবে আমি তোকে সফল হতে দিবো না এবং কখনোই সুস্বাদু খাবার খাবো না। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ সুস্বাদু খাবার খাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করে দিলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি সুস্বাদু খাবারের থালা নিয়ে উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: এ খাবার আমি রাতে আমার জন্য তৈরী করেছিলাম, রাতে যখন ঘুমুলাম তখন আমার সৌভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠলো, স্বপ্নে তাজেদারে রিসালাত, হযর পুরনুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করলাম, আমার প্রিয় আকা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাকে ইরশাদ করলেন: যদি তুমি কাল কিয়ামতের দিনও আমাকে দেখতে চাও, তবে এ খাদ্য য়ুনুন (رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) এর নিকট নিয়ে যাও এবং তাকে গিয়ে বলো যে, “হযরত মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) ইরশাদ করেছেন যে, কিছুক্ষণের জন্য নফসের সাথে সন্ধি করে নাও এবং কয়েক গ্রাস এই সুস্বাদু খাবার থেকে খেয়ে নাও।” হযরত সাযিয়্যুনা য়ুনুন মিসরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এ সংবাদ শুনে খুশীতে দুলে উঠলেন এবং বলতে লাগলেন: “আমি অনুগত, আমি অনুগত।” এবং সুস্বাদু খাবার খেতে লাগলেন। (তায়কিরাতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوَابِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

রব হে মু'জী ইয়ে হে কাসিম, রিষক উস কা হে খিলাতে ইয়ে হে।
ঠান্ডা ঠান্ডা মিঠা মিঠা, পীতে হাম হে পিলাতে ইয়ে হে।

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ, ৪৮২-৪৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلِّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

আত্মাকেও সাজান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ঈদের দিন গোসল করা, নতুন কিংবা ধোয়া উন্নত পোশাক পরা এবং আতর লাগানো মুস্তাহাব, এ মুস্তাহাব সমূহ আমাদের প্রকাশ্য শরীরের পরিচ্ছন্নতা এবং সৌন্দর্য সম্পর্কিত। কিন্তু আমাদের এসব পরিস্কার, উজ্জল ও নতুন কাপড় এবং গোসলকৃত ও সুগন্ধি মালিশ করা শরীরের পাশাপাশি আমাদের আত্মাকেও, আমাদের প্রতি আমাদের মাতা-পিতার চেয়েও অধিক দয়াবান খোদায়ে রহমান عَزَّ وَجَلَّ এর ভালবাসা ও আনুগত্য এবং উম্মতের সহমর্মী, দোজাহনের তাজেদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসা ও সুন্নাত দ্বারা ভালভাবে সাজানো হওয়া চাই।

অপবিত্র বস্তুর উপর রূপার পাত

একটু চিন্তা করুনতো! রোযা একটিও রাখেনি, পুরো রমযান মাস আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতায় অতিবাহিত করেছে, ইবাদত করার পরিবর্তে পুরো পুরো রাত সিনেমা দেখা, গান বাজনা শুননা এবং ভবঘুরের ন্যায় অযথা ঘুরাফেরা করার মধ্যে অতিবাহিত করেছে, নিজের দেহ ও আত্মাকে দিনরাত গুনাহে লিপ্ত রেখেছে এবং আজ ঈদের দিন ইংলিশ ফ্যাশনের কুৎসিত পোষাক পড়ে নিলো, তবে একে এরূপ মনে করুন যে, যেনো একটি অপবিত্র বস্তু ছিলো, যাতে রূপার পাত বসিয়ে প্রদর্শন করা হচ্ছে।

ঈদ কার জন্য?

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ভালবাসায় বিভোর আশিকগণ! সত্য কথাতো এটাই যে, ঈদ হচ্ছে ঐ সৌভাগ্যবান মুসলমানদের জন্যই, যারা সম্মানিত মাস রমযানুল মোবারককে রোযা, নামায এবং অন্যান্য ইবাদতে অতিবাহিত করেছে। তবে এই ঈদ তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

পারিশ্রমিক (প্রতিদান) পাওয়ার দিন। আমাদেরতো আল্লাহ তায়ালা প্রতি ভীত থাকার চাই যে, আহ! সম্মানিত মাসটির হক আমরা যথাযথ পালন করতে পারিনি।

সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ঈদ

হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: ঈদের দিন কয়েকজন ব্যক্তি খলীফার ঘরে উপস্থিত হলেন, তখন দেখলেন কী, আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ দরজা বন্ধ করে অবোধে কাঁদছেন। লোকেরা আশ্চর্য হয়ে আরম্ভ করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ! আজতো ঈদ, খুশী উদযাপনের দিন, খুশীর স্থলে এ কান্নাকাটি কেন? তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন: “هَذَا يَوْمُ الْعِيدِ وَهَذَا يَوْمُ الْعِيدِ” অর্থাৎ এটা ঈদের দিনও, আবার ভীতি প্রদর্শনের দিনও। যার নামায রোযা কবুল হয়ে গেছে, নিঃসন্দেহে আজ তার জন্য ঈদের দিন, কিন্তু যার নামায রোযা কবুল না করে তার মুখে ছুঁড়ে মারা হয়েছে, তার জন্য আজ ভীতি প্রদর্শনের দিন, (আবারো বিনয়ের সূরে বললেন:) এবং আমি তো এ ভয়ে কাঁদছি যে, আহ! “أَنَا أَدْرِي أَمِنَ الْمُتَّقِيْنَ أَمْ مِنَ الْمَطْرُودِيْنَ” অর্থাৎ আমি জানিনা আমাকে কি কবুল করা হয়েছে, না প্রত্যাখ্যান করে দেয়া হয়েছে।

(নূরানী তাকরীয়ে, ১৮৪ পৃষ্ঠা)

ঈদকে দিন ওমর ইয়ে রো রো কর, বোলে নেকোঁ কি ঈদ হোতি হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তায়ালা রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

আমাদের আত্মতৃপ্তি

اللَّهُ أَكْبَرُ! ভালবাসার ধারকগণ! একটু চিন্তা করুন! গভীরভাবে ভাবুন!

তিনি ছিলেন ঐ ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ যাকে মালিকে জান্নাত, তাজেদারে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

রিসালত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজের জাহেরী হায়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁর ভয় ও আতঙ্কের অবস্থা এমন এবং আমাদের মতো অকর্মা ও বাচাল লোকেদের এই অবস্থা যে, নেকীর “و” (নূন) এর নোকতা বা বিন্দু পর্যন্ত তো পৌঁছাতে পারিনা, কিন্তু আত্মতৃপ্তির অবস্থা এমন যে, আমাদের মতো নেককার ও পবিত্র লোক হয়তো আজকাল আর নেই! এ হৃদয়গ্রাহী ঘটনা থেকে ঐ লোকদের বিশেষভাবে শিক্ষা গ্রহন করা চাই, যারা নিজের ইবাদতের প্রতি গর্ব করে করে নিজেকে সামাল দিতে পারে না আর শরয়ী কারণ ছাড়া নিজের নেক আমলগুলো যেমন; নামায, রোযা, হজ্ব, মসজিদের খিদমত, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির প্রতি সাহায্য এবং সামাজিক কাজে সফলতা ইত্যাদি কার্যাদি সর্বত্র বলে বেড়ায়, ঢাকঢোল পেটাতে ক্লাস্ত হয় না, বরং নিজের নেক কাজগুলোর আল্লাহর পানাহ! পত্র-পত্রিকায়, ম্যাগাজিনে ছবি ছাপাতেও দ্বিধা করে না। আহ! তাদের মানসিকতা কীভাবে ঠিক করা যায়! তাদের একনিষ্ঠ নিয়তের ভাবনা কীভাবে দেয়া যায়! তাদেরকে এ কথা কীভাবে বুঝানো যায় যে, নিজের নেকীগুলো ঘোষণা করতে রিয়াকারীর (লোক দেখানো) আপদে পাতিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আর নিজের ছবি ছাপানো? তাওবা! তাওবা! নিজের কৃতকর্মগুলো দেখানোর এতোই আগ্রহ যে, ছবির মতো হারাম মাধ্যমকেও ছাড়েনি! ইয়া আল্লাহ! রিয়াকারীর ধ্বংসলীলা, “আমি আমি” করার আপদ এবং আমিতির বিপদ থেকে আমাদের সকল মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন!

أُمِّيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

শাহজাদার ঈদ

আমিরুল মুমিনিন, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ একদা ঈদের দিন নিজের শাহজাদাকে পুরোনো জামা পরতে দেখে কেঁদে দিলেন, সন্তান আরয করলো: প্রিয় আব্বাজান! আপনি কাঁদছেন কেন? বললেন: আমার

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

খ্রিয় সন্তান! আমার আশংকা হচ্ছে যে, আজ ঈদের দিনে অন্যান্য ছেলেরা যখন তোমাকে এ পোশাকে দেখবে, তখন না তোমার মন ভেঙ্গে যায়! পুত্র উত্তরে আরয় করলো: মনতো তারই ভাঙ্গবে, যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিমূলক কাজে অসফল বা যে মাতা কিংবা পিতার অবাধ্যতা করেছে, আমি আশা করি যে, আপনার সন্তুষ্টির বদৌলতে আল্লাহ তায়লা আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। একথা শুনে হযরত ওমর ফারুক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ শাহজাদাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। (মুকাশাফাতুল কুবুব, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। أُمِينٌ بِجَأْرِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ।

শাহজাদীদের ঈদ

আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর খেদমতে ঈদের একদিন পূর্বে তাঁর শাহজাদীরা (মেয়েরা) উপস্থিত হয়ে বললো: “আব্বাজান! ঈদের দিন আমরা কোন কাপড় পরবো?” তিনি বললেন: “এ কাপড়গুলোই, যা তোমরা পরে আছো, এগুলো ধুয়ে নাও, কাল পরে নিও!” “না! আব্বাজান! আমাদেরকে নতুন পোশাক বানিয়ে দিন” মেয়েরা জেদ ধরে বললো। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: “আমার স্নেহের মেয়েরা! ঈদের দিন হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করা, তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার দিন, নতুন কাপড় পরা আবশ্যিক তো নয়!” “আব্বাজান! আপনার কথা একেবারে ঠিক, কিন্তু আমাদের বান্ধবীরা খোঁটা দিয়ে বলবে যে, তোমরা আমীরুল মুমিনীনের কন্যা অথচ সেই পুরোনো কাপড় পরে আছো!” একথা বলতে বলতে মেয়েদের চোখে পানি ভরে গেলো। মেয়েদের এ কথা শুনে আমীরুল মুমিনীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মন গলে গেলো। খাযাঞ্চীকে (অর্থমন্ত্রী) ডেকে বললেন: “আমাকে আমার এক মাসের বেতন অগ্রিম দাও!” খাযাঞ্চী আরয় করলো: “হুয়ুর! আপনি কি নিশ্চিত যে, আপনি আগামী এক মাস জীবিত থাকবেন?” আমীরুল মুমিনীন



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

উত্তরে বললেন: “جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا (আল্লাহ তায়ালা তোমাকে এর প্রতিদান দান করুন)! নিঃসন্দেহে তুমি উত্তম ও সঠিক কথাই বলেছো।” খাযাখ্বী চলে গেলো। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ মেয়েদেরকে বললেন: “প্রিয় মেয়েরা! আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সম্ভষ্টির প্রতি নিজেদের আকাজক্ষাকে উৎসর্গ করে দাও।”

(মোহম্মে আখলাক, ১ম অধ্যায়, ২৫৭-২৫৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তায়ালা রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

মরহুম পিতার প্রতি দয়া

পূর্ণ সতর্কতায় ভরা মাদানী মানসিকতা বানাতে মাদানী কাফেলায় সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন, মাদানী কাফেলার বরকতের কথা কি আর বলবো! নিস্তার এলাকার (বাবুল মদীনা, করাচী) এক ইসলামী ভাই তার মরহুম পিতাকে স্বপ্নে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় খালি পায়ে কারো সাহায্য নিয়ে চলতে দেখলো। তার উদ্বেগ হলো অতএব সে ইসালে সাওয়াবের নিয়তে প্রতিমাসে তিনদিন মাদানী কাফেলায় সফর করার নিয়ত করে নিলো এবং সফর শুরুও করে দিলো। তৃতীয় মাসে মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসার পর যখন ঘরে ঘুমুলো তখন সে স্বপ্নে এই মনোরম দৃশ্য দেখলো যে, মরহুম পিতা সবুজ পোশাক পরিধান করে বসে বসে মুচকি হাসছে এবং তার উপর বৃষ্টির ঝিঝি ঝিঝি ফোঁটা পড়ছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সফরের গুরুত্ব তার নিকট ভালভাবে প্রকাশ পেয়ে গেলো এবং সে দৃঢ় নিয়ত করে নিলো যে, اِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ প্রতি মাসে তিনদিনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করা অব্যহত রাখবো।

কাফিলে মে যরা মার্গো আ'কর দোয়া, পাওগে ন'মেতে, কাফিলে মে চলো।

খুব হোগা সাওয়াব, অওর টলে গা আযাব, পাওগে বখশীশে, কাফিলে মে চলো।

জু কেহ মাফকুদ হো ওহ ভি মওজুদ হো, اللهُ تَعَالَى চলো, কাফিলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৭ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب!



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বরাত)

হযুর গাউসে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ঈদ

আল্লাহ তায়ালার মকবুল বান্দাদের একেকটি কাজ আমাদের জন্য শত শত শিক্ষার মাধ্যম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের হযুর সাযিয়্যুনা গাউসে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর শান খুবই উচ্চ পর্যায়ের! তা সত্ত্বেও তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আমাদের জন্য কোন জিনিষটি উপস্থাপন করছেন! গুনুন এবং শিক্ষা গ্রহণ করুন।

খালক গো ইয়াদ কেহ ফরদা রোযে ঈদ আস্ত, খুশি দর রুহে হার মুমীন ঈদীদ আস্ত।

দারাঁ রোযে কেহ বা ইমাঁ বামীরাম, মেরা দর মুলক খুদ আঁ রোযে ঈদ আস্ত।

অর্থাৎ “লোকেরা বলছে, ‘কাল ঈদ! কাল ঈদ!’ আর সবাই আনন্দিত। কিন্তু আমি যেদিন এ দুনিয়া থেকে নিরাপত্তার সহিত ঈমান নিয়ে যাবো, আমার জন্য তো সেদিনই ঈদ হবে।”

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! তাকওয়ার কী শান! এতো বড় মর্যাদা যে, আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى সরদার! আর এরূপ বিনয়!! এতে আমাদের জন্যও শিক্ষা রয়েছে এবং আমাদেরকে বুঝানো হচ্ছে যে, সাবধান! ঈমানের বেলায় উদাসিনতা করো না, সর্বদা ঈমানের হিফাযাতের চিন্তায় লেগে থেকো, এমন যেনো না হয় যে, তোমাদের উদাসিনতা ও গুনাহের কারণে ঈমানের মতো মহা মূল্যবান সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যায়।

রযা কা খাতিমা বিল খাইর হোগা, আগর রহমত তেরি শামিল হে ইয়া গাউস।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

একজন ওলীর ঈদ

হযরত সাযিয়্যুনা শায়খ নজীব উদ্দিন মুতাওয়াক্কিল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ছিলেন হযরত শায়খ বাবা ফরীদুদ্দীন গঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ভাই ও খলীফা, তাঁর উপাধি হচ্ছে ‘মুতাওয়াক্কিল’। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ সত্তর বছর যাবত শহরে অবস্থান করেন এবং উপার্জনের কোন প্রকাশ্য উপায় না থাকা সত্ত্বেও তাঁর পরিবার-পরিজন অত্যন্ত শান্তিতে ও নিশ্চিন্তে জীবন-যাপন করতে থাকেন।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

একবার ঈদের দিন তাঁর ঘরে অনেক মেহমান আসলো, ঘরে পানাহারের কোন জিনিষ ছিলো না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বালাখানায় (উপরের ঘর) গিয়ে আল্লাহ তায়ালার স্মরণে মগ্ন হয়ে গেলেন এবং মনে মনে একথা বলছিলেন: “আজ ঈদের দিন এবং আমার ঘরে মেহমান এসেছে।” হঠাৎ এক ব্যক্তি ছাদের উপর আত্মপ্রকাশ করলো, সে খাদ্যভর্তি একটা টুকরি পেশ করলো আর বললো: হে নজীব উদ্দীন! তোমার তাওয়াক্কুলের (আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভরসা) আলোচনা ফিরিশতাদের মাঝে সাড়া পড়েছে আর তোমার এ অবস্থা যে, তুমি এমন কাজে (অর্থাৎ খাদ্য প্রার্থনা) লিপ্ত রয়েছে! তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বললেন: “আল্লাহ তায়ালা খুব ভালভাবেই জানেন, আমি নিজের জন্য নয় বরং শুধু আমার মেহমানদের জন্যই সেদিকে মনোযোগী হয়েছিলাম।” হযরত সায়্যিদুনা নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কারামত সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন। তাঁর বিনয়ের অবস্থা এমন ছিলো যে, একদিন এক ফকীর অনেক দূর থেকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসলো এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো যে, নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (অর্থাৎ তাওয়াক্কুলকারী) কি আপনি? তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বিনয়ের সুরে বললেন যে, ভাই! আমি হলাম নজীব উদ্দীন মুতাওয়াক্কিল (অর্থাৎ অধিক আহারকারী)।” (আখবারুল আখইয়ার, ৬০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

কারামতের একটি শাখা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ তায়ালা যখন চান আপন বন্ধুদের প্রয়োজনাদি অদৃশ্য থেকে ব্যবস্থা করে দেন। প্রয়োজনের সময় খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি জীবনের প্রয়োনাদিসমূহ হঠাৎ করে ব্যবস্থা হয়ে যাওয়া বুয়ুর্গদের কারামত হিসেবে সংগঠিত হয়ে থাকে। অতএব

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

‘শরহে আকাইদে নাসাফিয়্যা’র মধ্যে যেখানে কারামতের কয়েকটি উদাহরণের বর্ণনা রয়েছে, সেখানে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, প্রয়োজনের সময় খাদ্য ও পানীয় উপস্থিত হয়ে যাওয়াও কারামতের একটি শাখা। বুয়ুর্গানে দ্বীনদের رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى খোদা প্রদত্ত ক্ষমতা ও কারামতের কথা কি বলবো? তারা আল্লাহ তায়ালার দরবারের এমন মকবুল বান্দা হয়ে থাকে যে, তাঁদের মুখ থেকে উচ্চারিত কথা এবং অন্তরে সৃষ্ট ইচ্ছাগুলো রাব্বের কায়েনাতِ عَزَّوَجَلَّ নিজ দয়ায় পূরণ করে দেন।

একজন দানবীরের ঈদ

সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আমর আওয়ায়ী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: ঈদুল ফিতরের রাতে দরজায় কড়া নাড়া হলো, দেখলাম আমার প্রতিবেশী দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: বলো ভাই! কি ভেবে আসলেন? সে বললো “আগামী কাল ঈদ, কিন্তু খরচের জন্য কিছুই নেই, যদি আপনি কিছু দান করেন, তবে সসম্মানে আমরা ঈদের দিনটি অতিবাহিত করতে পারতাম।” আমি আমার স্ত্রীকে বললাম: আমাদের অমুক প্রতিবেশী এসেছে, তার নিকট ঈদের জন্য একটি পয়সাও নেই, যদি তোমার মত পাই, তবে যে ২৫ দিরহাম আমরা ঈদের জন্য রেখেছি, তা দিয়ে দিই এবং আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার আরো দিবেন। নেককার স্ত্রী বললো: খুবই ভাল। সুতরাং আমি ঐ সকল দিরহাম আমার প্রতিবেশীকে দিয়ে দিলাম, সে দোয়া করতে করতে চলে গেলো। কিছুক্ষণ পর আবার কেউ দরজায় কড়ায় নাড়লো। আমি যখনই দরজা খুললাম, এক লোক আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়লো এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো: আমি আপনার পিতার পলাতক গোলাম, আমি আমার কৃতকর্মের জন্য খুবই অনুতপ্ত তাই ফিরে এসেছি, এই ২৫ দীনার আমার রোজগার করা, আপনার খিদমতে পেশ করছি, কবুল করে নিন, আপনি আমার মুনিব এবং আমি আপনার গোলাম। আমি ঐ দীনার নিয়ে নিলাম এবং তাকে মুক্ত করে দিলাম। অতঃপর আমি আমার

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

স্ত্রীকে বললাম: আল্লাহ তায়ালার শান দেখো! তিনি আমাদেরকে দিরহামের পরিবর্তে দীনার দান করেছেন (পূর্বেকার যুগে দিরহাম রূপার ও দীনার স্বর্ণের মুদ্রা ছিলো)!

আল্লাহ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। **أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

সালাম তাকে, যিনি অসহায়কে সহায়তা করেছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো? আল্লাহ তায়ালার শান কতোই অনন্য? তিনি ২৫ দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) দানকারীকে মুহূর্তেই ২৫ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) দান করে দিয়েছেন। বুয়ুর্গানে দ্বীনের **رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى** ইসারও এতোই অতুলনীয় ছিলো যে, তাঁরা তাদের সমস্ত বিলাসী বস্তু অপর মুসলমানদের প্রতি উৎসর্গ করে দিতেন।

শ্রবণশক্তি পুনরায় ফিরে পেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের অন্তরে মুস্তফা **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর শান-মান বৃদ্ধি করতে, মুস্তফা **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রেমের প্রদীপ জ্বালাতে এবং সৌভাগ্যপূর্ণ ঈদের প্রকৃত আনন্দ উপলব্ধি করতে সম্ভব হলে চাঁদ রাতে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। মাদানী কাফেলার বরকত তো দেখুন! বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারসংক্ষেপ হচ্ছে, কোয়েটায় অনুষ্ঠিত আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনকারী এক বধির ইসলামী ভাই সেখান থেকেই সুন্নাতে প্রশিক্ষণের তিনদিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করার সৌভাগ্য অর্জন করলো। **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** সফরাবস্থাি তার শ্রবণশক্তি পুনরায় ফিরে আসে এবং সাধারণ মানুষের ন্যায় শুনতে লাগলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আখুর রাজ্জাক)

কান বহরে হে গর, রাখখো রব পর নয়র, হোগা লুতফে খোদা, কাফিলে মে চলো।
দুনিয়াবী আ'ফত্‌, উখরাবী শা'মত্‌, দূর হোগী যরা, কাফিলে মে চলো।

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

সদকায়ে ফিতর

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা ৩০তম পারার সূরা আ'লা এর ১৪ ও ১৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَوَّى
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় লক্ষ্যবস্তু পর্যন্ত পৌঁছেছে, যে পবিত্র হয়েছে এবং স্বীয় প্রতিপালকের নাম নিয়ে নামায পড়েছে।

সদরুল আফযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “খায়িনুল ইরফানে” এই আয়াতে করীমার আলোকে লিখেন: এই আয়াতের তাফসীরে এ কথা বলা হয়েছে যে, “تَزَوَّى” দ্বারা ‘সদকায়ে ফিতর দেয়া’ এবং “প্রতিপালকে নাম নেওয়া” দ্বারা ‘ঈদগাহে যাওয়ার পথে তাকবীর বলা’ আর “নামায” দ্বারা ‘ঈদের নামায’কে বুঝানো হয়েছে।

(খায়িনুল ইরফান, ১০৭৪ পৃষ্ঠা)

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব

হযর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যে, গিয়ে মক্কায় মুআযযমার অলিগলিতে ঘোষণা করে দাও, “সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।”

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৬৭৪)

সদকায়ে ফিতর অহেতুক কথাবার্তার কাফফারা স্বরূপ

হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সদকায়ে ফিতর নির্ধারণ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

করেছেন, যেনো অনর্থক এবং অযথা কথাবার্তা থেকে রোযা পবিত্র (অর্থাৎ পরিছন্ন) হয়ে যায়। তাছাড়া মিসকিনদের খাবারের ব্যবস্থাও যেনো হয়ে যায়।

(আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ১৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬০৯)

রোযা বুলন্ত অবস্থায় থাকে

হযরত সাযিয়্যুনা আনাস বিন মালিক رضي الله تعالى عنه বলেন: মদীনার তাজেদার, হযুরে আনওয়ার صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: যতক্ষণ পর্যন্ত সদকায়ে ফিতর আদায় করা না হয়, বান্দার রোযা যমীন ও আসমানের মাঝখানে বুলন্ত অবস্থায় থাকে। (আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৭৫৪)

ফিতরার ১৬টি মাদানী ফুল

❦ সদকায়ে ফিতর ঐসকল মুসলমান পুরুষ ও নারীর উপর ওয়াজিব, যারা “নিসাবের অধিকারী” এবং তাদের নিসাব “হাজতে আসলিয়া” (জীবনের মৌলিক চাহিদা যেমন; অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি) এর অতিরিক্ত হয়।

(আলমগীরী থেকে সংক্ষেপিত, ১ম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা)

❦ যার নিকট সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে ৫২ ভরি রূপা কিংবা সাড়ে ৫২ ভরি রূপার সমমূল্য টাকা বা এতো টাকা মূল্যের ব্যবসায়ীক পণ্য থাকে (আর এ সবই জীবনের মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত হয়) অথবা এতো টাকা মূল্যের জীবনের মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত মালপত্র থাকে, তাকে “নিসাবের অধিকারী” বলা হয়।^(১)

❦ সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য “বুদ্ধিমান ও প্রাপ্ত বয়স্ক” হওয়া শর্ত নয়। বরং শিশু কিংবা পাগলও যদি নিসাবের মালিক হয়, তবে তাদের সম্পদ থেকে তাদের অভিভাবক পরিশোধ করবে। (রদ্দুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

১. নিসাবের অধিকারী, ধনী, ফকির ও হাজতে আসলিয়াহ ইত্যাদি পরিভাষার বিস্তারিত বিবরণ হানাফী ফিক্বাহ শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব ‘বাহারে শরীয়াত’ ৫ম অধ্যায়ে দেখুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

সদকায়ে ফিতরের জন্য নিসাবের পরিমাণ তো হচ্ছে যাকাতের নিসাবের সমপরিমাণ যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে যে, সদকায়ে ফিতরের জন্য সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া ও বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়। অনুরূপভাবে যে সমস্ত বস্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত (যেমন; প্রয়োজনের অতিরিক্ত পোষাক, না সিলানো কাপড়, ঘরের আসবাবপত্র ইত্যাদি) এবং এর মূল্য নিসাব পরিমাণ পৌঁছয়, তবে সে সমস্ত বস্তুর কারণে সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে।

(ওয়াকারুল ফাতাওয়া, ২য় খন্ড, ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

❧ নিসাবের অধিকারী পুরুষের উপর নিজের পক্ষ থেকে, নিজের ছোট শিশুদের পক্ষ থেকে আর যদি কোন উন্বাদ (পাগল) সন্তান থাকে (ঐ পাগল সন্তানটি প্রাপ্ত বয়স্কই হোক না কেন) তার পক্ষ থেকেও সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব, অবশ্য ঐ শিশু বা পাগল যদি নিজেই নিসাবের অধিকারী হয়, তবে তার সম্পদ থেকে ফিতরা পরিশোধ করবে। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)

❧ পুরুষ নিসাবের অধিকারীর উপর তার স্ত্রী কিংবা মাতাপিতা অথবা ছোট ভাইবোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের ফিতরা ওয়াজিব নয়। (প্রাঞ্জল, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

❧ পিতা না থাকলে দাদা পিতার স্থলাভিষিক্ত। অর্থাৎ আপন গরীব ও এতিম নাতি-নাতনির পক্ষ থেকে তার উপর সদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব।

(দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

❧ মায়ের উপর তার ছোট শিশুর পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব নয়। (রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)

❧ পিতার উপর তার সন্তান ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব নয়। (রদুল মুহতার সম্মিলিত দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৭০ পৃষ্ঠা)

❧ কোন শরয়ী অপারগতার কারণে রোযা রাখতে পারলোনা বা আল্লাহর পানাহ! কোন অপারগতা ছাড়াই রমযানুল মোবারকের রোযা রাখলো না, তার উপরও নিসাবের অধিকারী হওয়ার অবস্থায় সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব।

(রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

- ﴿১০﴾ স্ত্রী বা প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান, যাদের ভরণপোষণ ইত্যাদি যে ব্যক্তির দায়িত্বে রয়েছে, সে যদি তাদের অনুমতি ব্যতীত তাদের ফিতরা পরিশোধ করে দেয়, তবে আদায় হয়ে যাবে। হ্যাঁ যদি ভরণপোষণ তার দায়িত্বে না থাকে, যেমন; প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান বিয়ে করে আলাদা ঘরে বসবাস করে এবং নিজের ব্যয় নিজেই বহন করে, তবে তার ভরণপোষণের দায়িত্ব তার নিজের দায়িত্বেই হয়ে গেলো। সুতরাং এমন সন্তানের পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছাড়া ফিতরা দিলে তা আদায় হবে না।
- ﴿১১﴾ স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতি ছাড়া যদি ফিতরা পরিশোধ করে দেয়, তবে আদায় হবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৩৯৮ পৃষ্ঠা)
- ﴿১২﴾ ঈদুল ফিতরের সুবহে সাদিকের সময় যে নিসাবের অধিকারী ছিলো, তার উপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব, যদি সুবহে সাদিকের পর নিসাবের অধিকারী হয়, তবে ওয়াজিব নয়। (আলমগীরী থেকে সংক্ষেপিত, ১ম খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা)
- ﴿১৩﴾ সদকায়ে ফিতর আদায় করার উত্তম সময় হচ্ছে, ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পর থেকে ঈদের নামায আদায় করার পূর্বে আদায় করা, যদি চাঁদ রাত কিংবা রমযানুল মোবারকের যেকোন দিন বরং রমযান শরীফের পূর্বেও যদি কেউ আদায় করে দেয়, তবুও ফিতরা আদায় হয়ে যাবে এবং এরূপ করা একেবারে জায়য। (প্রাণ্ড)
- ﴿১৪﴾ যদি ঈদের দিন অতিবাহিত হয়ে যায় এবং ফিতরা আদায় করেনি, তবুও ফিতরা রহিত হয়ে যাবে না; বরং সারা জীবনে যখনই পরিশোধ করবে, তা আদায় হবে। (প্রাণ্ড)
- ﴿১৫﴾ সদকায়ে ফিতর নেয়ার উপযুক্ত সেই, যে যাকাত নেয়ার উপযুক্ত। অর্থাৎ যাকে যাকাত দেয়া যাবে, তাকে ফিতরাও দেয়া যাবে এবং যাকে যাকাত দেয়া যাবে না তাকে ফিতরাও দেয়া যাবে না। (প্রাণ্ড, ১৯৪ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

﴿১৬﴾ সৈয়দ বংশীয়দেরকে সদকায়ে ফিতর দেয়া যাবে না। কেননা তারা হচ্ছে বনী হাশিম গোত্রের। বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ডের ৯৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: বনী হাশিমদেরকে যাকাত (ফিতরা) দেয়া যাবে না। অন্য কেউ তাদের দিতে পারবে না, এক হাশেমী অপর হাশেমীকেও দিতে পারবে না। বনী হাশিম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, হযরত আলী, জাফর, আকিল এবং হযরত আব্বাস ও হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা।

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ

গম বা এর আটা অথবা গমের ছাতু আধা সা' (অর্থাৎ দু'কেজি থেকে ৮০ গ্রাম কম) বা এর মূল্য, খেজুর বা মুনাক্কা (বড় কিসমিস) অথবা যব কিংবা এর আটা বা যবের ছাতু এক সা' (অর্থাৎ চার কেজি থেকে ১৬০ গ্রাম কম) অথবা এর মূল্য, এটি হচ্ছে একটি সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩ খন্ড, ৩৭২ পৃষ্ঠা) বাহারে শরীয়াতে রয়েছে: উচ্চ পর্যায়ের বিশ্লেষণ এবং সতর্কতা হলো: এক সা' ওজনের মূল্য তিনশত একান্ন টাকা (৩৫১) সমমান এবং আধা সা' ওজনের মূল্য একশত পচাত্তর টাকা পঞ্চাশ পয়সা (১৭৫.৫০) সমমানের উপর। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৯৩৯ পৃষ্ঠা)

এই চারটি বস্তু ছাড়া যদি অপর কোন বস্তু দ্বারা ফিতরা আদায় করতে চায়, যেমন; চাউল, ভুট্টা, বাজরা (এক প্রকার শস্য) বা অন্য কোন শস্য বা কোন বস্তু দ্বারা দিতে চাইলে, তবে এর মূল্যে সাথে তুলনা করতে হবে অর্থাৎ সেই বস্তু আধা সা' গম বা এক সা' যবের সমমূল্যের হতে হবে, এমনকি যদি রুটি দেয় তবে এতেও মূল্যের তুলনা করতে হবে যদিওবা গম বা যবের রুটি হোক না কেন। (প্রাণ্ড)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

কবরে এক হাজার নূর প্রবেশ করবে

বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ঈদের দিন তিনশত বার “سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ”

পাঠ করুন এবং মৃত মুসলমানদের রুহে তা ইছালে সাওয়াব হিসেবে পেশ করুন, তবে প্রত্যেক মুসলমানের কবরে একহাজার নূর প্রবেশ করে আর যখন ঐ পাঠকারী নিজে মৃত্যুবরণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার কবরেও এক হাজার নূর প্রবেশ করাবেন। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০৮ পৃষ্ঠা)

ঈদের নামাযের পূর্বকার একটি সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন ঐসব বিষয়ের বর্ণনা করা হবে, যা উভয় ঈদেই (অর্থাৎ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উভয়েই) সুন্নাত। সুতরাং হযরত সাযিয়দুনা বুরাইদাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেয়ে নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন আর ঈদুল আযহার দিন ততক্ষণ পর্যন্ত খেতেন না যতক্ষণ না নামায থেকে অবসর হতেন। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৪২) এবং “বুখারী শরীফে”র বর্ণনায় হযরত সাযিয়দুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, ঈদুল ফিতরের দিন (ঈদের নামাযের জন্য) তাশরীফ নিয়ে যেতেন না, যতক্ষণ কয়েকটা খেজুর খেয়ে না নিতেন এবং তা হতো সংখ্যায় বিজোড়। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৫৩) হযরত সাযিয়দুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ঈদের দিন (ঈদের নামাযের জন্য) এক রাস্তা দিয়ে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতেন। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৪১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

ঈদের নামাযের পদ্ধতি (হানাফী)

প্রথমে এভাবে নিয়ত করুন: “আমি নিয়ত করছি দু’রাকাত ঈদুল ফিতরের নামাযের (ঈদুল আযহার), অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের সহিত, আল্লাহ তায়ালার ওয়াস্তে, এই ইমামের পিছনে” অতঃপর কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে **الله أكبر** বলে স্বাভাবিকভাবে নাভির নিচে হাত বেঁধে নিবে এবং ছানা পড়বে। আবারো কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং **الله أكبر** বলে হাত ঝুলিয়ে দিবে, অতঃপর কান পর্যন্ত পুনরায় হাত উঠাবে এবং **الله أكبر** বলে ঝুলিয়ে দিবে, অতঃপর আবারো কান পর্যন্ত হাত উঠাবে এবং **الله أكبر** বলে হাত বেঁধে নিবে, অর্থাৎ ১ম তাকবীরের পর হাত বাঁধবে এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তাকবীরে হাত ঝুলিয়ে রাখবে এবং ৪র্থ তাকবীরে হাত বেঁধে নিবে, এটাকে এভাবে স্মরণ রাখুন যে, যেখানে দাঁড়ানো অবস্থায় তাকবীরে পর কিছু পড়তে হবে সেখানে হাত বাঁধতে হবে আর যেখানে পড়তে হবে না সেখানে হাত ঝুলিয়ে রাখতে হবে। অতঃপর ইমাম তাআউয ও তাসমিয়াহ (অর্থাৎ **أَعُوذُ بِاللَّهِ** ও **بِسْمِ اللَّهِ**) নিম্নস্বরে পাঠ করে সূরা ফাতিহা শরীফ এবং অন্য সূরাকে উচ্চ স্বরে পড়বে, এরপর রুকু করবে। দ্বিতীয় রাকাতে প্রথমে সূরা ফাতিহা শরীফ এবং অন্য একটি সূরাকে উচ্চস্বরে পড়বে, অতঃপর তিনবার কান পর্যন্ত হাত উঠিয়ে **الله أكبر** বলবে এবং হাত বাঁধবে না, অতঃপর চতুর্থবার হাত না উঠিয়েই **الله أكبر** বলে রুকুতে চলে যাবে এবং নিয়মানুযায়ী নামায সম্পন্ন করবে। প্রত্যেক দুই তাকবীরের মাঝখানে তিনবার **سُبْحَانَ اللَّهِ** বলার সমপরিমাণ সময় চূপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৮১ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬১ পৃষ্ঠা)

ঈদের জামাআত সম্পূর্ণ পাওয়া না গেলে তবে...?

প্রথম রাকাতে ইমামের তাকবীর সমূহ বলার পর মুক্তাদী অংশগ্রহণ করলো, তবে তখনই (তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অতিরিক্ত) তিনটি তাকবীর বলে নিবে যদিও ইমাম কিরাত পড়া শুরু করে দেয় এবং তিনটিই বলবে যদিও বা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

ইমাম তিনটির চেয়ে অতিরিক্ত বলুক না কেন এবং যদি তার তাকবীর বলার পূর্বেই ইমাম রুকুতে চলে যায়, তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর না বলে ইমামের সাথে রুকুতে চলে যাবে এবং সেখানেই তাকবীর গুলো বলে নিবে আর যদি ইমামকে রুকুতে পেলো এবং প্রবল ধারণা যে, তাকবীরগুলো বলার পরও ইমামকে রুকুতে পাওয়া যাবে, তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে অতঃপর রুকুতে যাবে অন্যথায় **الله أكبر** বলে রুকুতে চলে যাবে এবং সেখানে তাকবীরগুলো বলবে, যদি রুকুতে তাকবীরগুলো শেষ করার পূর্বেই ইমাম রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেয়, তবে অবশিষ্টগুলো রহিত হয়ে গেলো (অর্থাৎ অবশিষ্ট তাকবীর সমূহ এখন আর বলবে না) আর যদি ইমাম রুকু থেকে উঠার পর অংশগ্রহন করে, তবে এখন আর তাকবীর বলবে না বরং (ইমাম সালাম ফেরানোর পর) যখন নিজে (অবশিষ্ট রাকাত) পড়বে তখন বলবে। আর রুকুতে তাকবীর বলার কথা যেখানে বলা হয়েছে সেখানে হাত উঠাবে না এবং যদি দ্বিতীয় রাকাতে অংশগ্রহন করে, তবে প্রথম রাকাতের তাকবীরগুলো এখন বলবে না বরং যখন তার না পাওয়া রাকাত আদায় করার জন্যে দাঁড়াবে তখন বলবে। দ্বিতীয় রাকাতের তাকবীরগুলো যদি ইমামের সাথে পায়, তবে তো ভাল। অন্যথায় এতে তা-ই প্রযোজ্য হবে যা প্রথম রাকাতের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৮২ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬৪ পৃষ্ঠা। আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৫১ পৃষ্ঠা)

ঈদের জামাআত না পেলে তবে কি করবে?

ইমাম ঈদের নামায পড়ে নিলো এবং কোন ব্যক্তি রয়ে গেলো, চাই সে অংশগ্রহনই না করুক বা অংশগ্রহণ তো করেছিলো কিন্তু তার নামায ভঙ্গ হয়ে গিয়েছিলো, তবে অন্য কোন জায়গায় নামায পাওয়া গেলে নামায পড়ে নিবে, অন্যথায় (জামাআত ছাড়া) পড়া যাবে না। তবে উত্তম হলো যে, সে চার রাকাত চাশ্তের নামায আদায় করে নিবে। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

ঈদের খুতবার আহকাম

নামাযের পর ইমাম দু’টি খুতবা পড়বে এবং জুমার খুতবায় যে সমস্ত কাজ সুন্নাত, এতেও তা সুন্নাত আর যেগুলো মাকরুহ, এতেও তা মাকরুহ। শুধু দু’টি বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে: জুমার খুতবার পূর্বে খতিবের (মিম্বরে) বসা সুন্নাত আর ঈদের নামাযে না বসাটা সুন্নাত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে: ঈদের প্রথম খুতবার পূর্বে ৯ বার এবং দ্বিতীয় খুতবার পূর্বে ৭ বার আর মিম্বর থেকে নামার পূর্বে ১৪ বার **الله أكبر** বলা সুন্নাত আর জুমার খুতবায় এরূপ নেই। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৮৩ পৃষ্ঠা। দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা। আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা)

ঈদের ২০টি মাদানী ফুল

ঈদের দিনে এই কাজগুলো মুস্তাহাব:

✽ ক্ষৌরকর্ম করা (তবে বাবরী চুল রাখবেন, ইংলিশ কাট নয়) ✽ নখ কাটা
 ✽ গোসল করা ✽ মিসওয়াক করা (এটা ওয়ুর জন্য যে মিসওয়াক করা হয়, তা ব্যতীত) ✽ উত্তম কাপড় পরিধান করা, নতুন থাকলে নতুন অন্যথায় ধোলাই করা
 ✽ সুগন্ধি লাগানো ✽ আংটি পরিধান করা (যখনই আংটি পরিধান করবেন, তখন এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখবেন যে, শুধু সাড়ে চার মাশা (অর্থাৎ চার গ্রাম ৩৭৪ মিলিগ্রাম) থেকে কম ওজনের রূপার একটি আংটি যেন হয়, একটির অধিক পরিধান করবেন না হয় এবং ঐ একটি আংটিতে পাথরও যেনো একটি হয়, একাধিক পাথর যেনো না হয়, পাথর ছাড়াও পরিধান করবেন না, পাথরের ওজনের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই, রূপা রিং বা রূপার বর্ণনাকৃত ওজনের ইত্যাদি ব্যতীত অন্য কোন ধাতব ঈদার্থের আংটি কিংবা রিং পুরুষ পরতে পারবে না) ✽ ফয়রের নামায মহল্লার মসজিদে পড়া ✽ ঈদুল ফিতরের নামাযের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পূর্বে কয়েকটা খেজুর খেয়ে নেয়া, তিন, পাঁচ, সাত কিংবা কম বেশি বিজোড় হওয়া চাই। খেজুর না থাকলে কোন মিষ্টি দ্রব্য খেয়ে নিন। যদি নামাযের পূর্বে কিছুই না খায়, তবে গুনাহ হবে না; কিন্তু ইশা পর্যন্ত না খেলে তিরস্কার করা হবে ✽ ঈদের নামায ঈদগাহে আদায় করা ✽ ঈদগাহে পায়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

হেটে যাওয়া ❀ যানবাহনে করে গেলেও ক্ষতি নেই; কিন্তু যে পায়ে হেটে যাবার ক্ষমতা রাখে, তার জন্য পায়ে হেটে যাওয়া উত্তম আর ফেরার পথে যানবাহনে করে ফিরলেও ক্ষতি নেই ❀ ঈদের নামাযের জন্য ঈদগাহে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া এবং এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া আর অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরে আসা ❀ ঈদের নামাযের পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করা ❀ আনন্দ প্রকাশ করা ❀ অধিকহারে সদকা করা ❀ ঈদগাহে প্রশান্ত মনে ও গম্ভীর্যতার সহিত এবং দৃষ্টিকে নিচু করে যাওয়া ❀ পরস্পর মোবারকবাদ দেয়া ❀ ঈদের নামাযের পর করমর্দন এবং আলিঙ্গন করা, যেমনটি সাধারণতঃ মুসলমানদের মধ্যে প্রচলন রয়েছে, উত্তম হচ্ছে এ কারণে যে, এতে আনন্দ প্রকাশ পায়, কিন্তু ‘আমরদ’ (তথা সুশ্রী বালক) এর সাথে আলিঙ্গন করা ফিতনার উৎসস্থল ❀ ঈদুল ফিতরের নামাযে যাওয়ার সময় পথে নিম্নস্বরে তাকবীর বলবে আর ঈদুল আযহার নামাযের জন্য যাওয়ার পথে উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে। তাকবীর হচ্ছে:

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

অনুবাদ: আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তায়ালা ছাড়া ব্যতিত অন্য কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নেই এবং আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ তায়ালা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ তায়ালাই জন্য সমস্ত প্রশংসা।

(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৭৭৯-৭৮১ পৃষ্ঠা। আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৪৯-১৫০ পৃষ্ঠা)

ঈদুল আযহার একটি মুস্তাহাব

ঈদুল আযহার সকল বিধানাবলী ঈদুল ফিতরের মতই। শুধুমাত্র কিছু বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে, যেমন ঈদুল আযহাতে মুস্তাহাব হচ্ছে নামাযের পূর্বে কিছু না খাওয়া এবং যদি খেয়েও নেই তবে কোন অসুবিধা নেই।

(আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

আমি ঈদের নামাযও পড়তাম না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতি বৎসর রমযানুল মোবারকে ইতিকাকফের সৌভাগ্য ও রমযানুল মোবারকের বরকত সমূহ অর্জন করণ, অতঃপর ঈদে আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফিলায় সুন্নাতে ভরা সফর করণ। উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমনটি বাবুল মদীনা করাচীর মোইন কৌরঙ্গী রোডের নিকটবর্তী স্থানীয় এক ইসলামী ভাই (বয়স প্রায় ২৫ বছর) একটি গ্যারেজে কাজ করতো। (যদিওবা মূলত গ্যারেজের অর্থাৎ গাড়ি মেরামতের কাজ খারাপ নয়, কিন্তু আজকাল গুনাহে ভরা অবস্থা, যাদের কাজ থাকে তারা বলতে পারবে যে, অধিকাংশ গ্যারেজের পরিবেশ কিরূপ খারাপ হয়ে থাকে, বর্তমানে গ্যারেজে কর্মরতদের জন্য হালাল উপার্জন করা কঠিন।) গ্যারেজের নোংরা পরিবেশের কারণে তার পাঁচ ওয়াজ নামাযতো অনেক দূরের কথা জুমার নামায বরং দুই ঈদের নামায পর্যন্ত পড়ারও তৌফিক হতো না, গভীর রাত পর্যন্ত টিভিতে বিভিন্ন সিনেমা নাটক দেখাতে লিপ্ত থাকতো বরং সব ধরনের ছোট বড় মন্দ স্বভাব তার মাঝে বিদ্যমান ছিলো। তার সংশোধনের উপায় এভাবে হলো যে, মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ান “আল্লাহ তায়ালা কা খুফইয়া তদবীর” ক্যাসেটটি শুনলো, যা তার আপাদমস্তক নাড়া দিলো। এরপর রমযানুল মোবারকে ইতিকাকফের সৌভাগ্য হলো এবং আশিকানে রাসূলের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফেলার সফরের সৌভাগ্য অর্জন হলো। **الْحَسْبِيَ اللَّهُ وَعَزَّوَجَلَّ** সে দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, পাঁচ ওয়াজ নামাযের নিয়মিত আদায় করছে, আল্লাহ তায়ালা কোটি কোটি দয়া আর মেহেরবানী যে, সেই লোক, যে ঈদের বাহানায়ও মসজিদ মুখী হতো না, এই বর্ণনা দেয়ার সময় তবলীগে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিত নিয়ম অনুযায়ী একটি মসজিদের যেলী মুশাওয়ারাতের নিগরান হয়ে বে নামাযীদের নামাযী বানানোর চিন্তায় লিপ্ত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

ভাই গর চাহতে হো নামাযে পড়োঁ, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ ।
নেকিওঁ মে তামান্না হে আগে বড়োঁ, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ! صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইয়া রাব্ব মুস্তফা! আমাদেরকে সৌভাগ্যপূর্ণ ঈদের আনন্দ সুন্নাত অনুযায়ী উদযাপনের তৌফিক দান করো এবং আমাদেরকে হজ্জের সৌভাগ্য এবং হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারের যিয়ারত দান করে দীদারের মাদানী ঈদ বারবার নসীব করো।
أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

তেরী জব কেহ দীদ হোগী জভী মেরী ঈদ হোগী,
মেরে খোয়াব মে তুম আ'না মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৪ পৃষ্ঠা)

আমি গুনাহগারের উপরও দয়ার ফোঁটা পড়েছে

কৌরঙ্গী বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই (বয়স ২২ বছর) বেনামাযী, সিনেমা নাটকের আসক্ত এবং পথভ্রষ্ট যুবক ছিলো, অসৎ বন্ধুদের সাথে ফ্যাশনের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলো, অসৎ সঙ্গের কারণে জীবনের রাতদিন গুনাহে অতিবাহিত হচ্ছিলো। রমযানুল মোবারক মাসের (১৪২৬ হিজরী) চাঁদ দুনিয়ার আকাশে দেখা গেলো, আল্লাহ তায়ালার রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগলো, তার উপরও রহমতের ফোঁটা পড়লো এবং সে আড়াই নম্বর কৌরঙ্গী করিমিয়া কাদেরীয়া মসজিদ, বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিতব্য সম্মিলিত ইতিকাফে রমযানুল মোবারকের শেষ ১০ দিন ইতিকাফকারী হয়ে গেলো। তার দুশ্চিন্তাময় জীবনের সঙ্ক্যাকাশে বসন্তের প্রভাতের মাদানী ফুল ফুটতে লাগলো, তার তাওবা করার সৌভাগ্য হলো, আলْحَسْبُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ সে নামাযী হয়ে গেলো, দাঁড়ি ও পাগড়ী শরীফ সাজানোর সৌভাগ্য হলো, তবলীগে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতের প্রশিক্ষণের এক মাসের মাদানী কাফেলায়



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য হলো, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** এই ঘটনা বর্ণনা করার সময় এক মসজিদের যেলী কাফেলা যিম্মাদার হিসেবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে অংশ নেয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

মরযে ইচইয়াঁ সে ছুটকারা চাহে আগর, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহ।

আও আও ইখার আ'ভি জাও ইখার, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৯ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রিযিকে বরকতের অভুলনীয় ওযীফা

এক সাহাবী **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** আরয করলো: **ইয়া রাসূলান্নাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!** দুনিয়া আমার প্রতি পিঠ করে নিয়েছে। ইরশাদ করলেন: তোমার কি ঐ তাসবীহ স্মরণ নেই, যে তাসবীহ হচ্ছে ফিরিশতা এবং সৃষ্টির, যার বরকতে রিযিক দেয়া হয়ে থাকে, যখন সুবহে সাদিক উদিত হয়, তখন এই তাসবীহ একশতবার পাঠ করো, “**سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ. سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ. اَسْتَغْفِرُ الله**” দুনিয়া তোমার নিকট অপদস্ত হয়ে আসবে। সেই ব্যক্তি চলে গেলো, কিছুদিন পর আবারো উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলান্নাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ!** দুনিয়া আমার নিকট এতো অধিকহারে আসলো, আমি বিরক্ত হয়ে গেছি, কিভাবে নিবো, কোথায় রাখবো! (আল খাচায়িলুল কোবরা লিস সুয়ুতী, ২য় খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা)

আ'লা হযরত **رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ** বলেন: এই তাসবীহ পাঠ যথাসম্ভব সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার সময়, অন্যথায় সকালের পূর্বে, জামাআত শুরু হয়ে গেলে, তবে এতে অংশগ্রহন করে এর পর সংখ্যা পূরণ করুন এবং যেদিন নামাযের পূর্বে সম্ভব না হলে তবে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে। (মলফুমাতে আ'লা হযরত, ১২৮ পৃষ্ঠা)



পাগড়ী সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর ৬টি বাণী

❁ পাগড়ী সহকারে দু'রাকাত নামায পাগড়ী ছাড়া ৭০ রাকাতের চেয়ে উত্তম।^(১) ❁ টুপি'র উপর পাগড়ী পরিধান করা আমাদের এবং মুশরীকদের মাঝে পার্থক্য, প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে যা মুসলমানরা নিজের মাথায় বাধবে, কিয়ামতের দিন এক একটি নূর দান দান করা হবে।^(২) ❁ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর ফিরিশতারা দরুদ প্রেরণ করে, জুমার দিন পাগড়ী পরিধানকারীর প্রতি।^(৩) ❁ পাগড়ী অবস্থায় নামায দশ হাজার নেকীর সমান।^(৪) ❁ পাগড়ী সহকারে একটি জুমা, পাগড়ী বিহীন ৭০টি জুমার সমান।^(৫) ❁ পাগড়ী আররের মুকুট, পাগড়ী পরিধান করো তোমাদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এবং যে পাগড়ী পরিধান করে তার জন্য প্রতিটি প্যাঁচে একটি করে নেকী রয়েছে।^(৬)

১: আল ফিরদাউস বিরাসুরিল খাতাব, ২য় খন্ড, ৩০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৩৩। ২: আল জামেউস সগির লিস সুয়ুতী, ৩য় খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৭২৫। ৩: আল ফিরদাউস বিরাসুরিল খাতাব, ১ম খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫২৯। ৪: আল ফিরদাউস বিরাসুরিল খাতাব, ২য় খন্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮০৫। ৫: ইবনে আসাকির, ৩৭তম খন্ড, ৩৫৫ পৃষ্ঠা। ৬: কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ১৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪১১৩৮।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাব্বাহত)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

নফল রোযার ফযীলত

দরুদ শরীফের ফযীলত

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার আরশ ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরনের ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার আরশের ছায়ার নিচে থাকবে। আরয করা হলো: ইয়া রাসুলাল্লাহ صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার উম্মতের কষ্ট দূর করে (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠকারী।

(আল বদরুস সাফিরাত, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৬৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

নফল রোযার ইহকালিন ও পরকালিন উপকারিতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফরয রোযা ছাড়াও নফল রোযারও অভ্যাস করা উচিত, কেননা এতে ইহকালিন ও পরকালীন অসংখ্য উপকার রয়েছে এবং সাওয়াবতো এতো বেশি যে, আর বলো না! মানুষের মন চায় শুধু রোযাই রাখতে থাকি। পরকালীন উপকারিতাগুলো হচ্ছে ঈমানের হিফায়ত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাত অর্জন করাও অন্তর্ভুক্ত আর ইহকালীন উপকারিতার মধ্যে তো দিনের বেলায় পানাহারের সময় ও খরচাদি থেকে মুক্তি, পেটের সংশোধন এবং অনেক ধরনের রোগব্যাদি থেকে নিরাপত্তার উপায়। আর সকল সাওয়াবের মূল হচ্ছে যে, রোযাদারের প্রতি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হয়।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

রোযাদারদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ

আল্লাহ পাক ২২তম পারার সূরা আহযাবের ৩৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقَاتِ
وَالصَّابِرَاتِ وَالصَّادِقَاتِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারীগণ, স্বীয় লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফায়তকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের পবিত্রতা হিফায়তকারী নারীগণ এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারীগণ, এ সবার জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও মহা প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন।

(অনুবাদ: এবং রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারীগণ) এর তাফসীরে হযরত আল্লামা আবুল বরকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ নাসাফী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লিখেন: এতে ফরয ও নফল উভয় প্রকারের রোযা অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে: যে প্রতি মাসে “আইয়ামে বীয” (অর্থাৎ চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) এর তিনটি রোযা রাখে, তাদেরকে রোযা পালনকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। (তাকসীরে মাদারিক, ২য় খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ তাবারাক ওয়া তায়ালা ২৯ পারার সূরা হাক্বার ২৪নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا
أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আহার করো, পান করো তৃপ্তি সহকারে পুরস্কার সেটারই, যা তোমরা বিগত দিনগুলোতে খেয়েছো।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দীস দেহলভী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ আয়াতে করীমার এই অংশ (বিগত দিনগুলোতে) এর আলোকে লিখেন: অর্থাৎ ইহকালিন দিনগুলো থেকে বিগত দিনগুলোতে বা ঐ দিনগুলোতে যা পানাহার থেকে বিরত

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

৩ দোযখ থেকে ৫০ বছর সফরের দূরত্ব

যে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য একদিনের নফল রোযা রাখলো, তবে আল্লাহ তায়ালা তার এবং দোযখের মাঝে একটি দ্রুতগতি সম্পন্ন বাহনের পঞ্চাশ বছরের পথচলা (অর্থাৎ দূরত্ব) পর্যন্ত দূর করে দেবেন।

(কানযুল উম্মাল, ৮ম খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১৪৯)

৪ পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্গের চেয়েও বেশি সাওয়াব

যদি কেউ একদিন নফল রোযা রাখে এবং পৃথিবীর সমপরিমাণ স্বর্গ তাকে দেয়া হয়, তবুও এর সাওয়াব পরিপূর্ণ হবে না, এর সাওয়াব তো কিয়ামতের দিনই পাওয়া যাবে। (আবু ইয়াল, ৫ম খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬১০৪)

৫ জাহান্নাম থেকে অনেক দূরে

যে আল্লাহ তায়ালার পথে একদিনের ফরয রোযা রাখলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে করে দেবেন, যতো দূরত্ব সাত যমীন এবং আসমানের মধ্যবর্তী রয়েছে। আর যে একটি নফল রোযা রাখলো আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে করে দেবেন, যতটুকু দূরত্ব যমীন এবং আসমানের মধ্যবর্তী রয়েছে। (মু'জামুয যাওয়াদ, ৩য় খন্ড, ৪৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১৭৭)

৬ কাক শিশুকাল থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত উড়তে থাকে এমনকি...

যে একদিনের রোযা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য রাখলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে জাহান্নাম থেকে এতো দূরে করে দেবেন যে, একটি কাক শিশুকাল থেকে উড়তে শুরু করলো এমনকি বৃদ্ধ হয়ে মারা গেলো।

(আবু ইয়াল, ১ম খন্ড, ৩৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯১৭)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আন্দুর রাজ্জাক)

৭ রোযার ন্যায় কোন আমল নেই

হযরত সায্যিদুনা আবু উমামা رضي الله تعالى عنه বলেন: আমি আরয করলাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم! আমাকে এমন কোন আমল সম্পর্কে বলেন, যার কারণে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো।” ইরশাদ করলেন: “রোযাকে নিজের উপর অত্যাবশ্যক করে নাও, কেননা এর সমতুল্য কোন আমল নেই।” বর্ণনাকারী বলেন: “হযরত সায্যিদুনা আবু উমামা رضي الله تعالى عنه এর ঘরে দিনের বেলায় মেহমানের আগমন ছাড়া কখনো ধোঁয়া দেখা যায়নি। (অর্থাৎ তিনি দিনে খেতেনই না, রোযা রাখতেন)।”

(আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৫ম খন্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৪১৬)

৮ রোযা রাখো, সাহ্যবান হয়ে যাবে

- صُومُوا تَصِحُوا রোযা রাখো, সাহ্যবান হয়ে যাবে।

(মু'জামুল আওসাত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৩১২)

৯ হাশরের ময়দানে রোযাদারদের আনন্দ

কিয়ামতের দিন যখন রোযাদার কবর থেকে বের হবে, তখন তাদের রোযার গন্ধে চেনা যাবে, তাদের জন্য দস্তুরখান বিছানো হবে এবং তাদের বলা হবে: “খাও! কাল তোমরা ক্ষুধার্ত ছিলে, পান করো! কাল তোমরা তৃষ্ণার্ত ছিলে, আরাম করো! কাল তোমরা ক্লান্ত ছিলে।” অতএব তারা পানাহার করবে এবং আরাম করবে, অথচ লোকেরা হিসাবের কষ্টে এবং পিপাসায় লিপ্ত থাকবে।

(জমউল জাওয়ামেয়ে, ১ম খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৬২)

১০...তখন সে জান্নাতে প্রবেশ করবে

যে يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا পাঠ করে ইত্তিকাল করলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং যে কোন একদিন আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য রোযা রাখলো,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

এতেই তার মৃত্যু হলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির জন্য সদকা করলো, এতেই তার মৃত্যু হলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৩৮)

১১ যতক্ষণ রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হবে

হযরত সাযিয়্যাতুনা উম্মে আম্মার বিনতে কা'আব رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার এখানে তাশরীফ নিয়ে আসেন, আমি খাবার পেশ করলাম, তখন হুযুর পুরনূর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “তুমিও খাও!” আমি আরয় করলাম: “আমি রোযাদার।” তখন ইরশাদ করলেন: “যতক্ষণ রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয়, ফিরিশতারা সেই রোযাদারের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।” (জিরমিযী, ২য় খন্ড, ২০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৮৫)

১২ হাঁড় সমূহ তাসবীহ পাঠ করে

নবী করীম, রউফুর রহীম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হযরত বিলাল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ইরশাদ করলেন: “হে বিলাল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ! এসো, নাস্তা করি।” তখন (হযরত সাযিয়্যাদুনা) বিলাল رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ আরয় করলেন: “আমি রোযাদার!” তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করলেন: “আমরা নিজেদের রিযিক খাচ্ছি আর বিলালের رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ রিযিক জান্নাতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।” অতঃপর আবারো ইরশাদ করলেন: “হে বিলাল! তুমি কি জান যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে কিছু খাওয়া হয় ততক্ষণ তার হাঁড় সমূহ তাসবীহ পাঠ করে এবং ফিরিশতারা তাকে দোয়া দিতে থাকে।” (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৪৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার রুদদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

১৩ রোযাবস্থায় মৃত্যুর ফযীলত

“যে রোযাবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামত পর্যন্ত তার আমলনামায় রোযা লিখে দেন।” (আল ফেরদৌস বিমাসুরিল খাতাব, ৩য় খন্ড, ৫০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৫৫৭)

সৎকাজের সময় মৃত্যুর সৌভাগ্য

সৌভাগ্যবান হচ্ছে ওই মুসলমান, যে রোযাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলো বরং যে কোন সৎকাজেরত অবস্থায় মৃত্যু আসা ভাল বিষয়। যেমন; ওযু অবস্থায় বা নামাযেরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা, মদীনার সফরাবস্থায় রুহ কবয হওয়া, হজ্ব পালনকালে মক্কায় মুকাররমা **وَأَدَاكَ اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيمًا**, মিনা, মুযদালিফা কিংবা আরাফাত শরীফে ইস্তিকাল করা, দা'ওয়াতে ইসলামীর সুনাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুনাতের ভরা সফরাবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়া, এসবই মহান সৌভাগ্য, যা শুধুমাত্র সৌভাগ্যবানরাই অর্জন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে সাহাবায়ে কিরামের **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** নেক আকাজক্ষা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সাযিয়দুনা খায়সামা **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** বলেন: “সাহাবায়ে কিরাম **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** এ বিষয়টিই পছন্দ করতেন যে, কোন ভালো কাজে, যেমন; হজ্ব, ওমরা, জিহাদ, রমযানের রোযা ইত্যাদি অবস্থায় মৃত্যু আসুক।” (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪র্থ খন্ড, ১২৩ পৃষ্ঠা)

কালু চাচার ঈমান আলোকিত মৃত্যু

নেককাজ করা অবস্থায় মৃত্যুকে আপন করে নেওয়ার সৌভাগ্য শুধু ভাগ্যবানদেরই অংশ। এই বিষয়ে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সম্মিলিত সুনাত ইতিকারফের একটি মাদানী বাহার শুনুন এবং সারা জীবন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিন। মদীনাতুল আউলিয়া আহমদাবাদ শরীফ (গুজরাট, ভারত) এর কালু চাচা (বয়স প্রায় ৬০ বছর) রমযানুল মোবারকের (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ ইং) শেষ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

দশদিন শাহী মসজিদে (শাহে আলম, আহমদাবাদ শরীফ) ইতিকাফকারী হয়ে গেলো। তিনি আগে থেকেই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন কিন্তু আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফ প্রথমবারই করছিলো। ইতিকাফে অনেক কিছু শিখার সুযোগ হলো এবং পাশাপাশি দা'ওয়াতে ইসলামীর ৭২ মাদানী ইনআমাত থেকে প্রথম সারিতে নামায পড়ার উৎসাহ প্রদানকারী দ্বিতীয় মাদানী ইনআমের উপর আমল করার যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করলো। দোসরা শাওয়ালুল মুকাররম তথা ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিন সুন্নাতে প্রশিক্ষণের তিনদিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করলো। মাদানী কাফেলা থেকে ফিরে আসার ৫/৬ দিন পর ১১ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪২৫ হিজরী, ২৪ নভেম্বর ২০০৪ ইংরেজী তারিখে কোন কাজে বাজারে গেলে, ব্যস্ততাও ছিলো, কিন্তু দেরী হওয়াবস্থা প্রথম সারি না পাওয়ার সম্ভাবনায় ছিলো, তাই সব কাজ ছেড়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হলো এবং আযানের পূর্বেই মসজিদে পৌঁছে গেলো, ওজু করে যখনই দাঁড়ালো সাথে সাথে পড়ে গেলো, কালেমা শরীফ ও দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে তার রুহ দেহ পিঞ্জর থেকে উড়ে গেলো, **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** যার মৃত্যুর সময় কালেমা শরীফ পড়ার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যাবে, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** কবর ও হাশরে তার তরী পার হয়ে যাবে। যেমনটি নবী করীম, রউফুর রহীম **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ইরশাদ করেন: “যার শেষ বাক্য **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩১১৬) দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের আরো কিছু বরকতের কথা শুনুন: ইত্তিকালের কিছুদিন পর তার সন্তান স্বপ্নে দেখলো যে, মরহুম পিতা সাদা পোশাক পরিহিত মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে মুচকি হেসে হেসে বলছেন: “বৎস! দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে লেগে থাকো, কেননা এই মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার উপর দয়া হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

মওত ফযলে খোদা সে হো ঈমান পর,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
রাব্ব কি রহমত সে জান্নাত মে পাওগে ঘর,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রচন্ড গরমে রোযা রাখার ফযীলত (ঘটনা)

হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: প্রিয় আক্কা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ হযরত সাযিয়দুনা আবু মূসা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ কে একটি সামুদ্রিক জিহাদে প্রেরণ করেন। এক অন্ধকার রাতে যখন নৌকার পাল উঠিয়ে দেয়া হলো তখন ঘোষণাকারী অদৃশ্য থেকে আওয়াজ দিলো: “হে নৌকা ওয়ালারা! দাঁড়াও! আমি কি তোমাদের বলবো না যে, আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়াময় দায়িত্বে কি নিয়েছেন?” হযরত সাযিয়দুনা আবু মূসা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “যদি তুমি বলতে পারো, তবে অবশ্যই বলো।” সে বললো: “আল্লাহ তায়ালা নিচ দয়াময় দায়িত্বে নিয়েছেন, যে প্রচন্ড গরমের দিনে নিজেকে আল্লাহ তায়ালা জন্ম তৃষ্ণার্ত রাখলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে প্রচন্ড তৃষ্ণার দিনে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) পানি পান করাবেন।” বর্ণনাকারী বলেন: হযরত সাযিয়দুনা আবু মূসা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর অভ্যাস ছিলো যে, প্রচন্ড গরমের দিনে রোযা রাখতেন।

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ২য় খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৮)

কিয়ামতে রোযাদাররা খাবে

তাবেয়ী বুয়ুর্গ হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ বিন রাবাহ আনসারী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: আমি একজন পাদ্রী থেকে শুনেছি: “কিয়ামতের দিন দস্তুরখানা বিছানো হবে, সর্বপ্রথম রোযাদাররা তাতে খাবে।” (ইবনে আসাকির, ৫ম খন্ড, ৫৩৪ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়াদ)

আশুরার রোযার ফযীলত

আশুরায় সংঘটিত ৯টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

﴿১﴾ আশুরার দিন (অর্থাৎ ১০ মুহাররামুল হারাম) হযরত সাযিয়দুনা নুহ

عَلَى نَيْبِنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এর নৌকা জুদী পাহাড়ে ভিড়ে। ﴿২﴾ এই দিনেই হযরত

সায়িয়দুনা আদম সফিয়ুল্লাহ عَلَى نَيْبِنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এর অনিচ্ছাকৃত ভুলের তাওবা

কবুল করা হয়েছে। ﴿৩﴾ এই দিনেই হযরত ইউনুস عَلَى نَيْبِنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এর

সম্প্রদায়ের তাওবা কবুল করা হয়। ﴿৪﴾ এই দিনেই হযরত সায়িয়দুনা ইব্রাহীম

খলীলুল্লাহ عَلَى نَيْبِنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ জন্ম গ্রহণ করেন। ﴿৫﴾ এই দিনেই হযরত

সায়িয়দুনা ঈসা রুহুল্লাহ عَلَى نَيْبِنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ কে সৃষ্টি করা হয়। ﴿৬﴾ এই

দিনেই হযরত সায়িয়দুনা মূসা কলিমুল্লাহ عَلَى نَيْبِنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ও তাঁর সম্প্রদায়ের

মুক্তি অর্জিত হয় এবং ফিরআউন নিজ গোত্রসহ ডুবে যায়। ﴿৭﴾ এই দিন

সায়িয়দুনা ইউছুফ عَلَى نَيْبِنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এর কয়েদখানা থেকে মুক্তি অর্জিত হয়।

﴿৮﴾ এই দিনেই হযরত সায়িয়দুনা ইউনুস عَلَى نَيْبِنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ কে মাছের পেট

থেকে বের করা হয়। ﴿৯﴾ সায়িয়দুনা ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে তার

শাহজাদা ও সঙ্গী সাথী সহ তিনদিন ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত রাখার পর এই আশুরার

দিনেই কারবালার বুকে অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে শহীদ করা হয়।

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

১. আল ফিরদাউস, ১ম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৮৫৬।

২. বুখারী, ২য় খন্ড, ৪৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৩৯৭-৩৩৯৮।

৩. ফয়যুল কদীর, ৫ম খন্ড, ২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭০৭৫।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিভাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

মুহাররমুল হারাম ও আশুরার রোযার ৬টি ফযীলত

﴿১﴾ হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:

“রমযানের রোযার পর মুহাররমের রোযা উত্তম এবং ফরযের পর উত্তম নামায হলো ‘সালাতুল লায়ল’ (অর্থাৎ রাতের নফল নামায)।”

(মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৩)

﴿২﴾ শিয়্র আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “মুহাররমের প্রতিদিনের রোযা এক মাসের রোযার সমান।”

(মু'জামুস সগীর, ২য় খন্ড, ৭১ পৃষ্ঠা)

মূসা عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ দিবস

﴿৩﴾ হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনা মুনাওয়ারায় تَخَطَّيْنَا وَادَمَا اللهُ شَرْقًا وَتَغَطَّيْنَا আনলেন, ইহুদীদেরকে আশুরার দিন রোযারত অবস্থায় দেখে ইরশাদ করলেন: এটা কোন দিন যে, তোমরা রোযা রাখছো? আরয করলো: এটি মহত্বপূর্ণ দিন, এতে মূসা عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এবং তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ তায়ালা মুক্তি দিয়েছেন আর ফিরআউন ও তার সম্প্রদায়কে ডুবিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং মূসা عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ দিনে রোযা রাখেন, তাই আমরাও রোযা রাখছি। ইরশাদ করলেন: মূসা عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এর অনুসরণ করার ক্ষেত্রে তোমাদের তুলনায় আমরা বেশি হকদার এবং বেশি নিকটতর। তখন হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ নিজেও রোযা রাখলেন এবং এর নির্দেশও দিলেন। (মুসলিম, ৫৭২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৩০)

শিয়্র ইসলামী ভাইয়েরা! এ হাদীসে পাক থেকে জানা গেলো যে, যেদিন আল্লাহ তায়ালা কোন বিশেষ নেয়ামাত দান করেছেন, তার স্মৃতি বহন করা সঠিক ও পছন্দনীয়, কেননা এর মাধ্যমে ঐ মহান নেয়ামতের স্মরণ সতেজ হবে এবং

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

এর কৃতজ্ঞতা আদায় করার উপায়ও হবে, স্বয়ং কোরআনে আযীমে ইরশাদ করেন:

وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّمِ اللَّهِ ط

(পারা- ১৩, সূরা- ইব্রাহীম, আয়াত- ৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার দিন স্মরণ করিয়ে দাও!

সদরুল আফযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, “بِأَيِّمِ اللَّهِ” দ্বারা ঐ দিন উদ্দেশ্য, যাতে আল্লাহ তায়ালার আপন বান্দাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন, যেমন; বনী ইস্রাইলের জন্য ‘মান্না ও সালওয়া’ অবতরণের দিন, হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর জন্য নদীতে রাস্তা বানানোর দিন। এসব দিনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামতের দিন হচ্ছে, সায়্যিদে আলম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বিলাদত শরীফ (পৃথিবীতে শুভাগমনের দিন) ও মিরাজ শরীফের দিনে তাঁর স্মৃতি ধারণ করাও এ আয়াতের বিধানভূক্ত। (খায়য়িনুল ইরফান থেকে সংক্ষেপিত, ৪৭৯ পৃষ্ঠা)

ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ ও দা'ওয়াতে ইসলামী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুলতানে মদীনা মুনাওয়ারা, শাহানশাহে মক্কা মুকাররমা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বিলাদত শরীফের দিনের চেয়ে মহান কোন দিনটি “পুরস্কারের দিন” হবে? নিশ্চয় সকল নেয়ামত তাঁরই সদকায় অর্জিত এবং তাঁর বিলাদতের দিন তো ঈদেরও ঈদ। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে পৃথিবীর অগণিত স্থানে প্রতি বছর ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ জাঁকজমক সহকারে উদযাপন করা হয়। রবিউল আউয়াল শরীফের ১২তম রাতে আজিমুশ্বান ইজতিমায়ে মিলাদ এর আয়োজন করা হয় এবং বিশেষকরে আমার সুধারণা মতে ঐ রাতে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় “ইজতিমায়ে মিলাদ” বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আর মাদানী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ঈদে মিলাদের দিন “মারহাবা ইয়া মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ” শ্লোগানে মুখরিত করে অসংখ্য জুলুসে মিলাদ বের করা হয়, যাতে লক্ষ লক্ষ আশিকানে রাসূল অংশগ্রহণ করে থাকে।

ঈদে মিলাদুলমবী তো ঈদ কি ভি ঈদ হে,
বিল ইয়াকিঁ হে ঈদে ঈদা ঈদে মিলাদুলমবী। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

আশুরার রোযা

﴿৪﴾ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বলেন: “আমি সুলতানে দোজাহান صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে কোন দিনের রোযাকে অন্য দিনের উপর প্রাধান্য দিয়ে উৎসাহ দিতে দেখিনি; কিন্তু আশুরার দিনের ও রমযান মাসের রোযা ব্যতীত।” (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০০৬)

ইহুদীদের বিরোধীতা করো

﴿৫﴾ নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আশুরার দিনের রোযা রাখো আর এতে ইহুদীদের বিরোধীতা করো, এর পূর্বে বা পরেও এক দিনের রোযা রাখো। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১ম খন্ড, ৫১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৫৪) আশুরার রোযা যখনই রাখবে, তখন এর সাথে ৯ কিংবা ১১ মুহাররামুল হারামের রোযাও রেখে নেয়া উত্তম।

﴿৬﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু কাতাদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ক্ষমামূলক ইরশাদ হচ্ছে: আমার আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধারণা রয়েছে যে, আশুরার রোযা এক বছর পূর্বের গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। (মুসলিম, ৫৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

সারা বছর ঘরে বরকত

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৬৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ইসলামী জিন্দেগী” এর ১৩১ পৃষ্ঠায় প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: মুহাররমের ৯ ও ১০ তারিখ রোযা রাখলে অনেক সাওয়াব পাওয়া যাবে, সন্তান সম্ভতির জন্য ১০ মুহাররম ভাল ভাল খাবার রান্না করলে তবে إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ সারা বছর ঘরে বরকত থাকবে। উত্তম হচ্ছে যে, খিচুড়ী রান্না করে হযরত শহীদে কারবালা সায্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর নামে ফাতিহা করা খুবই উপকারী, কার্যকর ও পরীক্ষিত। (ইসলামী জিন্দেগী, ১৩১ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রজবুল মুরাজ্জবের রোযা

১০ম পারার সূরাতুত তাওবার ৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا
عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ
حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا
فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَأَفَّةٍ كَمَا يِقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَ
اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

(পারা ১০, সূরা তাওবা, আয়াত ৩৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়ই মাস গুলোর সংখ্যা আল্লাহ তায়ালা নিকট বার মাস, আল্লাহ তায়ালা কিতাবের মধ্যে, যখন থেকে তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে চারটা সম্মানিত। এটাই সহজ সরল দ্বীন। তাই এ মাসগুলোর মধ্যে নিজেদের আত্মাগুলোর উপর যুলুম করো না এবং মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করো, যেমনিভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বদা যুদ্ধ করে এবং জেনে রেখো যে, আল্লাহ খোদাভীরুদের সাথে রয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

সম্মানিত চারটি মাসের নাম

বর্ণনাকৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “খায়িনুল ইরফানে” বর্ণনা করেন: (চারটি সম্মানিত মাস দ্বারা উদ্দেশ্য) তিনটি পরপর মিলিত- যিলক্বদ, যিলহজ্জ ও মুহাররাম আর একটি হচ্ছে পৃথক- ‘রজব’। আরবের লোকেরা অন্ধকার যুগেও এসব মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ হারাম হিসেবে জানতো। ইসলামেও এই মাসগুলোর সম্মান ও গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে। (খায়িনুল ইরফান, ৩৫৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আয়াতে মোবারাকায় চন্দ্র (অর্থাৎ হিজরী সালের ১২) মাসের উল্লেখ রয়েছে, যার হিসাব চাঁদের মাধ্যমে হয়ে থাকে, অনেক শরীয়তের বিধানের ভিত্তিও চন্দ্র মাসের উপর নির্ভর করে, যেমন; রমযানুল মোবারকের রোযা, যাকাত, হজ্জের আনুষঙ্গিকতা ইত্যাদি। তাছাড়া ইসলামী আচার অনুষ্ঠান যেমন; ঈদে মিলাদুন্নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, শবে মেরাজ, শবে বরাত, গিয়ারভী শরীফ, বুয়ুর্গানে দ্বীনের رَحْمَةُ اللهِ التَّيِّبِينَ ওরশ ইত্যাদিও চন্দ্র মাসের হিসাব অনুযায়ী উদযাপন করা হয়ে থাকে। আফসোস! আজকাল যেখানে মুসলমানরা অসংখ্য সূনাত থেকে দূরে ছিটকে পড়ছে, সেখানে ইসলামী তারিখের ব্যাপারে অজ্ঞ ও অসচেতন হয়ে যাচ্ছে। প্রায় একলক্ষ মুসলমানের সমাবেশে যদি এই প্রশ্ন করা হয় যে “বলুন তো আজ কোন হিজরী সনের কোন মাসের কত তারিখ?” তবে হয়ত সর্বোচ্চ একশ মুসলমান এমন হতে পারে যারা সঠিক উত্তর দিতে পারবে! মনে রাখবেন যে, অন্যান্য বিষয়াদীর মতোই যাকাত ফরয হওয়ার ব্যাপারে চন্দ্র মাসের প্রতি সজাগ থাকাও ফরয।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

রজবকে সম্মান করার বরকতের ঘটনা

হযরত সাযিয়্যদুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ এর সময়ের ঘটনা, এক ব্যক্তি কোন এক মহিলার প্রেমে আসক্ত ছিলো। একদা সে তার প্রেমিকাকে নাগালে পেয়ে গেলো, মানুষের সমাগম দেখে সে অনুমান করলো যে, তারা চাঁদ দেখছে, সে ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলো: লোকেরা কোন মাসের চাঁদ দেখছে? উত্তর দিলো: “রজবের।” ঐ ব্যক্তি অথচ অমুসলিম ছিলো কিন্তু রজব শরীফের নাম শুনতেই এর সম্মানার্থে সাথে সাথেই পৃথক হয়ে গেলো এবং “মন্দ কাজ” থেকে বিরত রইলো। হযরত সাযিয়্যদুনা ঈসা রুহুল্লাহ ﷺ এর প্রতি নির্দেশ আসলো: “আমার অমুক বান্দার সাথে সাক্ষাৎ করুন।” তিনি ﷺ তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ও তাঁর আগমনের কারণ বর্ণনা করলেন। এই কথা শুনতেই তার অন্তর ঈমানের নূরে আলোকিত হয়ে গেলো এবং সে দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করলো।

(আনিসুল ওয়ায়েজীন, ১৭৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা রজবের বাহার! রজবুল মুরাজ্জবকে সম্মান করার কারণে যেখানে একজন কাফিরের ঈমানের দৌলত নসীব হতে পারে, তবে যে মুসলমান রজবুল মুরাজ্জবের সম্মান করবে জানিনা সে কি কি পুরস্কার পাবে! কোরআনে পাকে সম্মানিত মাস সমূহে স্বীয় আত্মার প্রতি অত্যাচার করতে নিষেধ করা হয়েছে, যেমনটি তাফসীরে “নূরুল ইরফানে” রয়েছে: **فَلَا تَطْلُبُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ** (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা এ মাসগুলোতে নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করো না।) এর ব্যাখ্যায় রয়েছে: “অর্থাৎ বিশেষকরে এই চার মাসে গুনাহ করো না।” (নূরুল ইরফান, ৩০৬ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

আল্লাহ তায়ালার মাস

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: رَجَبٌ شَهْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَشَعْبَانُ شَهْرِي وَرَمَضَانَ شَهْرُ أُمَّتِي۔ অর্থাৎ রজব আল্লাহ তায়ালার মাস এবং শাবান আমার মাস ও রমযান আমার উম্মতের মাস।

(আল ফিরদাউসু বিমাসুরিল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ২৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩২৭৬)

রজবে কষ্ট দূর করার ফযীলত

হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত: যে রজব মাসে কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে এমন একটি প্রাসাদ দান করবেন, যা দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তোমরা রজবের সম্মান করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের হাজারো কারমত সহকারে সম্মান করবেন। (গুনিয়াতুত তালিবিন, ১ম খন্ড, ৩২৪ পৃষ্ঠা। মু'জামুস সফর লিস সালাফী, ৪১৯ পৃষ্ঠা, নম্বর- ১৪২১)

দুই বছরের ইবাদতের সাওয়াব

হযরত সাযিয়দুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে সম্মানিত মাসে তিন দিন বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার রোযা রাখবে, তার জন্য দুই বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দেওয়া হবে।”

(মু'জামু আওসাত, ১ম খন্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৮৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে “সম্মানিত মাস” দ্বারা ঐ চার মাসই অর্থাৎ যিলকদ, যিল হজ্জ, মুহাররামুল হারাম এবং রজবুল মুরাজ্জব উদ্দেশ্যে, এই চার মাসের মধ্যে যে মাসেই বর্ণনাকৃত তিদিনের রোযা রাখা হবে إِنَّ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ দু'বছরের সাওয়াব অর্জিত হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাত)

তেরে করম সে এয় করিম! মুঝে কোন সি শেষ মিলি নেহী,
বোলি হি মেরী তজ হে, তেরে ইহাঁ কমি নেহী।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রজবের বিভিন্ন নাম এবং অর্থ

রজব (رَجَب) শব্দটি মূলত تَزَجِب (তারজীব) থেকে উৎপত্তি, এর অর্থ হচ্ছে: “সম্মান করা।” একে آاصِب (আল আছাব) দ্রুতগামীও বলা হয়। এই জন্যই যে, এই মোবারক মাসে তাওবাকারীদের প্রতি রহমত দ্রুতগামী হয়ে যায় এবং ইবাদতকারীদের উপর কবুলিয়তের নূরের ফয়েয বর্ষণ হয়। এই মাসকে آاصَم (আল আছম) তথা বধিরও বলা হয়, কেননা এই মাসে যুদ্ধ বিগ্রহের আওয়াজ মোটেই শুনায় না। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০১ পৃষ্ঠা)

রজব শব্দের ৩টি হরফের বিষয়ে কি আর বলবো!

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জব মাসের বাহারের বিষয়ে কি বলবো! “মুকাশাফাতুল কুলুবে” রয়েছে; বুয়ুর্গানে দ্বীনরা رَحْمَةُ اللَّهِ الْمُبِينِ বর্ণনা করেন: ر.ج.ب (রজব) শব্দে তিনটি বর্ণ রয়েছে। “ر” দ্বারা উদ্দেশ্য رَحْمَتِ اللَّهِ তথা আল্লাহ তায়ালার রহমত, “ج” দ্বারা বান্দার جُرْم তথা অপরাধ, “ب” দ্বারা উদ্দেশ্য بِرْ অর্থাৎ দয়া। যেনো আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ করছেন: আমার বান্দাদের অপরাধকে আমার রহমত ও দয়ার মাঝখানে রেখে দাও।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০১ পৃষ্ঠা)

ইছইয়াঁ সে কতী হামনে কানারা না কিয়া,
পর তু নে দিল আ'যুরদা হামারা না কিয়া।
হামনে তো জাহান্নাম কি বহত কি তাজবী,
লেকিন তেরি রহমত নে গাওয়ারা না কিয়া।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

ইবাদতের বীজ বপনের মাস

হযরত সাযিয়্যুনা আল্লামা ছাফফুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: রজবুল মুরাজ্জব বীজ বপনের, শা'বানুল মুয়াযযম সেচ দেয়ার এবং রমযানুল মোবারক ফসল কাটার মাস, সুতরাং যে ব্যক্তি রজবুল মুরাজ্জবে ইবাদতের বীজ বপন করবে না এবং শা'বানুল মুয়াযযমে চোখের পানি দ্বারা সেচ দিবেনা, সে রমযানুল মোবারকে রহমতের ফসল কিভাবে কাটবে? তিনি আরো বলেন: রজবুল মুরাজ্জব শরীরকে, শা'বানুল মুয়াযযম হৃদয়কে এবং রমযানুল মোবারক আত্মাকে পবিত্র করে দেয়।

(নুযহাতুল মাযালিস, ১ম খন্ড, ২০৯ পৃষ্ঠা)

যা সারা জীবনে শিখতে পারেনি তা দশ দিনে শিখে নিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জবে ইবাদত ও রোযা রাখার মানসিকতা তৈরী করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলার মুসাফির হোন এবং সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণ করুন। اِنَّ سَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ আপনার উভয় জাহান সজ্জিত হয়ে যাবে। উৎসাহের জন্য একটি সুগন্ধময় মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। সাঈদাবাদ, বলদিয়া টাউন, বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই তখন মেট্রিকের (S.S.C) ছাত্র ছিলো, তার ঘরের মালিক যিনি দা'ওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, তার ইনফিরাদী কৌশিশে তার সাথে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর উদ্যোগে গাউছিয়া মসজিদ, নিউ সাঈদাবাদ, মেমন কলোনীতে অনুষ্ঠিত রমযানুল মোবারকের শেষ ১০ দিনের “ইতিকাফে” অংশগ্রহণ করলো। সংক্ষিপ্ত সময়ে সে ঐ দশদিনে ঐসব বিষয় শিখেছে, যা অতীতের জীবনে শিখতে পারেনি। ইতিকাফেই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে দৃঢ় করে আকড়ে ধরলো, সেখানে থেকে স্থায়ীভাবে পাগড়ী সাজিয়ে নিলো, ঈদের ২য় দিন আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায়

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সো'য়াদাতুদ দা'রাইন)

সুন্নাতে ভরা সফর করলো। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তার মাঝে মাদানী রং ছড়িয়ে পড়তে লাগলো এবং তাকে সাংগঠনিক ভাবে “মাদানী ইনআমাতে”র যিম্মাদারীও দেয়া হলো।

রহমত্বে লুটনে কে লিয়ে আ'ও তুম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
সুন্নাতে সিখনে কে লিয়ে আ'ও তুম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

পাঁচটি বরকতময় রাত

হযরত সাযিয়দুনা আবু উমামা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “পাঁচটি এমন রাত রয়েছে যাতে দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয়না। ﴿১﴾ রজবের প্রথম রাত ﴿২﴾ শা'বানের ১৫তম রাত (অর্থাৎ শবে বরাত) ﴿৩﴾ জুমার রাত (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত) ﴿৪﴾ ঈদুল ফিতরের (চাঁদ) রাত ﴿৫﴾ ঈদুল আযহার (অর্থাৎ যিলহজ্জের দশম) রাত।” (ইবনে আসাকির, ১০ম খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা)

জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার পাঁচটি রাত

হযরত সাযিয়দুনা খালিদ বিন মা'দান رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন: বছরে পাঁচটি রাত এমন রয়েছে, যে এর সত্যতা স্বীকার করে সাওয়াবের নিয়্যতে ঐ রাতগুলোতে ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, ﴿১﴾ রজবের প্রথম রাত, এই রাতে ইবাদত করবে ও দিনে রোযা রাখবে ﴿২﴾ শা'বানের পনেরতম রাত (অর্থাৎ শবে বরাত), এই রাতে ইবাদত করবে এবং দিনে রোযা রাখবে ﴿৩,৪﴾ দুই ঈদের রাত (অর্থাৎ ঈদুল ফিতরে (চাঁদ) রাত ও ঈদুল আযহার রাত অর্থাৎ ৯ ও ১০ যিলহজ্জের মধ্যবর্তী রাত),

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

এই দুই রাতে ইবাদত করবে এবং দিনে রোযা রাখবে না। (দুই ঈদের দিন রোযা রাখা নাজায়য) এবং ﴿৫﴾ আশুরার রাত (অর্থাৎ মুহাররামুল হারামের দশম রাত), এই রাতে ইবাদত করবে ও দিনে রোযা রাখবে।

(ফায়ীলে শাহরে রজব লিল খাল্লাল, ১০ পৃষ্ঠা। গুনিতাতুত তালাবীন, ১ম খন্ড, ৩২৭ পৃষ্ঠা)

প্রথম রোযা ৩ বছরের গুনাহের কাফফারা

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে, “রজবের ১ম দিনের রোযা তিন বছরের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ এবং ২য় দিনের রোযা দুই বছরের ও ৩য় দিনের রোযা এক বছরের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ, অতঃপর প্রতিদিনের রোযা এক মাসের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ।”

(আল জামেউস সগীর, ৩৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫০৫১। ফায়ীলে শাহরে রজব লিল খাল্লাল, ৭ পৃষ্ঠা)

জান্নাতী প্রাসাদ

তাবেঈ বুযুর্গ হযরত সাযিয়্যুনা আবু কিলাবা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “রজবের রোযাদারদের জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ রয়েছে।”

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮০২)

একটি জান্নাতী নহরের (নদী) নাম রজব

হযরত সাযিয়্যুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: “জান্নাতে একটা নদী রয়েছে, যাকে ‘রজব’ বলা হয়, তা দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি, তবে যে ব্যক্তি রজবের একটি রোযা রাখবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ঐ নদী থেকে পান করাবেন।” (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮০০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

একটি রোযার ফযীলত

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন যে, মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে: “রজব মাস সম্মানিত মাস সমূহের অন্তর্ভুক্ত, আর ৬ষ্ঠ আসমানের দরজায় এই মাসের দিনগুলো লিখা রয়েছে। যদি কোন ব্যক্তি রজবে একটি রোযা রাখে আর তা পরহিযগারীর মাধ্যমে পূর্ণ করে এবং ঐ (রোযার) দিন সেই বান্দার জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং আরয করবে: “ইয়া আল্লাহ! এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও।” এবং যদি সেই বান্দা পরহিযগারীতা ছাড়া রোযা অতিবাহিত করে তবে সেই দরজা ও দিন তার ক্ষমার জন্য আবেদন করে না এবং সেই ব্যক্তিকে বলে: “হে বান্দা! তোমার নফস তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে।”

(মাসাবাতা বিসসুন্নাহ, ২৩৪ পৃষ্ঠা। ফাযায়ীলে শাহরে রজব লিল খাল্লাল, ১০ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, রোযার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া ও পরহেযগারীতা এবং নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকেও গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখা, যদি রোযা রেখেও গুনাহের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তবে তা খুবই বঞ্চনার বিষয়।

হযরত নূহ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام এর নৌকায় রজবের রোযার বাহার

হযরত সাযিয়দুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি রজবের একটি রোযা রাখলো, তবে সে এক বছর রোযা আদায়কারীর মতো হবে, যে সাতটি রোযা রাখবে, তার জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে, যে ব্যক্তি আটটি রোযা রাখবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে, যে ব্যক্তি দশটি রোযা রাখবে, সে আল্লাহ তায়ালার নিকট যা চাইবে তা আল্লাহ তায়ালা তাকে দান করবেন এবং যে ব্যক্তি পনেরটি রোযা রাখবে, তখন আসমান

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

থেকে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে যে, তোমার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, ব্যস তুমি আজ থেকে নতুন করে আমল শুরু করো, কেননা তোমার গুনাহ সমূহ নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে। আর যারা এর চেয়ে বেশি করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে বেশি পরিমাণে দান করবেন। আর ‘রজব’ মাসেই হযরত নুহ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) নৌকায় আরোহন করেছিলেন, তখন তিনি নিজেও রোযা রেখেছেন এবং সাথীদেরও রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার নৌকা ১০ মুহাররম পর্যন্ত ছয় মাস সফর অবস্থায় ছিলো।

(গুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৬৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮০১)

একশত বছরের রোযার সাওয়াব

২৭ রজবুল মুরাজ্জব এর মহত্বের বিষয়ে কি বলবো! ঐ তারিখে শ্রিয় আকা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে মেরাজ শরীফের আজিমুশান মুজিয়া দা করা হয়েছিলো। (শরহয যুরকানী আলা মাওয়াহিবিন দুনিয়া, ৮ম খন্ড, ১৮ পৃষ্ঠা) ২৭ রজব শরীফের রোযার অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারেসী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; রাহমাতুল্লিল আলামীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “রজবে একটি দিন ও রাত রয়েছে, যে ব্যক্তি সে দিনে রোযা রাখবে ও রাতে ইবাদত করবে, তবে সে যেনো শত বছর রোযা রাখলো, শত বছর রাত জেগে ইবাদত করলো আর তা হলো রজবের ২৭ তারিখ।”

(গুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮১১)

২৭ রজব রাতে ১২ রাকাত নফলের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কাছ থেকে বর্ণিত, শ্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: রজবে একটি রাত রয়েছে, ঐ রাতে নেক আমলকারীকে একশত বছরের নেকীর সাওয়াব দান করা হয় আর তা রজবের ২৭ তারিখের রাত। যে ব্যক্তি এই রাতে ১২ রাকাত নামায এইভাবে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

আদায় করবে যে, প্রতি রাকাতে **সূরা ফাতিহা** ও অন্য যেকোন একটি সূরা এবং প্রতি দু'রাকাত পর আত্মাহিয়াত (দরুদে ইব্রাহিম ও দোয়ায়ে মাসূরা) পড়বে আর ১২ রাকাত সম্পূর্ণ হলে সালাম ফিরাবে, এরপর ১০০বার পাঠ করবে: **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ**, ১০০বার ইস্তিগফার, ১০০বার দরুদ শরীফ এবং নিজ দুনিয়া ও আখিরাতের যা ইচ্ছা চেয়ে দোয়া করবে আর সকালে রোযা রাখবে, তবে আল্লাহ তায়ালা তার সকল দোয়া কবুল করবেন, শুধু ঐ দোয়া ব্যতিত, যা গুনাহের জন্য করেছিলো।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮১২। ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১০ম খন্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

৬০ মাসের রোযার সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** বলেন: “যে ব্যক্তি ২৭ রজবের রোযা রাখবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য ষাট (৬০) মাসের রোযার সাওয়াব লিখে দিবেন।” (ফাযায়ীলু শাহরে রজব, ১০ পৃষ্ঠা)

... তবে যেনো একশত বছর রোযা রাখলো

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারেসী **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ** থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর বাণী হচ্ছে: “রজবে একটি দিন ও রাত রয়েছে, যে সেই দিনে রোযা রাখবে এবং রাতে কিয়াম (ইবাদত) করবে, তবে সে যেনো একশত বছর রোযা রাখলো আর তা রজবের ২৭ তারিখের রাত। (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৭৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮১১)

দা'ওয়াতে ইসলামী ও জশনে মিরাজুল্লাহী ﷺ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জবের একটি বৈশিষ্ট্য এটাও যে, এ মাসের ২৭ তারিখ রাতে আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, দু'জাহানের দাতা **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** কে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মিরাজের মহান মুজিয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

দান করা হয়েছে, তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ২৭ তারিখের রাতে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদ আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস) অতঃপর সেখান থেকে আসমান সমূহে ভ্রমণ করেছেন। জান্নাত ও দোযখের আশ্চর্য বিষয় সমূহ প্রত্যক্ষ করেছেন। আরশকে তাঁর কদমবুচি করার সৌভাগ্য দিয়েছেন এবং একেবারে জাহ্নতাবস্থায় খোলা চোখে আপন পরওয়ারদিগার عَزَّ وَجَلَّ এর দীদার করেছেন। এই সম্পূর্ণ সফর মুহূর্তেই সম্পন্ন করে পুনরায় তাশরীফ নিয়ে এসেছেন। রজবুল মুরাজ্জবের ২৭ তারিখের রাত খুবই মহত্বপূর্ণ। الْحَسْبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রতি বছর ২৭ তারিখ রাতে জশনে মিরাজ্জুব্বী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ উদযাপন উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অসংখ্য স্থানে “ইজতিমায়ে যিকর ও নাত” এর আয়োজন করা হয়। আমার সুধারণা মতে, জশনে মেরাজের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইজতিমা অনেক বছর ধরে الْحَسْبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ বাবুল মদীনা করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, যা প্রায় সারারাত ব্যাপী হয়ে থাকে এবং মাদানী চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

খোদা কি কুদরত সে চান্দ হক কে করোড়ো মনজিল মে জলওয়া করকে,
আজী না তা'রোঁ কি ছায়োঁ বদলী কেহ নূর কে তড়কে আ'লিয়ে থে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

কাফন ফেরত

বসরা নগরীর এক নেককার মহিলা ইস্তিকালের সময় তাঁর ছেলেকে ওসীয়ত করলেন যে, আমাকে ঐ কাপড় দিয়েই কাফন দেবে, যা পরে আমি রজবুল মুরাজ্জবে ইবাদত করতাম। ইস্তিকালের পর ছেলে অন্য কাপড় দ্বারা কাফন পরিয়ে দাফন করে দিলো। যখন সে কবরস্থান থেকে ঘরে ফিরলো, তখন এ দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো যে, যেই কাফন পড়ানো হয়ে ছিলে তা ঘরেই বিদ্যমান! যখন সে মায়ের ওসীয়তকৃত কাপড়ের সন্ধান করলো, তখন তা ঐ স্থান

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

থেকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। এমন সময় একটি অদৃশ্য আওয়াজ আসলো: “তোমার কাফন ফেরত নাও, আমি তাকে ঐ কাপড় দ্বারাই কাফন পড়িয়েছি (যার ব্যাপারে সে ওসীয়াত করেছিলো), যে ব্যক্তি রজবে রোযা রাখে, আমি তাকে কবরে দুগুণিত রাখিনা। (নুযহাতুল মাজালিস, ১ম খন্ড, ২০৮ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

অতি আদর আমাকে একগুঁয়ে বানিয়ে দিয়েছিলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রজবুল মুরাজ্জবের রোযার মাদানী মানসিকতার তৈরী করতে, গুনাহের অভ্যাস ছাড়তে এবং ইবাদতের স্বাদ পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সূনাতে ভরা সফর করাকে অভ্যাসে পরিণত করুন। উৎসাহের জন্য মাদানী কাফেলার একটি মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমন শাহদারা (মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর) এর এক ইসলামী ভাই তার পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান ছিলো, অতিরিক্ত আদর ভালবাসা তাকে চরম পর্যায়ের একগুঁয়ে এবং পিতামাতার অবাধ্য বানিয়ে দিয়েছিলো, গভীর রাত পর্যন্ত ছন্নছাড়ার মতো ঘুরে বেড়াতো এবং সকালে অনেক্ষণ ঘুমিয়ে কাটাতে। মা-বাবা বুঝাতে চাইলে তাদেরকে ধমকাতো, যার কারণে তারা মাঝে মধ্যে কান্না করতো। সৌভাগ্যবশতঃ দা’ওয়াতে ইসলামীর এক আশিকে রাসূলের সাথে তার সাক্ষাতের সৌভাগ্য হলো, তিনি আদর ও ভালবাসা সহকারে “ইনফিরাদী কৌশিা” করে মাদানী কাফেলায় সফরের জন্য প্রস্তুত করলো। الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ সেই আশিকানে রাসূল ইসলামী ভাইয়ের সাথে তিনদিনের মাদানী কাফেলার মূসাফির হয়ে গেলো। জানিনা ঐ আশিকানে রাসূল তিনদিনের মধ্যে তাকে কি খাইয়ে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়াদ)

দিলো যে, তার পাথরের ন্যায় মন মোম হয়ে গেলো, মাদানী কাফেলা থেকে নামাযী হয়ে ফিরলো। ঘরে এসে সে সালাম করলো, বাবার হাতে চুমু দিলো এবং আন্মাজানের কদমে চুমু খেলো। পরিবারের সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো! তার কি হয়ে গেলো যে, কাল পর্যন্ত যে কারো কথাই শুনতো না, আজ সে এতই ভদ্র হয়ে গেলো! **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সহচর্য তাকে একেবারেই পরিবর্তন করে দিলো এবং তাকে মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের জন্য জাগানোর অর্থাৎ সাদায়ে মদীনা লাগানো সাংগঠনিকভাবে যিম্মাদারী লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে। (দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের জন্য জাগানোকে 'সাদায়ে মদীনা' বলা হয়)

বে শক আ'মালে বদ, অউর আফআলে বদ, কি ছুট্টি আ'দত্বে, কাফেলে মে চলো।

কর সফর আ'য়েঙ্গে, তু সুখার জায়েঙ্গে, আব না সুসতি কার্বে, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখীশশ, ৬৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

সহচর্য সম্পর্কিত ৩টি বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! আশিকানে রাসূলের সহচর্য কিভাবে একজন বোনামাযী যুবককে অপরকে নামাযের দাওয়াত প্রদানকারী বানিয়ে দিলো! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সঙ্গ অবশ্যই রং ছড়ায়, সৎ সঙ্গ সৎ ও অসৎ সঙ্গ খারাপ বানায়। সুতরাং সহচর্য সম্পর্কিত ৩টি হাদীসে মোবারক প্রত্যক্ষ করুন: ﴿١﴾ উত্তম বন্ধু হলো সেই, যখন তুমি আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করবে, তখন তোমাকে সহযোগীতা করবে এবং যখন তুমি ভুলে যাবে, তখন স্মরণ করিয়ে দিবে। (মওসুআত ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৮ম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪২) ﴿٢﴾ উত্তম সাথী সেই, যাকে দেখলে তোমার আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ হয় এবং তার আমল তোমাকে আখিরাতের স্মরণ করিয়ে দেয়।

(আল জামেউস সগীর, ২৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৬৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিভাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

❦ আমিরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওমর ফারুককে আযম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: এমন কোন কাজে পরো না, যা তোমাদের জন্য উপকারী নয় এবং শত্রু থেকে দূরে থেকে আর বন্ধুর প্রতি সতর্ক থেকে কিম্ব যদি সে আমানতদার হয়, কেননা আমানতদারীর ন্যায় আর কিছু নাই এবং আমানতদার সেই, যে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে। আর ফাজির (অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য) এর সাথে থেকে না, কেননা সে তোমাদের অবাধ্যতা শেখাবে এবং তাদের সাথে গোপনীয় কথা বলোনা আর নিজের কাজে তাদের পরামর্শ নাও, যারা আল্লাহকে ভয় করে।

(শুয়াবুল ইমান, ৪র্থ খন্ড, ২৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৯৯৫)

অসং সহচর্যের প্রতি নিষেধাজ্ঞা

বেনামাযী, গালি গালাজকারী, সিনেমা নাটকের দর্শক এবং গান বাজনা শবণকারী, মিথ্যা, গীবত, চোগলখোর, ওয়াদা খেলাপী, চোর, ঘুষখোর, মদ্যপায়ী, ফাসিক ও ফাজির তাছাড়া বদ মাযহাবী এবং কাফিরের সহচর্য থেকে বেঁচে থাকা চাই। ফতোয়ায়ে রযবীয়া ২২তম খন্ডে ২৩৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর খেদমতে জিজ্ঞাসা করা হলো: যিনাকারী ও দায্বিস (অর্থাৎ যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজ স্ত্রী বা কোন মুহরিমা মহিলার নির্লজ্জ কার্যকলাপে বাধা দেয়না) থেকে কতটুকু বেঁচে থাকা উচিত? উত্তরে তিনি বলেন: “যিনাকারী ও দায্বিস হচ্ছে ফাসিক, তাদের সাথে উঠা বসা, মেলামেশা করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।” এই উত্তর দেয়ার পর তিনি ৭ম পারার **সূরা আনআম** এর ৬৮ নম্ব আয়াত লিপিবদ্ধ করেন, যেখানে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ করেন:

وَأَمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ

الدُّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٨﴾

কানযুল ইমান থেকে অনুবাদ: এবং যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দিবে, অতঃপর স্মরণে আসতেই জালিমদের নিকটে বসো না।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই আয়াতে মোবারাকার ব্যাখ্যায় বলেন: এর দ্বারা বুঝা গেলো যে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তবারানী)

অসৎ সঙ্গ থেকে বেঁচে থাকা একান্ত আবশ্যিক। খারাপ বন্ধু বিষাক্ত সাপের চাইতে খারাপ, কেননা বিষাক্ত সাপ প্রাণ নিয়ে নেয় আর খারাপ বন্ধু ঈমান নষ্ট করে দেয়। (মুরুল ইরফান, ২১৫ পৃষ্ঠা)

ইবাদত মে, রিয়াযত মে, তিলাওয়াত মে লাগাদেয় দিল,
রজব কা ওয়াসতা দেয়তা হৌ ফরমা দেয় করম মাওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

শাবানুল মুয়াযযমের রোযা

প্রিয় নবী ﷺ এর মাস

তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শাবানুল মুয়াযযাম সম্পর্কে সম্মানিত বাণী হচ্ছে: شَعْبَانُ شَهْرِيَّ وَرَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ۔ অর্থাৎ শাবান আমার মাস, আর রমযান আল্লাহ তায়ালার মাস।

(আল জামিউস সগীর, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৮৯)

শাবানের পাঁচটি বর্ণের বাহার

شَيْخُنَا اللهُ عَزَّوَجَلَّ! শাবানুল মুয়াযযমের মহত্বের প্রতি কোরবান! এর ফযীলতের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ একে “আমার মাস” বলেছেন। হুযুর গাউসে আযম, শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী হাম্বলী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ শাবান শব্দের ৫টি বর্ণ “ش.ع.ب.ا.ن” এর সম্পর্কে উদ্ধৃত করেন: “ش” দ্বারা উদ্দেশ্য “شَرَفٌ” তথা বুয়ুর্গী, “ع” দ্বারা উদ্দেশ্য “عُلُوٌّ” তথা উচ্চ মর্যাদা, “ب” দ্বারা উদ্দেশ্য “بِرٌّ” তথা দয়া, “ا” দ্বারা উদ্দেশ্য “أَلْفٌ” তথা ভালবাসা এবং “ن” দ্বারা উদ্দেশ্য “نُورٌ” তথা আলো, এই

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

সমস্ত কিছু আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদের এই মাসে দান করে থাকেন। তিনি আরো বলেন: “এটাই সেই মাস, যে মাসে নেকীর দরজা খুলে দেয়া হয়, বরকত অবতীর্ণ হয়, ভুল ভ্রান্তি মিঠিয়ে দেয়া হয় এবং গুনাহের কাফফারা আদায় করা হয় আর রাহমাতুল্লিল আলামীন, হযুর পুরনু صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি দরুদ শরীফ অধিকহারে পাঠ করা হয় এবং এটি নবীয়ে মুখতার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতি দরুদ প্রেরণের মাস।” (গুনিয়াতুত তালেবীন, ১ম খন্ড, ৩৪১, ৩৪২ পৃষ্ঠা)

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ এর আগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “শাবানুল মুয়ায্বামের চাঁদ দেখার সাথে সাথেই সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ কোরআন তিলাওয়াতের দিকে খুবই মনযোগী হয়ে যেতেন, নিজ সম্পদের যাকাত বের করে নিতেন, যেনো দরিদ্র ও মিসকিন মুসলমানেরা রমযান মাসের রোযার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে, বিচারকগণ বন্দীদের ডেকে যার উপর শরয়ী শাস্তি প্রযোজ্য তাকে শাস্তি দিতেন, বাকীদের মধ্য হতে যাদের সম্ভব তাদের মুক্তি দিয়ে দিতেন, ব্যবসায়ীরা তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিতেন, অন্যদের থেকেও নিজের পাপ্য নিয়ে নিতেন। (এভাবে রমযানুল মোবারক মাসের পূর্বেই নিজেদেরকে ঝামেলা মুক্ত করে নিতেন) এবং রমযান শরীফের চাঁদ দেখার সাথে সাথেই গোসল করে (কোন কোন সাহাবা) ইতিকাফে বসে যেতেন।” (প্রাঞ্জল, ৩৪১ পৃষ্ঠা)

বর্তমান মুসলমানদের প্রেরণ

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! পূর্বেকার মুসলমানদের মধ্যে ইবাদতের কি পরিমাণ আগ্রহ ছিলো! কিন্তু আফসোস! আজকালের মুসলমানদের অধিক পরিমাণে সম্পদ অর্জনের আকর্ষণই প্রবল। পূর্বেকার মাদানী ভাবধারার মুসলমানরা বরকতময় দিনসমূহে আল্লাহ তায়ালা অধিকহারে ইবাদত বন্দেগী করে তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতেন এবং আজকালের কিছু মুসলমান বরকতময় দিন সমূহে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

বিশেষতঃ রমযানুল মোবারক মাসে দুনিয়ার নিকৃষ্ট ধন সম্পদ উপার্জনের নতুন নতুন কৌশল নিয়ে ভাবে। আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দার প্রতি দয়ালু হয়ে নেক আমলের প্রতিদান ও সাওয়াব বৃদ্ধি করে দেন, কিন্তু দুনিয়ার সম্পদের ভালবাসা পোষণকারী লোকেরা রমযানুল মোবারকে নিজের সম্পদের মূল্য বৃদ্ধি করে গরীব মুসলমানের কষ্টকে আরো বাড়িয়ে দেয়। শত কোটি আফসোস! মুসলমানের কল্যাণ কামনার প্রেরণা এখন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে!

এয় খা'ছয়ে খা'ছানে রুসুল ওয়াজ্তে দোয়া হে, উম্মত পে তেরি আ'কে আজব ওয়াজ্ত পড়া হে।
জু দ্বীন বড়ী শান সে নিকলা থা ওয়াতান সে, পরদেস মে ওহ আজ গরীবুল গুরাবা হে।
ফরিয়াদ হে এয় কিশতিয়ে উম্মত কে নিগাহবান
বেড়া ইয়ে তাবাহী কে করী'ব আ'ন লাগা হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রমযানের সম্মানার্থে শা'বানের রোযা

মদীনার তাজেদার, নবীদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন:

“রমযানের পর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে শা'বানের রোযা, তা রমযানের সম্মানের জন্য।” (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৮১৯)

প্রিয় নবী ﷺ শা'বানের অধিকাংশ রোযা রাখতেন

বুখারী শরীফে রয়েছে: হযরত সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا

বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে শা'বানের চেয়ে বেশি অন্য কোন মাসে রোযা রাখতে দেখিনি বরং পুরো শা'বানই রোযা রাখতেন এবং ইরশাদ করতেন: নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী আমল করো, কেননা আল্লাহ তায়ালা ততক্ষন পর্যন্ত তাঁর অনুগ্রহকে আটকায় না, যতক্ষন পর্যন্ত তোমরা ক্লাস্ত হয়ে না যাও।

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৭০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা

শরহে বুখারীর প্রণেতা হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: উদ্দেশ্য হলো যে, শা'বানের অধিকাংশ দিনে রোযা রাখতেন, একে অধিকাংশ এবং বেশি পরিমাণের প্রেক্ষিতে সব অর্থাৎ পুরো মাসের রোযায় তাবির করা হয়েছে। যেমনটি বলা হয়: “অমুক সারা রাত ইবাদত করেছে” কিন্তু সে রাতে খাবারও খেয়েছে এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজনও সেরেছে, এখানে অধিকাংশকে “সম্পূর্ণ” বলা হয়েছে। তিনি আরো বলেন: এই হাদীস দ্বারা জানা গেলো যে, শা'বানে যার সক্ষমতা রয়েছে, সে যেনো বেশি থেকে বেশি রোযা রাখে, কেকনা এতে রমযানের রোযার উপর প্রভাব পড়বে, এটাই উদ্দেশ্য সেসব হাদীস শরীফের (যেমন; তিরমিযী, হাদীস নং- ৭৩৮ ইত্যাদি) যেখানে ইরশাদ করা হয়েছে: “অর্ধ শা'বানের পর রোযা রেখো না।” [তিরমিযী, হাদীস নং- ৭৩৮] (মুহহাভুল ক্বারী, ৩য় খন্ড, ৩৭৭, ৩৮০ পৃষ্ঠা)

মৃত্যুবরণকারীর তালিকা তৈরীর মাস

হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সম্পূর্ণ শা'বানের রোযা রাখতেন। তিনি বলেন যে, আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! সকল মাসের মধ্যে কি আপনার নিকট শা'বানের রোযা রাখা বেশি পছন্দনীয়? তদুত্তরে হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: আল্লাহ তায়ালা এ বছর মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেক প্রাণের নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং আমার নিকট এটাই পছন্দনীয় যে, আমার বিদায়ের সময় আসলো এবং আমি যেনো রোযা অবস্থায় থাকি।” (আবু ইয়াল, ৪র্থ খন্ড, ২৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৮৯০)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

নফল রোযার পছন্দনীয় মাস

হযরত সাযিয়্যদুনা আব্দুল্লাহ বিন আবী কায়েস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি উম্মুল মুমিনিন সাযিয়্যদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا কে বলতে শুনেছেন: আশ্বিনাদের সর্দার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পছন্দনীয় মাস ছিলো শা'বানুল মুয়াযযম, কেননা এতে রোযা রাখতেন আর তা রমযানুল মোবারকের সাথে মিলিয়ে দিতেন। (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ৪৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪৩১)

মানুষ এর প্রতি উদাসীন

হযরত সাযিয়্যদুনা উসামা বিন যায়দ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: “আমি আরয করলাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি দেখেছি যে, যেভাবে আপনি শা'বানে (নফল) রোযা রাখেন, সেভাবে অন্য কোন মাসে রাখেন না।” হযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: রজব ও রমযানের মধ্যভাগে এ মাস, লোকেরা এর প্রতি উদাসীন, এতে মানুষের আমল আল্লাহ রাসূলু আলামিনের দরবারে ওঠানো হয় এবং আমি এটাই পছন্দ করি যে, আমার আমল এমতাবস্থায় ওঠানো হোক যে, আমি রোযাদার।” (নাসায়ী, ৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৫৪)

সামর্থ অনুযায়ী আমল করুন

উম্মুল মুমিনিন হযরত সাযিয়্যদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ শা'বান অপেক্ষা বেশি কোন মাসে রোযা রাখতেন না যে, পুরো শা'বানই রোযা রাখতেন এবং ইরশাদ করতেন: “নিজের সাধ্যানুযায়ী আমল করো, কেননা আল্লাহ তায়ালা ততক্ষণ পর্যন্ত আপন অনুগ্রহকে আটকে রাখেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ক্লাস্ত হওনা, নিশ্চয় তাঁর নিকট পছন্দনীয় (নফল) নামায হচ্ছে এটাই, যা নিয়মিতভাবে পড়া হয়, যদিওবা তা কম হয়।” সুতরাং তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যখন কোন (নফল) নামায পড়তেন তখন তা নিয়মিতই করতেন। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৭০)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

দা'ওয়াতে ইসলামীতে রোযার বাহার

মুকাশাফাতুল কুলুবে রয়েছে: উল্লেখিত হাদীসে পাকে সম্পূর্ণ শাবানুল মুয়াযযমের রোযা দ্বারা উদ্দেশ্য শাবানুল মুয়াযযমের অধিকাংশ রোযা।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০৩ পৃষ্ঠা)

যদি কেউ সম্পূর্ণ শাবানুল মুয়াযযম রোযা রাখতে চায়, তবে তাতে নিষেধাজ্ঞাও নেই। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর অনেক ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনের রজবুল মুরাজ্জব ও শাবানুল মুয়াযযম উভয় মাস রোযা রাখে এবং এরই ধারাবাহিকভাবে রোযা রেখে তারা রমযানুল মোবারকের সাথে মিলিয়ে দেয়।

ঘুড়ি উড়ানোর আত্মহী

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনিও রোযা এবং সুন্নাতের উপর স্থায়িত্ব পেতে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য একটি সবাশিত মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। বাবুল মদীনার (করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের অতীত জীবন গুনাহে অতিবাহিত হচ্ছিলো, ঘুড়ি উড়ানোর নেশায় মত্ত ছিলো, ভিডিও গেমস ও মার্বেল খেলা ইত্যাদি তার ব্যস্ততায় অন্তর্ভুক্ত ছিলো। প্রত্যেকের কাজে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা, মানুষের সাথে ঝগড়া করা, কথায় কথায় মারামারি করা ইত্যাদি মন্দ কাজে সে গ্রহণতার ছিলো। সৌভাগ্যবশতঃ এক ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশে সে রমযানুল মোবারকের শেষ ১০ দিন তার এলাকার মসজিদে ইতিকারকারী হয়ে গেলো। যেখানে সে অনেক ভাল ভাল স্বপ্ন দেখতে লাগলো এবং খুবই প্রশান্তি অনুভব করলো। এরপর সে আরো দুই বছর ইতিকারফের সৌভাগ্য অর্জন করলো। একবার তাদের মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহত)

ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা, করাচী) অনুষ্ঠিত সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে গেলো। একজন মুবাল্লিগ সূন্নাতে ভরা বয়ান করছিলো, যে সাদা পোশাক ও খয়েরী চাদরে আবৃত, মুখে এক মুষ্ঠি দাঁড়ি আর মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজানো ছিলো। এমন উজ্জ্বল চেহারা সে জীবনে প্রথমবারই দেখলো। মুবাল্লিগের চেহারার আকর্ষণ ও উজ্জ্বলতা তার হৃদয় কেড়ে নিলো আর সে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে এক মুষ্ঠি দাঁড়িও সাজিয়ে নিলো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রমযানের পর কোন মাস উত্তম

হযরত সাযিয়দুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র দরবারে আরয করা হলো যে, রমযানের পর কোন রোযা উত্তম? ইরশাদ করলেন: “রমযানের সম্মানের জন্য শা'বানের।” অতঃপর আরয করা হলো: কোন প্রকার সদকা উত্তম? ইরশাদ করেন: রমযান মাসে সদকা করা। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৬৩)

পনেরতম রাতে তাজল্লী

উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর কাছ থেকে বর্ণিত, মদীনার তাজদার, রাসুলদের সরদার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ তায়ালা শা'বানের ১৫ তম রাতে তাজল্লী দান করেন, তাওবাকারীকে ক্ষমা করে দেন এবং দয়াপ্রার্থীদের প্রতি দয়া করেন আর শত্রুতা পোষণকারীকে যে অবস্থায় রয়েছে, তেমনি ছেড়ে দেন।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৮২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৩৫)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

শত্রুতা পোষণকারীর দূর্দশা

হযরত সাযিয়দুনা মু'আয বিন জাবাল رضي الله تعالى عنه থেকে বর্ণিত, শ্রিয় আক্কা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: “শা'বানের পনেরতম রাতে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টির প্রতি তাজাল্লী দান করেন এবং সবাইকে ক্ষমা করে দেন, কিন্তু কাফির ও শত্রুতা পোষণকারীদের (ক্ষমা করেন না)।” (আল ইহসান বিতারতিবে সহীহ ইবনে হাব্বান, ৭ম খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬৩৬)

অসংখ্য গুনাহগারের ক্ষমা হয়ে থাকে, কিন্তু...

সায়িয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رضي الله تعالى عنها থেকে বর্ণিত, নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ইরশাদ করেন: আমার নিকট জিব্রাঈল (عليه الصلوة و السلام) আসলো আর বললো: এটি শা'বানের পনেরতম রাত, এতে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম থেকে এতো সংখ্যককে মুক্তি প্রদান করেন, যতো সংখ্যক বনী কালবের ছাগল পালের লোম রয়েছে, কিন্তু কাফির ও শত্রুতা পোষণকারী এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী আর কাপড় উল্টিয়ে পরিধানকারী ও মাতাপিতার অবাধ্য এবং মদ্যপানে অভ্যস্তদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দেন না। (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮৩, হাদীস নং- ৩৮৩৭) (হাদীসে পাকে “কাপড় উল্টিয়ে পরিধানকারী” সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ সমস্ত লোক, যারা অহঙ্কারবশতঃ গোড়ালীর নীচে লুঙ্গি বা পাজামা অথবা প্যান্ট বা জুব্বা অর্থাৎ লম্বা আরবী জামা ইত্যাদি বুলিয়ে পড়) কোটি কোটি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের মহান ইমাম হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رضي الله تعالى عنه হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর رضي الله تعالى عنهم থেকে যে বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, তাতে হত্যাকারীর কথাও উল্লেখ রয়েছে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২য় খন্ড, ৫৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৬৫৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহায্যদুদ দা'রাইন)

হযরত সাযিয়দুনা কাছীর বিন মুররাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; শ্রিয় রাসুল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ তায়ালা শা'বানের পনেরতম রাতে সমগ্র বিশ্ববাসীকে ক্ষমা করে দেন, শুধুমাত্র মুশরিক এবং পরস্পর শত্রুতা পোষণকারী ব্যতীত।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৩)

হযরত সাযিয়দুনা দাউদ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এবং শবে বরাত

হযরত সাযিয়দুনা আলীউল মুরতাছা كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ শাবানুল মুয়াযযমের পনেরতম রাত অর্থাৎ শবে বরাতে অধিকাংশ সময় বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন। একদা এভাবে শবে বরাতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং আসমানের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে বললেন: একবার আল্লাহ তায়ালা নবী হযরত সাযিয়দুনা দাউদ (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) শা'বানের পনেরতম রাতে আসমানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন: এটা সেই সময়, এই সময়ে যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা নিকট যে দোয়া করে, তার দোয়া আল্লাহ তায়ালা কবুল করে এবং যে ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দেন, এই শর্তে যে, দোয়াকারী জোড়পূর্বক ট্যান্স আদায়কারী, যাদুকর, ভবিষ্যদ্বক্তা, বাজনা বাদক যেনো না হয়। অতঃপর হযরত সাযিয়দুনা দাউদ (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) এই দোয়া করলেন: اَللّٰهُمَّ رَبِّ دَاوُدَ اِغْفِرْ لِمَنْ دَعَاكَ فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اَوْ اسْتَغْفِرَكَ فِيْهَا ইয়া আল্লাহ! হে দাউদ (عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) এর প্রতিপালক! যে এই রাতে তোমার নিকট দোয়া করে বা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে তাকে ক্ষমা করে দাও।

(লাতয়িমুল মায়ারিফ, ১ম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

হার খঁতা তু দর শুবার কর বে'কসু মজবুর কি,

হো ইলাহী! মাগফিরাত হার বে'কসু মজবুর কি। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

বঞ্চিত লোক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে বরাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাত, কোনভাবেই তা উদাসীনতায় অতিবাহিত করা যাবে না, এই রাতে অধিকহারে রহমতের বর্ষন হয়। এই মুরাবক রাতে আল্লাহ পাক “বনী কালব” এর ছাগল পারেন পশমের চেয়েও বেশি মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান করেন। কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে: “বনী কালব সম্প্রদায়” আরবের সম্প্রদায়গুলো মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছাগল পালন করতো।^(১) কিছু দুর্ভাগা এমনও রয়েছে, যাদেরকে শবে বরাত অর্থাৎ পরিত্রাণ পাওয়ার রাতেও ক্ষমা না পাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতাও রয়েছে। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বায়হাকী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “ফযায়িলুল আওকাতে” উদ্ধৃত করেন: রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শিক্ষণীয় বাণী হচ্ছে: ছয় ধরনের লোকের এই রাতেও (অর্থাৎ শবে বরাতে) ক্ষমা হবে না:

﴿১﴾ মদ্য পানে অভ্যস্ত ﴿২﴾ পিতামাতার অবাধ্য ﴿৩﴾ যেনায় অভ্যস্ত ﴿৪﴾ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ﴿৫﴾ ছবি প্রস্তুতকারী এবং ﴿৬﴾ চোগলখোর।

(ফায়িলুল আওকাতে, ১ম খন্ড, ১৩০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৭) অনুরূপভাবে ভবিষ্যদ্বক্তা, যাদুকর, অহঙ্কার বশত পাজামা বা লুঙ্গি গোড়ালীর নীচে ঝুলানো ব্যক্তি এবং কোন মুসলমানের প্রতি শরীয়তের বিনা অনুমতিতে হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণকারীও এই রাতে ক্ষমা প্রাপ্তির সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার সতর্কতা রয়েছে, তাই সকল মুসলমানের উচিত যে, উল্লেখিত গুনাহ থেকে যদি আল্লাহর পানাহ! কোন গুনাহে লিপ্ত থাকে তবে সে বিশেষকরে সেই গুনাহ থেকে এবং সাধারণত গুনাহ থেকে শবে বরাত আসার পূর্বেই বরং আজ ও এখনই তাওবা করে নেয়া এবং যদি বান্দার অধিকার ক্ষুন্ন করে থাকে তবে তাওবার পাশাপাশি তাদের থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করে নিন।

১. মিরকাতুল মাফতিহ, ৩য় খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর বার্তাসকল মুসলমানের জন্য

আমার আক্বা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, ওলীয়ে নেমত, আযীমুল বারাকাত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, পীরে তরিকত, বাইছে খাইর ও বারাকাত, হানাফী মাযহাবের মহান আলিম ও মুফতী হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্জ আল হাফিয আল কারী শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের এক ভক্তকে শবে বরাতের পূর্বে তাওবা এবং ক্ষমা করিয়ে নেয়া সম্পর্কে এক মাকতুব (চিঠি) শরীফ লিপিবদ্ধ করেন, এর উপযোগীতার প্রেক্ষিতে উপাস্তপন করা হলো, সুতরাং “কুল্লিয়াতে মাকাতিবে রযা” ১ম খন্ডের ৩৫৬-৩৫৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: শবে বরাত নিকটবর্তী, এই রাতে সকল বান্দার আমল আল্লাহ তায়ালার দরবারে পেশ করা হয়। আল্লাহ তায়ালার নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সদকায় মুসলমানের গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেন কিছু ব্যতীত, তাদের মধ্যে ঐ দুই মুসলমান, যারা পরস্পর দুনিয়াবী কারণে বিবাদে লিপ্ত থাকে, বলা হয়: “তাদেরকে ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না তারা পরস্পর মীমাংসা করে না নেয়।” সুতরাং আহলে সুন্নাতের উচিৎ যে, যথাসম্ভব ১৪ শা'বানের সূর্যাস্তের পূর্বেই পরস্পর একে অপরের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিন, একে অপরের অধিকার আদায় করে দিন বা ক্ষমা করিয়ে নিন, কেননা আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে আমলনামা খালি হয়ে আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থাপিত হয়। আল্লাহ তায়ালার হকের জন্য সত্যিকারের তাওবাই যথেষ্ট। (হাদীসে পাকে রয়েছে:)

لَهُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (অর্থাৎ গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন যে, যেনো সে কোন গুনাহই করেনি। (ইবনে মাজাহ, হাদীস নং- ৪২৫০)) এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালার দয়ায় অবশ্যই এই রাতে পরিপূর্ণ ক্ষমা প্রাপ্তির আশা করা যায়, তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে আকিদা সঠিক হতে হবে। وَهُوَ الْعَفْوُ الرَّجِيمُ۔ (এবং তিনি গুনাহ নিশ্চিহ্নকারী দয়ালু)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

এসব ভাইয়ের মাঝে মিমাত্‌সা করানো ও অধিকার ক্ষমা করে দেয়ার ধারাটি আল্লাহ তায়ালায় প্রশংসা ও রহমতে এখানে অনেক বছর ধরে চালু রয়েছে, আশা করি যে, আপনিও সেখানকার মুসলমানদের মাঝে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করে **مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ** (১) (অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম পন্থা আবিষ্কার করবে, তার জন্য এর সাওয়াব রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা এর উপর আমল করবে, তাদের সকলের সাওয়াব সর্বদা তার আমলনামায় লিখা হবে আর এক্ষেত্রে আমলকারীদের সাওয়াবে কোন প্রকার কমতি হবে না) এর অধিকারী হোন এবং এই ফকীরের জন্য ক্ষমা ও স্থায়ী নিরাপত্তার দোয়া করুন। ফকীর আপনার জন্য দোয়া করছি এবং করবো। সকল মুসলমানকে যেনো বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, সেখানে (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালায় দরবারে) না শুধু বাক্য দেখা হয়, না কপটতা পছন্দনীয়, মিমাত্‌সা ও ক্ষমা সকল কিছু যেন সত্যিকার অন্তরে করা হয়। **وَالسَّلَامُ**۔

বেরেলী থেকে ফকীর আহমদ রযা কাদেরী **عَفِيَ عَنْهُ**

শবে বরাতের সম্মান

সিরিয়ার তাবেঈনরা **رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ الْمُبِينُ** শবে বরাতের খুবই সম্মান করতেন এবং এতে অধিকহারে ইবাদত করতেন, তাদের নিকট থেকেই অন্যান্য মুসলমানগণ ঐ রাতের সম্মানের শিক্ষা লাভ করে। সিরিয়ার কিছু ওলামায়ে কিরাম **رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ** বর্ণনা করেন: শবে বরাতে মসজিদের ভেতরে সম্মিলিতভাবে ইবাদত করা মুস্তাহাব, হযরত সায়্যিদুনা খালিদ ও লোকমান **رَحْمَةُ اللَّهِ تَكَالِ عَلَيْهِمَا** ও অন্যান্য তাবেয়ীনগণ **رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ الْمُبِينُ** এই রাতে (এর সম্মানার্থে) ভাল কাপড় পরতেন, সুরমা ও সুগন্ধি লাগাতেন, মসজিদে (নফল) নামায আদায় করতেন।

(লাভায়িফুল মা'রিক, ২৬৩ পৃষ্ঠা)

১. মু'জামু আওসাত, হাদীস নং- ৮৯৪৬। মু'জামু কবীর, ২য় খন্ড, ৩২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৭২।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

কল্যাণময় চারটি রাত

উম্মূল মুমিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বর্ণনা করেন: আমি নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ইরশাদ করতে শুনেছি: আল্লাহ তায়ালা (বিশেষভাবে) চারটি রাতে কল্যাণের দরজা খুলে দেন: ﴿١﴾ কুরবানীর ঈদের রাত ﴿٢﴾ ঈদুল ফিতরের (চাঁদ) রাত ﴿٣﴾ শা'বানের পনেরতম রাত, এই রাতে মৃত্যুবরণকারীর নাম এবং মানুষের রিযিক ও (এই বছর) হজ্জ পালনকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয় ﴿٤﴾ আরাফাতের (৮ ও ৯ যিলহজের মধ্যবর্তী) রাত (ফযরের) আযান পর্যন্ত। (দুররে মনছুর, ৭ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

বরের নাম মৃতদের তালিকায়!

রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর শিক্ষনীয় ইরশাদ হচ্ছে: “(মানুষের) জীবন এক শা'বান থেকে অপর শা'বানে শেষ হয়, এমনকি মানুষ বিয়ে করে এবং তার সন্তান-সন্ততি হয় অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় লিখা হয়ে যায়।” (কানযুল উম্মাল, ১৫তম খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪২৭৭৩)

তু খুশি কে ফুল লে গা কব তলক! তু ইহাঁ যিন্দা রাহে গা কব তলক!

(গুয়াসায়িলে বখশীশ, ৭০৯)

ঘর নির্মানকারী মৃতদের তালিকায়

হযরত সাযিয়দুনা ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ هযরত সাযিয়দুনা আতা বিন ইয়াসার رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন অর্ধ শা'বানের রাত (অর্থাৎ শবে বরাত) আগমন করে, তখন মালাকুল মাউত عَلَيْهِ السَّلَام কে একটি ছহিফা (অর্থাৎ পুস্তিকা) প্রদান করা হয় এবং বলা হয়: এই পুস্তিকা নাও, এক বান্দা বিছানায় শুয়ে থাকবে এবং মহিলাকে বিবাহ করবে আর ঘর নির্মান করবে অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

(তাফসীরে দুররে মনছুর, ৭ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

সারা বছরের কার্যক্রম পরিবর্তন

হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رضي الله تعالى عنهما বলেন: “এক ব্যক্তি মানুষদের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলো অথচ তাকে মৃতদের মধ্যে (তালিকায়) উঠানো হয়েছে।” অতঃপর তিনি رضي الله تعالى عنه ২৫তম পারার সূরা দুখান এর ৩ ও ৪ নং আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করলেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا
كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ
كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমি সেটাকে বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী ও তাতে বণ্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতময় কাজ।

অতঃপর বলেন: এই রাতে এ বছর থেকে পরবর্তী বছর পর্যন্ত দুনিয়ার যাবতীয় কার্যক্রম পরিবর্তন করা হয়। (তাফসীরে তাবারী, ১১তম খন্ড, ২২৩ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رحمته الله تعالى عليه উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: “এই রাত দ্বারা উদ্দেশ্য হয়ত শবে ক্বদর ২৭তম রাত বা শবে বরাত ১৫তম শাবান, এই রাতে সম্পূর্ণ কোরআন লওহে মাহফুয থেকে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ করা হয়েছে, অতঃপর সেখান থেকে ২৩ বছর সময়ে একটু একটু করে প্রিয় নবী صلى الله تعالى عليه وآله وسلم এর প্রতি অবতীর্ণ হয়। এই আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, যেই রাতে কোরআন অবতীর্ণ হয় তা বরকতময়, তবে যেই রাতে কোরআনের ধারক, রাসূলুল্লাহ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন তাও মোবারক রাত। এই রাতে সারা বছরের রিযিক, মৃত্যু, জীবন, সম্মান ও অপমান মোটকথা সমস্ত ব্যবস্থাপনার বিষয়াদী লওহে মাহফুয থেকে ফিরিশতাদের পুস্তিকায় উদ্ধৃত করে প্রত্যেকটি পুস্তিকা সেই দায়িত্বপ্রাপ্ত ফিরিশতাদের দিয়ে দেওয়া হয়, যেমন; মালাকুল মউত عليه السلام কে সকল মৃত্যুবরণকারীদের তালিকা দেয়া হয়, ইত্যাদি।” (মুরুল ইরফান, ৭৯০ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

স্পর্শকাতর সিদ্ধান্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবানুল মুয়াযযমের পনেরতম রাত খুবই স্পর্শকাতর! জানিনা কার ভাগ্যে কি লিখা হয়! অনেক সময় বান্দা উদাসীনতায় রয়ে যায় আর তার ব্যাপারে কত কিছুই না সিদ্ধান্ত হয়ে যায়। “গুনিয়াতুত তালেবীন” কিতাবে রয়েছে: “অনেকের কাফন ধুয়ে তৈরী হয়ে আছে, কিন্তু কাফন পরিধানকারী বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনেক লোক এমন রয়েছে যে, তাদের কবর খনন করা হয়ে গেছে, কিন্তু তাতে দাফন হওয়া ব্যক্তি আনন্দে মত্ত রয়েছে, অনেকে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, অথচ তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। অনেকের ঘরবাড়ীর নির্মাণ কাজ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু পাশাপাশি সেই বাড়ীর মালিকের জীবনের সময়ও শেষ হয়ে এসেছে।” (গুনিয়াতুত তালেবীন, ১ম খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা)

আ'গা আপনি মওত সে কোয়ি বশর নেহী,
সা'মান সো বরস কা হে পল কি খবর নেহী।

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

উপকারী কথা

শবে বরাতে আমলনামা পরিবর্তন হয়, তাই সম্ভব হলে ১৪ শাবানুল মুয়াযযমও রোযা রেখে নিন, যেনো আমলনামার শেষ দিনেও রোযা হয়। ১৪ শা'বানের আসরের নামায জামাআত সহকারে পড়ে নফল ইতিকারের নিয়্যত করে নিন এবং মাগরীবের নামাযের অপেক্ষায় মসজিদেই অবস্থান করুন, যেনো আমলনামা পরিবর্তন হওয়ার শেষ মুহুর্তেও মসজিদে উপস্থিতি, ইতিকার এবং নামাযের জন্য অপেক্ষা ইত্যাদির লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। বরং সারা রাত ইবাদতে অতিবাহিত করুন।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

মাগরিবের পর ৬ রাকাত নফল নামায

আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ এর আমলগুলোর মধ্যে অন্যতম আমল হচ্ছে, মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত ইত্যাদির পর ছয় রাকাত নফল নামায দুই দুই রাকাত করে আদায় করা। প্রথম দুই রাকাতের পূর্বে এরূপ নিয়ত করণ: “ইয়া আল্লাহ! এই দু’রাকাতের বরকতে আমাকে কল্যাণ সহকারে দীর্ঘায়ু দান করণ।” এরপর দুই রাকাতে এরূপ নিয়ত করণ: “ইয়া আল্লাহ! এই দু’রাকাতের বরকতে বিপদাপদ থেকে আমাকে নিরাপদ রাখুন।” এর পরবর্তী দুই রাকাতে এরূপ নিয়ত করণ: “ইয়া আল্লাহ! এই দু’রাকাতের বরকতে আমাকে আপনি ব্যতীত অন্য কারো মুখাপেক্ষী করবেন না।” এই ছয় রাকাতে **সূরা ফাতিহা**র পর যেকোন সূরা পাঠ করা যাবে, চাই তো প্রতি রাকাতে **সূরা ফাতিহা**র পর তিন তিনবার **সূরা ইখলাস** পাঠ করণ। প্রতি দুই রাকাতের পর একুশবার **قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ** (সম্পূর্ণ সূরা) বা একবার **সূরা ইয়াসিন** পাঠ করণ, বরং সম্ভব হলে উভয়টি পাঠ করে নি। এমনও হতে পারে যে, একজন ইসলামী ভাই উচ্চ আওয়াজে **ইয়াসিন** শরীফ পাঠ করবে এবং অন্যরা চুপচাপ হয়ে একাত্তার সহিত শুনবে। এ ক্ষেত্রে সজাগ থাকবেন যে, শ্রবণকারী এই সময় মুখে **ইয়াসীন** শরীফ বরং কিছুই পড়বেন না এবং এই মাসআলাটি ভালভাবে মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করণ যে, যখন কোরআনে করীম উচ্চ আওয়াজে পাঠ করা হয়, তখন যারা শ্রবণ করার জন্য উপস্থিত থাকবে তাদের উপর ফরযে আইন হচ্ছে যে, চুপচাপ মনযোগ সহকারে শ্রবণ করা। **إِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ** রাতের শুরু হতেই সাওয়াবের ভান্ডার জমা হয়ে যাবে। প্রত্যেকবার **ইয়াসীন** শরীফের পর “**অর্থ শা’বানের দোয়া**”ও পাঠ করণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

অর্ধ শাবানুল মুয়াযযমের দোয়া

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط
 اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُسَنُّ عَلَيْهِ ط يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ط يَا ذَا الطَّوْلِ وَالْإِنْعَامِ ط لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ط ظَهَرَ اللَّاحِظِينَ ط وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ ط وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ ط اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقْتَرَعًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاؤِي وَحُزْمَانِي وَطَرْدِي وَاقْتِتَارَ رِزْقِي ط وَأَثِّبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أَمْرِ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرزُوقًا مَوْفِقًا لِلْخَيْرَاتِ ط فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنزَّلِ ط عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ ط (يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ط وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ) (١) إِلَهِي بِالتَّجَلِّيِ الْأَعْظَمِ ط فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمَكْرَمِ ط الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُزْمَرُ ط أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ وَالْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ ط وَأَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ ط إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ ط وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ ط وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

হে আল্লাহ! হে দয়াময়, যাঁর প্রতি দয়া করা যায়না! হে শান ও মহত্ত্বের অধিকারী! হে অনুগ্রহ ও পুরস্কার প্রদানকারী! তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তুমিই পেরেশানগ্রহদের সাহায্যকারী, আশ্রয় প্রার্থীদের আশ্রয় এবং ভীত সন্ত্রস্তদের নিরাপত্তা প্রদানকারী। হে আল্লাহ! যদি তুমি তোমার নিকট লওহে মাহফুযে আমাকে হতভাগা, বঞ্চিত, বিতাড়িত এবং জীবিকায় সংকীর্ণতা লিখে থাকো, তবে হে আল্লাহ! তুমি আপন অনুগ্রহে আমার হতভাগ্যতা, বঞ্চনা, অপদস্ততা ও জীবিকার সংকীর্ণতা দূর করে দাও এবং আপনার নিকট লওহে মাহফুযে আমাকে সৌভাগ্যবান, প্রশস্ত জীবিকাপ্রাপ্ত ও সৎকর্মের তৌফিকপ্রাপ্ত হিসাবে লিখে দাও, কেননা তুমিই তোমার নাযিলকৃত কিতাবে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

তোমারই প্রেরিত নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর পবিত্র মুখে ইরশাদ করেছে আর তোমার এই বাণী সত্য। “কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ তায়ালা যা চায় নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং প্রমাণ করেন আর মূল লেখা তাঁরই নিকট রয়েছে।” (পারা ১৩, সূরা রাদ, আয়াত ৩৯) ইয়া খোদা! তজ্জল্লিয়ে আযমের ওয়াসীলায় যা অর্ধ শাবানুল মুয়াযযমের রাতে (অর্থাৎ শবে বরাত) রয়েছে, যাতে বন্টন করে দেয়া হয় প্রত্যেক হিকমতপূর্ণ কর্ম ও স্থির করে দেয়া হয়। (হে আল্লাহ!) বিপদাপদ আমাদের নিকট থেকে দূর করে দাও, যেগুলো সম্পর্কে আমরা জানি কিংবা জানিওনা, অথচ তুমি এগুলো সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি জানো। নিঃসন্দেহে তুমি সর্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী ও সম্মানের অধিকারী। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সরদার মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর উপর ও তাঁর বংশধর, সাহাবাগণ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ এর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করো। সকল প্রশংসা সমগ্র জাহানের পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালায় জন্য।

সঙ্গে মদীনা عُنَى عَنْهُ এর মাদানী আবেদন

السَّجْدُ لِلَّهِ وَعَزَّوَجَلَّ সঙ্গে মদীনা عُنَى عَنْهُ (লিখক) অনেক বছর ধরে শবে বরাতে বর্ণনাকৃত পদ্ধতিতে ছয় রাকাত নফল পড়া ইত্যাদিতে অভ্যস্ত। মাগরিবের নামাযের পর আদায় করা হয় এই ইবাদতটি নফল, ফরয বা ওয়াজিব নয় এবং মাগরিবের পর নফল নামায পড়া ও তিলাওয়াত করতে শরীয়তে কোথাও নিষেধাজ্ঞাও নেই। হযরত আল্লামা ইবনে রাজাব হাম্বলী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: সিরীয়বাসীদের মধ্যে মহা সম্মানীত তাবেঈন যেমন; হযরত সাযিয়দুনা খালিদ বিন মা'দান, হযরত সাযিয়দুনা মাকহ'ল, হযরত সাযিয়দুনা লোকমান বিন আমের رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ইত্যাদিরা শবে বরাতের খুবই সম্মান করতেন এবং এতে অধিকহারে ইবাদত করতেন, তাঁদের থেকেই অন্যান্য মুসলমানেরা এই মোবারক রাতের সম্মান করা শিখেছে। (লাতায়িফুল মাআরিফ, ১ম খণ্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা) হানাফি ফিকাহ শাস্ত্রের বিশ্বস্ত কিতাব “দুররে মুখতার” এ রয়েছে: “শবে বরাতে জাহাত (থেকে ইবাদতে লিপ্ত) থাকা মুস্তাহাব, (সারা জেগে থাকাই রাত জাগা নয়) অধিকাংশ অংশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

জেগেও রাত জাগা।” (দুররে মুখতার, ২য় খন্ড, ৫৬৮ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ৬৭৯ পৃষ্ঠা) **মাদানী**
আবেদন: সম্ভব হলে সকল ইসলামী ভাই নিজ নিজ মসজিদে মাগরীবের নামাযের পর ছয় রাকাত নফল নামায আদায়ের ব্যবস্থা করণ এবং অশেষ সাওয়াব অর্জন করণ। ইসলামী বোনেরা নিজ নিজ ঘরে এ আমল সম্পাদন করণ।

সারা বছর যাদু থেকে নিরাপদ

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৭০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “ইসলামী জীন্দগী” এর ১৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: যদি কেই এই রাতে (অর্থাৎ শবে বরাত) সাতটি ‘কুল পাতা’ (বরই পাতা) পানিতে সিদ্ধ করে (যখন গোসল করার উপযুক্ত হয়ে যাবে তখন) তা দিয়ে গোসল করবে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** সারা বছর যাদুর প্রভাব থেকে নিরাপদে থাকবে।

শবে বরাত ও কবর যিয়ারত

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা **رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا** বর্ণনা করেন: আমি একরাতে নবী করীম, **رُوِيَ عَنْهُ** রইহীম **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** কে দেখলাম না, তখন জান্নাতুল বাকীতে আমি তাঁকে খুঁজে পেলাম, তিনি **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আমাকে ইরশাদ করলেন: তোমার কি এই বিষয়ে ভয় ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল **(صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)** তোমার অধিকার খর্ব করবে? আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূল্লাহ **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! আমি মনে করেছিলাম যে, আপনি হয়তো অন্য কোন পবিত্র বিবির ঘরে তাশরীফ নিয়ে গেছেন। তখন ইরশাদ করলেন: “নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা শা'বানের পনেরতম রাতে প্রথম আসমানে নূর বর্ষণ করেন, অতঃপর বনী কালবের ছাগল পালের লোমের চাইতেও বেশি সংখ্যক গুনাহগারকে ক্ষমা করে দেন।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৩৯)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

কবরের উপর মোমবাতি জ্বালানো

শবে বরাতে ইসলামী ভাইদের কবরস্থানে যাওয়া সুন্নাত (ইসলামী বোনদের শরীয়তে অনুমতি নেই) কবরের উপর মোমবাতি জ্বালানো যাবে না, অবশ্য যদি তিলাওয়াত ইত্যাদি করতে হয় তবে প্রয়োজনানুসারে আলোর জন্য কবরের বাইরের অংশে মোমবাতি জ্বালানো যাবে, অনুরূপভাবে উপস্থিতদের সুগন্ধী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে কবরের বাইরের অংশে আগর বাতি জ্বালালেও ক্ষতি নেই। আউলিয়ায়ে কিরামের رَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ রওজার উপর চাঁদর চড়ানো এবং এর পাশে বাতি জ্বালানো জায়য, কেননা এর দ্বারা মানুষের মনযোগ আকৃষ্ট হয় এবং তাদের অন্তরে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয় আর তারা উপস্থিত হয়ে তাঁদের ফয়েয ও বরকত লাভ করে। যদি আউলিয়ায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللهِ السَّلَامُ এবং সাধারণের কবরগুলো একই ধরনের রাখা হয়, তবে ধর্মীয় অনেক উপকারীতা দূর হয়ে যাবে।

সবুজ প্রজ্ঞাপন

আমীরুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ একদা শাবানুল মুয়াযযমের পনেরতম রাতে অর্থাৎ শবে বরাতে ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। মাথা তুলতেই একটি “সবুজ কাগজ” পেলেন, যার নূর আসমান পর্যন্ত প্রসারিত ছিলো। তাতে লিখা ছিলো: “هَذِهِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ مِنَ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ لِعَبْدِهِ عُمَرَ بْنِ -عَبْدِ الْعَزِيزِ-” অর্থাৎ মালিক ও মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এটি ‘জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির সমন’ যা তাঁর বান্দা ওমর ইবনে আব্দুল আযীযকে দান করা হয়েছে। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ৮ম খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা)

سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনায় যেমনিভাবে আমিরুল মুমিনিন সাযিয়দুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর মহত্ব ও ফযীলত প্রকাশ পেলো, তেমনিভাবে শবে বরাতে সন্মান ও আভিজাত্যেরও প্রকাশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করা, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَعَزَّوَجَلَّ এই বরকতময় রাত জাহান্নামের প্রজ্জলিত আগুন থেকে بَرَاءَةٌ অর্থাৎ মুক্তি অর্জনের রাত, তাই এই রাতকে “শবে বরাত” বলা হয়।

আতশবাজির আবিষ্কারক কে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَعَزَّوَجَلَّ শবে বরাত জাহান্নামের আগুন থেকে بَرَاءَةٌ অর্থাৎ মুক্তি অর্জনের রাত, কিন্তু শতকোটি আফসোস! মুসলমানদের বিরাট একটি অংশ আগুন থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করার পরিবর্তে নিজেরা টাকা-পয়সা ব্যয় করে নিজেদের জন্য আগুন অর্থাৎ আতশবাজির সামগ্রী কিনে নেয় আর অধিকহারে আতশবাজি জ্বালিয়ে এই পবিত্র রাতের পবিত্রতাকে নষ্ট করে। হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তাঁর সংক্ষিপ্ত কিতাব “ইসলামী যিন্দেগী”তে বলেন: “এই রাত গুনাহে অতিবাহিত করা খুবই বঞ্চনার বিষয়, আতশবাজি সম্পর্কে প্রসিদ্ধি রয়েছে যে, তা নমরুদ বাদশাহ আবিষ্কার করেছিলো, যখন সে হযরত ইব্রাহীম عَلَيْهِ السَّلَامُ কে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছে এবং আগুন বাগানে পরিণত হয়ে গেলো, তখন তার লোকেরা আতশবাজির মাধ্যমে তাতে আগুন লাগিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَامُ এর দিকে নিক্ষেপ করেছিলো।” (ইসলামী যিন্দেগী, ৭৭ পৃষ্ঠা)

শবে বরাতের প্রচলিত আতশবাজি হারাম

আফসোস! শবে বরাতে “আতশবাজির” অপবিত্র প্রথা বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে খুবই প্রচলিত হয়ে যাচ্ছে। “ইসলামী যিন্দেগী”তে রয়েছে: মুসলমানদের লাখে লাখ টাকা প্রতি বছর এই প্রথায় নষ্ট হয়ে যায় এবং প্রতি খবরও পাওয়া যায় যে, আতশবাজির কারণে অমুক জায়গায় এতটি ঘর জ্বলে গেছে এবং এতজন মানুষ আগুনে পুড়ে মারা গেছে। এতে প্রাণনাশের ভয়, সম্পদ বিনষ্ট এবং ঘর-বাড়িতে আগুন লাগার আশঙ্কা থাকে, (তাছাড়া) নিজের

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

সম্পদে নিজের হাতেই আগুন লাগানো আর সর্বোপরি আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতার শাস্তি মাথায় নেয়া, আল্লাহ তায়ালার দোহায়! এরূপ অহেতুক ও হারাম কাজ থেকে বাঁচুন, নিজের সন্তান এবং নিকতাত্মীয়দেরকেও বিরত রাখুন, যেখানে ভবঘুরে ছেলেরা এরূপ খেলা খেলছে সেখানে তামাশা দেখার জন্যও যেও না। (প্রাণ্ডক, ৭৮ পৃষ্ঠা) (শবে বরাতের প্রচলিত) আতশবাজি পুরানো নিঃসন্দেহে অপচয় এবং অহেতুক খরচ করা, সুতরাং তা নাজায়িম ও হারাম হওয়া এবং এরূপ আতশবাজি বানানো এবং ক্রয় বিক্রয় করা সবই শরয়ীভাবে নিষেধ। (ফতোয়ায়ে আমজাদিয়া, ৪র্থ খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা) আমার আকা, আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: আতশবাজি যেভাবে বিয়ে এবং শবে বরাতে প্রচলিত রয়েছে, তা অবশ্যই হারাম এবং সম্পূর্ণই অপরাধ, কেননা তা হচ্ছে সম্পদ নষ্ট করা। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩ খন্ড, ২৭৯ পৃষ্ঠা)

আতশবাজির জায়িম পস্থা

শবে বরাতে যে আতশবাজি পোড়ানো হয় তার উদ্দেশ্য হচ্ছে খেলাধুলা এবং চিত্তবিনোদন করা, সুতরাং তা গুনাহ ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। তবে এর কিছু জায়িম পস্থাও রয়েছে, যেমন; আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর দরবারে প্রশ্ন করা হলো: দ্বীনের ওলামারা এই বিষয়ে কি বলেন যে, আতশবাজি বানানো এবং পুড়ানো কি হারাম নাকি নয়? উত্তর: নিষেধ ও গুনাহ, কিন্তু যা বিশেষ অবস্থা لَهُوَ وَكَيْفَ وَتَبْدِيرٍ وَإِسْرَافٍ এর বিপরীত হবে (অর্থাৎ ঐ সকল বিশেষ অবস্থায় জায়িম, যা খেলাধুলা এবং অযথা খরচের বিপরীত হবে), যেমন; চাঁদ দৃষ্টি গোচর হওয়ার ঘোষণা বা জঙ্গল অথবা প্রয়োনের সময় শহরেও হিংস্র প্রাণী তাড়ানোর জন্য বন্দুক, পটকা, আতশবাজি পুড়ানো। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩ খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

তুঝকো শাবানে মুয়যযম কা খোদায়া ওয়াসেতা,
বখশ দে রাব্বের মুহাম্মদ তু মেরি হার ইক খতা।

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ! صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ!

হুযর ﷺ সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে রাখলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবানুল মুযাযযমে ইবাদত করা, রোযা রাখা এবং প্রচলিত আতশবাজি ইত্যাদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা তৈরীর জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সূনাতে ভরা সফর করণ এবং রমযানুল মোবারকে দা'ওয়াতে ইসলামীর সম্মিলিত ইতিকাহের বরকত লুফে নিন। আপনাদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য একটি সুগন্ধীময় মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি, ওয়াকেট (পাঞ্জাব) এর কলেজের এক ইসলামী ভাই যে কিনা সাধারণ ছাত্রদের ন্যায় ফ্যাশনের মত্ত ছিলো, ক্রিকেট ম্যাচ দেখা ও খেলায় পাগলের মতো আগ্রহী এবং গভীর রাত পর্যন্ত ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বড়োনের অভ্যাস ছিলো। নামায ও মসজিদের সাথে সম্পর্ক শুধুমাত্র দুই ঈদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো। রমযানুল মোবারকে (১৪২২ হিজরী, ২০০১ ইংরেজী) মা বাবার চাপে নামায পড়ার জন্য মসজিদে গেলো, আসরের নামাযের পর সাদা পোশাক পরিহিত মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজানো দাঁড়িওয়ালা এক ইসলামী ভাই নামাযিদের কাছে ডাকার পর ফয়যানে সূনাতে দরস দিলো, সে দূরে বসে দরস শুনতে লাগলো, দরসের পর দ্রুত মসজিদ থেকে বের হয়ে গেলো। দু'তিন দিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলছিলো। একদিন সে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করলো, এক ইসলামী ভাই খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ ভাবে সাক্ষাৎ করে নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করার পর আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাহে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দিয়ে ইতিকাহের ফযীলত বর্ণনা করলো। প্রথমদিকে তার মন সায় দেয়নি, কিন্তু সেই ইসলামী ভাই مَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ অনেক জযবা ওয়ালা ছিলো, নিরাশ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বরাত)

হলোনা বরং তার ঘরে পৌঁছে গেলো এবং বারবার অনুরোধ করতে লাগলো। তার ধারাবাহিক ইনফিরাদী কৌশিশ এর ফলে ইতিকাকফের এক দিন পূর্বে সে নাম লিখিয়ে দিলো এবং ১৪২২ হিজরীর রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন নঈমীয়া জামে মসজিদে (লালাবুখ, ওয়াকেন্ট) এ আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাকফকারী হয়ে গেলো। সম্মিলিত ইতিকাকফের হৃদয়গ্রাহী পরিবেশ এবং আশিকানে রাসূলের সান্নিধ্য তার অন্তরের অবস্থাকে পরিবর্তন করে দিলো! সেখানে আদায়কৃত তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত ও আওয়াবিনের নামাযের ধারাবাহিকতা তাকে পূর্বের ফরয নামায না পড়ায় লজ্জিত করলো, চোখ দিয়ে নিন্দার অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেলো এবং সে মনে মনে নিয়মিত নামায পড়ার নিয়ত করে নিলো। ২৫তম রাতের দোয়ায় সে এতোই আবেগ প্রবণ হয়ে গেলো যে, সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। এক পর্যায়ে তার তন্দ্রাভাব এসে গেলো এবং সে স্বপ্নের জগতে চলে গেলো, দেখলো যে, একজন সম্মানিত নূরানী চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত এবং তাঁর আশেপাশে প্রচন্ড ভীড়। সে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, ইনি হচ্ছেন আক্বায়ে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ। সে দেখলো যে, হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে রেখেছেন। অনেক্ষণ পর্যন্ত সে দিদার করে চোখ জুড়াতে লাগলো, যখন জাগ্রত হলো তখন সালাত ও সালাম পড়া হচ্ছিলো, তার অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেলো, শরীর কাপতে শুরু করলো, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে যাচ্ছে এবং চোখের পানি থামার নামই নিচ্ছিলো না। সালাত ও সালামের পর ইতিকাকফ মজলিশের নিগরানের সামনে পাগড়ীর শরীফের মুকুট সাজানোর জন্য লাইন হয়ে গিয়েছিলো এবং আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর লিখিত নাত শরীফের এই পঙতিগুলো বারবার পড়া হচ্ছিলো:

তাজ ওয়ালে দেখ কর তেরা ইমামা নূর কা,

সর বাঁকাতে হে ইলাহী বোল বা'লা নূর কা। (হাদায়িকে বখশীশ, ২৪৩ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

সে তার পাশের ইসলামী ভাইদের খুবই কষ্ট করে শুধু এতটুকু বললো: “আমিও পাগড়ী বাঁধব।” কিছুক্ষণের মধ্যেই কেঁদে কেঁদে সেও পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সে ইতিকাফ অবস্থাতেই এক মাসের মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যতও করে নিলো এবং **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** মাদানী কাফেলায় সফরও করলো, সফরের সময় অনেক কিছু শিখার পাশাপাশি দরস আর বয়ানও শিখে করতে শুরু করলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** নিয়মিত নামাযের পাশাপাশি দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করতে লাগলো। তার যেলী মুশাওয়ারাত এর নিগরান হিসেবে মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর সৌভাগ্যও অর্জিত হলো।

গর তামান্না হে আক্বাকে দীদার কি, মাদানী মাহেল মে করলো তুম ইতিকাফ।
হোগী মীঠি নযর তুম পে সরকার কি, মাদানী মাহেল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللّٰهَ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

ঈদের পর ৬টি রোযার ফযীলত সম্বলিত
প্রিয় নবী ﷺ এর ৩টি বাণী

নবজাতকের ন্যায় গুনাহ থেকে পবিত্র

﴿১﴾ “যে রমযানের রোযা রাখলো, অতঃপর ছয়দিন শাওয়াল মাসে রাখলো, তবে গুনাহ থেকে এমনিভাবে মুক্ত হয়ে যাবে, যেনো আজই মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হলো।” (মাজমাউয যাওয়ানিদ, ৩য় খন্ড, ৪২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫১০২)

যেনো সারা জীবন রোযা রাখলো

﴿২﴾ “যে রমযানের রোযা রাখলো অতঃপর আরো ছয়দিন শাওয়াল মাসে রাখলো, তবে এমনি যে, যেনো সারা জীবনের জন্যই রোযা রাখলো।”

(মুসলিম, ৫৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৬৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

সারা বছর রোযা রাখুন

﴿৩﴾ “যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের পর (শাওয়াল মাসে) ছয়টি রোযা রাখলো, তবে সে যেনো সারা বছর রোযা রাখলো, কেননা যে একটা নেকী করবে সে দশটি নেকী পাবে। রমযান মাসের রোযা দশ মাসের সমান এবং এই ছয়দিনের পরিবর্তে দুই মাস, সুতরাং সারা বছরের রোযা হয়ে গেলো।”

(আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ২য় খন্ড, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮৬০, ২৮৬১)

ঈদের পর ছয় রোযা কখন রাখবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সদরুশ শরীয়ত, বদরুত তরীকত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ “বাহারে শরীয়ত” এর টিকায় লিখেন: “উত্তম হচ্ছে এই যে, এই রোযা পৃথক পৃথক ভাবে রাখা আর যদি ঈদের পর লাগাতার ছয়দিন একত্রে রেখে দেয়, তবুও সমস্যা নেই।” (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৮৫ পৃষ্ঠা। বাহারে শরীয়ত, ১ম খন্ড, ১০১০ পৃষ্ঠা)

খলিলে মিল্লাত হযরত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ খলিল খান কাদেরী বারাকাতী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: এই রোযা ঈদের পর লাগাতার রাখা হলে, তবুও কোন অসুবিধা নেই এবং উত্তম হচ্ছে এই যে, পৃথক পৃথক রাখা অর্থাৎ প্রতি সপ্তাহে ২টি করে রোযা রাখা আর ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিন একটি রাখলো আর অবশিষ্ট সারা মাসে মিলিয়ে রাখলো তবে তাও ভালো। (সুনী বেহেশতী বে'ওর, ৩৪৭ পৃষ্ঠা) মূলকথা হলো, ঈদুল ফিতরের দিন ছাড়া পুরো মাসে যখন ইচ্ছা ছয় রোযা রাখা যাবে।

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

যিলহিজ্জাতুল হারামের প্রথম দশ দিনের ফযীলত

ফতোয়ায়ে রযবীয় দশম খন্ডের ৬৪৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: রোযা ইত্যাদি নেক আমলের জন্য রমযানুল মোবারকের পর সকল দিন হতে উত্তম হচ্ছে যিলহজ্জের প্রথম দশদিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

যিলহিজ্জাতুল হারামের ১০ দিনের ফযীলত সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৪টি বাণী

- ﴿১﴾ “এই দশদিন অপেক্ষা বেশি কোন দিনের নেক আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রিয় নয়।” সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আরয করলেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদ?” ইরশাদ করলেন: “আল্লাহ তায়ালার পথে জিহাদও নয়, কিন্তু সে-ই, যে আপন প্রাণ ও মাল নিয়ে বের হলো, অতঃপর তা থেকে কিছু ফেরত আনলো না।” (অর্থাৎ শুধু ঐ মুজাহিদই উত্তম, যে প্রাণ ও মাল কুরবান করতে সফল হয়েছে)
- (বুখারী, ১ম খন্ড, ৩৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯৬৯)
- ﴿২﴾ “আল্লাহ তায়ালার নিকট যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিন অপেক্ষা বেশি অন্য কোন দিন আপন ইবাদত করা পছন্দনীয় নয়, এর প্রতিদিনের রোযা এক বছরের রোযা এবং প্রতি রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা শবে কদরের সমান।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৫৮)
- ﴿৩﴾ “আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমার ধারণা হচ্ছে যে, আরাফার (অর্থাৎ ৯ যিলহিজ্জাতুল হারাম) দিনের রোযা এক বছর পূর্বের এবং এক বছর পরের গুনাহ মিটিয়ে দেয়।” (মুসলিম, ৫৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৯৬)
- ﴿৪﴾ আরাফার (অর্থাৎ ৯ যিলহিজ্জাতুল হারাম) রোযা হাজার রোযার সমান। (শুয়াবুল ইম্যান, ৩য় খন্ড, ৩৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৭৬৪) (কিন্তু আরাফাতে অবস্থানকারী হাজীদের আরাফার দিন রোযা রাখা মাকরুহ) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বর্ণনা করেন: প্রিয় আক্কা, উভয় জাহানের দাতা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আরাফার দিন (৯ যিলহিজ্জাতুল হারাম এর দিনে হাজীকে) আরাফাতে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। (ইবনে খুয়াইমা, ৩য় খন্ড, ২৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১০১)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আশুর রাজ্জাক)

‘আইয়ামে বীয’ এর রোযা

প্রত্যেক মাদানী মাসে (অর্থাৎ আরবী মাসে) কমপক্ষে তিনটি রোযা প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের রাখা উচিত। এর অগণিত ইহকালীন ও পরকালীন উপকারিতা রয়েছে। উত্তম হচ্ছে যে, এই রোযাগুলো ‘আইয়ামে বীয’ অর্থাৎ প্রত্যেক চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রাখা।

আইয়ামে বীযের রোযা সম্পর্কিত ৩টি বর্ণনা

❦ উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবীবে লবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ চারটা বিষয় ছাড়তেন না, আশুরার রোযা এবং যিলহজ্জ মাসে দশদিনের রোযা আর প্রতি মাসে তিনদিনের রোযা ও ফযরের (ফরয) নামাযের পূর্বে দু’রাকাত (অর্থাৎ সুন্নাত) নামায”। (নাসায়ী, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১৩) হাদীসে পাকের এই অংশ “আশুরার রোযা এবং যিলহজ্জ মাসে দশদিনের রোযা” দ্বারা উদ্দেশ্যে যিলহজ্জ মাসের প্রথম নয়দিনের রোযা, অন্যথায় যিলহজ্জ মাসে দশ তারিখ রোযা রাখা হারাম। (মিরাতুল মানাজিহ থেকে সংক্ষেপিত, ৩য় খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

❦ হযরত সাযিয়দুনা ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ‘আইয়ামে বীয’ এ রোযা না রেখে থাকতেন না, সফর অবস্থায় হোক বা সফর ছাড়া হোক।

(নাসায়ী, ৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৪২)

❦ উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বর্ণনা করেন: “তাজেদারে রিসালত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এক মাসে শনি, রবি এবং সোমবার আর অপর মাসে মঙ্গল, বুধ এবং বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

আইয়ামে বীযের রোযা সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ এর ৫টি বাণী

﴿১﴾ “যেমনিভাবে তোমাদের নিকট যুদ্ধে আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য ঢাল থাকে, তেমনিভাবে রোযা হচ্ছে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে তোমাদের জন্য ঢাল এবং প্রতি মাসে তিনদিন রোযা রাখা হচ্ছে সর্বোত্তম রোযা।” (ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১২৫) ﴿২﴾ প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা এমন, যেনো সর্বদা রোযা। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৭৫) ﴿৩﴾ রমযানের রোযা এবং প্রতি মাসে তিন দিনের রোযা অন্তরের কপটতা দূর করে দেয়। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৯ম খন্ড, ৩৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩১৩২) ﴿৪﴾ যার দ্বারা সম্ভব হয় প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখো, কেননা প্রতিটি রোযা দশটি গুনাহ মিটিয়ে করে দেয় আর গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র করে দেয়, যেমন পানি কাপড়কে পবিত্র করে। (মু'জামু কবীর, ২৫তম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬০) ﴿৫﴾ যখন মাসে তিনটি রোযা রাখবে, তখন ১৩, ১৪ এবং ১৫ তারিখে রাখো। (নাসায়ী, ৩৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৪১৭)

মৃত্যুর জন্য দোয়া প্রার্থনা করতেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আইয়ামে বীয এর রোযা, নেকী ও সুন্নাতের মানসিকতা তৈরীর জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশকে আপন করে নিন। শুধু দূর থেকে চেয়ে দেখলে হবে না, সুন্নাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। রমযানুল মোবারকের সম্মিলিত ইতিকাফও করুন। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আপনার সেই রুহানী শান্তি অর্জিত হবে, যা দেখে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে এসে কেমন কেমন পথভ্রষ্ট ও বিকৃত মানুষ সঠিক পথের দিশা পেয়ে যায় তার একটি বলক প্রত্যক্ষ করুন। তেহসীল টুল (বাবুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) এর এক যুবক খুবই ঝগড়াটে ও দুষ্ট প্রকৃতির ছিলাম, মারামারি ও ঝগড়াঝাটি ছিলো তার পছন্দনীয় কাজ, তার অত্যাচারে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার রুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

পুরো মহল্লাবাসী অতিষ্ঠ ছিলো এবং পরিবারের লোকেরা এতোই অসম্ভষ্ট ছিলো যে, তার মৃত্যুর জন্য দোয়া করতো। সৌভাগ্যক্রমে কিছু ইসলামী ভাইয়ের ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে রমযানুল মোবারকের সম্মিলিত ইতিকাহফের দাওয়াত দিলো, সে ভদ্রতার খাতিরে হ্যাঁ বলে দিলো এবং রমযানুল মোবারকে (১৪২০ হিজরী, ১৯৯৯ ইংরেজী) আত্তারাবাদের মেমন মসজিদে আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাহফকারী হয়ে গেলো। ইতিকাহফের সময় সে ওয়ু, গোসল, নামাযের পদ্ধতি তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা হক ও বান্দার হক এবং মুসলমানের সম্মান সম্পর্কে বিধানাবলী শিখলো, ভাব গাভ্রির্ষপূর্ণ সুন্নাতে ভরা বয়ান ও ভাবারেশ পূর্ণ দোয়া তাকে জাগিয়ে তুললো! খুবই অনুতপ্ত হয়ে সে অতীতের গুনাহ থেকে তাওবা করলো, নেক কাজের ইচ্ছা অন্তরে জেগে উঠলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে ইশকে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতীক দাঁড়ি শরীফ সাজিয়ে নিলো, মাথাকে সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট দ্বারা সবুজাভ করে নিলো এবং ঝগড়াঝাটি ও মারামারির স্থলে নেকীর দাওয়াতের প্রেমিক হয়ে গেলো।

আ'ও আ'কর গুনাহো সে তাওবা করো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।
রহমতে হক সে দামন তুম আ'কর ভরো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

সোমবার শরীফ ও বৃহস্পতিবারের রোযা সম্পর্কিত ষেটি বর্ণনা

﴿১﴾ হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, হযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল উপস্থাপন করা হয়, তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমল তখনই উপস্থাপন করা হোক, যখন আমি রোযাদার।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৭) যেনো রোযার বরকতে আল্লাহ তায়ালা রহমতের নদীতে জোয়াড় আসে। (মীরাত, ৩য় খন্ড, ১৮৮ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

﴿২﴾ আল্লাহ তায়ালায় হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন, এ সম্পর্কে আরয করা হলে ইরশাদ করেন: এই উভয় দিনে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুসলমানের মাগফিরাত করেন, কিন্তু ঐ দু'ব্যক্তি ব্যতিত, যারা পরস্পর সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, তাদের ব্যাপারে ফিরিশতাদেরকে ইরশাদ করেন: তাদেরকে ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না তারা পরস্পর মীমাংসা করে নেয়। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৭৪০)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে “মীরাত” ৩য় খন্ডের ১৯৬ পৃষ্ঠায় বলেন: سُبْحَانَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! এই দু'টি দিন খুবই মহত্বপূর্ণ এবং বরকতময়, কেনইবা হবে না, এই মহত্বদের সাথে সম্পর্ক যে, “বৃহস্পতিবার” তো জুমার প্রতিবেশী এবং হযরত আমেনা খাতুনের গর্ববতী হওয়ার দিন আর “সোমবার” হযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বিলাদতের দিনও কোরআনে করীম অবতীর্ণেরও দিন।

﴿৩﴾ উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়্যাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা প্রতি বিশেষভাবে সজাগ থাকতেন। (ভিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৫)

﴿৪﴾ হযরত সাযিয়্যাদুনা আবু কাতাদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হযুরে আনওয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নিকট সোমবার শরীফের রোযা রাখার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে ইরশাদ করেন: এদিন আমার বিলাদত (শুভ জন্ম) হয়েছে, এদিনই আমার প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। (মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৮, ১১৬২)

﴿৫﴾ হযরত সাযিয়্যাদুনা উসামা বিন যায়িদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর গোলাম رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: সাযিয়্যাদুনা উসামা বিন যায়িদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ সফররত অবস্থায়ও সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা বাদ দিতেন না। আমি তাঁর দরবারে আরয করলাম: কি কারণে আপনি এ বৃদ্ধ অবস্থায়ও সোমবার

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখছেন? তিনি বললেন: হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখতেন। আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! এর কারণ কি যে, আপনি সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখছেন? তখন ইরশাদ করলেন: মানুষের আমলগুলো সোমবার ও বৃহস্পতিবার উপস্থাপন করা হয়।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৫৯)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

বুধবার ও বৃহস্পতিবারের রোযার ৩টি ফযীলত

❶ হযরত সাযিয়্যুদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, আল্লাহ তায়ালায় প্রিয় রাসূল, হযরত আমিনা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর বাগানের সুবাসিত ফুল صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুসংবাদরূপী বাণী হচ্ছে: “যে বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখে, তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হয়। (আবু ইয়াল, ৫ম খন্ড, ১১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৬১০)

❷ হযরত সাযিয়্যুদুনা মুসলিম বিন ওবায়দুল্লাহ কারাশী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ তাঁর সম্মানিত পিতা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর মহান দরবারে হয়তো নিজে আরয করেছেন, নতুবা অন্য কেউ আরয করতে শুনেছেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি সব সময় রোযা রাখবো? নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ চুপ রইলেন, পুনরায় আরয করলেন: এবারও রইলেন। তৃতীয়বার আরয করলে ইরশাদ করলেন: রোযা সম্পর্কে কে প্রশ্ন করেছে? আরয করলেন: “আমি ইয়া নবী আল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! তখন উত্তরে ইরশাদ করলেন: নিশ্চয় তোমার প্রতি তোমার পরিবারের অধিকার রয়েছে। তুমি রমযান ও এর পরবর্তী মাসে (শাওয়াল) এবং প্রত্যেক বুধ ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখো! যদি তুমি এরূপ করো, তবে যেনো তুমি সর্বদা রোযা রাখলে।

(শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৬৮)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

﴿৩﴾ **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী: “যে রমযান, শাওয়াল, বুধ ও বৃহস্পতিবারের রোযা রাখলো, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

(আস সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ী, ২য় খন্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৭৭৮)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ!

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের রোযার ফযীলত

সম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৩টি বাণী

﴿১﴾ “যে বুধ, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা রাখলো, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন, যার বাইরের অংশ ভিতর থেকে আর ভিতরের অংশ বাইরে থেকে দেখা যাবে।

(মুজামুল আওসাত, ১ম খন্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৩)

﴿২﴾ যে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযা রাখবে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতে মণি-মুক্তা, পদ্মরাগ ও পান্না দ্বারা প্রাসাদ তৈরী করবেন এবং তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিখে দেয়া হবে।

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৭৩)

﴿৩﴾ “যে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারের রোযা রাখলো, অতঃপর শুক্রবার দিন অল্প বা বেশি সদকা করে, তবে সে যে গুনাহ করেছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে এবং এমন হয়ে যাবে যেমনটি সে ঐ দিন ছিলো, যেদিন সে তার মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো। (প্রাণ্ডু, হাদীস নং- ৩৮৭২)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ!

শুক্রবারের রোযা সম্পর্কিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৫টি বাণী

﴿১﴾ “যে শুক্রবারের রোযা রাখলো, আল্লাহ তায়ালা তাকে আখিরাতে দশ দিনের সমান সাওয়াব দান করবেন এবং সেই দিন (সময়ের হিসেবে) দুনিয়ার দিনের মতো নয়।” (শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৬২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

ফতোয়ায়ে রযবীয়া ১০ম খন্ডের ৬৫৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: জুমার রোযা অর্থাৎ শুক্রবারের রোযার সাথে যখন শনিবার বা বৃহস্পতিবার মিলে যাবে, তবে বর্ণিত আছে যে, দশ হাজার বছর রোযার সমান।

❦ “যে জুমা আদায় করলো এবং এদিনের রোযা রাখলো আর রোগীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করলো ও জানাযার সাথে গেলো আর বিবাহে উপস্থিত হলো, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো।”

(মু'জামু কবীর, ৮ম খন্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৮৪)

❦ “যে রোযা অবস্থায় শুক্রবারের ভোর করলো এবং রোগীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করলো আর জানাযার সাথে গেলো ও সদকা করলো, তবে সে নিজের জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে নিলো।”

(শুয়াবুল ইমান, ৩য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৩৮৬৪)

❦ “যে শুক্রবার রোযা রাখলো এবং রোগীর প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করলো আর মিসকীনকে আহর করালো ও জানাযার সাথে চললো, তবে তাকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গুনাহ স্পর্শ করবে না। (প্রাণ্ড, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৩৮৬৫) হাদীসে পাকের এই অংশ “তাকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গুনাহ স্পর্শ করবে না” দ্বারা উদ্দেশ্য হয়তো তার নেকীরই তৌফিক অর্জিত হবে অথবা গুনাহ সম্পন্ন হতেই এমন তাওবা নসীব হবে, যা তার গুনাহ মিটিয়ে দেবে।

❦ হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ জুমার দিনে রোযা খুব কমই ছেড়ে দিতেন। (প্রাণ্ড)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে আশুরার রোযার পূর্বে কিংবা পরে আরো একটি রোযা রাখতে হয়, অনুরূপভাবে শুক্রবারেও করতে হয়, কেননা বিশেষভাবে শুধুমাত্র শুক্রবার কিংবা শুধু শনিবারের রোযা রাখা মাকরুহে তানযিহী (অর্থাৎ অপছন্দনীয়)। অবশ্য যদি কোন বিশেষ তারিখে শুক্রবার কিংবা শনিবার

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

এসে যায়, তবে ক্ষতি নেই। যেমন; ১৫ শাবানুল মুআযযম (শবে বরাত), ২৭ রজবুল মুরাজ্জব (শবে মেরাজ) ইত্যাদি।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

শুধুমাত্র শুক্রবার রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞাসম্বলিত প্রিয় নবী ﷺ এর ৩টি বাণী

❶ “শুক্রবার রাতকে অন্যান্য রাতের ন্যায় জাগ্রত থেকে ইবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট করোনা আর শুক্রবার দিনকে অন্যান্য দিনের ন্যায় রোযার জন্য নির্দিষ্ট করোনা, কিন্তু তোমরা এমন রোযা পালনরত থাকো, যা তোমাদের পালন করতেই হবে। (মুসলিম, ৫৭৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৪৪)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন **مِرَات ۃ** ৩য় খন্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠায় “শুক্রবার রাতকে অন্যান্য রাতের ন্যায় জাগ্রত থেকে ইবাদত করার জন্য নির্দিষ্ট করোনা।” এর আলো বলেন: অর্থাৎ শুক্রবার রাতে ইবাদত করাতে নিষেধ নাই, বরং অন্যান্য রাতে একেবারে ইবাদত না করা ঠিক নয়, কেননা তা উদাসীনতার প্রমাণ স্বরূপ, যেহেতু শুক্রবার রাতই বেশি মহত্বপূর্ণ, সম্ভাবনা ছিলো যে, লোকেরা একেই নফল ইবাদতের জন্য বিশেষ করে নেবে, তাই এই রাতের নাম নেয়া হয়েছে।

❷ “তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো কখনো শুধু শুক্রবার রোযা না রাখে বরং এর পূর্বে কিংবা পরে একদিনের রোযা মিলিয়ে নেবে।

(বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৮৫)

❸ “শুক্রবার তোমাদের জন্য ঈদ, শুধু এ দিনে রোযা রেখো না বরং পূর্বে কিংবা পরের দিন মিলিয়ে রোযা রাখো।”

(আত্তারগীব ওয়াত তারহীব, ২য় খন্ড, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তবারানী)

হাদীসে মোবারাকা থেকে জানা গেলো যে, শুধু শুক্রবার রোযা রাখা উচিত নয়, কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ঐ অবস্থায়, যখন গুরুত্ব সহকারে শুধুমাত্র শুক্রবারেই রোযা রাখা হয়, যদি বিশেষভাবে নয় বরং শুক্রবার দিনটি ছুটি ছিলো, তাই এই সুযোগে রোযা রেখে নিলো, তবে ক্ষতি নেই।

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ মিরাত ৩য় খন্ডের ১৮৭ পৃষ্ঠায় বলেন: যেমন; কোন ব্যক্তি প্রতি মাসের এগারো তারিখ বা বার তারিখ রোযা রেখে অভ্যস্ত এবং ঘটনাক্রমে এই দিন শুক্রবার এসে গেলো, তবে রেখে নিবে, এখন তা অনুত্তমও নয়।

শুক্রবারের রোযা সম্পর্কে একটি ফতোয়া

এ প্রসঙ্গে ফতোয়ায় রযবীয়া (সংশোধিত) ১০ম খন্ডের ৫৫৯ পৃষ্ঠা থেকে জ্ঞান সম্পন্ন প্রশ্নোত্তর প্রত্যক্ষ করুন: প্রশ্ন: ওলামায়ে দ্বীনদের এ মাসআলা সম্পর্কে কি অভিমত যে, শুক্রবার নফল রোযা রাখা কেমন? এক ব্যক্তি শুক্রবার রোযা রাখলো, আরেকজন তাকে বললো যে, শুক্রবার হচ্ছে মুমিনদের ঈদ, এই দিন রোযা রাখা মাকরুহ এবং জোড় করে দুপুরের পর রোযা ভঙ্গ করিয়ে দিলো এবং “সিররুল কুলুব” কিতাবে মাকরুহ হওয়ার ব্যাপারে লেখা দেখিয়ে দিলো। এমতাবস্থায় রোযা ভঙ্গকারীর দায়িত্বে কাফফারা অর্পিখ হবে কি না? আর ভঙ্গ করিয়ে দেয়া ব্যক্তির কোন অপরাধ আছে কি না? উত্তর: শুক্রবারের রোযা বিশেষ করে এই নিয়তে রাখা যে, আজ শুক্রবার, এই দিনের রোযা গুরুত্ব সহকারে রাখা উচিত, তবে তা মাকরুহ, কিন্তু এমন মাকরুহ নয় যে, তা ভঙ্গ করা আবশ্যিক, আর যদি বিশেষ গুরুত্বের নিয়ত ছিলো না, তবে মূলত ক্ষতিও নাই, ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির যদি মাকরুহ হওয়ার নিয়ত সম্পর্কে জানে না, তাই তো অভিযোগই মূলত বোকামী এবং রোযা ভঙ্গ করিয়ে দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিকোণে কঠিন অপরাধ আর জানা থাকলেও তবু মাসআলা জানিয়ে দেয়া যথেষ্ট ছিলো, রোযা ভঙ্গ করিয়ে নয়, তাও আবার দুপুরের পর, যার অধিকার নফল রোযার

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

ক্ষেত্রে পিতামাতা ব্যতিত আর কারো নেই, ভঙ্গকারী ও ভঙ্গ করিয়ে দেয়া ব্যক্তি উভয়েই গুনাহগার হবে, ভঙ্গকারীর উপর কাযা আবশ্যিক, কাফ্ফারা একেবারেই নেই। وَاللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ۔

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শনিবার ও রবিবারের রোযা

হযরত সাযিয়দাতুনা উম্মে সালামা رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ শনিবার ও রবিবার রোযা রাখতেন আর বলতেন: “এ দু’টি দিন (শনিবার ও রবিবার) মুশরিকদের ঈদের দিন আর আমি চাই যে, তাদের বিরোধীতা করি।” (ইবনে খুযাইমা, ৩য় খন্ড, ৩১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২১৬৭)

শুধু শনিবার রোযা রাখা নিষেধ। যেমনটি হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ বিন বুসর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ তাঁর বোন رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন: “শনিবারের রোযা ফরয রোযা ব্যতীত রেখো না।” হযরত সাযিয়দুনা ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: এই হাদীস ‘হাসান’ আর এখানে নিষেধ মানে কোন ব্যক্তির শনিবারের রোযাকে নির্দিষ্ট করে নেয়া, কেননা ইহুদীরা এই দিনের সম্মান করে। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৪৪)

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নফল রোযার ১৩টি মাদানী ফুল

- ❁ মা বাবা যদি সন্তানকে নফল রোযা রাখতে এজন্য নিষেধ করে যে, রোগাক্রান্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে, তবে মা-বাবার আনুগত্য করবে। (দুরের মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)
- ❁ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী নফল রোযা রাখতে পারবে না। (প্রাণ্ডক্ত, ৩য় খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)
- ❁ নফল রোযা স্বেচ্ছায় শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, যদি ভঙ্গ করে, তবে কাযা ওয়াজিব হবে। (প্রাণ্ডক্ত, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

- ❁ নফল রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে ভঙ্গ করেনি, বরং অনিচ্ছা সত্ত্বে ভঙ্গ হয়ে গেছে, যেমন; মহিলাদের রোযাবস্থায় ‘হায়েয’ (ঋতুস্রাব) এসে গেলো, তবে রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলো, কিন্তু কাযা ওয়াজিব। (প্রাণ্ডক, ৪৭৪ পৃষ্ঠা)
- ❁ নফল রোযা বিনা কারণে ভঙ্গ করা নাজায়িয। মেহমানের সাথে যদি গৃহকর্তা আহার না করে তবে মেহমান অসম্ভষ্ট হবে। অথবা মেহমান যদি খাবার না খায় তবে গৃহকর্তার কষ্ট হবে, তবে নফল রোযা ভঙ্গ করার জন্য এটি অপারগতা (ওযর) হিসেবে গণ্য হবে; তবে শর্ত হলো যে, তার এ নিশ্চিত বিশ্বাস আছে যে, সে তা কাযা আদায় করে নিবে, আরো শর্ত যে, তা ‘দ্বাহওয়ালে কুবরা’ (অর্থাৎ দ্বী-প্রহর) এর পূর্বে ভঙ্গ করবে; পরে নয়।
(দুররে মুখতার, রদুল মুহতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৫-৪৭৬ পৃষ্ঠা)
- ❁ পিতামাতার অসম্ভষ্টির কারণে আসরের পূর্ব পর্যন্ত রোযা ভঙ্গ করতে পারবে; আসরের পরে নয়। (প্রাণ্ডক, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)
- ❁ যদি কোন ইসলামী ভাই দাওয়াত করলো, তবে ‘দ্বাহওয়ালে কুবরা’ (অর্থাৎ দ্বী-প্রহর) এর পূর্ব পর্যন্ত নফল রোযা ভঙ্গ করতে পারবে; কিন্তু কাযা করা ওয়াজিব। (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৩, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)
- ❁ অনুরূপভাবে নিয়্যত করেছে যে, “কোথাও দাওয়াত হলে রোযা নয় এবং দাওয়াত না হলে রোযা।” এ ধরণের নিয়্যত সঠিক নয়, এমতাবস্থায় সে রোযাদার নয়। (আলমগীরী, ১ম খন্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা)
- ❁ চাকর কিংবা শ্রমিক নফল রোযা রেখে যদি কাজ পুরোপুরি করতে না পারে, তবে যে তাকে চাকুরী কিংবা শ্রমিক হিসেবে রেখেছে তার অনুমতি আবশ্যিক। আর যদি কাজ পূর্ণভাবে করতে পারে, তবে অনুমতির প্রয়োজন নেই।^(১) (দুররে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

১. চাকরী সম্পর্কে আরো অধিক জ্ঞান লাভের জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত “হালাল পছায় উপার্জনের ৫০টি মাদানী ফুল” রিসালাটি অবশ্যই পাঠ করে নিন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

❁ ইলমে দ্বীনের ছাত্র যদি নফল রোযা রাখে, তবে দুর্বল হয়ে যাবে, ঘুম আসবে এবং অলসতার কারণে ইলমে দ্বীন অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, তবে উত্তম হচ্ছে যে, নফল রোযা না রাখা।

❁ হযরত সাযিয়দুনা দাউদ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। এ ধরনের রোযা রাখাকে ‘সাত্তমে দাউদী’ বলে এবং আমাদের জন্য এটাই উত্তম। যেমন রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “উত্তম রোযা হচ্ছে আমার ভাই দাউদ (عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) এর রোযা; তিনি একদিন রোযা রাখতেন, একদিন রাখতেন না এবং শত্রুর মোকাবেলা থেকে পলায়ন করতেন না।” (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৭০)

❁ হযরত সাযিয়দুনা সোলাইমান عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام মাসের শুরুতে তিনদিন, মধ্যভাগে তিনদিন এবং শেষভাগে তিনদিন রোযা রাখতেন আর এভাবে মাসের শুরুতে, মধ্যভাগে ও শেষভাগে রোযাদার থাকতেন।

(ইবনে আসাকির, ৪র্থ খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

❁ “সাত্তমে দাহর” অর্থাৎ ঐ পাঁচদিন ব্যতীত (অর্থাৎ শাওয়ালের প্রথম এবং যিলহজ্জের দশ তারিখ থেকে তের তারিখ পর্যন্ত যেদিনগুলোতে রোযা রাখা হারাম) সর্বদা রোযা রাখা ‘মাকরুহে তানযিহী’ (অর্থাৎ অপছন্দনীয়)।

(দুরেরে মুখতার, ৩য় খন্ড, ৩৯১ পৃষ্ঠা)

সর্বদা রোযা রাখা

সর্বদা রোযা রাখার নিষেধাজ্ঞার উপর “বুখারী শরীফ” এর এই হাদীসটিও রয়েছে এবং এর সারমর্ম ওলামারা ব্যাখ্যা সহকারে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বাণী হচ্ছে: لَا صَاةَ مَنْ صَاةَ الدَّهْرِ۔ অর্থাৎ যে সর্বদা রোযা রাখে, সে রোযাই রাখলো না। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯১৭৯)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

হাদীসের ব্যাখ্যা

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: যদি এই বিষয়কে “نَهَى” এর অর্থে গ্রহণ করি (অর্থাৎ যদি এই হাদীসের এই অর্থ গ্রহণ করি যে, সর্বদা রোযা রাখা নিষেধ এবং যে রাখবে সে কোন সাওয়াব পাবে না) তবে (এই অবস্থায় হাদীসের) এই বাণী সেই লোকদের জন্য, যারা ধারাবাহিক ভাবে রোযা রাখার কারণে তার এই প্রবল ধারণা হয় যে, এতোই দুর্বল হয়ে যাবে, তার উপর যে দায়িত্ব সমূহ ওয়াজিব, তা আদায় করতে পারবে না, সেই দায়িত্ব দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবী, যেমন; নামায, জিহাদ, সন্তানের লালন পালনের জন্য উপার্জন করা, এবং প্রথম অবস্থার বিপরীতে দ্বিতীয় অবস্থা এরূপ যে) যদি ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখার কারণে (যদি) তার (রোযাদারের) এরূপ প্রবল ধারণা হয় যে, ওয়াজিব দায়িত্ব তো যথাসম্ভব আদায় করে নিবো, কিন্তু ওয়াজিব নয় এমন দায়িত্ব আদায় করার শক্তি থাকবে না, তার জন্য রোযা মাকরুহ বা উত্তম নয় এবং যার এরূপ প্রবল ধারণা হলো যে, সাওমে দাহর (অর্থাৎ সর্বদা রোযা) রাখার পরও সকল ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব দায়িত্ব যথাসম্ভব আদায় করে নিতে পারবে, তার জন্য ক্ষতি নেই। কিছু সাহাবায়ে কিরাম যেমন; আবু তালহা আনসারী এবং হামযা বিন আমর আসলামী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا সাওমে দাহর (অর্থাৎ সর্বদা রোযা) রাখতেন এবং হুযর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তাঁদের নিষেধ করেননি, অনুরূপভাবে অনেক তাবেঈন এবং আউলিয়ায়ে কিরামরাও সাওমে দাহর (অর্থাৎ সর্বদা রোযা) রাখার বর্ণনা রয়েছে। (আশিয়াতুল লুমআত, ২য় খন্ড, ১০০ পৃষ্ঠা) (নুযহাতুল কারী, ৩য় খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা)

হে আল্লাহ! আমাদেরকে আমাদের জীবন, সুস্বাস্থ্য ও অবসরকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে অধিকহারে নফল রোযা রাখার সৌভাগ্য দান করুন, তা কবুলও করুন আর আমাদেরকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সমস্ত উম্মতকে ক্ষমা করুন।

أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহত)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

রোযাদারদের ১২টি ঘটনা

দরুদ শরীফের ফযীলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: যে আমার ভালবাসা এবং আমার প্রতি ভক্তির কারণে প্রতিদিন ও প্রতিরাতে আমার প্রতি তিন তিনবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তবে আল্লাহ তায়ালার বদান্যতায় হক যে, তিনি তার সেই দিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। (মু'জামু কবীর, ১৮তম খন্ড, ৩৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৯২৮)

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ! صَلِّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿১﴾ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ এবং রোযাদার গ্রাম্য লোক

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ একবার প্রচন্ড গরমে হজ্জের সফরে মক্কায়ে মুকাররমা ও মদীনায়ে মুনাওয়ারার رَادَهُمُ اللَّهُ حَرْقًا وَتَغْطِيَةً মধ্যবর্তী একটি স্থানে যাত্রা বিরতি করলো এবং দুপুরের খাবার প্রস্তুত করালো আর তার চৌকিদারকে বললো যে, কোন অতিথিকে নিয়ে এসো। চৌকিদার তাঁরু থেকে বের হয়ে দেখতে পেলো এক গ্রাম্য লোক শুয়ে আছে, সে তাকে জাগালো আর বললো: চলো তোমাকে আমিহে হাজ্জাজ ডাকছেন। গ্রাম্য লোকটি আসলে হাজ্জাজ বললো: আমার দাওয়াত কবুল করো এবং হাত ধুয়ে আমার সাথে খেতে বসে যাও। গ্রাম্য লোকটি বললো: ক্ষমা করুন! আপনার দাওয়াতের পূর্বে আমি আপনার চেয়ে উত্তম এক দাতার দাওয়াত গ্রহন করে নিয়েছি। হাজ্জাজ বললো: সেটা কার? সে বললো: আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাকে রোযা রাখার দাওয়াত দিয়েছেন আর



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

আমি রোযা রেখেছি। হাজ্জাজ বললো: এতো তীব্র গরমে রোযা? গ্রাম্য লোকটি বললো: হ্যাঁ! কিয়ামতের প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচার জন্য। হাজ্জাজ বললো: আজ খাবার খেয়ে নাও আর এ রোযা কাল রেখে নিও। গ্রাম্য লোকটি বললো: আপনি কি আমাকে এর নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, আমি আগামীকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকবো? হাজ্জাজ বললো: এটা তো সম্ভব নয়। গ্রাম্য লোকটি বললো: তবে এই প্রস্তাবটিও গ্রহণীয় নয়। একথা বলে চলে গেলো। (রওযুর রিয়াহীন, ২১২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দারা কোন দুনিয়াবী শাসককে ভয় করে না আর এটাও জানা গেলো যে, যে আশিকানে রাসূল এখানকার গরম সহ্য করে রোযা রাখে, সে কাল কিয়ামতের ভয়াবহ গরম থেকে নিরাপদ থাকবে।

إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

﴿২﴾ সত্যবাদী রাখাল

হযরত সাযিয়দুনা না'ফেয়ে رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا তাঁর কিছু সাথীদের সাথে একটি সফরে ছিলেন, পশ্চিমধ্যে একটি স্থানে অবস্থান করলেন এবং খাওয়ার জন্য দস্তরখানা বিছানো হলো, এমন সময় একজন রাখাল সেখানে আসলো, তিনি رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বললেন: এসো! দস্তরখানা থেকে কিছু নিয়ে নিন! আরয করলো: আমি রোযাদার। হযরত সাযিয়দুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا বললেন: তুমি এই প্রখর গরমের দিনে (নফল) রোযা রেখেছো, অথচ তুমি এই পাহাড়ে ছাগল হড়াচ্ছে! সে বললো: আল্লাহর শপথ! আমি এটি এই জন্যই করছি যে, যেনো জীবনের অতিবাহিত করা দিনগুলোর ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। তিনি رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ তার

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাবাদুদ দারাদ্দীন)

পরহেযগারীতার পরীক্ষা নেয়ার উদ্দেশ্যে বললেন: তুমি কি তোমার ছাগলগুলো থেকে একটি ছাগল আমাকে বিক্রি করবে? এর মূল্য ও মাংসও তোমাকে দিবো, যেনো তুমি ইফতার করতে পারো। সে উত্তর দিলো: এই ছাগলগুলো আমার নয়, আমার মালিকের। তিনি رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ পরীক্ষা করার জন্য বললেন: মালিককে বলে দিও যে, নেকড়ে এখন থেকে একটি নিয়ে গেছে। গোলাম বললো: তবে আল্লাহ তায়ালা কোথায়? (অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা তো দেখছেন, তিনি তো সত্য সম্পর্কে জানেন এবং একারণে আমাকে আটক করবেন) যখন তিনি رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ মদীনায় ফিরে আসলেন তখন সেই মালিক থেকে গোলাম এবং সকল ছাগল কিলেন, অতঃপর রাখালকে মুক্ত করে দিলেন আর ছাগলগুলোও তাকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দিলেন। (শুয়াবুল ঈমান, ৪র্থ খন্ড, ৩২৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫২৯১, সংক্ষেপিত)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ! صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

﴿ ৩ ﴾ অনন্য কাফ্যারা

বুখারী শরীফে রয়েছে, একজন সাহাবী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: “ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! আমি রমযানের রোযাবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে “সহবাস” করেছি, আমি ধ্বংস হয়ে গেলাম, (বললো! এখন আমি করবো?)। হুযুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: গোলাম আযাদ করতে পারবে? আরয করলো: না। ইরশাদ করলেন: ধারাবাহিকভাবে দু’মাস রোযা রাখতে পারবে? আরয করলো: না। ইরশাদ করলেন: ষাটজন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে পারবে? আরয করলো: এটাও পারবো না। এমন সময় একজন লোক প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দরবারে কিছু খেজুর উপহার স্বরূপ নিয়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাম ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

উপস্থিত হলো। হুযুর ﷺ সেসব খেজুর ঐ সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে দান করে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: এগুলো সদকা করে দাও (তোমার কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে)। তিনি বললেন: আল্লাহর শপথ! মদীনায় আমার পরিবারের চেয়ে বেশি অভাবী আর কেউ নেই। হুযুর ﷺ একথা শুনে হাসলেন এমনকি দাঁত মোবারক প্রকাশ পাচ্ছিলো এবং ইরশাদ করলেন: اَكْمِنُهُ اَمَّاكَ অর্থাৎ “তোমার পরিবারের লোকদেরকেই খাইয়ে দাও” (তোমার কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে)। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৬৩৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৩৬)

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীসের যে ব্যাখ্যা করেছেন, তা থেকে অর্জিত কয়েকটি মাদানী ফুল উপস্থাপন করছি: ❁ কাফ্ফারায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যিক যে, যদি গোলাম মুক্ত করতে পারে, তবে তা করবে, যদি গোলাম পাওয়া না যায়, তবে ধারাবাহিকভাবে দু’মাস রোযা রাখবে, যদি তা সম্ভব না হয়, তবে ষাট জন মিসকিনকে খাবার খাওয়াবে। (কাফ্ফারা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য “রোযার আহকাম” এর কাফ্ফারার অংশটি প্রত্যক্ষ করুন) ❁ অর্থাৎ নিজের এই কাফ্ফারা তুমি নিজেও খাও এবং নিজের পরিবারকেও খাওয়াও, তোমার কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। এটা হলো হুযুরে আনওয়ার ﷺ এর ক্ষমতা, কেননা তাঁর কাফ্ফারাকে তাঁর জন্য উপহার বানিয়ে দিয়েছেন, অন্যথায় কোন ব্যক্তি নিজের কাফ্ফারা, নিজের যাকাত না নিজে খেতে পারবে, না তার স্ত্রী সন্তানরা খেতে পারবে, কিন্তু এখানে তাঁর নিজের কাফ্ফারা এবং নিজেই খাচ্ছে। (মীরাত, ৩য় খন্ড, ১৬১ ও ১৬২ পৃষ্ঠা) “নুযহাতুল ক্বারী”তে এই হাদীসের আলোকে রয়েছে: হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসম ﷺ এর এই ক্ষমতা অর্জিত রয়েছে যে, তিনি صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ যাকে চান, যে আদেশ থেকে চান নিষ্কৃতি দিতে দেন, মিসকিনদের খাওয়ানোর পরিবর্তে, নিজে খাওয়া এবং নিজের পরিবারকে খাওয়ানোর আদেশ দেন। (নুযহাতুল ক্বারী, ৩য় খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আম্বুর রাজ্জাক)

﴿৪﴾ সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا লাখো দিরহাম লুটিয়ে দিলেন!

একবার হযরত সাযিয়দুনা আমিরে মুয়াবিয়া رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ উম্মুল মুমিনীন হযরত সাযিয়দাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর দরবারে একলক্ষ দিরহাম পাঠালেন, তখন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا সেসব দিরহাম একই দিনে আল্লাহ তায়ালার পথে বণ্টন করে দিলেন এবং নিজের জন্য কিছুই রাখলেন না আর সেদিন তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا নিজে রোযাদার ছিলেন। হযরত সাযিয়দাতুনা বারীরাহ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا আরয করলো: আপনি রোযা রেখেছেন, যদি এ থেকে এক দিরহামের মাংস কিনে নিতেন, তবে তা দ্বারা আমরা ইফতার করতাম। তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا বললেন: যদি তুমি স্মরণ করিয়ে দিতে, তবে বাচিয়ে নিতাম। (মুত্তাদরিফ, ৪র্থ খন্ড, ১৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬৮০৫)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلَاً عَلَى الْحَيِّبِ!

আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উম্মুল মুমিনীন رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا আর্থিক সচ্ছলতা সত্ত্বেও আপন জীবন যাপন অত্যন্ত সাদাসিধে ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হিসেবে অতিবাহিত করেছেন এবং যেই অর্থকড়িই হাতে এসেছে তিনি رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا তা আল্লাহ তায়ালার পথে বণ্টন করে দিয়েছেন, এমনকি লক্ষ দিরহাম এসেছে, তাও লুটিয়ে দিয়েছেন এবং রোযার ইফতার করার জন্যও কোন ব্যবস্থা করেননি আর পক্ষান্তরে আমাদের অবস্থা দেখুন যে, যদি কখনো নফল রোযা রেখেও নিই, তখন আমাদের ইফতারের সময় সব ধরণের ফলমূল, কাবাব, ছমুচা, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা শরবত আরো জানিনা কি কি দরকার হয়। আহ! আমরাও যদি উম্মুল মুমিনীন সাযিয়দুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা নসীব হয়ে যেতো। দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করার ও আখিরাতকে সজ্জিত করার জন্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকা খুবই উপকারী। যখনই আপনার এলাকায় দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলা উপস্থিত হবে, তখনই তাদের খিদমতে উপস্থিত হয়ে অবশ্যই ফয়েয অর্জন করুন করুন। আসুন! আপনাদেরকে একজন বিগড়ে যাওয়া যুবকের “মাদানী বাহার” শুনাচ্ছি, যে মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের জন্য এলো এবং তার জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেলো! যেমনটি কচুর শহরের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাই মেট্রিক এর ছাত্র ছিলো, খারাপ সহচর্যের কারণে গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করছিলো, মেজাজ খুবই খিটখিটে ছিলো এবং বেয়াদবির অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, শুধু মাতাপিতা নয় দাদা ও দাদীর সামনেও কাঁচির মতো মুখ চালাতো। একদিন আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি মাদানী কাফেলা মহল্লার মসজিদে উপস্থিত হলো, আল্লাহ তায়ালায় ইচ্ছা এটাই ছিলো যে, সে আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাতের জন্য পৌঁছে গেলো। একজন পাগড়ী পরিহিত ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে দরসে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিলো, সে তাদের সাথে বসে গেলো। মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূল দরসের পর বললো যে, কয়েকদিন পরেই মদীনা তুল আউলিয়া মূলতান শরীফে দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিনের আন্তর্জাতিক সূনাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হবে, আপনিও অংশগ্রহণ করুন। দরস তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলো, তাই সে অস্বীকার করতে পারলো না। এমনকি সে ইজতিমায় (মূলতানে) উপস্থিত হয়ে গেলো। সেখানকার জাঁকজমক ও বরকত দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেলো, সেখানে হওয়া আখিরী বয়ান “গান বাজনার ধ্বংসলীলা” শুনে থরথর করে কেঁপে উঠলো এবং চোখ দিয়ে অশ্রু ঝড়তে লাগলো। সে গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। তাকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত দেখে পরিবারের সদস্যরা সস্তির নিঃশ্বাস নিলো।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার রুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বরকতে তার মতো বিগড়ে যাওয়া চরিত্রহীন যুবকের মাঝে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হওয়ার কারণে প্রভাবিত হয়ে তার বড় ভাইও দাঁড়ি রাখার পাশাপাশি পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলো। তার একটি মাত্র বোন ছিলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সেও মাদানী বোরকা পরিধান করে নিলো, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** পরিবারের সকলেই সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ায় অন্তভুক্ত হয়ে হুযুরে গাউসে আযম **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** এর মুরীদ হয়ে গেলো এবং তার উপর **আল্লাহ তায়ালা** এমন দয়া করলো যে, সে কোরআন মজীদ হিফয করার সৌভাগ্য অর্জন করলো এবং দরসে নিজামীতে (আলিম কোর্সে) ভর্তি হয়ে গেলো এবং এই বর্ণনা দেয়ার সময় সে দরজায়ে সালেসা অর্থাৎ তৃতীয় শ্রেণীতে পৌঁছে গিয়েছিলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে এলাকায়ী মাদানী কাফেলার যিম্মাদারী পালনের সৌভাগ্যও নসীব হলো।

দিল পে গর জঙ্গ হো, সারা ঘর তঙ্গ হো, দাগ সারে ধুলে, কাফেলে মে চলো।
 এয়সা ফয়যান হো, হিফয কেয়ান হো, খুব খুশিয়াঁ মিলে, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৮২ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

﴿ ৫ ﴾ হুরেরা কলসী ফেলে দিলো

হযরত সাযিয়দুনা সিররী সাকাতী **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** রোযা রেখেছিলেন, তাকে পানি ঠান্ডা করার জন্য কলসী রেখেছিলেন, আসরের নামাযের পর মোরাকাবায় রত হলেন, বেহেশতী হুরেরা একের পর এক সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে শুরু করলো। যে সামনে আসতো তাকে জিজ্ঞানা করতেন: তুমি কার জন্য? সে কোন এক **আল্লাহ তায়ালা**র বান্দার নাম উল্লেখ করতো। একজন আসলো, তাকেও একই কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: “তারই জন্য, যে রোযাবস্থায় পানি ঠান্ডা করার জন্য রাখে না।” বললেন: “যদি তুমি সত্যি বলে থাকো, তবে এ কলসীটা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

ফেলে দাও।” সে ফেলে দিলো। এর আওয়াজে চোখ খুলে গেলো। দেখলেন, ঐ কলসীটি ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে আছে।

(মলফুযাতে আলা হযরত, ১৫৮ পৃষ্ঠা ও তাফসীরুল আহলাম লি ইবনে সীরিন, ৬৫ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের

বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। **أَمِينِ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**।

**صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْحَبِيبِ!**

তীব্র গরমের দিনেও পানি গরম করে পান করতেন (ঘটনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দারা আখিরাতের স্থায়ী শান্তি এবং অশেষ নেয়ামত অর্জনের আগ্রহে আপন নফসকে আয়ত্বে রেখে দুনিয়ার আরাম-আয়েশকে ত্যাগ করে দিতেন। যেমনটি এক বুয়ুর্গ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** তীব্র গরমের দিনে দুপুর বেলায় এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, বরফ নিয়ে যাচ্ছে, অন্তরে দুঃখ বোধ হলো, আহা! আমার নিকটও যদি টাকা থাকতো তবে আমিও বরফ কিনে ঠান্ডা পানি পান করতাম। অতঃপর পরক্ষণেই লজ্জিত হইল যে, আমি কেন নফসের ধোকায় পরে গেলাম! তিনি শপথ করলেন যে, কখনো ঠান্ডা পানি পান করবো না। তাই তীব্র গরমের দিনেও পানিকে গরম করে পান করতেন।

নিহাঙ্গ^(১) ও আচদাহা ও শেরে নর মারা তু কিয়া মারা,
বড়ে মুখি কো মারা নফসে আম্মারা কো গর মারা।

﴿৬﴾ তিনজনের মধ্যে বড় দানশীল কে!

রমযানুল মোবারকের শুভাগমন সন্নিহিত এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হযরত ওয়াকেরদী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর নিকট কিছুই ছিলো না। তিনি **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** তাঁর এক আলাভী বন্ধুর প্রতি এ চিরকুট পাঠালেন: “রমযান শরীফের মাস আসছে এবং

১. নিহাঙ্গ: অর্থাৎ কুমির।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আমার নিকট খরচের জন্য কিছুই নেই, আমাকে ‘করযে হাসান’ হিসেবে এক হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দাও।” অতএব ঐ আলাভী এক হাজার দিরহামের থলে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর এক বন্ধুর চিরকুট হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নিকট এসে পৌঁছলো: “রমযান শরীফের মাসে খরচের জন্য আমার এক হাজার দিরহামের প্রয়োজন।” হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ঐ থলে সেখানেই পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন ঐ আলাভী বন্ধু যাঁর নিকট থেকে হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ঋণ নিয়েছিলেন এবং ঐ দ্বিতীয় বন্ধু যিনি হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ থেকে ঋণ নিয়েছিলেন, উভয়ে হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ঘরে আসলেন। আলাভী বললেন: রমযানুল মোবারকের মাস আসছে আর আমার নিকট এ এক হাজার দিরহাম ব্যতীত আর কিছু ছিলো না। কিন্তু যখন আপনার চিঠি এলো, তখন আমি এক হাজার দিরহাম আপনার নিকট পাঠিয়ে দিলাম এবং আমার প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমার এ বন্ধুর নিকট চিরকুট লিখলাম যে, আমাকে এক হাজার দিরহাম ঋণ হিসেবে যেনো পাঠিয়ে দেয়। তিনি ঐ থলে, যা আমি আপনাকে পাঠিয়েছিলাম, তা আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং বুঝা গেলো যে, আপনি আমার নিকট ঋণ চেয়েছেন, আমি আমার এ বন্ধুর নিকট ঋণ চাইলাম এবং তিনি আপনার নিকট চেয়েছেন। আর যে থলেটা আমি আপনার নিকট পাঠিয়েছিলাম, তা আপনি তার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন আর তিনি আমার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন। অতঃপর ঐ তিনজন একমত হয়ে এই এক হাজার দিরহামকে তিনভাগ করে পরস্পরের মধ্যে বণ্টন করে নিলেন। ঐ রাতেই হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ স্বপ্নে শ্রিয় আক্বা, হযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদার লাভ করলেন এবং ইরশাদ করলেন: আগামী কাল তুমি অনেক কিছু পাবে। সুতরাং পরদিন আমীর ইয়াহইয়া বরমকী হযরত সায়্যিদুনা ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে ডেকে বললো: “আমি গতরাতে স্বপ্নে আপনাকে চিন্তিত দেখলাম, কারণ কি?” হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তখন ইয়াহইয়া বরমকী বললো: “আমি একথা বলতে পারবো না যে, আপনাদের মধ্যে কে বেশি দানশীল, নিঃসন্দেহে আপনারা তিনজনই দানশীল এবং সম্মানের উপযুক্ত। অতঃপর সে ত্রিশ হাজার দিরহাম হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে এবং বিশ হাজার দিরহাম করে অবশিষ্ট দুজনকে প্রদান করলেন। এবং হযরত ওয়াকেদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ কে ক্বাযী (বিচারপতি) হিসেবেও নিয়োগ করলেন। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন, ৫৭৭ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইছারের ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দারা দানশীল এবং ইছারের (অর্থাৎ অপরের চাহিদাকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়া) অনুসারী হয়ে থাকে এবং তারা নিজ ইসলামী ভাইদের কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে নিজের কষ্টকে কণা পরিমাণও পরওয়া করেন না। এঘটনা থেকে জানা গেলো যে, দয়া দাক্ষিণ্যে সর্বদা উপকারই হয়ে থাকে এবং এটাও জানা গেলো যে, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আল্লাহ তায়ালার দয়ায় উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে অবগত আছেন, আপন গোলামদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করেন। আল্লাহ তায়ালার পথে ইছারের অনেক ফযীলত রয়েছে। যেমনটি প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ক্ষমারূপী বাণী হচ্ছে: “যে ব্যক্তি কোন কিছুর চাহিদা রাখে, অতঃপর তার চাহিদাকে দমিয়ে অপরের চাহিদাকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়, তবে আল্লাহ তায়ালার তাকে ক্ষমা করে দেন।

(ইবনে আসাকির, ৩১তম খন্ড, ১৪২ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

﴿৭﴾ রোযাদারের কবরের সুগন্ধিযুক্ত মাটি

হযরত সায্যিদুনা ইমাম কাতাদা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ এর ইলমে হাদীসের ওস্তাদ হযরত সায্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে গালিব হাদ্দানী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ কে শহীদ করে দেয়া হলো। দাফনের পর তাঁর কবর শরীফের মাটি থেকে মুশকের সুগন্ধ আসতো। কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে? বললো: “খুব ভাল আচরণ করা হয়েছে।” জিজ্ঞাসা করলো: আপনাকে কোথায় নেয়া হলো? বললেন: “জান্নাতে।” জিজ্ঞাসা করলো: কোন আমলের কারণে। বললেন: “পরিপূর্ণ ঈমান, তাহাজ্জুদ এবং গরমের দিনে রোযা রাখার কারণে।” অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হলো: “আপনার কবর থেকে মুশকের সুগন্ধ কেন আসছে?” তখন উত্তর দিলেন: “এটা আমার তিলাওয়াত ও রোযায় পিপাসার সুগন্ধী।” (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা, নম্বর-৮৫৫৩)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

أَمِينَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

ইমাম বুখারীর কবরের সুবাসিত মাটি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুরূপভাবে হযরত সায্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নূরানী কবরের মাটি থেকেও মুশকের সুগন্ধ আসতো। বারবার কবরের উপর মাটি দেয়া হচ্ছিলো, কিন্তু লোকেরা সুগন্ধীর কারণে তাবারূক হিসেবে মাটি নিয়ে যেতো। (তাবকাতুশ শাফেয়াতু লিস সাবাবী, ২য় খন্ড, ২৩৩ পৃষ্ঠা)

দালাইলুল খয়রাত প্রণেতার কবর থেকেও সুগন্ধী আসতো

‘দালাইলুল খয়রাত’ প্রণেতা হযরত শায়খ সায্যিদ মুহাম্মদ বিন সুলায়মান জায়ুলী رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নূরানী কবরও সুগন্ধীময় ছিলো এবং তা থেকে



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

কস্তুরীর সুগন্ধী প্রবাহিত হতো, কেননা তিনি তাঁর জীবনে অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করতেন। ইস্তিকালের ৭৭ বছর পর কোন কারণে ‘সুস’ থেকে ‘মরক্কো’তে স্থানান্তরিত করার জন্য যখন কবর খোলা হলো, তখন তাঁর رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ শরীর মোবারক একেবারে সুঠাম ও অক্ষত ছিলো, এমনকি কাফনও ময়লা হয়নি। ওফাতের পূর্বে তিনি দাঁড়ি মোবারকের খত বানিয়েছিলেন, তাও তেমনি ছিলো যেনো আজই বানিয়েছেন, এমনকি একজন লোক পরীক্ষা করার জন্য তাঁর চেহারা মোবারকের উপর আঙ্গুল রেখে মৃদু চাপ দিলো, তখন ঐ স্থান থেকে রক্ত সরে গেলো এবং যেখানে চাপ দিয়েছিলেন সেখানে সাদাটে হয়ে গিয়েছিলো অর্থাৎ জীবিত মানুষের মতো শরীলে রক্তও সঞ্চারিত ছিলো!

(মাতালিউল মাসাররাত, ৪র্থ পৃষ্ঠা)

জব্বী মেয়লী নেহী হোতী বদন মেলা নেহী হোতা,
গোলামানে মুহাম্মদ কা কাফন মেয়লা নেহী হোতা

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿৮﴾ রমযান ও ঈদের পর ছয় রোযার বরকত

হযরত সায়িয়্যদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি তিন বছর যাবত মক্কায়ে মুকাররমায় رَادِمًا اللهُ شَرَفًا وَ تَعْظِيمًا অবস্থান করেছিলাম। একজন মক্কাবাসী প্রতিদিন দুপুরের সময় কাবা শরীফ তাওয়াফ করতো, দু’রাকাত ওয়াজিবুত তাওয়াফের নামায আদায় করতো অতঃপর আমাকে সালাম করতো এবং নিজ ঘরে চলে যেতো। আমার সেই নেক বান্দার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে গেলো। সে খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি তাকে সহানুভূতি প্রকাশের জন্য গেলাম, তখন সে আমাকে ওসীয়ত করলো: “আমি যখন মারা যাবো, তখন আপনি নিজ হাতে আমাকে গোসল দিবেন এবং আমার জানাযার নামায পড়াবেন, আমাকে একা ছেড়ে যাবেন না, বরং সারা রাত আমার কবরের পাশে থাকবেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

তাছাড়া মুনকার-নকীর আসলে আমাকে তালকীন করাবেন।” আমি তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিলাম। সুতরাং তার ইস্তিকালের পর আমি তার ওসীয়ত অনুযায়ী কাজ করলাম, তার কবরের পাশে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আমি অদৃশ্য ঘোষনার আওয়াজ শুনলাম: “হে সুফিয়ান (رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ)! এর তোমার তালকীন ও নৈকট্যের কোন প্রয়োজন নেই, কেননা আমি নিজেই তাঁকে ভরসা দিয়েছি ও তালকীন করেছি।” আমি বললাম: তাকে কোন আমলের কারণে এ মর্যাদা দেয়া হয়েছে? আওয়াজ এলো: “রমযানুল মোবারক এবং এরপর শাওয়ালুল মুকাররমের ছয় রোযা রাখার বরকতে।” হযরত সায্যিদুনা সুফিয়ান সওরী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: সেই এক রাতে এই স্বপ্ন আমি তিনবার দেখেছি। আমি আল্লাহ তায়ালার মহান দরবারে আরয করলাম: “ইয়া আল্লাহ! আমাকেও তোমার দয়া ও বদান্যতায় ঐ রোযাগুলো পালনের তৌফিক দান করো!” (কালযুবী, ১৪ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।

أَمِينٍ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

﴿৯﴾ রমযানের চাঁদ

একবার রমযান শরীফের চাঁদ সম্পর্কে কিছু মতভেদ দেখা দিলো, কেউ কেউ বলছিলো যে, সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেছে এবং কেউ কেউ বলছিলো, চাঁদ দেখা যায়নি। হযুর গাউসে আযম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ এর সম্মানিতা আন্মাজান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا বলেন: “আমার এ সন্তান (অর্থাৎ গাউসে আযম رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) জন্মের পর থেকে রমযান শরীফের দিনগুলোতে সারা দিন দুধ পান করেনি। আজও যেহেতু আব্দুল কাদের رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ দিনের বেলায় দুধ পান করেনি, সেহেতু সম্ভবত রাতেই চাঁদ উদিত হয়ে গেছে।” সুতরাং অনুসন্ধান করে জানা গেলো যে, চাঁদ উদিত হয়েছিলো। (বাহজাতুল আসরার, ১৭২ পৃষ্ঠা)



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।
 أَمِينٌ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ছোড়া হে মা কা দুধ ভী মাহে সিয়াম মে, সরতাজে ইতকিয়া কো হামারা সালাম হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬২০ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

লিভার ক্যান্সার ভাল হয়ে গেলো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গাউসে আযম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর ভালবাসা এবং আউলিয়ায়ে কিরামের প্রেম অন্তরে বৃদ্ধি করার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং অধিকহারে রহমত আর বরকত অর্জন করুন। আসুন! আপনাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার জন্য একটি ঈমান তাজাকারী সুবাশিত মাদানী বাহার আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমনটি গুলিস্তানে মুস্তফার (বাবুল মদীনা করাচীর) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: আমি এমন এক ইসলামী ভাইকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মদীনাতুল আউলিয়া মূলতান শরীফে অনুষ্ঠিত তিন দিনের আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার দাওয়াত দিয়েছি যার মেয়ের লিভারের ক্যান্সার ছিলো। সে রোগ মুক্তির দোয়ার প্রেরণা নিয়ে ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো। তার বর্ণনা হলো যে, আমি ইজতিমায় অনেক দোয়া করলাম। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** ফেরার পর যখন নিজের মেয়েকে চেকআপ করলাম, তখন ডাক্তার হতবাক হয়ে গেলো, কারণ তার লিভারের ক্যান্সার ভাল হয়ে গিয়েছিলো! ডাক্তারদের পুরো টিম আশ্চর্য হয়ে গেলো যে, ক্যান্সার গেলো কোথায়! অথচ অবস্থা এতোই খারাপ ছিলো যে, ইজতিমায় যাওয়ার পূর্বে ঐ মেয়ের লিভার থেকে দৈনিক এক সিরিঞ্জ পুঁজ বের করে নিতে হতো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** ইজতিমায়ে পাকে (মূলতান) অংশগ্রহণের বরকতে এখন ঐ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল্লা)

মেয়ের লিভারে ক্যান্সারের নাম ও নিশানাও নেই, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** এই ঘটনা বর্ণনার সময় সেই মেয়ে শুধু সুস্থ নয় বরং তার বিয়েও হয়ে গেছে।

আগর দরদে সর হো, কাঁহী ক্যান্সার হো, দিলায়েগা তুম কো শিফা মাদানী মাহোল।
শিফায়েঁ মিলে গী, বালায়ে টলে গী, ইয়াকীনান হে বরকত ভরা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

﴿১০﴾ দু'জন গীবতকারীনির ঘটনা

হযরত সায়িদুনা আনাস **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** থেকে বর্ণিত, রাসূলে করীম, **رَبُّهُنَّ** রহীম **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** সাহাবায়ে কিরামদের **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** কে একদিন রোযা রাখার আদেশ দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: যতক্ষণ পর্যন্ত আমি অনুমতি দেবো না, তোমরা কেউ ইফতার করবে না। লোকেরা রোযা রাখলো। যখন সন্ধ্যা হলো তখন সকল সাহাবায়ে কিরামগণ **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** একে একে বরকতময় দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করতে থাকলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! আমি রোযাদার, এবার আমাকে অনুমতি দিন, যেনো আমি ইফতার করে নিতে পারি। **হযর** **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** তাঁকে অনুমতি প্রদান করে দিতেন। একজন সাহাবী **হযর** **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! দু'জন মহিলা রোযা রেখেছে এবং তারা আপনার বরকতময় খেদমতে আসতে লজ্জাবোধ করছে, তাদের অনুমতি প্রদান করে দিন যেনো তারাও ইফতার করে নেয়। **নবী করীম, হযর পুরনূর** **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** তাঁর থেকে নূরানী মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তিনি **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ** আবারো আরয করলেন, **হযর** **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** আবারো চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিলেন। তিনি আবারো তা আরয করলে **হযর** **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** নূরানু চেহারা ফিরিয়ে নিলেন, তিনি আবারো একই কথার পূনরাবৃত্তি করলে **হযর** **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

অতঃপর অদৃশ্যে সংবাদ দাতা নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে) ইরশাদ করলেন: “তারা উভয়ে রোযা রাখেনি, তারা কিরূপ রোযাদার যে, সারা দিন মানুষের মাংস খেলো! তাদের দু’জনকে আদেশ দাও যে, যদি তারা রোযাদার হয় তবে যেনো বমি করে দেয়।” সেই সাহাবী তাদের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাদের শাহী বার্তা শুনালেন। তারা উভয়ে বমি করলো, তখন বমিতে জমাট রক্ত বের হলো। সেই সাহাবী رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় খেদমতে ফিরে এসে অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। মক্কী মাদানী আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: সেই পবিত্র সত্বার শপথ! যার কুদরতের আয়ত্বে আমার প্রাণ, যদি তা তাদের পেঠে অবশিষ্ট থাকতো, তবে তাদের উভয়কে আঙুন গ্রাস করতো (কেননা তারা গীবত করেছিলো)। (যম্বুল গীবাতি লিহিবনে আবিদ দুনিয়া, ৭২ পৃষ্ঠা, নম্বর-৩১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর ইলমে গাইব তথা অদৃশ্যের জ্ঞান অর্জিত এবং হুযুর صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর আপন গোলামদের সকল ব্যাপার জানা হয়ে যেতো। তাইতো ঐ মহিলাদের সম্পর্কে মসজিদ শরীফে বসেই অদৃশ্যের সংবাদ ইরশাদ করে দিয়েছেন। যাই হোক, রোযাবস্থায় হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় মুখের কুফলে মদীনাই উত্তম, অন্যথায় তা এমন গোল পাকাবে যে, তাওবা! তাওবা!!

সরওয়ারে দ্বী লিজিয়ে আপনে নাহুয়ানৌ কি খবর,
নফস ও শয়তান সাযিয়াদা! কব তক দাবাতে জায়েজে।

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

﴿১১﴾ লাগাতার চল্লিশ বছর পর্যন্ত রোযা

হযরত সাযিয়্যুনা দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ লাগাতার চল্লিশ বছর যাবত রোযা পালন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর একনিষ্ঠতার অবস্থা এমন ছিলো যে, নিজের পরিবার-পরিজনকেও জানতে দেননি। কাজে যাওয়ার সময় দুপুরের খাবার সাথে নিয়ে যেতেন এবং পথে কাউকে দিয়ে দিতেন, মাগরিবের পর ঘরে এসে খাবার খেয়ে নিতেন। (তারিখ আগদাদ, ৮ম খন্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَاةً عَلَى الْحَبِيبِ!

হযরত দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নফসকে কাবু করার ঘটনাবলী

سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ! একনিষ্ঠতা এমনই হওয়া চাই! হযরত সাযিয়্যুনা দাউদ তাঈ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ নিজের নফসকে কঠোরভাবে আয়ত্তে রেখেছিলেন। ‘তায়কিরাতুল আউলিয়া’ কিতাবে রয়েছে: একবার গরমের দিনে রোদের মধ্যে বসে ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন, তাঁর সম্মানিতা মা رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهَا বললেন: পুত্র! ছায়ায় এসে গেলে ভালো হতো। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ তদুত্তরে বললেন: “আম্মাজান! আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে যে, নফসের প্রবৃত্তি অনুসারে কাজ করতে।”

একবার তাঁর পানির কলসি রোদের মধ্যে দেখে কেউ আরয করলো: জনাব! এটি ছায়ায় রাখলে ভালো হতো। তিনি বললেন: আমি যখন রেখেছিলাম তখন এখানে ছায়া ছিলো; কিন্তু এখন রোদ থেকে তা সরিয়ে নিতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে যে, আমি শুধু নিজের নফসের প্রশান্তির জন্য কলসি সরাতে গিয়ে সময় ব্যয় করবো।

একবার তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ রোদে বসে কোরআন পাকের তিলাওয়াত করছিলেন। কেউ ছায়ায় আসতে অনুরোধ করলো। তখন তিনি বললেন: “নফসের অনুসরণ করা আমার অপছন্দ।” অর্থাৎ নফসও এ পরামর্শ দিচ্ছিলো,



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসান্নাৱাত)

যেনো ছায়ায় এসে যাই; কিন্তু আমি তার অনুসরণ করতে পারিনা। ঐ রাতে তাঁর ইত্তিকাল হয়ে গেলো। তাঁর ইত্তিকালের পর অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুন্য গেলো: “দাউদ তাস্তি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْكَ সফল হয়েছে, কেননা তাঁর মহান প্রতিপালক তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।” (ভাষকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ২০১-২০২ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক।
 أَمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

নিজের নেকী সমূহের ঘোষণা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ১১ নং ঘটনা থেকে সেসব লোকের অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করা উচৎ, যারা বিনা কারণেই নিজের নেকী সমূহের ঘোষণা করে লৌকিকতার (রিয়ার) ধ্বংসযজ্ঞে পতিত হয়, যেমন; কেউ বললো: আমি প্রতি বছর রজব, শা'বান ও রমযানের রোযা রাখি। কেউ বলে: আমি এতো বছর যাবত 'আইয়ামে বীয' এর রোযা রেখে আসছি। কেউ নিজের হজ্জের সংখ্যা, কেউ আবার ওমরার সংখ্যা ঘোষণা দেয়। কেউ বলে: আমি প্রতিদিন এতোবার দরুদ শরীফ পড়ি, অনেক বছর যাবত 'দালাইলুল খায়রাত শরীফ' ওযীফা হিসেবে পাঠ করে আসছি। এতোটুকু পরিমাণ তিলাওয়াত করি, প্রতি মাসে অমুক মাদ্রাসায় এতো টাকা চাঁদা দেই। মোটকথা, বিনা প্রয়োজনে নিজের নফল ইবাদত, তাহাজ্জুদ, নফল রোযা এবং ইবাদতের খুব আলোচনা করা হয়। আল্লাহ না করণ, যদি লৌকিকতায় পতিত হয়, তবে এর শাস্তি সহ্য করা যাবে না।

আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “জুবুল হুয়ন” থেকে আল্লাহ তায়ালায় আশ্রয় প্রার্থনা করো! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ “জুবুল হুয়ন” কী? হুয়র পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “এটি একটি জাহান্নামের উপত্যাকা, যার (কঠোরতা) থেকে জাহান্নামও প্রতিদিন চারশবার আশ্রয় প্রার্থনা



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

করে, এতে ঐ সকল ক্বারী সাহেব প্রবেশ করবে, যারা নিজের আমলে লৌকিকতা (রিয়্য) প্রদর্শন করে থাকে।” (ইবনে মাজাহ, ১ম খন্ড, ১৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৫৬)

লৌকিকতার সংজ্ঞা

লৌকিকতার সংজ্ঞা হলো: “আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইবাদত করা।” যেনো ইবাদত করার উদ্দেশ্য এটাই যে, লোকেরা তার ইবাদত সম্পর্কে জানবে, যেনো সে ঐ লোকদের থেকে অর্থিক উপকারীতা বা লোকেরা তার প্রশংসা করবে অথবা তাকে নেককার মনে করবে কিংবা তাকে সম্মান করবে ইত্যাদি। (আয যাওয়াজির, ১ম খন্ড, ৭২ পৃষ্ঠা)

হেফয করার খুশীতে অনুষ্ঠান

আজকাল মাদানী মুন্না বা মাদানী মুন্নি যদি সম্পূর্ণ কোরআন হিফয করে নেয়, তবে এর জন্য জাঁকজমক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে, যদি এর উদ্দেশ্য লৌকিকতা এবং লোক দেখানো না হয়, ভাল ভাল নিয়্যতের সহিত শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আয়োজন করা হয়, তবে এটি একটি খুবই উত্তম আমল। সম্ভব হলে আপনার হাফিয মাদানী মুন্নার দ্বিনি সফলতার জন্য তাকে কোন বুয়ুর্গের দরবারে পেশ করে সারা জীবন কোরআনে করীম স্মরণ রাখতে এবং এর বিধানাবলীর প্রতি আমল করার জন্য দোয়াও নেয়া উচিত।

إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ এতে অনেক বরকত অর্জিত হবে।

হিফয করা সহজ কিন্তু হাফিয থাকা কঠিন

মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীদেরকে কোরআন করীম হিফয করানো অনেক বড় নেক কাজ, কিন্তু একথাও মনে রাখবেন যে, হিফয করা সহজ, কিন্তু সারা জীবন হাফিয থাকাটা কঠিন। সুতরাং যারাই তাদের সন্তানকে হিফয করাবেন, তাদের খিদমতে আকুলভাবে মাদানী অনুরোধ যে, সারা জীবন আপনার

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ।” স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা’রাইন)

হাফিয সন্তানের প্রতি কড়া নজরও রাখবেন, এবং জোড় দিন যে, প্রতিদিন এক মঞ্জিল তিলাওয়াত যেনো করে, যদি সম্ভব না হয় তবে কমপক্ষে একপারা তো অবশ্যই পড়ে নেয়, যেনো হিফয ভুলে না যায়। “বুখারী শরীফে” রয়েছে: রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর বরকতময় বাণী হচ্ছে: “দৃষ্টি রাখো কোরআনের প্রতি এবং তা স্মরণ করতে থাকো, সেই জাতে পাকের শত কসম! যার আয়ত্বে আমার প্রাণ! অবশ্য কোরআন বেশি পরিমাণে পালাতে চায়, ঐ উটগুলোর চেয়েও, যারা রশিদ্বারা বাঁধা অবস্থায় থাকে।” (বুখারী, ৩য় খন্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা, ৫০৩৩ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ যেমনি ভাবে বাঁধা উট রশি থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং এদের প্রতি যথাযত সংরক্ষণ ও সতর্কতা অবলম্বন করা না হয় ততে তা মুক্ত হয়ে যায়, এর চেয়েও ভয়াবহ অবস্থা হচ্ছে কোরআনের, যদি মুখস্ত করতে না থাকে, তবে তা তোমার অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে, তাই তোমাদের উচিত সর্বদা তা স্মরণ রাখা ও মুখস্ত করতে থাকা, এই মহা মূল্যবান নেয়ামত হাত ছাড়া হতে দিওনা। (ফজোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

হিফয ভুলে যাওয়ার শাস্তি

নিঃসন্দেহে কোরআনে করীম হিফয করা মহান সাওয়াবের কাজ, কিন্তু মনে রাখবেন! হিফয করা সহজ কিন্তু সারা জীবন স্মরণ রাখা কঠিন। হাফিয নারী পুরুষের উচিত যে, প্রতিদিন কমপক্ষে একপারা অবশ্যই তিলাওয়াত করে নেয়া। যেসকল হাফিযগণ রমযানুল মোবারকের আগমণের কিছুদিন পূর্বে থেকে শুধুমাত্র তারবীর নামায়ে মুসল্লীদেরকে শুনানোর জন্য মঞ্জিল পাকা পোক্ত করে এবং এছাড়া আল্লাহর পানাহ! সারা বছর অলসতার কারণে অনেক আয়াত ভুলে যায়, তা বারবার পাঠ করণ এবং আল্লাহ তায়ালার ভয়ে কেঁপে উঠুন। দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত প্রথম খন্ডের ৫৫২ পৃষ্ঠায় সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ বলেন: কোরআন পাঠ করে ভুলে যাওয়া গুনাহ। যে কোরআনের আয়াত মুখস্ত করার পর ভুলে যাবে, কিয়ামতের দিন তাকে অন্ধ করে উঠানো হবে। (বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ৫৫২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় নবী ﷺ এর তিনটি বাণী

❶ আমার উম্মতের সাওয়াব আমার সামনে পেশ করা হলো, এমনকি আমি তাতে সেই খড়্‌কুটা পর্যন্ত দেখেছি যা মানুষ মসজিদ থেকে বের করে এবং আমার উম্মতের গুনাহ আমার নিকট পেশ করা হলো, এতে আমি এর চেয়ে বড় কোন গুনাহ দেখিনি যে, কোন লোক কোরআনের কোন একটি সূরা বা আয়াত মুখস্ত করলো অতঃপর সে তা ভুলে গেলো। (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৪২০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৯২৫)

❷ যে ব্যক্তি কোরআন পড়ে অতঃপর তা ভুলে যায়, তবে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সাথে কুষ্ঠ রোগী হিসেবে সাক্ষাৎ করবে। (আবু দাউদ, ২য় খন্ড, ১০৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৭৪) ❸ কিয়ামতের দিনে আমার উম্মতকে যে গুনাহের জন্য শাস্তি পরিপূর্ণভাবে দেয়া হবে, তা হচ্ছে এই যে, তাদের মধ্য কারো কোরআন পাকের কোন সূরা মুখস্ত ছিলো অতঃপর সে তা ভুলে গেলো।

(জমউল জাওয়ামে, ৩য় খন্ড, ১৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭৮৩৪)

রযবী বাতর্

আ'লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ বলেন: এর চেয়ে বেশি মুর্খ কে, যাকে আল্লাহ তায়ালা এমন সাহস দিয়েছেন এবং সে তা নিজ হাতে নির্মূল করে দিলো, যদি সে এর (হিফযে কোরআনে পাকের) সম্মান সম্পর্কে অবগত হতো এবং যে সাওয়াব ও মর্যাদার অঙ্গিকার এর জন্য রয়েছে সে সম্পর্কে জানতো, তবে সে একে মন ও প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় হিসেবে জানতো। তিনি আরো বলেন: যতটুকু সম্ভব তা অপরকে পড়ানো, হিফয করানো ও নিজেও মুখস্ত রাখার চেষ্টা করুন, যেনো সেই সাওয়াব যা এর ব্যাপারে অঙ্গিকার করা হয়েছে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আস্ফুর রাজ্জাক)

তা অর্জিত হয় এবং কিয়ামতের দিনে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগী হিসেবে উঠা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। (ফতোয়ায়ে রববীয়া, ২৩তম খন্ড, ৬৪৫, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

নেকী প্রকাশ করার অনুমতি কখন রয়েছে?

নেয়ামতের চর্চার নিয়তে নেক কর্ম প্রকাশ করা যেতে পারে, অনুরূপভাবে কোন ধর্মীয় নেতা এবং তিনি এই নিয়তে নিজের আমলকে প্রকাশ করছেন যে, যেনো তাঁর অধিনস্থরা এ থেকে নেক আমল করার উৎসাহ পায়, তবে এটা লৌকিকতা (রিয়া) নয়, তবে প্রত্যেককে নিজের আমল প্রকাশ করার সময় নিজের অন্তরের অবস্থা একশত একবার যাচাই করে নেয়া উচিত, কেননা শয়তান খুবই ধোঁকাবাজ, হতে পারে যে, এভাবে উস্কানী দিয়েও তাকে লৌকিকতায় লিপ্ত করে দেয়, যেমন; অন্তরে প্ররোচনা দিলো যে, লোকজনকে বলে দাও, “আমি তো শুধু নেয়ামতের চর্চার খাতিরেই নিজের আমলগুলো প্রকাশ করছি।” অথচ অন্তরে এ আত্মতৃপ্তিই লালিত হচ্ছে যে, এভাবে বললে মানুষের অন্তরে আমার সম্মান বেড়ে যাবে। এটা নিশ্চিতভাবে লৌকিকতা (রিয়া) এবং সাথে নেয়ামতের চর্চার কথা বলা লৌকিকতার উপর লৌকিকতাই এবং এর সাথে সাথে মিথ্যার মতো গুনাহের ধ্বংসতো আছেই। বিস্তারিত জ্ঞানার্জনের জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃত প্রকাশিত “রিয়াকারী” কিতাবপি অধ্যয়ন করুন।

ইয়া রাব্বের মুস্তফা! عَزَّ وَجَلَّ! আমাদেরকে একনিষ্ঠতার সহিত ইবাদত এবং অধিকহারে নফল রোযা রাখার সৌভাগ্য দান করুন আর আমাদেরকে শয়তানের ঐ বাহানা ও চক্রান্তের পরিচয় দান করুন, যা দ্বারা সে আমাদের আমলগুলো নষ্ট করে দেয়। اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ

আতা করদেয় ইখলাস কি মুঝ কো নেয়ামত,

না নবদিক আয়ে রিয়া ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

﴿১২﴾ রোযাদারদের এলাকা

হযরত সায্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ চল্লিশ বছরের মধ্যে কখনো খেজুর খাননি। চল্লিশ বছর পর যখন তাঁর মনে খেজুর খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জন্মালো তখন নফসকে দমন করার জন্য তিনি লাগাতার আটদিন রোযা রাখলেন। তারপর খেজুর কিনে দিনের বেলায় বসরা শরীফের একটি এলাকার মসজিদে প্রবেশ করলেন, খাওয়ার জন্য খেজুর বের করতেই একটি ছেলে চিৎকার করে উঠলো, আব্বাজান! মসজিদে ইহুদী এসে গেছে! ইহুদীর নাম শুনতেই তার পিতা হাতে লাঠি নিয়ে দৌড়ে আসলো, কিন্তু আসতেই তাঁকে চিনে ফেললো এবং ক্ষমা চেয়ে আরম্ভ করলো: হুয়ুর! আসলে বিষয়টি হচ্ছে যে, আমাদের এলাকায় সকল মুসলমানই রোযা রাখে, ইহুদীরা ছাড়া দিনের বেলায় এখানে কেউ খাবার খায়না, এ কারণে ছেলোটি আপনাকে ইহুদী মনে করেছে। অনুগ্রহ করে আপনি তার ভুল ক্ষমা করে দিন। তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ খুবই আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন: শিশুদের ভাষা “অদৃশ্যের ভাষা” হয়ে থাকে। অতঃপর শপথ করে নিলেন যে, কখনো খেজুর খাওয়ার নামও নিবো না।

(তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৫২ পৃষ্ঠা)

মাংসের ঘ্রাণ নিয়েই ...

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীনরা رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ الْبَرِّينِ নিজেদের নফসকে কিভাবে মারতেন। সায্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর নফসকে দমনের কথা কি বলবো? তিনি رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বছরের পর বছর ধরে কোন সুস্বাদু খাবার খেতেন না। সাধারণতঃ দিনের বেলায় রোযা রেখে শুকনো রুটি দিয়ে ইফতার করা তার অভ্যাস ছিলো। একদিন নফসের ইচ্ছানুসারে মাংস কিনলেন এবং তা নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে এর ঘ্রাণ নিলেন এবং বললেন: “হে নফস! মাংসের ঘ্রাণেও তো তৃপ্তি রয়েছে! ব্যস, এর

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

চেয়ে বেশি এতে তোমার অংশ নেই।” এ কথা বলে ঐ মাংস এক ফকীরকে দিয়ে দিলেন। অতঃপর বললেন: “ওহে নফস! কোন শত্রুতার কারণে আমি তোমাকে কষ্ট দিচ্ছি না, আমি তো শুধু এজন্য তোমাকে ধৈর্যের অভ্যস্থ করে তুলছি যেনো আল্লাহ তায়ালার চিরস্থায়ী সম্পদ নসীব হয়ে যায়। (ভাষিকিরাতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৫১ পৃষ্ঠা) এটাও জানা গেলো যে, পূর্ববর্তী মুসলমানগণ নফল রোযাকে খুব ভালবাসতেন, তাইতো বসরা শরীফের পুরো একটি এলাকার প্রতিটি মুসলমান প্রতিদিনই রোযা রাখতেন!

অবুবা শিশুর পক্ষ থেকে নেকীর দাওয়াত

হযরত সায্যিদুনা মালিক বিন দীনার رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর এরূপ বলা যে, শিশুদের ভাষা “অদৃশ্যের ভাষা” হয়ে থাকে। এটি খুবই জ্ঞানসমৃদ্ধ বানী। আসলেই অবুবা শিশুদের কথাবার্তা এবং কর্মকাণ্ডে অধিকাংশ সময়ই শিক্ষণীয় মাদানী ফুল পাওয়া যায়। সংগত কারণে বর্ণনাকৃত ১২ নং ঘটনাটি সগে মদীনা عَنْهُ (অর্থাৎ লিখক) বাবুল মদীনা করাচীতে এক ইসলামী ভাইয়ের ঘরে ৯ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪২২ হিজরী লিখার সৌভাগ্য নসীব হয়। খাওয়ার সময় গৃহকর্তা মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীও খেতে বসলো। তারা উভয়ে খাবার সময় আমাকে লোভ ও অতি আশা, অযথা ঝগড়া ঝাটি, মানহানি, অধৈর্য, চুগলী, হিংসা, আত্মসম্মানবোধ, লৌকিকতা, বিপদাপদের অহেতুক আলোচনা ও অতিরিক্ত কথাবার্তা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অনেক শিক্ষা দিলো!! আপনারা সম্ভবত চিন্তায় পড়ে গেলেন যে, এই অবুবা শিশুরা কিভাবে এতগুলো বিষয়ের শিক্ষা দিতে পারে! ঐ শিক্ষার মূল রহস্য হলো যে, তারা এরূপ আচরণ করছিলেন যেনো একজন মাদানী মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ অনেক কিছু শিখে নিতে পারে। যেমন; তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার পাত্রের মধ্যে নিলো, কিছু খেলো, কিছু নিচে ফেললো আর কিছু পাত্রে রেখে দিলো। তাদের এই আচরণ থেকে এটি

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

শিখার রয়েছে যে, নিজ পাত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার নেওয়াটা লোভ ও অতি আশারই আলামত এবং অবুঝ শিশুদেরই কাজ, বড়দের এরূপ করা উচিত নয়, পতিত খাবার এইভাবেই রেখে দেয়ার পরিবর্তে উঠিয়ে খেয়ে নেয়া উচিত, খাওয়ার পর প্লেট চেটে খাওয়া সুন্নাত, শিশুরা যদিও সুন্নাত বর্জন করে দেয়, বড়দের এরূপ করা উচিত নয়। মাদানী মুন্না ঠান্ডা পানীয়ের দেড় লিটারের বোতল নিয়ে নিজের জন্য পুরো ১ গ্লাস ভর্তি করে নিলো, এতে মাদানী মনীটি বিরোধীতা করতে লাগলো, এমনকি প্রথমে বোতলটি আমার পাশে রাখলো, কিন্তু এতেও যখন সে স্বস্তি পেলো না তখন সে বোতলটি সেখান থেকে উঠিয়ে কক্ষের বাইরে অন্য কারো নিকট দিয়ে আসলো। এই “বিরোধীতা”র মাধ্যমে উভয়ে হিংসারই শিক্ষা দিলো। যেহেতু উভয়ের মাঝে ঝগড়া লেগে গিয়েছিলো, তাই এখন একে অপরের “দোষ” বের করতে লাগলো, যেনো এটাই বুঝাতে চাচ্ছিলো যে, দেখুন! আমরা অবুঝ, তাই অতিরিক্ত কথাবার্তা, মানহানি, অযথা ঝগড়াঝাটি ও অধৈর্য হয়ে যাচ্ছি আর একে অপরের দোষ বের করছি, যদি জ্ঞানীর বেশ ধারণকারী ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে, তবে সে বোকা নয় তো আর কি? সত্যিই আমরা নিজ প্রশংসায় বিভোর হয়ে আছি, আমরা নিজ মুখে নিজের প্রশংসার বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছি, একে অপরের ছোট ছোট বিষয়গুলোকেও দেখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমরা তো ছোট হওয়ার কারণে ছাড় পেয়ে যাবো, কেননা আমরা এখনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক। যদি আপনারাও আমাদের মতো ভুল করে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যান, তবে হতে পারে কিয়ামতের দিন আপনাকে গুনাহগার হিসেবে জাহান্নামে যাওয়ার নির্দেশ শুনিয়ে দেয়া হয়, যদি এরূপ হয়েই যায় তবে আপনার ঐ ধরনের অনুশোচনা হবে, যা দুনিয়ায় স্বয়ং অনুশোচনাও কখনো এ ধরনের অনুশোচনা দেখেনি!

মাদানী মুন্না মেহেদী দেয়া হাত কেন দেখালো?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তব কথা এটাই যে, যদি মাদানী মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তি শিশুদের সারা দিনের আচরণগুলো নিরীক্ষণ করে, তবে তাদের

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

প্রতিটি আচরণ ও নিরবতার মধ্যে নিজের জন্য শিক্ষার অসংখ্য মাদানী ফুল অর্জন করতে পারবে। একবার ঈদে মিলাদুন্নবী ﷺ এর রাতে এক ইসলামী ভাই তার ছোট্ট মাদানী মুন্নীকে নিয়ে আমার নিকট আসলো, সে তার মেহেদী রঞ্জিত হাত দেখিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিলো, এ থেকে আমি “মাদানী ফুল” অর্জন করলাম, সে যেনো বলতে চাইলো, শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া পরোক্ষভাবে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশও “আত্মস্তরিতা” তথা বাহ বাহ প্রত্য্যাশারই নিদর্শন, যা আমরা অবুঝদেরই কাজ। প্রকৃতপক্ষে বাচ্চারা নিজের মেহেদী রঞ্জিত হাত দেখিয়ে অথবা শিশুরা নিজের নতুন কাপড় ইত্যাদির দিকে মনযোগ আকৃষ্ট করে বাহ বাহ ও সৌন্দর্যের প্রশংসারই আশা করে, কিন্তু এতে প্রাসঙ্গিকভাবে বড়দের জন্য শিখার অনেক কিছু থাকে। আজকাল লোক সমাজে অধিকাংশই “আত্মস্তরিতা” এর রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যাচ্ছে, প্রসিদ্ধি প্রেম এবং বাহ বাহ পাওয়ার রোগ আজ সর্বত্রই বিরাজমান। এর মাত্রা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, মসজিদ, মাদ্রাসার নির্মাণ কাজে এবং অন্যান্য নেক কাজেও নিজ নামের প্রসিদ্ধির অন্বেষণ থাকেই, এটা খুবই মারাত্মক রোগ, কিন্তু এখন এদিকে মানুষের কোন খেয়ালই নেই। হুযুর পুরনুর ﷺ ইরশাদ করেন: “দু’টি ক্ষুধার্ত নেকড়েকে ভেড়ার পালের মাঝে ছেড়ে দিলে, তারা এতটুকু ক্ষতিসাধন করবে না, যতটুকু ধন সম্পদ ও মান সম্মানের লোভ মানুষের দ্বীনের ক্ষেত্রে ক্ষতি সাধন করে।” (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৩৮৩)

আমি জুমার নামায থেকেও বঞ্চিত ছিলাম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রসিদ্ধি ও সম্পদের প্রেম অন্তর থেকে নিশ্চিহ্ন করতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন এবং দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিনত করুন। দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের বাহারের কথা কি বলবো! যেমনটি গুজরাঁওয়াল্লা (পাঞ্জাব) এর



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

স্থানীয় এক ইসলামী ভাই বিদেশী ফ্যাশানে মগ্ন হয়ে গুনাহে ভরা জীবন অতিবাহিত করছিলো এবং খারাপ সঙ্গের কারণে আল্লাহর পানাহ! মদ্যপানেও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেলো যে, জুমার নামায পর্যন্ত পড়তো না, সে কোরআনে পাকের হাফিয ছিলো, কিন্তু প্রায় ১২ বছর পর্যন্ত কোরআন শরীফ খুলেও দেখেনি, যার কারণে কোরআন শরীফ প্রায় ভুলে গিয়েছিলো। সর্বোপরি জীবনের প্রতিটি দিন অলসতায় কাটছিলো, এ অবস্থায় তার নসীব জেগে উঠলো এবং পাগড়ি পড়া একজন ইসলামী ভাইয়ের সাথে তার সাক্ষাত হয়ে গেলো। তার সুন্দর চরিত্র এবং মমতাপূর্ণ আচরণ তাকে খুবই প্রভাবিত করলো। তিনি তাকে মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফে অনুষ্ঠিত আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিন দিনের আন্তর্জাতিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহন করার দাওয়াত দিলো, সে অপারগতা পেশ করে বললো যে, আমি বেকার, আর অর্থনৈতিক অবস্থা আমাকে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছে না। তিনি খুবই বিনয় সহকারে আপন করে নিয়ে উৎসাহ প্রদান করলো এবং তার টিকেটের ব্যবস্থা করে দিলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** এভাবে সে সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হয় গেলো। সেখানকার মনোরম দৃশ্য এবং সূন্নাতে ভরা বয়ান ও ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ দোয়া **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** তার জীবনকে একেবারে পরিবর্তন করে দিলো। যখন সে ইজতিমা পাক থেকে ফিরে আসলো তখন তার অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গিয়েছিলো। অতঃপর তার আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কফিলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জিত হয়, যা তার বাহ্যিক অবয়বকেও সূন্নাতের রঙে সাজিয়ে দিলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ততার বরকতে তার ভুলে যাওয়া কোরআনে পাকও মুখস্ত করে নিলো বরং সাত বছর পর্যন্ত ইমামতি করার সৌভাগ্য নসিব হলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে তাকে “পাঞ্জাব মক্কী” এর মজলিশের একজন জিম্মাদার হিসাবে খিদমত করার সৌভাগ্যও অর্জন হয়।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিভাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

গুনাহগারো আ'ও, সিয়াকারো আ'ও, গুনাহৌ কো দেয়গা ছোড়া মাদানী মাহোল।

পিলা কর মুয়ে ইশক দেয় গা বানা ইয়ে, তুমহে আশিকে মুস্তফা মাদানী মাহোল।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ইয়া রাব্বের মুস্তফা عَزَّ وَجَلَّ! আমাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে স্থায়িত্ব নসীব করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে মাদানী কাফেলায় সফর করার উৎসাহ দান করুন। ইয়া ইলাহী! আমাদেরকে ইখলাসের অমূল্য সম্পদ দ্বারা ধন্য করুন, প্রসিদ্ধি ও সম্পদের লোভ এবং লৌকিকতার ধ্বংসযজ্ঞতা থেকে রক্ষা করুন। আমাদেরকে ফরয রোযার পাশাপাশি অধিকহারে নফল রোযা রাখারও সৌভাগ্য দান করুন এবং তা কবুলও করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে এবং সকল উম্মতে মুহাম্মদী عَلَی صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ দের ক্ষমা করে দাও।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

মোটা মোটা সাপ

বর্ণিত আছে: কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামায বর্জনকারীর চেহারা কৃষ্ণ বর্ণ হবে এবং জাহান্নামের একটি উপত্যাকা রয়েছে, যাকে লামলাম বলা হয়, সেখানে উটের গর্দানের ন্যায় মোটা মোটা সাপ রয়েছে, প্রতিটি সাপ দৈর্ঘ্যে এক মাসের সফরের সমান। যখন এই সাপ নামায বর্জনকারীকে দংশন করবে, তখন এর বিষ তার শরীরে ৭০ বছর পর্যন্ত জোশ মারতে থাকবে। (আয যাওয়াজির, ১ম খন্ড, ২৯৬ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ইতিকারকারীদের ৪০টি মাদানী বাহার

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ব্যবস্থাপনায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকারে দেয়া ইতিকারকারীদের প্রশিক্ষণ দ্বারা প্রতি বছর সমাজের অসংখ্য পথভ্রষ্ট মানুষ গুনাহ থেকে তাওবা করে এবং তাদের মধ্যে অনেক সৌভাগ্যবান এই প্রেরণা “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে” নিয়ে যায় অতঃপর নিজের এবং অপরের সংশোধনের চেষ্টায় লিপ্ত হয়ে যায়, এরই বলক পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে পরিলক্ষিত হবে। ইসলামী ভাইয়েরা নিজেদের মত করে লিখেছে, প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজন করে পাঠকদের জন্য আকর্ষণীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দরুদ শরীফের ফযীলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সুবাসিত বাণী হচ্ছে: “যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশতবার দরুদ শরীফ পাঠ করলো, আল্লাহ তায়ালা তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, এই ব্যক্তি কপটতা ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদের সাথে রাখা হবে।”

(মু'জামু আওসাত, ৫ম খন্ড, ২৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৭২৩৫)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلِّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

❦ শিকারী নিজেই শিকার হয়ে গেলো

আত্তারাবাদ (জেকব আবাদ, বাবুল ইসলাম সিদ্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাই যে ঘরে জন্ম নিয়েছে, তা অজ্ঞতার ঘোরে আবদ্ধ ছিলো। সাহায্যে কিরামদেরকে আল্লাহর পানাহ! খারাপ বলাটা সাওয়াবের কাজ মনে করা হতো। সেও এই ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্টতার মধ্যে একেবারেই ফেঁসে গিয়েছিলো, তার তাওবার উপায় কিছুটা এরূপ ছিলো যে, আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (আত্তারাবাদ) রমযানুল মোবারকের (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ ইংরেজী) শেষ দশদিনে সম্মিলিত ইতিকাকফের ব্যবস্থা করা হয়, তাদের এলাকার কিছু ছেলেও ইতিকাকফ করছিলো, তাদেরকে উত্যক্ত করার জন্য সে মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় এসে গেলো, সেখানে সুনাতের প্রশিক্ষণের আসর বসেছিলো, সে পাশের থাকে বসে গেলো, উদ্দেশ্য ছিলো সুযোগ পেলে দুষ্টামী শুরু করবে, ইতিমধ্যে এক আশিকে রাসূল স্বেচ্ছাসেবক অত্যন্ত ভালবাসাপূর্ণ মনমুগ্ধ ভঙ্গিতে তাকে আসরে বসার জন্য বললো, তার আন্তরিকতা ও নশ্রতার কারণে সে অস্বীকার করতে পারলো না এবং আসরে বসে গেলো এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের বয়ান আত্বহ শুনতে লাগলো। মুবাল্লিগের বয়ানে আশ্চর্য রকমের আকর্ষণ ছিলো, সে ধীরে ধীরে বয়ানের মাদানী ফুলের যাদুতে ধরা পড়তে লাগলো। আশিকানে রাসূল তাকে অবশিষ্ট দিনগুলোর ইতিকাকফের দাওয়াত দিলো, সে রাজি হয়ে গেলো এবং ইতিকাকফের ফয়েয অর্জনে লিপ্ত হয়ে গেলো। সে তো শিকার করতে গিয়েছিলো কিন্তু “নিজেই নিজের জালে ধরা পড়লো” এর নিরিখে নিজেই শিকার হয়ে গেলো। তার জন্য ইতিকাকফে সবকিছুই নতুন ছিলো। ইতিকাকফের সময় সে তার পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে জানলো। **الْحَسْبُ اللَّهُ وَعَزَّ وَجَلَّ** সে ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে তাওবা করলো, কালেমায়ে তৈয়্যবা পাঠ করলো এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাধ্যমে আহলে সুনাতের নৌকায় আরোহণ করে মদীনার পানে রওয়ানা হয়ে গেলো। সে মুখে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

মাদানী নিদর্শন তথা দাঁড়ি মোবারক দ্বারা এবং মাথা সবুজ পাগড়ী শরীফ দ্বারা সজ্জিত করে নিলো। ৩৩দিনের মাদানী তারবীয়াতি কোর্স করে দাওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুযায়ী হালকা যিম্মাদারীতে অধিষ্ঠিত হলো এবং الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ নিজেকে সংশোধনের পাশাপাশি অপরের সংশোধনেরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ রাব্বুল ইয়্যত তাকে এবং আমাকে মাদানী পরিবেশে স্থায়িত্ব দান করুন আর ভ্রান্তপথের পথিকদের সঠিক ও সত্য পথ দেখান।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

খতম হোগী শারারত কি আদত চলো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

দুর হোগী গুনাহে কি শামত চলো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

﴿২﴾ আমি কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম

শুজাবাদ তেহসীল, জিলা মুলতান এর (বর্তমানে বাবুল মদীনা করাচী) এক ইসলামী পিতামাতার সাথে مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ প্রচন্ড বেয়াদবি করতো, ক্রিকেট ও বিলিয়ার্ড খেলায় দিন নষ্ট করতাম এবং রাতে ভিডিও সেন্টারের শোভা বাড়াতাম। রমযানুল মোবারক মাসে পিতামাতার সাথে সে অনেক বাগড়া করলো, এমনকি ঘরে ভাংচুর শুরু করে দিয়েছিলো! নিজের গুনাহে ভরা জীবনের উপর নিজেই বিরক্ত ছিলো, প্রচন্ড রাগের কারণে مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ কয়েকবার আত্মহত্যারও চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ব্যর্থ হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা দয়ায় তার রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন ইতিকাকফ করার শখ হলো, নিজের বাড়ির পাশের মসজিদেই ইতিকাকফ করার ইচ্ছা ছিলো কিন্তু এক ইসলামী ভাই এর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো, তার ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাহফে আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাহফে বসে গেলো। **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** সম্মিলিত ইতিকাহফের বরকতের কথা কি বলবো! ক্লিন-শেভ এবং পেণ্ট শাটে অভ্যস্ত ছিলো, কিন্তু তারবিয়্যতি হালকা, সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং আশিকানে রাসূলের সহচর্য মাদানী রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দিলো যে, সাথে সাথে দাঁড়ি লম্বা করতে শুরু করে দিলো, পাগড়ী শরীফের মুকুট মাথায় সাজিয়ে নিলো এবং চাঁদ রাতে খুব কান্নাকাটি করে গুনাহ থেকে তাওবা করে বাড়ি ফিরার পরিবর্তে সুন্নাতের প্রশিক্ষণের তিন দিনের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফরে রওয়ানা হয়ে গেলো। সে বললো: আল্লাহর শপথ! এটাই আমার জীবনের সর্বপ্রথম ঈদ, যা খুব ভালভাবেই কেটেছে। বাড়ি ফিরে আম্মাজানের কদমে লুটিয়ে পরলো এবং এমনভাবে কান্নাকাটি করলো যে, হেঁচকি শুরু হয়ে গেলো এবং বেহুঁশ হয়ে গেলো। প্রায় আধঘন্টা পর যখন জ্ঞান ফিরে আসলো তখন পরিবারের সবাই চারিদিকে ঘিরে আছে এবং আশ্চর্য হয়ে তারা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলো যে, এর কি হয়ে গেলো? **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** ঘরে অনেক সুন্দর ব্যবস্থা হয়ে গেলো। তাকে সাংগঠনিকভাবে এলাকা মুশাওয়ারাতের নিগরান বানানো হয় এবং আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় ৬৩ দিনের তরবিয়্যতি কোর্স করার সৌভাগ্য অর্জন হয়। অতএব ১২৬ দিনের “ইমামত কোর্স”ও শুরু করলো। আল্লাহ তায়ালা তাকে এবং আমাদের সবাইকে স্থায়িত্ব দান করুন।

বিগড়ে আখলাক সারে সুনওয়ার জায়েঙ্গে,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।
ব্যস মযা কিয়া মযেকো মযে আয়েঙ্গে,
মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাহফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪০, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلِّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

❦ আমি ঈদ ছাড়া কখনো নামাযই পড়িনি!

মিয়ানুয়ালী কলোনী, মাস্কেপীর রোড, বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়া পূর্বে অনেক “গার্লফ্রেন্ড” (বান্ধবী) ছিলো, নিকৃষ্ট মনের অবস্থা এমন ছিলো যে, প্রতিদিন খারাপ সিনেমা দেখতো, আশ্চার্যের বিষয় যে, সে জীবনে ঈদ ব্যতীত কখনো নামাযই পড়েনি এবং সে মোটেই জানতো না যে, নামায কিভাবে পড়তে হয়!!! তার ভাগ্যকাশের তারকা চমকে উঠলো এবং তার আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মার্কায ফয়যানে মদীনায় রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিনের সম্মিলিত ইতিকাহফ করার সৌভাগ্য হলো, ফয়যানে মদীনার মাদানী পরিবেশের কথা কি বলবো! তার চোখ খুলে গেলো, অলসতার পর্দা উঠে গেলো এবং নেককাজের প্রেরণা অর্জিত হলো।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে নামায শিখে নিলো এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলো। সে দু'টি মসজিদে ফয়যানে সুন্নাহের দরস দিতে শুরু করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ ইসলামী ভাইয়েরা তাকে একটি মসজিদের যেলা মুশাওয়ারাত নিগরান (যিম্মাদার) বানিয়ে দিলো এবং তার উপর আরো দয়া হয়েছিলে যে, স্বপ্নযোগে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দীদার নসীব হয়ে গেলো।

জিসে চাহা জালওয়া দিখা দিয়া, উছে জামে ইশক পিলা দিয়া,
জিসে চাহা নেক বানা দিয়া, ইয়ে মেরে হাবীব কি বাত হে।
জিসে চাহা আপনা বানা লিয়া, জিসে চাহা দরপে বুলা লিয়া,
ইয়ে বড়ে করম কে হে ফায়সালে, ইয়ে বড়ে নসিব কি বাত হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

﴿৪﴾ ইতিকাহফের বরকতে পুরো বংশই মুসলমান হয়ে গেলো

কালিয়ান (মহারাষ্ট্র ভারত) এর মেমন মসজিদে আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) রমযানুল মোবারকে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাহফে একজন নওমুসলিমের (যিনি কয়েকদিন পূর্বে দা'ওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগের মাধ্যমে মুসলমান হয়েছিলো) ইতিকাহফ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো। সুন্নাতে ভরা বয়ান, ক্যাসেট ইজতিমা এবং সুন্নাতে ভরা হালকা সমূহ তাকে মাদানী রঙ্গে রঞ্জিত করে দিলো, ইতিকাহফের বরকতে দ্বীনের তবলীগের মত মহান কাজের প্রেরণা তার মাঝে এসে গেলো, যেহেতু তার পরিবারের বাকী সদস্যরা তখনো কুফরীর অন্ধকারে ছিল, তাই ইতিকাহফ শেষেই সে তার পরিবারের সদস্যদেরকে (হিদায়াতের জন্য) প্রচেষ্টা শুরু করে দিলো, দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগদেরকে ঘরে নিয়ে তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মা-বাবা, দুই বোন ও এক ভাইসহ পুরো পরিবার মুসলমান হয়ে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে হুয়ুর গউসে পাক رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে গেলো।

ওয়ালওয়াল দী কি তবলীগ কা পাওগে, মাদানী মাহেল মে করলো তুম ইতিকাহফ।

ফযলে রব সে যামানে পে ছা যাওগে, মাদানী মাহেল মে করলো তুম ইতিকাহফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿৫﴾ আমি পুরোপুরি দুনিয়াদার ছিলাম

সক্কর শহর (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাইয়ের দুনিয়াবী সম্পদ অর্জনের চিন্তাই ভর করে ছিলো, আমল থেকে অনেক দূরে গুনাহের অন্ধকার উপত্যকায় ডুবে ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কিছু আশিকে রাসুলের শুভদৃষ্টি তার উপর পড়ে গেলো, তারা রমযানুল মোবারকে বারবার তার নিকট



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহাত)

আসতো এবং তাকে সম্মিলিত ইতিকাকফের দাওয়াত দিতো কিন্তু সে তালবাহানা করতো। **مَا كُنَّا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** সেই আশিকানে রাসূলরা খুবই নাছোড় বান্দা ছিলেন, যেনো নিরাশ হতে জানতই না, তারা এই ইসলামী ভাইকে সেই অবস্থায় ছেড়ে দেয়াকে পছন্দ করলো না এবং তারা বিভিন্নভাবে নেকীর দাওয়াত দিয়ে নিজেদের সাওয়াব অর্জন করতে লাগলো! তাদের অনবরত ইনফিরাদী কৌশিশ অবশেষে সফল হলো এবং সেই পরিপূর্ণ দুনিয়াদারের অন্তরও গলে গেলো এবং সে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন (সম্ভবত ১৪১০ হিজরী, ১৯৯০ সাল) তাদের সাথে ইতিকাকফারী হয়ে গেলো। ইতিকাকফে এসে তার মনে হলো যে, নবী প্রেমিকদের জগতই ভিন্ন! আশিকানে রাসূলের সহচর্য তাকে মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন করে দিলো, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সে নামাযী হয়ে গেলো, দাঁড়ি রেখে নিলো এবং পাগড়ী শরীফ মাথায় সাজিয়ে নিলো। সেখানে তার এই মাসয়ালাটি শিখার সৌভাগ্য অর্জন হলো যে, কিবলামুখী হয়ে বা পিঠ দিয়ে প্রসাব পায়খানার করা হারাম। দূর্ভাগ্যক্রমে ইতিকাকফের মসজিদে প্রসাবখানার দিক ভুল ছিলো। সে আল্লাহ তায়ালার সন্তষ্টির জন্য সাথে সাথেই কারিগর ডেকে নিজ পকেট থেকে খরচ দিয়ে প্রসাবখানার দিক ঠিক করে দিলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** ইতিকাকফের পর থেকে এখনো পর্যন্ত তার অনেকবার আশিকানে রাসূলের সাথে সুনাতের প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সুনাতে ভরা সফরের সৌভাগ্য নসীব হয়েছে।

হুকে দুনিয়া সে দিল পাক হো যায়েগা, মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাকফ।

জামে ইশকে মুহাম্মদ জী হাত আয়েগা, মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাকফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

﴿৬﴾ আমাকেও আপনার মত গড়ে নিন

রাওয়ালপিন্ডি (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই যখন দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিলো, তখন তার মহল্লার বিলাল মসজিদে রমযানুল মোবারকের (১৪২১ হিজরী,



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

২০০০ সাল) শেষ দশদিনের ইতিকাফ করলো। সেখানে ১৪, ১৫ জন ইতিকাফকারী ছিলো, সম্ভবত ২৮ রমযানুল মোবারক যোহরের নামাযের পর তার বাল্যকালের এক সহপাঠি (যে বেচারার সরলতার কারণে তার দুষ্টমির কেন্দ্রে পরিণত হতো) আসলো, তার মাথায় সবুজ পাগড়ী সজ্জিত ছিলো, সালাম দোয়ার পর সে ইতিকাফকারীদেরকে ইনফিরাদী কৌশিশ করতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো: দয়া করে আপনাদের মধ্যে কেউ ঈদের নামাযের পদ্ধতিটা শুনিয়ে দিন। সকলে একে অপরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো! এতে সে বললো: আচ্ছা ঠিক আছে, জানাযার নামাযের নিয়মটা বলে দিন। এটাও তাদের মধ্যে কেউ বলতে পারলোনা। অতঃপর দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ তাদেরকে নামাযের অনুশীলন (Practical) করালো। এতে তাদের অনেক ভুল প্রকাশ পেলো। এরপর অত্যন্ত সুন্দর ও মার্জিতভাবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ তাদেরকে ঈদের নামায ও জানাযার নামাযের পদ্ধতি শিখলো। এতে তারা খুবই খুশি হলো। সেই ইসলামী ভাইয়ের বক্তব্য হলো: “সত্য বলতে ইতিকাফে আমাদের এটাই অর্জন ছিলো যে, দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের বরকতে বিভিন্ন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা শিখতে পেরেছি।” ঈদের নামাযে তারা মসজিদের ছাদে জায়গা পেলো, যখন ইমাম সাহেব ২য় তাকবীর বললেন তখন এই ইসলামী ভাই ছাড়া প্রায় সকলেই রুকুতে চলে গেলো! অথচ তা রুকুর তাকবীর ছিলো না বরং এতে হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে ঝুলিয়ে দিতে হয়। যাক, নয়তো সেও সাধারণের সাথে রুকুতে চলে যেতো, কিন্তু দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগরা ইতিকাফে ঈদের নামাযের পদ্ধতি শিখিয়েছিলো। এতে তার হৃদয়ে দাগ কাটলো এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর গুরুত্ব তার নিকট স্পষ্ট হয়ে গেলো। সে দা'ওয়াতে ইসলামী ঐ মুবাল্লিগের সাথে ঈদের দিন সাক্ষাতে আরম্ভ করলো: আমাকেও আপনার মত গড়ে নিন। এতে দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ তাকে খুবই উৎসাহিত করলো। **دَا'وَاةِ اِلِسْلَامِ** দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগের ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে সে অবশেষে আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে এসে গেলো

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ। স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের সাংগঠনিক নিয়মানুসারে শিক্ষা বিষয়ক মজলিশের এলাকা যিম্মাদারও হয়েছিলো।

হাঁ জানাযা ও ঈদ ইসকো সিঁখে মযিদ, আয়ে মসজিদ চল্লে কিজিয়ে ইতিকাকফ।
খুব নেকী কজযবা মিলেগা জনাব! আ'প হিম্মত কর্লে কিজিয়ে ইতিকাকফ।

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ!

﴿৭﴾ আমার চোখে পানি এসে গেলো!

জিন্নাহ বাদ (বাবুল মদীনা, করাচী) এর এক ইসলামী ভাই রমযানুল মোবারকের (সম্ভবত ১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) শেষ দশদিন আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় সম্মিলিত ইতিকাকফের বরকত অর্জনের সৌভাগ্য অর্জন করে এবং গুনাহ তাওবা করে, সে সুন্নাত অনুযায়ী খাবারও পর্যন্ত খেতে জানতো না, ইতিকাকফে অন্যান্য সুন্নাত ছাড়াও খাবারের সুন্নাত সমূহও শিখানো হয়েছে। বিশেষকরে একজন মুবাল্লিগকে সাদাসিদেভাবে সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খেতে দেখে তার চোখে অজান্তেই পানি এসে গেলো! এবং সেও সুন্নাত অনুযায়ী খাবার খাওয়ার অভ্যাস বানিয়ে নিলো, এভাবে সে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে।

সুন্নাতে খানা খানে কি তুম জান লো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।
মান লো বা'ত আব তু মেরী মান লো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ!

﴿৮﴾ আশিকানে রাসূলের মায়া মমতা সম্মান রাখলো

ইন্দের শহর (মধ্য প্রদেশ, ভারত) এর এক ফ্যাশনেবল যুবক ভবঘুরে ও মর্ডান বন্ধুদের সহচর্যে থেকে গুনাহে ভরা জীবন যাপন করছিলো। রমযানুল

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

মোবারকের (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) শেষ দশদিন আশিকানে রাসূলের সাথে সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্রহণ করলো। আশিকানে রাসূলের মায়া মমতা সম্মান রাখলো, গুনাহ থেকে তাওবা করার সৌভাগ্য হলো, মুখে দাঁড়ি ঝলমল করছিলো ও মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফ চমকাতে লাগলো, সুন্নাতের খেদমত করার প্রেরণা সৃষ্টি হলো, এমনকি মুবাল্লিগ হয়ে গেলো। এটি লিখার সময় এলাকা মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে সুন্নাতের বরকত লাভ করছি এবং অপরকে বিলিয়ে যাচ্ছি।

লেনে খয়রাত তুম রহমাতৌ কী চলো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

লুটনে বরকতে সুন্নাতৌ কী চলো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ! صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ!

﴿৯﴾ ইসলাম পরিপস্থি মতাদর্শ পোষনকারীদের তাওবা

সক্কর (বাবুল ইসলাম সিঙ্কু প্রদেশ) এর নিকটস্থ শহর আত্তারাবাদে (জেকবাবাদ) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী বার্তা তো পৌঁছে গিয়েছিলো, কিন্তু তখনো মাদানী কাজ সেখানে খুবই কম ছিলো। রমযানুল মোবারকে (১৪১০ হিজরী, ১৯৯০ সাল) আত্তারাবাদে অনেক ইনফিরাদী কৌশিশ করে সক্করের যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়েরা সেখানকার ইসলামী ভাইদেরকে সম্মিলিত ইতিকাফের জন্য সক্কর আসার জন্য দাওয়াত দিলো, যার বরকতে আত্তারাবাদের অনেক ইসলামী ভাইয়েরা মুনাওয়ারা মসজিদ, স্টেশন রোড, সক্করে ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জন করলো। ইতিপূর্বে আত্তারাবাদে কোন ইসলামী ভাই ফয়যানে সুন্নাতের দরস প্রদানকারী ছিলোনা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই সম্মিলিত ইতিকাফে আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতে ১৭ জন ইসলামী ভাই মুয়াল্লিম ও মুবাল্লিগ হয়েছে, মুখমন্ডলকে দাঁড়ি দ্বারা ও মাথাকে সবুজ পাগড়ী দ্বারা সজ্জিত করেছে। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের যিম্মাদার হয়েছে। এমন

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আখুন্নবী রায্বাক)

কয়েকজনও এসে গিয়েছিলো যে, যারা অমুসলিমদের কিছু ইসলাম পরিপন্থি মতাদর্শকে সঠিক মনে করতো, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** তারা তাদের কুফরী মতাদর্শ থেকে তাওবা করলো, কালেমা শরীফ পড়ে মুসলমান হলো এবং বাকী জীবন আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে অতিবাহিত করার নিয়ত করলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সেই সময় ঐ শহরের ইসলামী ভাইয়েরা যেহেতু রমযানুল মোবারকে (১৪১০ হিজরী) সম্মিলিত ইতিকাকফের বরকত দ্বারা ধন্য হয়েছিলো তারা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা থেকে তাওবাকারীরা এখন উত্তম মুবাল্লিগ হয়ে গেলো, এমনকি বড় বড় ইজতিমায়ও সুন্নাতে ভরা বয়ান করে থাকে এবং বিভিন্ন বিভাগীয় মজলিসের গুরুত্বপূর্ণ যিম্মাদার হয়ে নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করে যাচ্ছে। **আল্লাহ** তায়ালা আমাদেরকে ও তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়িত্ব দান করুন।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

পেয়ারে ইসলামী ভাই চলে আও তুম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।
খালি দামান মুরাদৌ সে ভর যাও তুম, মাদানী মাহোল মে করলো ইতিকাকফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ **صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْحَبِيبِ!**

﴿১০﴾ এখন তো গদর্দান কেটে যাবে কিম্বত...

৬ নং কৌরঙ্গী (বাবুল মদীনা করাচী) এর একজন ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে তার বেনামাযী ও ক্লিন শেভকারী ২৬ বছরের ছোট ভাইকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় রমযানুল মোবারকের (১৪২১ হিজরী, ২০০০ সাল) শেষ দশদিনের সম্মিলিত ইতিকাকফে বসিয়ে দিলো। বেনামাযী ও সুন্নাত থেকে বহু দূরে থাকা তার ভাইয়ের ইতিকাকফে আশিকানে রাসূলের বরকতময়

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

সহচর্যের বরকতে মাদানী রঙ ছড়িয়ে পরলো যে, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সে পাঁচ ওয়াজ্ত নামাযী হয়ে গেলো এবং দাঁড়ি মোবারক সাজিয়ে নিলো, তার এমনও মাদানী মানসিকতা তৈরী হয়ে গেছে যে, এখন প্রয়োজনে গর্দান কাটিয়ে দেবে তবুও দাঁড়ি কাটবেনা।

মিঠে আকা কি উলফত কা জযবা মিলে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।
দাঁড়ি রাখনে কি সুন্নাত কা জযবা মিলে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪১ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

﴿১১﴾ মৃগী রোগ ভাল হয়ে গেলো

মুম্বাইয়ের একটি এলাকা কুরলায় (ভারত) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রমযানুল মোবারকে (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাহফে এমন এক ইসলামী ভাইও ইতিকাহফ করলো, যার দু'দিন পরপর মৃগী তথা খিচুনী উঠতো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** ইতিকাহফ চলাকালে তার একবারও মৃগী রোগ উঠেনি বরং **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** আজ পর্যন্ত তার মৃগী তথা খিচুনী রোগ উঠেনি।

هَارُ كَامِ هَوَّجَا بَالَا، মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।
দূর হোগী বাফজলে খোদা হার বালা, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪১, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আশিকানের রাসূলের সাথে ইতিকাহফ করার বরকতে **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** বিপদাপদ দূর হয়। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** মৃগী রোগও ভাল হয়ে গেলো, তার মসজিদে আর মৃগী রোগ উঠেনি, নিঃসন্দেহে তার উপর আল্লাহ তায়ালা বিশেষ দয়া হয়ে গেলো। তবে আমাদের এই মাসয়ালা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

জেনে রাখতে হবে যে, মৃগী রোগী ও যে সমস্ত রোগী রোগের কারণে লাফালাফি করে, চিৎকার চেঁচামেচি করে বা এমন রোগী যারা বেহুশ অবস্থায় প্রশ্রাব ইত্যাদি বের হয়ে যায়, তাছাড়া ঐরূপ লোকেরা, যাদের কারণে মানুষের ঘৃণা সৃষ্টি হয়, কষ্ট হয় তাদের ইতিকাকফ করা তো দূরের কথা এমতাবস্থায় জামাআত সহকারে নামাযের জন্যও মসজিদের ভেতর আসা জায়য নাই।

﴿১২﴾ আমি ক্লিন শেভকারী ছিলাম

নাছিরাবাদ (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাই ক্লিন শেভড ছিলো, জীবনের দিনগুলো অলসতায় অতিবাহিত হচ্ছিলো, ইসলামী ভাইদের উৎসাহ ও অতিশয় ইনফিরাদী কৌশিশ করার ফলে সে রমযানুল মোবারকে (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আশিকানে রাসূলের সাথে সম্মিলিত ইতিকাকফে বসার সৌভাগ্য অর্জন করে। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** ইতিকাকফ তার অন্তরে দাগ কাটলো, পূর্ববর্তী গুনাহের কারণে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে অনেক কান্নাকাটি করলো এবং আগামীতে সর্বদা গুনাহ থেকে বাঁচার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে নিলো, পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলো, দাড়ি মোবারক রেখে নিজের মুখমন্ডলে মাদানী রঙ ছড়িয়ে দিলো, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক ডিভিশন নাছিরাবাদের একটি তাহছীল মুশাওয়্যারাতের নিগরান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করে।

সিখনে কো মিলেঁ গি তুমহে সুনাত্তে,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।
লুট লো আ' কর আল্লাহ কি রহমত্তে,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ। (ওয়্যাসায়িলে বখশীশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

﴿১৩﴾ আমার গুনগুনিয়ে সিনেমার গান গাওয়ার অভ্যাস ছিলো

ডার্গ রোড (বাবুল মদীনা করাচী) এর প্রায় ২৫ বছরের এক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় আশিকানে রাসূলের সাথে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন ইতিকাকফ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। তার ইতিকাকফের অনেক বরকত অর্জিত হয়েছে, মূলকথা পথ চলতে চলতে খারাপ ছেলেদের ন্যায় সিনেমার গান করার যে অভ্যাস ছিলো তা চলে গেলো এবং **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** এর স্থলে এখন নাত শরীফ গুনগুনানোর অভ্যাস হয়ে গেছে। তাছাড়া মুখের কুফলে মদীনা লাগানোর (অর্থাৎ খারাপ তো খারাপই বরং অযথা কথা বলা থেকেও বাঁচার) প্রেরণা পেলো এবং এমনই মানসিকতা হয়ে গেছে যে, যখনই মুখ থেকে কোন অনর্থক কথা বের হয়ে যায়, সাথে সাথে কাফফারা হিসেবে মুখ থেকে দরুদ শরীফ বের হয়ে যায়।

গীত গানে কি আঁদাত নিকাল যায়েগী, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।
বে জা বক বক কি খাছলত ভী টল জায়েগী, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّوْاْ عَلٰى الْحَبِيْبِ!

﴿১৪﴾ মডার্ন যুবক উন্নতি করতে করতে ...

মুম্বাইয়ে (বাইগলা, ভারত) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রমযানুল মোবারকের (১৪১৯ হিজরী, ১৯৯৮ সাল) শেষ দশদিনে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাকফে এক আধুনিক যুবক (যে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ছিলো) অংশগ্রহণ করেছিলো। ১০দিন আশিকানে রাসূলের সাথে থেকে যথেষ্ট ফয়েয অর্জন করে, প্রিয় নবী **صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর ভালবাসার নিদর্শন দাঁড়ি মোবারকের নুর মুখে ছেয়ে গেলো, মাথায় সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজলো, ইতিকাকফের বরকতে তাকে সুন্নাতের মহান মুবাল্লিগ বানিয়ে দিলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সে দ্বীনের খেদমতে উন্নতি করতে করতে এটা লিখা পর্যন্ত ভারতের মক্কী কাবিনার সদস্য হিসেবে সুন্নাতের বাহার ছড়াতে সচেষ্ট আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহাৰে দরুদ শরীফ পাঠ কৰো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিৰাত স্বৰূপ।” (জামে সগীৰ)

সাংরি ফ্যাশন কি মাসতি উতাৰ জায়েগী, মাদানী মাহোল মে কৰলো তুম ইতিকাকফ।
 িন্দ্বেগী সুনাতো সে নিখর যায়েগী, মাদানী মাহোল মে কৰলো তুম ইতিকাকফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

﴿১৫﴾ আমি নেশা কিভাবে ছাড়লাম!

যমযম নগর (হায়দারাবাদ, বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাই বেনামাযী ও নেশাগ্রস্থ ছিলো, তার পরিবার এর কারণে উৎকর্ষিত ছিলো। সৌভাগ্য ক্রমে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর তিনদিনের সুনাতো ভরা ইজতিমায় (সাহারায় মদীনা, মদীনা তুল আউলিয়া, মুলতান) (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো, সেখানেই ইতিকাকফের নিয়ত কৰলো এবং সময় হতেই বাবুল মদীনা কৰাচী পৌঁছেই আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় রমযানুল মোবারকের (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) শেষ ১০দিন ইতিকাকফে অংশগ্রহণ কৰলাম। ৩ দিনের ইজতিমায় (মুলতান শরীফে) যদিওবা আখিৰাতের সফলতা সম্পর্কে যথেষ্ট মাদানী মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছিলো, কিন্তু সম্মিলিত ইতিকাকফের কথা কি বলবো! তার তো মনের পৃথিবীটাই বদলে গেলো, সে গুনাহ থেকে পাক্কা তাওবা কৰলো, দাঁড়ি মোবারক বাড়ানো শুরু কৰে দিলো, সাথে সাথে সবুজ পাগড়ী শরীফও সাজিয়ে নিলো। ইতিকাকফের পর যখন যমযম নগর (হায়দারাবাদ) পৌঁছলো, তখন দাঁড়ি ও পাগড়ী শরীফ পরিহিত অবস্থায় দেখে পরিবারের সদস্যরা ও প্রতিবেশীরা হতবাক হয়ে গেলো! الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ তার নেশার অভ্যাসও একেবারে চলে গেলো। নিজের সামর্থ অনুযায়ী দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ কৰা শুরু কৰে দিলো, আল্লাহ তায়ালাৰ দয়ায় তার মেয়ে জামেয়াতুল মদীনায় শরীয়ত কোর্সে অংশগ্রহণ কৰলো আর দু'জন মাদানী মুন্না (ছেলে) মাদ্রাসাতুল মদীনায় কোরআনে পাক হিফয কৰা শুরু কৰলো।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

গর মদীনে কা গম চশমে নাম চাহিয়ে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।
মাদানী আকা কি নযরে করম চাহিয়ে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْحَبِيبِ!

﴿১৬﴾ এই ইতিকাকফে কি হয়?

ডেয়রা আল্লাহ ইয়ায় (বেলুচিস্তান) এর এক ইসলামী ভাই গুনাহে ভরা জীবনে ডুবে জীবনের দিনগুলো অতিবাহিত করছিলো। আল্লাহ তায়ালার কোটি কোটি দয়া যে, তার শহরে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজ শুরু হলো আর দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে প্রথম বারের মতো শবে বরাতে (১৪১৬ হিজরী, ১৯৯৫ সাল) সূন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সেও সেখানে অংশগ্রহণ করে। ইজতিমায় আশিকানে রাসূলের দাঁড়ি ও পাগড়ী শোভিত নূরানী চেহারা ও তাদের ভালবাসাপূর্ণ সাক্ষাৎ তাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি প্রবাহিত তো করলো কিন্তু সে দূরে দূরে ছিলো। সাপ্তাহিক ইজতিমায়ও কখনো অংশগ্রহণ করেনি, এমনকি রমযান মোবারকের (১৪১৬ হিজরী, ১৯৯৫ সাল) ২৭ তারিখ রাত এসে গেলো, সে ইজতিমার মসজিদে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত দোয়ায় অংশগ্রহণ করলো, শেষ পর্যায় ইসলামী ভাইদের সাথে সাক্ষাৎ হলো এবং কেউ জানালো এখানে কিছু ইসলামী ভাই ইতিকাকফ করছে। তার নিকট এই শব্দটি ছিলো নতুন, তাই সে জানার জন্য বললো: এই ইতিকাকফ কি? ইসলামী ভাইয়েরা অত্যন্ত ভালবাসার সহিত ইতিকাকফ সম্পর্কে বর্ণনা করে ইতিকাকফের কিছু মাদানী বাহার বর্ণনা করলো। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে অনুষ্ঠিত ইতিকাকফের অবস্থা শুনে সে মনে মনে দৃঢ় ইচ্ছা করলো যে **اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** আগামী বছর অবশ্যই ইতিকাকফ করবো। সুতরাং দিন অতিবাহিত হতে লাগলো এবং যখন রমযান মোবারক (১৪১৭ হিজরী, ১৯৯৬ সাল) আবারো আগমন করলো তখন শেষ ১০দিন আশিকানে রাসূলের সাথে সেও ইতিকাকফকারী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

হয়ে গেলো। ১০দিন লাগাতার আশিকানে রাসূলের সহচর্যে থেকে সে অনেক কিছু শিখতে পারলো।

না পুছ হাম কাহা পৌছে অওর ইন আখো নে কিয়া দেখা,
যাহা পৌছে ওয়াহা পৌছে যো দেখা দিল কে আন্দার হে।

ইতিকাকফে কেউ দরসে নিজামী (আলিম কোর্স) করার প্রেরণা দিলো, তা তার বুঝে এসে গেলো, সুতরাং বাবুল মদীনা করাচী এসে জামেয়াতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে গেলো, এমনকি দা'ওরায়ে হাদীস শেষে (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) দা'ওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা) তাকে দস্তারে ফযীলত প্রদান করা হলো এবং তার দা'ওয়াতে ইসলামীরই একটি জামেয়াতুল মদীনা যমযম নগরে (হাদারাবাদ) শিক্ষকতার খেদমত করার সৌভাগ্যও নসীব হয়।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! এক এমন ছেলে, যে গতকাল পর্যন্ত জানতো না যে, ইতিকাকফ কি! সে আজ আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাকফ করার বরকতে দরসে নিজামী দ্বারা ধন্য হয়ে শিক্ষক হিসেবে অধিষ্ট হয়ে অন্যদেরকে ইলমে দ্বীনের ফয়যান দ্বারা সৌভাগ্য প্রদানকারী হয়ে গেলো।

সুন্নাতে সিখলো রহমতে লুট লো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।
ইলম হাসিল কারো বারকাতে লুট লো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿১৭﴾ সে চুরিও করতো

বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাশিত মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর পানাহ! নামাযে অলসতা, ভিডিও গেমসের প্রতি আসক্তি, টিভিতে নিয়মিত অশালিন প্রোগ্রাম দেখা, মিথ্যার অভ্যাস, এমনকি চুরিও করতো। সৌভাগ্যক্রমে রমযানুল মোবারকের (১৪২১

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

হিজরী, ২০০০ সাল) শেষ দশদিন আমেনা জামে মসজিদে (শাকিল গ্রাউন্ড, উখায়ী কমপ্লেক্স, বাবুল মদীনা করাচী) দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সাথে তার সম্মিলিত ইতিকাক্ষ করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো। সে আমিনা মসজিদের ২য় তলায় দা'ওয়াতে ইসলামী কর্তৃক পরিচালিত মাদরাসাতুল মদীনায় ভর্তি হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে থাকে এবং তার প্রচেষ্টায় তার ঘরেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো, সে ঘরে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সূন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট সমূহ চালাতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কোরআনুল করীম হেফয করে নেয়ার পর জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নিজামী করা শুরু করে দেয় এবং মাদরাসাতুল মদীনায় শিক্ষকতাও করে আর নিজ যেলী মুশাওয়ারাত নিগরানের অধীনে থেকে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজে সাড়া জাগানো চেষ্টা করছি।

তুম গুনাহেঁ সে আপনে জু বেজার হো, মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাক্ষ।
তুম পে ফযলে খোদা, লুতফে সরকার হো, মাদানী মাহোল মে কারলো তুম ইতিকাক্ষ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ! صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

﴿১৮﴾ ইতিকাক্ষের বরকতে শহরে মাদানী মারকায পেয়ে গেলো

চিত্রা দুর্গার (কনটিক, ভারত) “মসজিদে আযম” এর মুতাওয়াল্লীগণ ও স্থানীয় কিছু মুসলমানরা আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামী সম্পর্কে ভুল ধারণার শিকার ছিলো। অনেক কষ্টে সেখানে রমযানুল মোবারকে সম্মিলিত ইতিকাক্ষ করার অনুমতি পাওয়া গেলো। মুতাওয়াল্লীর ছেলেরাও ইতিকাক্ষে অংশগ্রহণ করলো। মাদানী মারকায কর্তৃক প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সূন্নাতে ভরা হালকা, সূন্নাতে ভরা বয়ান, নাত শরীফ, আবেগাপ্ত দোয়া ও এতো সংখ্যক ইতিকাক্ষকারীদের সুন্দর ব্যবস্থাপনা দেখে মুতাওয়াল্লী সাহেবরা আশ্চর্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবারানী)

হয়ে গেলো আর এতোই প্রভাবিত হলো যে, শেষ দিন সমস্ত ইতিকাকফকারীদেরকে ইপহার ও ফুল দিয়ে সম্মানিত করলো। দা'ওয়াতে ইসলামী সম্পর্কে তারা ধারণা পেয়ে গেলো এবং তারা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা আজিমুশ্যান “মসজিদে আযম” কে দা'ওয়াতে ইসলামীর সকল মাদানী কাজের জন্য পরিপূর্ণভাবে ছেড়ে দিলো এবং **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** “মসজিদে আযম” ঐ শহরের মাদানী মারকায হয়ে গেলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** মুতাওয়াল্লীর উভয় ছেলে তাদে মুখমন্ডল দাঁড়ি দ্বারা সজ্জিত করে নিলো এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো।

যিকির করনা খোদা কা ইয়াহা ছুবহো শাম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

পা'ও গে না'তে মাহবুব কি ধুম ধাম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪২, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَى الْحَبِيبِ!

﴿১৯﴾ ইতিকাকফের ফয়েয ইংল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছলো

সঙ্কর শহরে (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) রমযানুল মোবারকে (১৪১০ হিজরী, ১৯৯০ সাল) এক ইসলামী ভাই ইংল্যান্ড হতে আসলো। ইসলামী ভাইদের আগ্রহে তার এক আত্মীয় ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে আশিকানে রাসূলের সাথে সম্মিলিত ইতিকাকফের জন্য রাজি করে নিলো এবং **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সে ইতিকাকফকারী হয়ে গেলো। একজন পুরোপুরি ইংরেজি পরিবেশে অবস্থানকারী যখন ইতিকাকফে বসলো এবং সে যখন প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** এর প্রিয় সুনাত ও প্রয়োজনীয় বিধি বিধান শিখলো, কবর ও আখিরাতের অবস্থা সম্পর্কে শুনলো তখন মুসলমান হওয়ার কারণে তার অন্তরে দাগ কেটে গেলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সম্মিলিত ইতিকাকফের বরকতে তার গুনাহ থেকে তাওবা করার নেয়ামত পেলো আর আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো। মুখে দাঁড়ি সাজিয়ে নিলো, মাথায পাগড়ী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

শরীফ দ্বারা সবুজ করে নিলো, ফয়যানে সুন্নাতে দরস ও বয়ান শিখে ইতিকাহেই সুন্নাতে ভরা বয়ান করা শুরু করে দিলো! ইংল্যান্ডে গিয়ে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের সাড়া জাগানোর নিয়ত করলো। **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** সে ইংল্যান্ডে দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিহ ও ১২টি মাদানী কাজের যিম্মাদার হলো, তার সন্তানের মা মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে ইংল্যান্ডের মতো নির্লজ্জ পরিবেশে থেকেও মাদানী বোরকা পরিধান করতে শুরু করলো, নিজে শুদ্ধভাবে কোরআনুল করীম শিখে এখন প্রাপ্তবয়স্কাদের মাদ্রাসাতুল মদীনায়ে ইসলামী বোনদের শিক্ষা দিচ্ছে এবং ইসলামী বোনদের মাদানী কাজের সাংগঠনিক যিম্মাদার।

করুকে হিন্মত মুসলমানো আ'যাও তুম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহ।
উখরভী দৌলত আ'ও কামা যাও তুম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَى الْحَبِيبِ!

﴿২০﴾ আমি ফয়যানে মদীনা ছেড়ে যাবো না

তেহছীল কামালিয়া, জিলা দারুস সালামের (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাই যখন নবম শ্রেণীতে পড়তো। ক্লাসে তাদের একটা ফ্রেন্ড সার্কেল ছিলো, তারা সবাই স্কুল থেকে পালিয়ে যেতো, অনেক দুষ্টামী করতো, গভীর রাত পর্যন্ত ক্রিকেট খেলতো, ইন্টারনেট ক্যাফেতে ভালই সময় নষ্ট করতো, সারাদিন সবাই মিলে ডিসে সিনেমা দেখতো, গান শুনার অভ্যাস এতোই বেশি ছিলো যে, রাতে গান শুনতে শুনতে ঘুমুতো আর সকালে উঠেই প্রথম কাজ ছিলো আল্লাহর পানাহ! এই অশুভ গান শুনা। আকর্ষণীয় পোশাক পরে তারা সকলে **مَعَاذَ اللهِ ثُمَّ مَعَاذَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ** মেয়েদেরকে উত্যক্ত ও কুদৃষ্টি দিতো। সেই ইসলামী ভাইয়ের মা যদি কখনো বারণ করতো তবে উল্টো তাকে গালিগালাজ করতো। বাবা নামায আদায় করার

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

নির্দেশ দিলে তার সাথেও প্রতারণা করতো। আফসোস! আত্মশুদ্ধির কোন সঠিক পন্থাও দেখা যাচ্ছিলো না। আল্লাহ তায়াল্লা তার বড় ভাইকে মঙ্গল করুক, যিনি তাকে পথ দেখালো এবং তিনিই তাকে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের ইতিকাহফে বসার জন্য বললো। সে সঠিক ভাবে জানতোও না যে, ইতিকাহফে কি হয়! সে অসম্মতি প্রকাশ করলো। কিন্তু ভাই কোনভাবে বুঝিয়ে গুনিয়ে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (সদারাবাদে) অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাহফে বসিয়ে দিলো। ৪/৫ দিন পর্যন্ত মন একেবারেই বসেনি এবং সে পালানোর চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু সফল হলো না। এরপর ধীরে ধীরে ভাল লাগতে শুরু করলো, অতঃপর এতোই রুহানী তৃপ্তি পেলো যে, চাঁদ রাতে এরূপ বলতে লাগলো যে, “আমি ঘরে ফিরে যাবোনা, আমি আজ রাতে এখানে ফয়যানে মদীনাতেই থেকে যাবো।”

তুম ঘর কো না খেঁচো নেহী যাতা নেহী যাতা,
যে ছোড়কে ফয়যানে মদীনা নেহী যাতা।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿২১﴾ ইতিকাহফের বরকতে হাঁটুর ব্যথা চলে গেলো

জামেয়াতুল মদীনার (বাবুল মদীনা) এক ইসলামী ভাইয়ের (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিন আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা, করাচী) ইতিকাহফ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। সেখানে তা এক বয়োবৃদ্ধ লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলো, তিনি বললেন: কয়েক বছর যাবত আমার হাঁটুতে ব্যথা ছিলো। যখন আমি আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় (বাবুল মদীনা, করাচী) ইতিকাহফ করতে আসলাম, مُحَمَّدٌ لِلَّهِ وَعَزَّوَجَلَّ এর বরকতে আমার উপর এরূপ দয়া হলো যে, আমার হাঁটুর ব্যথা দূর হয়ে গেলো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

দরদে টাঙ্গোঁ মে হো, দরদে ঘুটলোঁ মে হো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।
পেট মে দরদ হো ইয়া কেহ টাখনো মে হো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَىٰ تَعَالَىٰ مُحَمَّدٍ! صَلِّ عَلَىٰ الْحَبِيبِ!

﴿২২﴾ দাঁড়ি সাজলো, মাথা সবুজ হয়ে গেলো

নাওসারী (গুজরাট, ভারত) এর এক আধুনিক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রমযানুল মোবারকের (১৪২৩ হিজরী, ২০০২ সাল) শেষ ১০দিনের অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাহফে (সুরাত, গুজরাট) ইতিকাহফ করলো। মাদানী রুটিন অনুযায়ী সুন্নাতে ভরা হালকা, ভাব গাভ্রির্ষপূর্ণ দোয়া এবং যিকর ও না'ত শরীফের আনন্দদায়ক আওয়াজ তার অন্তরকে নাড়া দিলো, আশিকানে রাসূলের সহচর্যে এতোই ফয়েয প্রাপ্ত হলো যে, যা বর্ণনার অতীত! দাঁড়ি মোবারক সাজলো, পাগড়ী শরীফ দ্বারা মাথা সবুজ হলো এবং উন্নতির সোপান অতিক্রম করতে করতে এই বর্ণনা লিখা পর্যন্ত তার নিজ শহরের মুশাওয়ারাতে নিগরান হিসেবে মাদানী কাজের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে।

সুন্নাতোঁ কি তুম আ'করকে সওগাত লো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।
আ'ও বাটটি হে রহমত কি খয়রাত লো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَىٰ تَعَالَىٰ مُحَمَّدٍ! صَلِّ عَلَىٰ الْحَبِيبِ!

﴿২৩﴾ কলহ দূর হয়ে গেলো

যমযম নগরের (হায়দারাবাদ বাবুল ইসলাম সিদ্ধ প্রদেশ) এক ইসলামী ভাই আব্দুর রাজ্জাক আত্তারী যে কিনা ঠাডুজাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি ল্যাভ এর ইনচার্জ ছিলো, তার দুই ছেলে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলো, কিন্তু সে নিজে নামায ও সুন্নাত থেকে দূরে ছিলো এবং পরিপূর্ণ দুনিয়াদারী মানসিকতা সম্পন্ন ছিলো। রমযানুল মোবারকে ইনফিরাদী কৌশিশ



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আহ্ তারগীব ওয়াহ্ তারহীব)

করে তাকে সম্মিলিত ইতিকাহ্ফে অংশগ্রহণের দাওয়াত দেয়া হলে সে বলতে লাগলো: আমার সন্তানের মা রাগ করে বাপের বাড়ী চলে গেছে, যদি আমি ইতিকাহ্ফ করি তবে সে কি চলে আসবে? তারা তাকে বললো: **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** চলে আসবে। অতএব সে রমযানুল মোবারকের (১৪১৬ হিজরী, ১৯৯৫ সাল) শেষ ১০দিন ফয়যানে মদীনায় (যমযম নগর, হায়দারাবাদ) আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাহ্ফকারী হয়ে গেলো। শিক্ষা শেখানোর হালকা, সুন্নাতে ভরা বয়ান, ভাব গাভির্য়পূর্ণ দোয়া এবং মনমুগ্ধকর না’ত তার অন্তরকে পরিবর্তন করে দিলো! সে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলো, নিয়মিত নামায আদায় করার অঙ্গীকার করলো, দাঁড়ি মোবারক ও পাগড়ী শরীফ সাজিয়ে নিলো আর নাত শরীফও পড়তে লাগলো। ইতিকাহ্ফ অবস্থাতে সন্তানের মাও ফিরে এলো এবং পারিবারিক কলহও দূর হয়ে গেলো। ইতিকাহ্ফের বরকতে সে মাদানী পোশাক পরিধান করতে লাগলো এবং মাদানী কাফেলায়ও সফর করলো। মাদানী পরিবেশে থাকাবস্থায় সেই বছরই বৃহস্পতিবার ২৭ রবিউন আউয়াল শরীফ সে ইত্তিকাল করলো,

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

গোরে তীরা কো তুম জগমগানে চলো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহ্ফ।

রাহাতে রোজে মাহশর কি পা’নে চলো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহ্ফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ! صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

জীবনের শেষ বছর সংক্রান্ত একটি শিক্ষণীয় বর্ণনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই “মাদানী বাহার” আসলেই নিজের মাঝে কিছু শিক্ষণীয় মাদানী ফুল সমবেত করে। মরহুম আব্দুর রাজ্জাক আত্তারী **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** সৌভাগ্যবান ছিলো, কেননা ইত্তিকালের কিছুদিন পূর্বেই সে মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিলো আর নিঃসন্দেহে সেই বান্দা সৌভাগ্যবান, যে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসে এবং সুন্নাতের রাজপথে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতলিউল মুসাব্বাহত)

পরিচালিত হয় আর সেই ব্যক্তি খুবই দুর্ভাগা, যে সারাজীবন নেক আমলকারী ও সুন্নাতের পথে পরিচালিত হয়েও মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে আল্লাহর পানাহ! আধুনিক হয়ে যায় ও গুনাহে লিপ্ত হয়ে মাদানী পরিবেশ থেকে দূর হয়ে যায়। যখন কখনো শয়তান আপনাকে কোন যিম্মাদারের প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেয় কিংবা এমনিতেই অলসতা প্রদান করে দুনিয়াবী কাজে ফাসিয়ে দেয় বা বিয়ের উৎসাহ দিয়ে মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেয়, তখন তার উচিত এই হাদীসে পাকের দৃষ্টি দেয়। উম্মুল মুমিনিন হযরত সাযিয়াতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: যখন আল্লাহ তায়ালা কোন বান্দার কল্যাণ চান, তবে তার মৃত্যুর একবছর পূর্বে একজন ফিরিশতা নিযুক্ত করে দেন, যে তাকে সর্বদা সঠিক পথে পরিচালিত করে, এমনকি সে কল্যাণের উপরই মৃত্যু বরণ করে এবং লোকেরা বলতে থাকে: অমুক ব্যক্তি ভাল অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে। যদি এমন সৌভাগ্যবান এবং নেককার ব্যক্তি মৃত্যু আসে তবে তার রুহ বের করার সময় তাড়াতাড়ি করা হয়, তখন সে আল্লাহ তায়ালা সাথে সাক্ষাত করাকে পছন্দ করে আর আল্লাহ তায়ালা তার সাক্ষাতকে পছন্দ করেন। যখন আল্লাহ তায়ালা কারো অমঙ্গল চান তখন তার মৃত্যুর এক বছর পূর্বে থেকে একজন শয়তান তার পেছনে লেলিয়ে দেন, যে তাকে পথভ্রষ্ট করতে থাকে, এমনকি সে খুব খারাপ অবস্থায় মারা যায়, তার নিকট যখন মৃত্যু আসে তখন তার রুহ আটকে যায়, তখন সে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা সাথে সাক্ষাত করাকে অপছন্দ করে আর আল্লাহ তায়ালাও তার সাক্ষাত অপছন্দ করেন। (যিকরিল মউত মাআ মওসুআতি আবিদ দুনিয়া, ৫ম খন্ড, ৪৪৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৫৭)

গুনাহ করতে হোয়ে গর মর গেয়া তু কিয়া করোঁঙ্গা মে,
বনে গা হায়! মেরে কিয়া করম ফরমা করম মাওলা।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৯৭ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ!



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

﴿২৪﴾ পরিবারের সদস্যরা ঘর বের করে দিতো

মোযাফফরগড় (পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই খুবই বখাটে যুবক ছিলো, রাতে গানের তিন/চারটি ক্যাসেট যতক্ষণ শুনতো না ঘুম আসতো না, সারারাত ভবঘুড়ের ন্যায় গুনাহে কেটে যেতো, কথায় কথায় ঘরে ঝগড়া করতো, অভিভাবকরা বিরক্ত হয়ে ঘর থেকে বের করে দিতো, দুই একদিন এদিক সেদিক ঘুরার পর আবারো ব্যবস্থা হয়ে যেতো। মোটকথা তার জীবনের দিনগুলো খুবই ভুলের মাঝে নষ্ট হচ্ছিলো। আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর এলাকায়ী মুশাওয়ারাতের নিগরান তার কাজিন ছিলো, সে তার উপর ইনফিরাদী কৌশিহ করলো এবং রমযানুল মোবারকের (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) শেষ ১০দিনে আডেডওয়ালী মসজিদে (মুযাফফরগড়) তাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর সম্মিলিত ইতিকাফে বসিয়ে দিলো। বাবুল মদীনা করাচী থেকে আগত এক মুবাল্লিগের সুন্দর চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে সে পূর্বের সকল গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং তার সাথে সাথেই সবুজ পাগড়ী শরীফ তার মাথায় সাজিয়ে নিলো। ২৭ তারিখ রাতে সুন্নাতে ভরা বয়ানের পর অনুষ্ঠিত ভাব গাম্বির্ষপূর্ণ দোয়া তার অন্তরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করলো, সে খুবই কান্না করলো এবং সে সকাল পর্যন্ত কান্নাকাটি করতে থাকে। ঈদের ২য় দিন ফযরের সময় তখনো ঘুম ভাঙেনি, এক বুয়ুর্গকে স্বপ্নে দেখলো এবং তিনি তার নাম ধরে ডাকলেন: “ফযরের নামাযের সময় হয়ে গেলো আর তুমি এখনো ঘুমিয়ে আছো!” সে দ্রুত ঘুমন্ত অবস্থায়ই দু'হাত কিয়ামের মত করে বেঁধে নিলো এবং চোখ খুলে গেলো, তখনো হাত সেরূপ বাঁধাই ছিলো। এতে তার মনে খুবই প্রভাব পরলো আর সে মসজিদে গিয়ে জামাআত সহকারে ফযরের নামায আদায় করলো। নিজ শহরের সাপ্তাহিক ইজতিমায় নিয়মিত উপস্থিত হতে থাকলো। আল্লাহ তায়ালা এমন দয়া করলেন যে, সে জামেয়াতুল মদীনায় (বাবুল মদীনা, করাচী) দরসে নিজামী করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। নিজ শ্রেনীর মাদানী ইনআমাতের সাংগঠনিক যিম্মাদার হিসেবে ছিলো, আল্লাহ তায়ালা বিশেষ অনুগ্রহ এটাও ছিলো যে, ছাত্রদের যেই ৯২টি

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাদাতুদ দা'রাইন)

মাদানী ইনআমাত রয়েছে এর সবগুলোর উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জন হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল ইযযত তাকে স্থায়িত্ব দান করুক।

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ছুট জায়েগী ফিলৌ ড্রামৌ কি লাত, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।
খোশ খোদা হোগা বন জায়েগী আখিরাত, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

﴿২৫﴾ মসজিদের খতিব বানিয়ে দিলো

সায়েদাবাদ (বলদীয়া টাউন, বাবুল মদীনা করাচী) এর এক ইসলামী ভাই আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদ্রাসাতুল মদীনায় কোরআনে পাক শিক্ষা অর্জন করে, কিন্তু আফসোস যে, এরপরও পরিপূর্ণ নামাযী হতে পারলো না। **اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসুলের সাথে রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন ইতিকাকফ করার সৌভাগ্য হলো, এতে অন্তরে মাদানী দাগ কাটলো, অলসতার ঘুম ভেঙ্গে গেলো, বাস্তবেই চোখ খুলে গেলো এবং নিয়মিত নামাযী হয়ে গেলো। ইতিকাকফের কারণে মাদানী কাফেলায় সফরের মানসিকতা সৃষ্টি হলো। সে বেকার ছিলো, যেদিন মাদানী কাফেলার নিয়ত করেছিলো সেদিন সেখানকার মুশাওয়ারাতের নিগরান বললেন: **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** আপনার কাজ হয়ে যাবে। **اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** মাদানী কাফেলার বরকত এমনভাবে প্রকাশ পেলো যে, যেই মসজিদে তাদের মাদানী কাফেলা সফরে গিয়েছিলো সেই মসজিদের পরিচালনা কমিটি ঐ ইসলামী ভাইয়ের বয়ান ও দোয়া করার পদ্ধতি ভাল লেগে গেলো এবং তারা তাকে সেই মসজিদের খতিব বানিয়ে দিলো! এতে করে তার রোজগারের ব্যবস্থাও হয়ে গেলো। আল্লাহ রাব্বুল ইযযত তাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে স্থায়িত্ব দান করুক।

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

তঙ্গ দস্তি কা হাল ভি নিকাল আ'য়েগা, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহ।

রোযগার ﷺ মিল জায়েগা, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَىٰ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ! صَلِّ عَلَىٰ الْحَبِيبِ!

﴿২৬﴾ জীবন অলসতায় অতিবাহিত হচ্ছিলো

মোডাসার (গুজরাট, ভারত) এক মর্ডান যুবকের জীবনটা অলসতায় অতিবাহিত হচ্ছিলো, পাপাচারে লিপ্ত ছিলো, এমতাবস্থায় দয়া হলো! দয়ার উপলক্ষ্য এই ছিলো যে, রমযানুল মোবারক মাসের (১৪২৩ হিজরী, ২০০২ সাল) শেষ দশদিন আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানে রাসূলের সাথে সম্মিলিত ইতিকাহে বসার সৌভাগ্য হলো, আশিকানে রাসূলের সহচর্যের বরকতের কথা কি বলবো! সুন্নাতে ভরা বয়ান, ভাব গাঞ্জির্য়পূর্ণ দোয়া ও আবেগাপ্ত নাত শরীফের ফয়েযে তার অবয়ব পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং ঐ মাদানী প্রেরণা অর্জিত হলো যে, ইতিকাহেই তার দরস ও বয়ান করার সৌভাগ্য হয়ে গেলো! দাঁড়ি মোবারক এবং পাগড়ী শরীফ সাজানোর নিয়ত করে নিলো। আশিকানে রাসূলের সাথে ৩০ দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো। যেহেতু সে যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলো তাই ইসলামী ভাইয়েরা প্রভাবিত হয়ে তাকে কাফেলার আমীর বানিয়ে দিলো।

আশিকানে রাসূল আ'ও দে গে বয়াঁ, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহ।

দূর হোগী ইবাদত কি খামিয়া, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَىٰ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ! صَلِّ عَلَىٰ الْحَبِيبِ!

﴿২৭﴾ সে তাহাজ্জুদ গুজার হয়ে গেলো

সক্কর (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক বয়স্ক ইসলামী ভাই রমযানুল মোবারকের (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) শেষ ১০দিন আশিকানে রাসূলের মাদানী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাহফ অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছিলো। শিক্ষা ও শেখানোর হালকার নিয়মিত রুটিন করা ছিলো। যেখানে নামাযের বিধি বিধান, দৈনন্দিন সুন্নাত সমূহ শেখা হয়, ১০দিনেই তিনি এমন এমন বিষয় শিখে নিলেন, যা অতীত জীবনে শিখতে পারেনি। সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণ ও আশিকানের রাসূলের সহচর্যের বরকতে আখিরাতের চেতনা নসীব হলো, অন্তরে মাদানী বিপ্লবের সূচনা হলো এবং মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার উৎসাহ পেলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বিশেষকরে দ্বিতীয় “মাদানী ইনআম” দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরলো এবং এর বরকতে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ পাঁচ ওয়াজ্জ নামায প্রথম সারিতে প্রথম তাকবীরের সহিত জামাআত সহকারে আদায় করার অভ্যাস গড়ে নিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তিনি তাহাজ্জুদের নামাযেও স্থায়িত্ব পেলেন। মাদানী ইনআমাতের রিসালা প্রতি মাসে নিজ যিম্মাদারকে জমা করানো এবং সাপ্তাহিক ইজতিমায়ও অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জিত হতে থাকে।

বা জামাআত নামাযোঁ কা জযবা মিলে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।
দিলকা পচ মুর্দা গুনছা খুশী সে খিলে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿২৮﴾ হযুর ﷺ! আপনার দিদার করিয়ে দিন

মিঠিয়া (গুজরাট, খারিয়া, পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই সাধারণ যুবকদের মতো আধুনিক ও নাটক সিনেমা দেখাতে অভ্যস্ত ছিলো। সৌভাগ্যক্রমে রমযানুল মোবারক মাসের শেষ ১০দিন আশিকানে রাসূলের সাথে সম্মিলিত ইতিকাহফ অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়ে গেলো। আশিকানে রাসূলের সহচর্যের কি মহিমা! সে জীবনে প্রথমবারের মতো এমন মাদানী পরিবেশ দেখলো, মনে প্রাণে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রেমিক হয়ে গেলো। তার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর দিদারের বড়ই আশা ছিলো, ইতিকাহফের সময় প্রতিদিন দিদারের জন্য দোয়া করতো। ২৭তম রাত এসে গেলো, ইজতিমায়ে যিকির ও নাত অনুষ্ঠিত হলো,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)

যিকিরের তার অবচেতন অবস্থা হলো অতঃপর যখন ভাব গাণ্ডিষ্যপূর্ণ দোয়া হলো তখন সে চোখ বন্ধ করে কেঁদে কেঁদে শুধু একটি কথাই বারবার বলতে লাগলো: “হুয়র **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! আপনার দিদার করিয়ে দিন।” হঠাৎ চোখে একটি উজ্জ্বল আলো চমকে গেলো এবং এক নুরানী চেহেরার যিয়ারত হলো আর তার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, তিনিই হলেন প্রিয় নবী **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**! আহ! আহ! অতঃপর চেহারা মোবারক দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। আহ!

শরবাতে দীদ নে ইক আঁগ লাগায়ি দিলমে, তাপিশে দিলকো বাড়ায়া হে বুঝানে না দিয়া।
আব কাহাঁ জায়গা নকশা তেরা মেরে দিল সে, তের মে রাখা হে উসে দিলনে গুমানে না দিয়া।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে গুনাহ থেকে তাওবা করলো, দাঁড়ি লম্বা করা শুরু করে দিলো এবং পাগড়ী শরীফ সাজানোর নিয়্যতও করে নিলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** ঈদের দিন আশিকানে রাসূলের সাথে তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলো। বাবুল মদীনায় উপস্থিত হয়ে জামেয়াতুল মদীনায় দরসে নিজামীতে ভর্তি হয়ে গেলো, তাবীযাতে আত্তারীয়ার কোর্সও সম্পন্ন করলো এবং মজলিসে মাকতুবাৎ ও তাবীযাতে আত্তারীয়ার পক্ষ থেকে অর্পিত যিম্মাদারী অনুযায়ী তাবীযাতের স্টলও লাগাতো তাছাড়া জামেয়াতুল মদীনায় নিজ শ্রেণীর মাদানী কাফেলার যিম্মাদারীও পালন করে।

গর তামান্না হে আক্বা কে দিদার কি, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
হোগী মিঠি নম্বর তুম পর সরকার কী, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪০ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ **صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!**

﴿২৯﴾ সে আশ্চর্য যে, স্নোকার খেলা কিভাবে ছেড়ে দিলো!

লিয়াকতবাদ (বাবুল মদীনা, করাচী) এর এক ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী রঙে রঙিন হওয়ার পূর্বে অগনিত নাটক সিনেমা দেখতো,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

শ্লোকের খেলার এতেই আসক্ত ছিলো যে, কারো নিষেধাজ্ঞা বরং মারপিটের পরও এই আসক্তি ছাড়াতে পারেনি। গুনাহের অবস্থা এমন ছিলো যে, আল্লাহর পানাহ! নামায আদায় করতে মনে ভয় হতো! আল্লাহ তায়ালার দয়ায় তাদের এলাকার ফোরকানীয়া মসজিদে (লিয়াকতাবাদ বাবুল মদীনা, করাচী) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিতব্য রমযানুল মোবারকের (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) শেষ ১০দিন সম্মিলিত ইতিকাফে সেও আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফকারী হয়ে গেলো।

“মাদানী ইনআমাত” এর বরকতে আখিরাত সাজানোর চিন্তা নসীব হলো, গুনাহের প্রতি কিছুটা অনগ্রহ সৃষ্টি হলো। অতঃপর কাদেরীয়া রযবীয়া সিলসিলার মুরীদ হলাম, তখন নিয়মিত নামায আদায় করা নসীব হলো, আমি শ্লোকের খেলা ছেড়ে দিলাম, যার কারণে তারও আশ্চর্য লাগছে যে, আমি এটা কিভাবে ছাড়লাম! এরপর দা'ওয়াতে ইসলামীর ৩ দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শেষ দিন সাহায্যে মদীনায় (বাবুল মদীনায়) উপস্থিত হলো, সেখানে “টিভির ধ্বংসলীলা” বিষয়ের উপর বয়ান হলো। তা শুনে কবরের আযাব ও হাশরের ভয়ে কেঁপে উঠলো আর অঙ্গিকার করলো যে, কখনো টিভি দেখবো না। সে তার আম্মাজানকে “টিভির ধ্বংসলীলা” ক্যাসেটটি শুন্নাতে তিনিও টিভি দেখা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেন এবং গাউসে আযম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মুরীদ হওয়া প্রেরণা পেলেন, তাই তাকেও বাইয়াত করিয়ে দিলো। এর বরকতে তার মা ফরয নামাযের পাশাপাশি তাহাজ্জুদ, ইশরাকু ও চাশতের নামাযও নিয়মিত পড়তে শুরু করলেন। আল্লাহ তায়ালার দয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই আম্মাজানের মদীনা মুনাওয়ারা رَادِمَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا যিয়ারতের ডাক এসে গেলো, এতে আম্মাজান নিজেই বললেন: এসব বাইয়াতেরই ফয়েয। সেই ইসলামী ভাইয়ের اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ নিজ এলাকায় যেলী পর্যায়ে মাদানী কাফেলা যিম্মাদার হিসেবে তার প্রিয় মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর খেদমত করার সৌভাগ্য নসীব হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

শিখনে যিন্দেগী কা করীনা চলো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।
দেখনা হে জু মিঠা মদীনা চলো, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿৩০﴾ কৌতুকাভিনেতা মুবাল্লিগ হয়ে গেলো

বালা সিনুর (গুজরাট, ভারত) এর এক যুবক কৌতুকাভিনেতা ছিলো। উল্টো পাল্টা কৌতুক শুনিতে মানুষদের হাঁসানো ছিলো তার কাজ, বিয়ের অনুষ্ঠানে কৌতুক করার জন্য তাকে ডাকা হতো। রমযানুল মোবারকের শেষ ১০দিন আশিকানে রাসূলের সাথে তার সম্মিলিত ইতিকাহফ করার সৌভাগ্য হলো। তখনো সম্পদ উপার্জনের দিকেই মনযোগ ছিলো, الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ ইতিকাহফের মাদানী পরিবেশে আখিরাত সাজানোর মনোভাব সৃষ্টি হয়ে গেলো, পূর্বের গুনাহ থেকে তাওবা করে সুন্নাতের মুবাল্লিগ হয়ে গেলো, নিজেকে দা'ওয়াতে ইসলামীর জন্য উৎসর্গ করে দিলো। এই লিখাটি লেখা পর্যন্ত সাংগঠনিকভাবে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর ডিভিশন মুশাওয়রাতের নিগরান হিসেবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, দ্বীনের জন্য তার ত্যাগের অবস্থা এমন যে, মাসে ২৫ দিন মাদানী কাজের জন্য ওয়াক্ফ।

بَارِكْ لَهُ يَا سُوْدَانَ، مَادَانِي مَاهُول مِ مِ كَرَلُو تُوْمِ اِيْتِكَاهِفِ.
মারিযে ইচইয়াঁ সে চুটকারা তুম পাওগে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿৩১﴾ হাজরে আসওয়াদকে চুমু খেলাম

ঠান্ডো আল্লাহ ইয়ার (বারুল ইসলাম, সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাই খারাপ পরিবেশ ও ভবঘুরে বন্ধুদের সহচর্য গুনাহের চোরাবালিতে ধসিয়ে

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

দিয়েছিলো, মদের আডডায় যাওয়া তার জন্য সাধারণ ব্যাপার ছিলো, মানুষের সাথে অযথা ঝগড়া বিবাদ, মারামারি করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছিলো। এসমস্ত ক্রিয়াকলাপের কারণে ঘরের সবাই তার উপর বিরক্ত ছিলো, সে এমনইভাবে গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিলো, এমতাবস্থায় তার ভাগ্যকাশে তারকা চমকে উঠলো এবং এক আশিকে রাসূলের ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে ঠান্ডে আল্লাহ ইয়ার এর নূরানী মসজিদে অনুষ্ঠিত রমযানুল মোবারকের (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) শেষ ১০দিনের সম্মিলিত ইতিকাকফের বরকতে অর্জনের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। ইতিকাকফ চলাকালিন আশিকানে রাসূলের দাঁড়ি ও পাগড়ী সম্বলিত নূরানী চেহেরা এবং তার ভালবাসা ও আন্তরিকতা তাকে দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতি যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। ১০দিন লাগাতার আশিকানে রাসূলের সহচর্যে থেকে সে অনেক কিছু শিখতে পারলো। ২৫তম রাতে আল্লাহ তায়ালায় যিকিরে লিপ্ত ছিলো, হঠাৎ তার তন্দ্রাভাব এলো এবং **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সে নিজেকে কাবা শরীফের সামনে দেখতে পেলো, তার উপর আরো দয়া হলো যে, সে তৎক্ষণাৎ হাজরে আসওয়াদকে চুমু দিয়ে দিলো। ২৭তম রাতেও তার উপর দয়া হলো এবং তন্দ্রাবস্থায় মদীনা মুনাওয়ারা **رَادَمَا اللّٰهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا** এর নূরানী গলি ও সুবজ গম্বুজের নূরানী দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য পেলো। এই ঈমানোদ্দীপক বিষয়গুলো তার মনো জগতকে পরিবর্তন করে দিলো। সে নিয়ত করলো যে, এই মাদানী পরিবেশকে জীবনেও ছাড়বোনা। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** আল্লাহ তায়ালায় দয়া ও মেহেরবানীতে দা'ওয়াতে ইসলামীর জামেয়াতুল মদীনায় (যমযম নগর, হায়দারাবাদ) দরসে নিজামী করার জন্য ভর্তি হয়ে গেছে।

দিল মে বস জা'য়ে আক্বা কে জলওয়ে মুদাম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।
দেখো মক্কে মদীনে কো তুম সুবহ ও শাম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللّٰهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلَيَّ الْحَبِيبِ!



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

৩২ অসৎ সহচর্যে থাকার গুনাহ ছুটে গেলো

অওরাঙ্গী টাউন (বাবুল মদীনা করাচী) এর এক ইসলামী ভাই মন্দ সহচর্যের কারণে আধুনিক ও মন্দ প্রকৃতির লোক হয়ে গিয়েছিলো। সৌভাগ্যক্রমে নিজ এলাকার আকসা মসজিদে, অওরাঙ্গী টাউন, আল ফাতাহ কলোনী (বাবুল মদীনা, করাচী) অনুষ্ঠিতব্য রমযানুল মোবারক মাসের শেষ ১০দিনের সম্মিলিত সুন্নাত ইতিকাহ করার বরকতে আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলো, নামায ও সুন্নাতের নিয়মিত অনুসারী হয়ে গেলো, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় উপস্থিত হওয়ার অভ্যাস হয়ে গেলো, সিনেমা নাটক দেখার বদ অভ্যাস চলে গেলো এবং **أَحْسَدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** একটি বড় উপকার হলো যে, শুধুমাত্র নফসের কুপ্রবৃত্তির কারণে অসৎ সহচর্যে থাকার যে অভ্যাস ছিলো, তাও তার পিছু ছাড়লো।

সুহবাতে বদ মে রেহনে কী আদত ছুটে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহ।

খাসলতে জুরম ও ইচইয়া তুমারে মিটে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাহ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

৩৩ উৎসাহে মদীনার ১২টি চাঁদের কিরণ লেগে গেলো

মালাকা (ইলাহাবাদ, ইউপি, ভারত) এর এক ইসলামী ভাই এর ঘটনা কিছুটা এরূপ যে, সে মদীনা তুল আউলিয়া আহমদাবাদ শরীফে ভারতের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করে, দ্বীনের খেদমত করার যথেষ্ট প্রেরণা অর্জিত হলো। সেই বছরই আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রমযানুল মোবারক মাসের (১৪১৬ হিজরী, ১৯৯৬ সাল) শেষ দশদিন নাগুরী ওয়ার্ড মসজিদে (আহমদাবাদ শরীফ) অনুষ্ঠিত সম্মিলিত ইতিকাহে ইতিকাহকারী হলো। আশিকানে রাসুলের সহচর্য তাকে খুবই উপকৃত করলো,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবরানী)

তার দ্বীনি প্রেরণায় প্রিয় মদীনার ১২টি চাঁদের কিরণ লেগে গেলো। ইতিকাক্ষের পর নিজ গ্রামের বাড়ী মালাকাতে (ইউপি) গিয়ে মাদানী কাজের সাড়া জাগিয়ে দিলো। দ্বিতীয় বছর মাদানী মারকাযের পক্ষ থেকে বিভিন্ন শহরে গিয়ে শত শত ইসলামী ভাইদেরকে ইতিকাক্ষ করালো। অদ্যবদী আহমদাবাদ শরীফে সে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছে এবং দা'ওয়াতে ইসলামীর সাংগঠনিক নিয়মানুসারে তেহসীলের মালিয়াত জিম্মাদার হিসেবে আছে।

আ'ও ইশকে মুহাম্মাদ কে পিনে কো জাম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাক্ষ।
মাস্ত হো কর করো খুব তুম মাদানী কাম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাক্ষ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

﴿৩৪﴾ ৭০ বছর বয়স্ক ইসলামী ভাইয়ের অনুভূতি

গার্ডেন ওয়েস্ট (বাবুল মদীনা, করাচী) এর বয়োবৃদ্ধ এক ইসলামী ভাই বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর পানাহ! নিয়মিত নামায আদায় করতো না, সিনেমা নাটকের আসক্ত ছিলো, দাঁড়ি মুন্ডিয়ে ফেলতো এবং ইংরেজদের পোশাক পরতো। প্রায় ৬০ বছর বয়সে কাউসার মসজিদ মুসা লেইন, লিয়ারীতে (বাবুল মদীনা) রমযানুল মোবারকে (সম্ভবত ১৪১৬ হিজরী, ১৯৯৬ সাল) তার প্রথমবার ইতিকাক্ষ করার সৌভাগ্য হলো। সেখানে দা'ওয়াতে ইসলামীর আশিকানের রাসূলের সহচর্য অর্জিত হলো। গুজরাটি ভাষায় উচ্চারণ লিখিত কোরআন শরীফ পড়তে দেখে এক ইসলামী ভাই তাকে বুঝিয়ে বললো যে, কোরআনে পাক আরবী ভাষায় পড়া আবশ্যিক, কেননা গুজরাটি উচ্চারণে আরবী বর্ণগুলোকে সঠিক মাখরাজ সহকারে আদায় করা সম্ভব নয়! একথা তার বুঝে আসলো। সর্বোপরি ইতিকাক্ষে আশিকানে রাসূল থেকে তার অনেক ফয়েয অর্জিত হলো। সে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রাপ্তবয়স্কদের

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরুদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

মাদ্রাসাতুল মদীনায় পড়া শুরু করে দিলো। দেড় বছরের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে তার উচ্চারণ কিছুটা শুদ্ধ হলো, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** আরবী কোরআন শরীফ দেখে দেখে তিলাওয়াত করার সৌভাগ্য নসীব হতে লাগলো। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার সৌভাগ্য অর্জন হতে লাগলো, সপ্তাহে একবার মাদানী দাওয়ার অংশগ্রহণের সুযোগও অর্জিত হতে লাগলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** সে এক মুষ্টি দাঁড়িও সাজিয়ে নিয়েছে। প্রকাশ্যভাবে কোন উপায় না থাকা সত্ত্বেও তার উপর দয়া হয়ে গেলো এবং ওমরা শরীফ ও প্রিয় মদীনার উপস্থিতির সৌভাগ্য হয়ে গেলো। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** প্রতি মাসে তিনদিন মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্যও অর্জন করতে লাগলো। ৭২টি মাদানী ইনআমাতের ৪০টিরও বেশি ইনআমাতের উপর আমল করার চেষ্টা নসীব হলো। একটি প্রাইভেট ফার্মের একাউন্টেন্ট হিসেবে কর্মরত আছি এবং সকাল সন্ধ্যা আসা যাওয়ার সময় বাসে চার বছর ধরে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হচ্ছে, একদা স্বপ্নে বাসের ভিতর সে নেকীর দাওয়াত দিলো, নেকীর দাওয়াত দেওয়ার পর দেখলো যে, দাওয়াতে ইসলামীর এক মুবাল্লিগ যাকে সে খুব বেশি ভালবাসতো, তিনি তার সামনে মুচকি হেসে উপস্থিত। এই মনমুগ্ধকর দৃশ্য দেখে সে কেঁদে দিলো এবং চোখ খুলে গেলো, এই স্বপ্ন দেখার পর নেকীর দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে তার আরো দৃঢ়তা নসীব হলো।

সিখলো আ'ও কোরআন পড়না সত্তী,
মাদানী মাহেল মে করলো তুম ইতিকাক্ষ।
তুম তরক্বী কে যেমনো পে চড়না সত্তী,
মাদানী মাহেল মে করলো তুম ইতিকাক্ষ।

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (আবাবানী)

আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় কোরআনের আয়াতের উচ্চারণ লেখা নাজায়িয

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যতক্ষণ পর্যন্ত উত্তম সহচর্য পাওয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের সুযোগ পাওয়া যায় না। আজকাল অধিকহারে বয়োবৃদ্ধ মানুষকেও বিভিন্ন ধরনের গুনাহে লিপ্ত থাকতে দেখা যায়, এমনকি বেচারী মৃত্যুশয্যায় পতিত হলেও তার নামায আদায় করার, মিথ্যা ও গীবত থেকে বাঁচার এবং দাঁড়ি মুন্ডানো থেকে তাওবা করে নেয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়না, ঐ অবস্থায়ও **مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ** টিভিতে সিনেমা দেখা অব্যাহত থাকে, আর সুস্থ হয়ে শুধুমাত্র দুনিয়াবী কাজে ব্যস্ত থাকার উৎসাহ দেখা যায়। এই বয়োবৃদ্ধ ইসলামী ভাইটি সৌভাগ্যবান ছিলো, সে ইতিফাফে মাদানী পরিবেশকে সহজে আয়ত্তে নিয়েছিলো এবং অলসতায় ভরা জীবনকে পুরোপুরি মাদানী রঙে রাঙিয়ে নিলো। আপনারা দেখেছেন যে, বেচারী কোরআন শরীফও পড়তে জানতো না, তাই গুজরাটী উচ্চারণে কোরআন শরীফ পড়তো, যার কারণে এক আশিকে রাসূল তাকে বুঝালো, তখন দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রাপ্তবয়স্কদের মাদ্রাসাতুল মদীনায় রাতের বেলায় শিখে আরবীতে কিছু কিছু পড়ার উপযুক্ত হলো। মনে রাখবেন! আরবী ভাষা ছাড়া অন্য যেকোন ভাষায় যেমন; বাংলা, হিন্দি, ইংরেজী ভাষায় কোরআনে পাকের আয়াতের উচ্চারণ লেখা জায়িয নাই। বাংলা, হিন্দি, ইংরেজী ইত্যাদি ভাষার ক্রোড়পত্র ও অন্যান্য বই ও পুস্তিকায় আয়াত ও দোয়ায়ে মাছুরা সমূহ (অর্থাৎ কোরআনী দোয়া) আরবী অক্ষরেই লিখতে হবে। প্রসিদ্ধ মুফাসিসর, হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ **رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ** এর একটি ব্যাখ্যামূলক ফতোয়া পর্যবেক্ষণ করুন: “হিন্দি বা ইংরেজী অক্ষরে কোরআন শরীফ লিখা সরাসরী পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত (আর কোরআন শরীফ পরিবর্তন করা হারাম), কেননা প্রথমতঃ তা উপরোল্লিখিত বিধি নিষেধ বিরোধী। দ্বিতীয়তঃ **سِينِ سَادِئَةٍ** এর মধ্যে, এমনভাবে **ع. ق. ع** এর মধ্যে,

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

পাশাপাশি ظ.ذ.এর মধ্যে একেবারেই পার্থক্য করা যায়না। যেমন; ظاهر এর অর্থ প্রকাশ্য, আর ظاهر অর্থ চমকদার বা সতেজ। এখন যদি আপনি ইংরেজীতে Zahir লিখেন তখন কিভাবে বুঝবেন যে, এটা ظاهر নাকি ظاهر? অনুরূপভাবে ظاهر ও ظاهر, قادر ও قادر, سميع و سميع, عالم ও عالم এর মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করবে? উদ্দেশ্যগত ও শব্দগতভাবে পার্থক্য তো হবেই বরং হরফ পর্যন্ত পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং অর্থও পরিবর্তন হয়ে যাবে।” (ফতোয়ায়ে নঈমীয়া, ৮৩ পৃষ্ঠা)

করম সে ইয়ে জযবা মে পা'ওঁ খোদায়া!

মে কোরআন সিখোঁ সিখাওঁ খোদায়া!

صَلِّ عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

﴿৩৫﴾ ঘরেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করে নিলো

রমযানুল মোবারকে (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) ইতিকাকফের সময় খুবই সন্নিহিত ছিলো, রাজুরী (জম্মু কাশ্মির, ভারত) এর এক ইসলামী ভাইয়ের (বয়স প্রায় ৪০ বছর) সাথে সাক্ষাতে একজন দা'ওয়াতে ইসলামীর মুবাল্লিগ তাকে সাধারণভাবে সম্মিলিত ইতিকাকফের দাওয়াত পেশ করলো এবং সে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে রেলওয়ে স্টেশন মসজিদে (রাজুরী, জম্মু কাশ্মির) অনুষ্ঠিতব্য রমযানুল মোবারকের (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) শেষ দশদিনের সম্মিলিত ইতিকাকফে ইতিকাকফকারী হয়ে গেলো। আশিকানে রাসূলের মাদানী পরিবেশ দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেলো, দাঁড়ি মোবারক সাজিয়ে নিলো, পাগড়ী শরীফ পরিধান করে নিলো, দরস ও বয়ান করা শুরু করে দিলো, নিজের ঘরেও মাদানী পরিবেশ বানিয়ে নিলো, পরিবারের ইসলামী বোনদের মাঝে পর্দার বিধান চালু করলো আর অদ্যবদি নিজ শহর “রাজুরী”র মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসেবে দায়িত্বরত আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরুদে পাক পাঠ করো,
নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।” (আবু ইয়াল)

জিন্দেগী কা কারিনা মিলে গা তুমহে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।
আ'ও দরদে মদীনা মিলে গা তুমহে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلِّ عَلَىٰ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ! صَلُّوا عَلَىٰ الْحَبِيبِ!

৩৬ রমযানের রোযা খুবই কমই রাখতাম

ভালওয়াল (জিলা সরগোদা, গুলজারে তৈয়েবা, পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই বেনামাযী ও ফ্যাশন পাগল যুবক ছিলো এবং সিনেমা-নাটক দেখা, গান বাজনা শুনাতে খুবই আসক্ত ছিলো। রমযানুল মোবারকের রোযাও আল্লাহর পানাহ! খুবই কমই রাখতো, কেউ যদি বুঝানোর চেষ্টাও করতো তবে তাকে নিরাশ করে দিতোম। একদিন সে কোন ব্যাপারে চিন্তায় বিভোর হয়ে যাচ্ছিলো, পথিমধ্যে একজন পাগড়ী ওয়ালা ইসলামী ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হয়ে গেলো, যিনি আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি তাকে ইনফিরাদী কৌশিাশ করে জামে মসজিদে অনুষ্ঠিতব্য দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে গেলেন, কিন্তু সে শয়তানী কুমন্ত্রণায় পরে কিছুক্ষণ পরই উঠে চলে গেলো। দু'দিন পর তার এক দুনিয়াদার বন্ধু তাকে সিনেমা দেখার জন্য নিয়ে গেলো, কিন্তু কোন এক ব্যাপারে তাদের মাঝে বিরোধ হওয়াতে সে তার থেকে আলাদা হয়ে গেলো আর এভাবে তার ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠলো, ঘটনাটি হলো যে, রমযানুল মোবারকে তার বড়ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিতব্য সম্মিলিত ইতিকাকফে ইতিকাকফকারী ছিলো, সে ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে গেলো, সেখানে সবুজ সবুজ পাগড়ী পরিহিত আশিকানে রাসূলদের তার খুবই ভাল লাগলো। চাঁদ রাতে এক ইসলামী ভাই তার বড়ভাইকে ফয়যানে সুন্নাত ও না'তের ক্যাসেট উপহার হিসেবে দিলো, সেই ইসলামী ভাই ফয়যানে সুন্নাতের “বেনামাযীর শাস্তি” নামক অধ্যায়টি পাঠ করে ভয়ে কেঁপে উঠলো এবং ক্যাসেটে এই মুনাজাত -

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ কৱেছেন: “কিয়ামতেৱ দিন আমাৱ নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমাৱ উপৱ বেশি পৱিমাণে দরুদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

গুনাহেঁ কি আঁদত ছুড়া মেৱে মাওলা, মুখে নেক ইনসাঁ বানা মেৱে মাওলা ।

শুনে মনে দাগ কেটে গেলো । الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সে গান বাজনা শুনা ছেড়ে দিলো কিন্তু নিয়মিত নামাযী হতে পাৱলো না । এক আশিকে রাসূলের দাওয়াতে দাওয়াতে ইসলামীৱ সাগুাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায আবাবো উপস্থিত হলো এবং ইজতিমাৱ শেষে আশিকানে রাসূলের সাক্ষাতের মনমুগ্নকৱ পদ্ধতি তাকে দাওয়াতে ইসলামীৱ প্রেমিক বানিয়ে দিলো । সে মুখমন্ডলকে মাদানী নিদর্শন তথা দাঁড়ি মোবারক দ্বাৱা এবং মাথাকে পাগড়ী শরীফ দ্বাৱা সাজিয়ে নিলো । পাঁচ ওয়াজ নামায জামাআত সহকাৱে পড়তে শুরু কৱলো এবং সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেৱীয়া রযবীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে হুযুৱ গাউসে আযম رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মূৱীদও হয়ে গেলো, দাওয়াতে ইসলামীৱ মাদানী কাজের পদানুসাৱে সাংগঠনিকভাবে যেলী মুশাওয়ারাতের যিম্মাদাৱ এবং নিয়মিত দরস দেওয়ার পাশাপাশি দাওয়াতে ইসলামীৱ মাদ্রাসাতুল মদীনায হেফয কৱাৱ সৌভাগ্য অর্জন কৱে যাচ্ছে ।

আঁও সুন্নাত কা ফয়যান পাঁও গে তুম, মাদানী মাহেল মে কৱলো তুম ইতিকাফ ।

اللّٰهُمَّ جَانِّتْ مَعِ يَآءُوْ غَءُ تُوْمَ، مَادَانِي مَاهَلْ مَعِ كَرَلُو تُوْمَ إِيْتِكَاْفَ ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৪, ৬৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى عَلٰى الْحَبِيْبِ!

﴿৩৭﴾ মেৱদন্ডেৱ ব্যথা থেকে মুক্তি

বাবুল মদীনা কৱাচিৱ ডিফেন্স ভিউ এলাকাৱ এক দাওয়াতে ইসলামীৱ মুবাল্লিগেৱ মামাতো ভাই, যে কিনা ফ্যাক্টরীৱ মালিক (Mill owner) ছিলো, ইনফিৱাদী কৌশিশেৱ বৱকতে রমযানুল মোবারক মাসে (১৪২৫ হিজৱী) দাওয়াতে ইসলামীৱ অধীনে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা সম্মিলিত ইতিকাফে অংশগ্ৰহণেৱ জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো । সে দীর্ঘদিন যাৱৎ মেৱদন্ডেৱ প্রচন্ড ব্যথায় লিপ্ত ছিলো, অনেক ডাক্তাৱকে দেখালো এবং তাৱেৱ চিকিৎসামত ঔষধও ব্যৱহাৱ কৱে, কিন্তু কোন আশানূৱপ উপকাৱ হলো না । সে খুবই চিন্তায় ছিলো যে, ১০দিন



রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।” (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

ইতিকাকফে কিভাবে থাকবো! সে ইতিকাকফে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসার চেষ্টা করতো, ফোমের বিছানায় ঘুমানোর অভ্যাস ছিলো, এখানে চাটাই বা মাদুর বিছিয়ে ফ্লোরে সুন্নাত অনুযায়ী ঘুমানোর উৎসাহ প্রদান করা হতো, এটা তার জন্য অত্যন্ত কষ্টের ছিলো। কিন্তু তাছাড়া কোন উপায়ও ছিলোনা। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** কিছুদিন সুন্নাত অনুযায়ী শয়ন করার বরকতে তার অনুভূত হলো যে, কোমরের ব্যথা যথেষ্ট পরিমাণে কমে এসেছে। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** দা'ওয়াতে ইসলামীর সম্মিলিত সুন্নাত ইতিকাকফের বরকতে অবশেষে মেরুদণ্ডের ব্যথা থেকে সে মুক্তি পেলো।

তুম কো তারপা কে রাখ দে গো দারদে কমর, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

পাঁওলে তুম সুকুঁ হোগা ঠাঙা জিগর, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

﴿৩৮﴾ হ্যাপি নিউ ইয়ারের অভিলাষ

যোধপুরের (রাজস্থান, ভারত) এক ফটোগ্রাফার (বয়স প্রায় ২৮ বছর) যার ৩১ শে ডিসেম্বর “হ্যাপি নিউ ইয়ার” এর (Happy New Year) অশ্লিলতায় ভরা পার্টিতে অংশ গ্রহণের প্রবল আগ্রহ ছিলো এবং সে এই জন্য মুম্বাই চলে যেতো। আল্লাহ তায়ালার মেহেরবানী হয়ে গেলো যে, আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে বীচের মসজিদে (উদয়পুর, রাজস্থান, ভারত) রমযানুল মোবারকের (১৪২৬ হিজরী, ২০০৫ সাল) শেষ দশদিনের অনুষ্ঠিত সম্মিলিত সুন্নাত ইতিকাকফে আশিকানে রাসুলের সাথে ইতিকাকফ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে গেলো। সেখানকার সুন্নাতে ভরা হালকা, ভাবাবেশপূর্ণ বয়ান ও ভাব গাম্বির্যপূর্ণ দোয়া তাকে কাঁপিয়ে দিলো। নিজের পূর্বকার গুনাহ থেকে তাওবা করলো, ফটোগ্রাফারের কাজ ছেড়ে দিলো এবং নিয়মিতভাবে সাদায়ে মদীনা লাগাতে লাগলো অর্থাৎ মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের জন্য জাগাতে লাগলো।



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরুদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূন্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাব্বাহত)

রঙ রিলিয়া মাননে কা চাসকা মিটে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।
রাক্স কি মাহফিলোঁ কি নাহসত ছুটে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

আমাদের হিজরী সালকে সম্মান করা উচিত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আহ! যদি জানুয়ারীতে নতুন বছরের অভ্যর্থনার পরিবর্তে মুসলমানদের “মাদানী নতুন বছর” তথা হিজরী সাল অনুযায়ী শুরু হওয়া নতুন বছরের অভ্যর্থনা জানানোর প্রেরণা নসীব হয়ে যেতো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ। হিজরী সনের নতুন বছর ১লা মুহাররামুল হারাম থেকে শুরু হয়, সম্ভব হলো প্রতি বছর মুহররমুল হারামের প্রথম তারিখ পরস্পরের মধ্যে নতুন মাদানী বছরের মোবারকবাদ জানানোর প্রথা চালু করণ।

﴿৩৯﴾ আশিকানে রাসূলের সহচরের বরকত

ভালওয়াল (জিলা গুলজার তৈয়বা, সারগোধা, পাঞ্জাব) এর এক ইসলামী ভাই দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে “ক্লীন শেভকারী” ছিলো, সূনাতে ভরা জীবন থেকে দূর, অলসতার উপত্যকায় ঘুরছিলো। রমযানুল মোবারকের বরকতময় মাস ছিলো, একদিন নিজের ঘরে বসা ছিলো, তখন তার পিতা তার ছোট ভাইকে বলছিলো: “খোয়াজগান জামে মসজিদ” এ দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে রমযানুল মোবারকের শেষ দশদিনের সম্মিলিত ইতিকাকফ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি চলো নয়তো প্রথম কাতারে জায়গা পাবে না। সে চমকিত হলো এবং মনে আগ্রহ সৃষ্টি হলো যে, আমিও আশিকানে রাসূলের সাথে সাক্ষাত করতে যাব, ঐদিন ইশার নামায তারাবীহসহ ঐ মসজিদে আদায় করলো। তারাবীর পর ক্যাসেটের মাধ্যমে হাজী মুশতাক رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর কণ্ঠে এই নাত শরীফটি চালানো হলো:

“সানি নাহ কোয়ি মেরে সোনে নবী লাজপাল দা”



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরুদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

তার মনে অনেক প্রশান্তি অনুভূত হলো। সে দ্বিতীয় দিন আবারো গেলো, সেদিন যেহেতু বৃহস্পতিবার ছিলো, তাই সেখানে সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমা শুরু হয়ে গেলো। সে প্রথম বারের মতো অংশগ্রহণ করলো, অন্তরে আশ্চর্য রকমের শান্তি ও প্রশান্তি অনুভব করতে লাগলো। তৃতীয়দিনও গেলো তখন ক্যাসেট ইজতিমায় মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সূন্নাতে ভরা বয়ানের ক্যাসেট “গান বাজনার ধ্বংসলীলা” শুনানো হলো, বয়ান শুনে সে কেঁপে উঠলো, কেননা এতে সাধারণভাবে গাওয়া গান সমূহের মধ্যে কুফরী বাক্য চিহ্নিত করা হয়েছিলো। আল্লাহর পানাহ! সেও কুফরী গান সমূহ গাওয়ার অপদে লিপ্ত ছিলো, সুতরাং সে তাওবা করলো এবং ঈমানও নবায়ন করলো। যেহেতু অন্তর একেবারে মর্মান্বিত হলো তাই অবশিষ্ট দিনগুলোতে ইতিকাকফে অংশগ্রহণ করলো। ফয়যানে সূন্নাতে বারবরী চুল রাখার সূন্নাতে ও আদব পড়ার পর বাবরী চুল রাখার নিয়ত করে নিলো এবং ২৬ রমযানুল মোবারক অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ে যিকির ও নাতে দাঁড়ি রাখার নিয়তও করে নিলো আর সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে হুযুর গউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে গেলো। সালাত ও সালামের বাক্যগুলোও সে সেখানে শিখে নিলো এবং ইতিকাকফ থেকে ফিরে গানের শতাধিক ক্যাসেট ও টিভিকে (কেননা তখন “মাদানী চ্যানেল” ছিলোনা, আর অন্যান্য চ্যানেলে সাধারণত গানবাজনায় ভরপুর অনুষ্ঠানই দেখানো হতো, তাই) ঘর থেকে বের করে দিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ দা’ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাজের ভিত্তিতে সাংগঠনিক নিয়ামানুসারে ডিভিশন কাফেলা যিম্মাদারও হয়েছিলো।

ঢোল বাজোঁ কো সুননে সে বায আ’ও তুম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

ফিল্মী গানে না হার গিয কভী গাও তুম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাকফ।

(ওয়সায়িলে বখশীশ, ৬৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়ো إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ।” স্মরণে এসে যাবে।” (সাহাবদাতুদ দা'রাইন)

﴿৪০﴾ ভেজাল মিশ্রিত মসলার ব্যবসা বন্ধ করে দিলো

রঞ্গেড়াপুরী রোড, ভীমপুরা (মাদানী পুরা), বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাই প্রথম প্রথম এমন বে-নামাযী ছিলো যে, জুমার নামাযও পড়তো না। সৌভাগ্যবশতঃ তা আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে গুলযারে মদীনা মসজিদে (আগরা তাজ কলোনি, বাবুল মদীনা) আশিকানে রাসুলের সাথে রমযানুল মোবারকের (১৪২৫ হিজরী, ২০০৪ সাল) শেষ ১০দিন সম্মিলিত ইতিকাকফে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হলো। ১০ দিনের আশিকানে রাসুলের সহচর্য তার অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করে দিলো। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ সে কিছু কিছু নামায শিখে নিলো এবং পাঁচ ওয়াজ্জ নামায জামাআত সহকারে আদায় করতে শুরু করলো। সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়ায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে হুযুর গউসে আযম رَحْمَةُ اللَّهِ تَحَالَى عَلَيْهِ এর মুরীদও হয়ে গেলো। আল্লাহ তায়ালায় দয়া ও মেহেরবানীতে নেক আমলের এমন মানসিকতা তৈরী হলো যে, ৭২টি থেকে প্রায় ৬৩টি মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার প্রচেষ্টা চালাতে সফল হয়ে গেলো। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত রিসালা সমূহ অধিকহারে পড়ার অভ্যাস হয়ে গেলো এবং ইতিকাকফের আরো একটি বড় উপহার এটাও পেলো যে, সে যে ভেজাল মিশ্রিত মরিচ মসলার সাপ্লাই এর কাজ করতো, তা ছেড়ে দিলো। তার মসলার কারখানায় প্রায় ৪৪ জন শ্রমিক কাজ করতো, সে সেই কারখানাও বন্ধ করে দিলো, কেননা যুগ খুবই খারাপ, বড় আকারে বিশুদ্ধ মসলার ব্যবসা করে বাজারে থাকাটা অত্যন্ত কঠিন। যদিও অনেক ক্ষেত্রে মিশ্রণের কথা প্রকাশ করে বিক্রি করা জায়িয়, তবে মিশ্রণের কথা বললে কিনবে কে! সাধারণত ধোকাবাজির আধিক্য চলচে। আজকাল মুসলমানদের স্বাস্থ্যের প্রতি কারো খেয়াল নেই! ব্যস! সম্পদ উপার্জন করা চাই, তা হালাল হোক কিংবা হারাম আল্লাহর পানাহ! মোটকথা আশিকানে রাসুলের সহচর্যের বরকতে সে হালাল রিযিক অশ্বেষণে ব্যস্ত হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

বরকতে ইশরাক, চাশত, আওয়াবীন ও তাহাজ্জুদের নফল নামাযের পাশাপাশি প্রথম সারিতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতাত সহকারে পড়ারও অভ্যাস হয়ে গেলো।

ছোড় দো ছোড় দো ভাই রিয়কে হারাম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
আ'ও করনে লাগো গে বহত নেক কাম, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৫ পৃষ্ঠা)

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

ইয়া রব্বের মুস্তফা! প্রতিটি মুসলমানের ইতিকাফ কবুল করুন। ইয়া আল্লাহ! একনিষ্ঠ ইতিকাফকারীদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা করুন। ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান করুন! ইয়া আল্লাহ! আমাদেরকে সত্যিকারের আশিকে রাসূল বানিয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ কে ক্ষমা করে দিন।

হার গুনাহ সে বাঁচা মুঝ কো মাওলা, নেক খাসলত বানা মুঝ কো মাওলা,
ভুঝ কো রমযান কা ওয়াসতা হে, ইয়া খোদা ভুঝ সে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

মদীনার ভালবাসা,
জান্নাতুল বার্বী, ক্ষমা ও
বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় নবী ﷺ
এর প্রতিবেশীত্বের
প্রত্যাশী।



শা'বানুল মুয়াযযম, ১৪৩৭ হিজরী
মে ২০১৭ ইংরেজী

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরুদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

ফয়যানে সুন্নাত হতে দরসের ২২টি মাদানী ফুল



ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: “যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট কোনো ইসলামী কথা পৌঁছিয়ে দেয়, যাতে তার মাধ্যমে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত হয় অথবা বদ-মাযহাবী দূর হয়ে যায়, তবে সে জান্নাতী।”

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০ম খন্ড, ৪৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৪৪৬৬)



তাজেদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেন: “আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে তরতাজা রাখুক, যে আমার হাদীস শুনে, স্মরণ রাখে এবং অন্যদের নিকট পৌঁছায়।” (সুনানে তিরমীযী, ৪র্থ খন্ড, ২৯৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৬৬৫)



হযরত সাযিয়দুনা ইদ্রীস عَلِيٌّ تَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ এর নাম মুবারকের একটি হিকমত এও যে, আল্লাহ তায়ালা প্রদানকৃত সহীফার অধিকহারে দরস ও শিক্ষা দেয়ার কারণে তাঁর عَلِيٌّ تَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ নাম ইদ্রীস (অর্থাৎ দরস দাতা) হয়ে গেলো।

(তাফসীরে কাবীর, ৭ম খন্ড, ৫৫০ পৃষ্ঠা। তাফসীরুল হাসানাত, ৪র্থ খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)



হযর গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন: **دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتَّى صِرْتُ قُطْبًا** অর্থাৎ আমি ইলমের দরস নিলাম, একপর্যায়ে কুতুবিয়্যতের মর্যাদা অর্জন করলাম।

(কসীদায়ে গাউছিয়া)



ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দেয়া দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি মাদানী কাজ। ঘর, মসজিদ, দোকান, স্কুল, কলেজ, চৌক ইত্যাদিতে সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন দরসের মাধ্যমে অধিকহারে সুন্নাতের মাদানী ফুল বিতরণ করুন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করো, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আদী)



ফয়যানে সুন্নাত হতে প্রতিদিন কমপক্ষে দু’টি **দরস** দেয়া বা গুনার সৌভাগ্য অর্জন করুন।



২৮ পারা সূরা তাহরীমের ৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا
أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَوَدَّهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৭)

কানযুল ইমান থেকে অনুবাদ: “হে ইমানদারগণ! নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবারবর্গকে ঐ আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন মানুষ এবং পাথর।”

নিজেকে এবং নিজের পরিবার পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর একটি মাধ্যম হল **ফয়যানে সুন্নাতের** দরস। (দরস ছাড়াও দা’ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত সুন্নাতে ভরা বয়ান অথবা মাদানী মুযাকারার ক্যাসেট বা V.C.Dও পরিবারবর্গকে গুনান)



যিম্মাদাররা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে প্রতিদিন **চৌক দরসের** ব্যবস্থা করুন। উদাহরণ স্বরূপ; রাত ৯টায় **মদীনা চৌক** সাড়ে ৯টায় **বাগদাদী চৌক** ইত্যাদি। ছুটির দিন একাধিক জায়গায় চৌক দরসের ব্যবস্থা করুন (কিন্তু লক্ষ্য রাখবেন সর্বসাধারণের হক যেন নষ্ট না হয়, যেমন; আপনার কারণে যেনো মুসলমানের পথ চলতে বাঁধা সৃষ্টি না হয়, অন্যথায় গুনাহগার হবেন।)



দরসের জন্য এমন সময় নির্বাচন করুন, যখন অধিকহারে ইসলামী ভাই অংশগ্রহণ করতে পারে।



যে নামাযের পর **দরস** দিবেন ঐ নামায ঐ মসজিদের প্রথম সারিতে, প্রথম তাকবিরের সাথে **জামাতাত সহকারে** আদায় করুন।



মেহরাব থেকে দূরে (বারান্দা ইত্যাদিতে) এমন কোন জায়গা দরসের জন্য নির্বাচন করুন। যেখানে অন্যান্য নামাযী ও তিলাওয়াত কারীদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ রশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)



২২ **যেলী** মুশাওয়্যারাতের নিগরানের উচিত যে, নিজের মসজিদে ২ জন **সেচ্চাসেবক** নির্ধারণ করা। যারা দরস (বয়ান) এর সময় চলে যাওয়া লোকদের নম্রভাবে দরসে (বয়ানে) অংশগ্রহণ করতে বলবেন এবং কাছাকাছি বসিয়ে দিবেন।



২৩ **পর্দার উপর পর্দা** করাবস্থায় দু'জানু হয়ে বসে **দরস** দিন। যদি শ্রবণকারী বেশী হয়, তখন দাঁড়িয়ে কিংবা মাইকে দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে যাতে অন্য নামাযীর অসুবিধা না হয়।



২৪ **আওয়াজ** যেনো বেশী উচ্চ না হয় আবার একেবারে নিম্নও যেনো না হয়। যথাসম্ভব এতটুকু আওয়াজে দরস দিন, যেনো শুধুমাত্র উপস্থিত ব্যক্তিরাই শুনতে পায়। কোন অবস্থাতেই অন্যান্য নামাযীর যেনো কষ্ট না হয়।



২৫ **দরস** সর্বদা খেমে খেমে, ধীরগতিতে দিবেন।



২৬ যা কিছু **দরস** দিবেন, তা আগে কমপক্ষে একবার দেখে নিন, যাতে ভুলত্রুটি না হয়।



২৭ **ফয়যানে সুন্নাতের** ইরাব (অর্থাৎ যবর, যের, পেশ) দেয়া শব্দ সমূহ ইরাব অনুযায়ী পাঠ করুন। এভাবে করলে **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** সঠিক **উচ্চারণের** অভ্যাস গড়ে উঠবে।



২৮ **হামদ ও সালাত**, দরুদ সালামের লিখিত বাক্য সমূহ, দরুদের আয়াত এবং সমাপনী আয়াত ইত্যাদি কোন সুন্নী আলিম বা ক্বারী সাহেবকে অবশ্যই শুনিয়ে নিবেন। যতক্ষণ না ওলামায়ে আহলে সুন্নাতকে শুনাবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত একাকীও পাঠ করবেন না।



২৯ **ফয়যানে সুন্নাত** ছাড়াও দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত **মাদানী রিসালাসমূহ** থেকে **দরস** দিতে পারবেন।^(১)

১. আমীরে আহলে সুন্নাত **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** এর কিताব ছাড়া অন্য কোন কিताব থেকে দরস দেওয়ার অনুমতি নেই।
- মারকাযী মজলিশে গুৱা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরুদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)



দরস এবং শেষের দোয়াসহ **৭ মিনিটের** মধ্যে সম্পন্ন করুন।



প্রত্যেক মুবািল্লিগের উচিত যে, **দরসের নিয়ম**, শেষের তারগীব ও **শেষের দোয়া** মুখস্ত করে নেয়া।



দরসের নিয়মে ইসলামী বোনেরা প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন করে নিন।

ফয়যানে সুন্নাত হতে দরস দেয়ার পদ্ধতি

তিনবার এভাবে বলুন: “কাছাকাছি এসে বসুন।” পর্দার উপর পর্দা করে দু’যানু হয়ে বসে এভাবে শুরু করুন:

(মাইক ব্যবহার করবেন না, মাইক ছাড়াও কণ্ঠস্বর নিচু রাখুন, যেনো কোন নামাযীর সমস্যা না হয়)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

এরপর এভাবে দরুদ সালাম পড়ান:

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى أٰلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

যদি মসজিদে হন, তবে এভাবে ইতিকাকফের নিয়ত করান:

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْإِسْلَامِ (অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাকফের নিয়ত করলাম)

অতঃপর এভাবে বলুন: প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইলমে দ্বীন অর্জনের নিয়তে “ফয়যানে সুন্নাত” হতে দরস শ্রবণ করুন। এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে, জমিনের উপর আঙ্গুল দিয়ে খেলা করতে করতে, পোশাক, শরীর, চুল ইত্যাদি নড়াচড়া করতে করতে শুনলে এর বরকত সমূহ হাতছাড়া হওয়ার

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরুদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

সম্ভাবনা রয়েছে। (বয়ানের শুরুতেও এভাবে তারগীব দিন এবং ভাল ভাল নিয়্যতও করান) এরপর ফয়যানে সুন্নাতে হতে দেখে দেখে দরুদ শরীফের একটি ফযীলত বর্ণনা করুন। অতঃপর বলুন:

صَلِّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَيَّ الْحَبِيبِ!

যা কিছু লিখা আছে তাই পাঠ করে শুনান, আয়াত ও আরবী ইবারত সমূহের শুধুমাত্র অনুবাদই পড়ুন, লিখিত বিষয়ের নিজের পক্ষ থেকে কখনোই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন না।

দরস শেষে এভাবে তারগীব দিন

(প্রত্যেক মুবাঞ্জিগের এটি মুখস্ত করে নেয়া উচিত এবং দরস ও বয়ানের শেষে কোনরূপ সংযোজন বিয়োজন ছাড়া হুবহু এভাবে তারগীব দিন)

খোদাভীতি এবং রাসূলের ভালবাসা সৃষ্টির জন্য প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর আমীরে আহলে সুন্নাতে মাদানী মুযাকারা এবং প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়্যতে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। রাতে অবশ্যই সেখানে অবস্থান করুন এবং আল্লাহ তায়ালা সহায় হলে তাহাজ্জুদও আদায় করুন, প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনার মাধ্যমে “নেককার হওয়ার উপায়” মাদানী ইনআমাত নামের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন, **إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** এর বরকতে সুন্নাতে অনুসরণ, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং ঈমান হিফাযতের মনমানসিকতা সৃষ্টি হবে।

পরিশেষে বিনয় ও নম্রতার সহিত একাত্তিভণ্ডে দোয়ার জন্য হাত উত্তোলনের আদব সমূহের দিকে লক্ষ্য রেখে কোনরূপ পরিবর্তন ছাড়া এভাবে দোয়া করুন:



রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ালেদ)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط

ইয়া রব্ব মুস্তফা عَزَّوَجَلَّ! বাতুফাইলে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা এবং সকল উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! দরসের ভুল-ত্রুটি এবং সকল গুনাহ ক্ষমা করে দাও, আমাদেরকে আশিকে রাসূল, পরহেযগার ও পিতা-মাতার বাধ্য করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করা, মাদানী কাফেলায় সফর এবং নেকীর দাওয়াতের সারা জাগানোর তৌফিক দান করো। হে আল্লাহ! মুসলমানদের রোগ সমূহ, ঋণগ্রস্থতা, রোজগারহীনতা, সন্তানহীনতা, অহেতুক মামলা মুকাদ্দামা এবং বিভিন্ন পেরেশানি সমূহ থেকে মুক্তি দান করো। হে আল্লাহ! ইসলামের উন্নতি দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশে আজীবন সম্পৃক্ততা দান করো। হে আল্লাহ! আমাদেরকে সবুজ গুম্বুজের নীচে তোমার প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর জ্বলওয়াতে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদৌসে তোমার মাদানী হাবীব صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রতিবেশীত্ব নসিব করো। হে আল্লাহ! মদীনা শরীফের সুগন্ধিময় সুশীতল হাওয়ার ওসিলায় আমাদের সকল জায়িয় দোয়াসমূহ কবুল করো।

কেহতে রেহতে হে দোয়াকে ওয়াস্তে বান্দে তেরে,
করদে পু'রি আ'রজু হার বে'কসুর মজবুর কি।

أَمِينٍ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

এরপর এই আয়াত পাঠ করুন:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ط

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৫৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরুদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (ভাবারানী)

সবাই দরুদ শরীফ পাঠ করার পর পড়ুন:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

(পারা ২৩, সূরা আস সাফাত, আয়াত ১৮০, ১৮১, ১৮২)

(পরিশেষে কলেমা শরীফ পাঠ করে সূন্নাতের উপর আমল করার নিয়তে মুখে
উভয় হাত বুলিয়ে নিন)

দরসের সূফল পেতে সাওয়াবের নিয়তে (দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয় বরং) বসেই
উৎফুল্লতার সহিত মানুষের সাথে সাক্ষাত করুন, কয়েকজন নতুন ইসলামী
ভাইদের আপনার নিকটে বসিয়ে নিন এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে হাসি
মুখে তাদের মাদানী ইনআমাত এবং মাদানী কাফেলার বরকত সমূহ বুঝান।
(বসে সাক্ষাত করার কারণ হলো যে, হতে পারে কিছু না কিছু ইসলামী ভাই আপনার
সাথে বসে থাকবে, নয়তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাক্ষাতকারী অধিকাংশই চলে যায়, আর
এভাবে ইনফিরাদি কৌশিশ করা সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারে)

তুমি এয় মুবাল্লিগ ইয়ে মেরী দোয়া হে,
কিয়ে যাও তে তুম তরক্বী কা যিয়না।

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ! আমাকে এবং নিয়মিত প্রতিদিন কমপক্ষে
দু'টি ফয়যানে সূন্নাতের দরস একটি ঘরে এবং অপরটি মসজিদে, চৌক বা স্কুলে
প্রদানকারী এবং শ্রবণকারীকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাদের সুন্দর আচরণের
অধিকারী বানান। اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ।

মুখে দরসে ফয়যানে সূন্নাত কি তৌফিক,
মিলে দিন মে দো মরতবা ইয়া ইলাহী!

তথ্যসূত্র

কোরআন শরীফ		মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২হিঃ
কিতাব	লিখক	প্রকাশনা/ প্রকাশকাল
তাফসীরে আব্দুর রাজ্জাক	ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুমাম সুনানী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
তাফসীরে তাবরী	আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির তাবরী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
তাফসীরে কবীর	ইমাম ফখরুদ্দিন মুহাম্মদ বিন ওমর রাজী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
তাফসীরে বাগ'ভী	ইমাম আবু মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসউদ <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
আহকামুল কুরআন	আবু বকর আহমদ বিন আলী রাজী জাসাস <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত
তাফসীরে কুরতুবি	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনসারী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
তাফসীরে খাযিন	আল্লামা আলাউদ্দিন আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	আকোড়া খটক
তাফসীরে বায়জাতী	আল্লামা আব্দুল্লাহ আবু ওমর বিন মুহাম্মদ বায়জাতী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
তাফসীরে দুররে মুনসুর	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ
তাফসীরাতে আহমদিয়া	আল্লামা আহমদ বিন আবু সাযিদ জুনপুরী ওরফে মাল্লা জীবন <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	পেশাওয়ার
তাফসীরে রুহুল বয়ান	শায়খ ইসমাঈল হক্কী বারোসী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪০৫হিঃ
হাশিয়াতুস সাবী আলাল জালালিন	আহমদ বিন মুহাম্মদ সাবী মালকী হালুফী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
রুহুল মাআনী	আল্লামা শাহাবুদ্দিন সৈয়দ মুহাম্মদ আ'লুসী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	সায়্যিদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩২হিঃ
তাফসীরে নাঈমী	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	মাকতাবায়ে ইসলামীয়া, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর

কিতাব	লিখক	প্রকাশনা/ প্রকাশকাল
তাকসীরে নুরুল ইরফান	মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাদ্বী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	পীর ভাই এন্ড কোম্পানি
সহীহ বোখারী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বোখারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
সহীহ মুসলিম	ইমাম মুসলিম বিন হিজাজ কুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ইবনে হাজম, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
সুনানে তিরমিযী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঙ্গসা তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
সুনানে নাসাঈ	ইমাম আহমদ বিন শায়িব নাসাঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম সুলাইমান বিন আশ'আশ সাজান্তানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
সুনানে ইবনে মাজাহ্	ইমাম মুহাম্মদ বিন যায়িদ কযভিনী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল মারুফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
সুনানে কুবরা	ইমাম আবু বকর বিন হুসাইন বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ
সুনানে দারামী	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল আরাবীয়া, বৈরুত, ১৪০৭হিঃ
মুয়াত্তা ইমাম মালিক	ইমাম মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল মারুফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
নাওয়াদিরুল উছুল	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাসান হাকীম তিরমিযী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল ইমামুল বোখারী আল কাহিরা, ১৪২৯হিঃ
মুসনাদিল বজার	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন ওমর বিন আব্দুল খালিক বজার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হুকুম, মদীনা মনওয়ারা, ১৪২৪হিঃ
মুসনাদে আব্দ বিন হামিদ	আল্লামা আব্দ বিন হামিদ বিন নসর আবু মুহাম্মদ আল কাসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল সুনাতুল কাহেরা, ১৪০৮হিঃ
শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১২হিঃ
মুসতাদরাক	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ হাকিম নিশাপুরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল মারুফ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
আল মুসনাদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১১/১২হিঃ

কিতাব	লিখক	প্রকাশনা/ প্রকাশকাল
মুসনাদে আবি ইয়লা	ইমাম আহমদ বিন আলীম مُسْنَدُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব	আল্লামা শেরভিয়া বিন শেহেরদার দায়লামী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০৬হিঃ
মু'জাম কাবির	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
মু'জামুল আওসাত	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
মু'জামুস সগীর	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০৬হিঃ
মুসনাদুশ শামিইন	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মু'সাসাতুর রিসালা, বৈরুত, ১৪০৫হিঃ
মাকারিমুল আখলাক	ইমাম সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১২হিঃ
আল কামিল ফি দা'আফাআর রিজাল	ইমাম আবু আহমদ আব্দুল্লাহ বিন আ'দী জারজানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
শরহুস সুন্নাহ	ইমাম আবু মুহাম্মদ আল হুসাইন বিন মাসউদ বাগভী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ
মুসান্নিফ আব্দুর রাজ্জাক	ইমাম আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক বিন হুমাম সানআয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
মুসান্নিফ ইবনে আবু শায়বা	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আবু শায়বা কুফী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১২হিঃ
কিতাবু যিকিরুল মউত	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্বুনিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
কিতাবুত তাওবা	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্বুনিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
কিতাবুস সম্ত	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্বুনিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
কিতাবুল মানামাত	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্বুনিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
কিতাবুল মুহ্তদরিন	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্বুনিয়া رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ

কিতাব	লিখক	প্রকাশনা/ প্রকাশকাল
কিতাবু জম্মুদ্দুনিয়া	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ, আবু বকর বিন আবিদ্দুনিয়া <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	মাকতাবাতুল আছরিয়া, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
আযযুহুদ	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক মারুফি <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত
আযযুহুদ	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল গদীল জাদীদ, মিশর, ১৪২৬হিঃ
আযযুহুদ	আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআশ <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল মিশকাতু বাহলুয়ান, মিশর, ১৪১৪হিঃ
আযযুহুদুল কাবীর	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	মওসাসাতুল কিতাবুস ছাকাফিয়া, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ
আল ইহুসান বিতারতিবে ছহীহ ইবনে হাবান	হাফেজ মুহাম্মদ বিন হাবান বিন আহমদ <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ
জমউল জাওয়ামে	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
জামেউছ ছসীর	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ
মজমুয়াজ জাওয়ামেদ	ইমাম হাফেজ নূরশদিন হাশেমী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলাউদ্দিন আলী মুত্তাকী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
হিলিয়াতুল আউলিয়া	আল্লামা আবু নাসিম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসফাহানী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
আল বদুরুস সাফিরাতু ফি উম্মুরিল আখিরাহ	ইমাম জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান সুয়ুতি <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	মওসাসাতুল কিতাবুস ছাকাফিয়া, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ
শরহে মা'আনিল আ'ছার	ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহাভি <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
কাশফুল খাফা	শায়খ ইসমাইল বিন মুহাম্মদ আ'জলুনি <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
উমদাতুল কারী	আল্লামা আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনি <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
শরহে সহীহ মুসলিম	আল্লামা আবু যাকারিয়া বিন শরফ নববী <small>رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০১হিঃ

কিতাব	লিখক	প্রকাশনা/ প্রকাশকাল
ইরশাদুস সারী	আল্লামা শাহাবুদ্দিন আহমদ মুহাম্মদ কুস্তলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
মিরকাতুল মাফাতিহ্	আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
আত-তাইছির	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল হাদীস, মিশর
ফয়যুল কদির	আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
আশ'আতুল লুম'আত	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	কোয়েটা
মিরাতুল মানাজিহ	মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, মারকায়ুল আউলিয়া লাহোর
নুযহাতুল কারী	মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	ফরিদ বুক স্টল, মারকায়ুল আউলিয়া লাহোর
মাবসুত	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবী সাহাল সারখসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
হেদায়া	আল্লামা আলী বিন আবী বকর মারগীনানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
তাবিইনুল হাকায়িক	আল্লামা ওসমান বিন যিলঈ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
শরহুল বেকায়্যা	আল্লামা ছদরুশ শরীয়া আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	বাবুল মদীনা করাচী
জুহারা নিরা	আল্লামা আবু বকর বিন আলী হাদাদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	বাবুল মদীনা করাচী
গুনিয়াতুল মুতামলি	আল্লামা মুহাম্মদ ইব্রাহিম বিন হাবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	সাহিল একাডেমি, মারকায়ুল আউলিয়া লাহোর
আল মিজানুল কুবরা	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শেরানি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মুস্তাফাল বাবি, মিশর
আল ফাতাওয়াল হাদীসিয়া	আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন হাজর হায়তামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
তানভিরুল আবছার	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আহমদ তামারতাসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল মারুফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
মিরাকিল ফালাহ্	আল্লামা হাছান বিন আম্মার বিন আলী শরনিবালালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	বাবুল মদীনা, করাচী

কিতাব	লিখক	প্রকাশনা/ প্রকাশকাল
দুররে মুখতার	আল্লামা আলাউদ্দিন মুহাম্মদ বিন আলী হাচকাফী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল মারুফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
ফাতোওয়ায়ে আলমগীরী	শায়খ নিজাম ও জামাতে ওলামায়ে হিন্দ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ
হাশিয়াতুল তাহতাভি আলাল মিরাকী	আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহতাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	বাবুল মদীনা, করাচী
হাশিয়াতুল তাহতাভি আলাদ দুররে মুখতার	আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ তাহতাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	কোয়েটা
রুদ্দুল মুহতার	আল্লামা ইবনে আবেদীন মুহাম্মদ আমীন শামী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল মারুফ, বৈরুত, ১৪২০হিঃ
জদ্দুল মুমতার	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
ফাতোওয়ায়ে রযবীয়া	আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
আল মালফুয	মুফতি মুস্তাফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, ১৪২৯হিঃ
ফাতোওয়ায়ে আমজাদিয়া	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, ১৪১৯হিঃ
বাহারে শরীয়ত	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, ১৪২৯হিঃ
ওয়াকারুল ফতোয়া	মুফতি ওয়াকারুদ্দিন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	বযমে ওয়াকারুদ্দিন, বাবুল মদীনা, ২০০১খৃঃ
তারিখে বাগদাদ	হাফেজ আহমদ বিন আলী খতিবে বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ
তারিখে দামেশক	আল্লামা আবুল কাছেম আলী বিন হাছান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৬হিঃ
আত তাবকাতুল কুবরা	আল্লামা মুহাম্মদ বিন সা'আদুল মারুফ বাইবনে সা'আদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
আত তাবকাতুল কুবরা	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
আল মুনতাজাম ফি তারিখুল মুলুক ওয়াল ওমাম	আল্লামা ইবনে জাওয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৫হিঃ

কিতাব	লিখক	প্রকাশনা/ প্রকাশকাল
আল ইসতিয়াব ফি মারুফাতিল আসহাব	আল্লামা ইউছুফ বিন আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল বার <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
তারিখুল খোলাফা	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	বাবুল মদীনা, করাচী
শামাঈলে মুহাম্মদীয়া	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত
দালায়িলুন নবুয়ত	আল্লামা আবু নাসিম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আছফাহানী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৩হিঃ
মাদারিজুন নবুয়ত	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	নূরীয়া রযবীয়া, মারকায়ুল আউলিয়া লাহোর, ১৯৯৭খঃ
আল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া	আল্লামা শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন মুহাম্মদ কস্তলানী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১২হিঃ
শরহূয্ যারকানী আলাল মাওয়াহেব	আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী যারকানী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ
বাহজাতুল আসরার	আল্লামা নূরুদ্দিন আলী বিন ইউছুফ শতনূফি <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৩হিঃ
আল হায়রাতুল হিসান	আল্লামা শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন হাজর হায়তামী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০৩হিঃ
আল কওলুল বদী	ইমাম হাফেজ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাতী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	মুসাাসাতুর রিয়ান, বৈরুত, ১৪২২হিঃ
রিসালায়ে কুশাইরিয়্যা	ইমাম আবুল কাছিম আব্দুল করিম বিন হাওয়াজেন কুশাইরি <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৮হিঃ
কু'তুল কুলুব	শায়খ আবু তালিব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৬হিঃ
তানবিয়্যাল মাগফিরিন	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানি <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪২৫হিঃ
ইহইয়াউল উলুম	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুলছাদির, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
মিনহাজুল আবেদীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত
কিমিয়ায়ে সা'আদাত	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	ইনতিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান, ১৩৭৯হিঃ
ইত্তিহাফুস সা'দা	আল্লামা সাযিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ হোসাইনি জুবাইদি <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত

কিতাব	লিখক	প্রকাশনা/ প্রকাশকাল
হাদিকায়ে নাদিয়া	আল্লামা আব্দুল গণী নাবলসী হানাফী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	পেশাওয়ার
সবয়ে সানাবিল	আল্লামা মীর আব্দুল ওয়াহেদ বালগিরামী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	মাকতাবায়ে কাদেরীয়া, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, ১৪০২হিঃ
তায়কিরাতুল আউলিয়া	শায়খ ফরিদুদ্দিন মুহাম্মদ আত্তার <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	ইনতিশারাতে গঞ্জিনা, তেহরান
আখবারুল আখইয়্যার	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	ফারুক একাডেমী
আত তায়কিরা	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ আনছারী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল ইসলাম, মিশর, ১৪২৯হিঃ
কাশফুল গুম্মাহ আন জমিউল উম্মাহ	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানি <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
কিতাবুল আজমত	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আবুল শায়খ <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৪হিঃ
রওযুর রিয়াহীন	আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আছআদ বিন আলী ইয়াফেয়ী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২১হিঃ
আর রওযুল ফায়েক	আল্লামা শা'যিব বিন সা'দ আব্দুল কাফী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪১৬হিঃ
বাহরুদ্দুমু	আল্লামা ইবনে জওজী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	মাকতাবায়ে দারুল ফযর, দামেশক, ১৪২৪হিঃ
উয়ুনুল হিকায়াত	আল্লামা ইবনে জওজী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪২৪হিঃ
যম্বুল হাভী	আল্লামা ইবনে জওজী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	মাকতাবাতুল কিতাব ওয়াল সানা, পেশাওয়ার
কুর্রাতুল উয়ুন	ফকিহ আবু লাইছ সমরকন্দি <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত, ১৪১৬হিঃ
আজ্জাওয়াজির আন ইকতিরাকিল কাবায়ির	আল্লামা আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাজর হাইতামি <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	দারুল মারেফা, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
শরহুছ ছুদুর	ইমাম জালালুদ্দিন সুয়ুতি <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	মারকাযে আহলে সুন্নত, বরকত রযা, হিন্দ, ১৪২৩হিঃ
নুফহাতুল ইনস্	আল্লামা আব্দুর রহমান জামী <small>رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ</small>	শাক্বির ব্রাদার্স, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর, ১৪২৩হিঃ

কিতাব	লিখক	প্রকাশনা/ প্রকাশকাল
তানবিহুল গাফিলিন	ফকিহ্ আবু লাইছ সমরকন্দি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	পেশাওয়ার, ১৪২০হিঃ
মুকাশাফাতুল কুলুব	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত
মুসাতাতরাফ	আল্লামা শাহাবুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবু আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ফিকির, বৈরুত, ১৪১৯হিঃ
হায়াতুল হায়ওয়ান আকবরী	আল্লামা কামালুদ্দিন মুহাম্মদ বিন মুসা দামিরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৫হিঃ
কিতাবুত তাওয়াবিন	শায়খ আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪০৭হিঃ
গুনিয়াতুত তালিবিন	শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, ১৪১৭হিঃ
আনফাসুল আরেফিন	আল্লামা শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	ফযল নুর একাডেমী, গুজরাট
কাশফুল মাহযুব	হযরত আলী বিন ওসমান হাজভীরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
বারালুদ্দিন	আল্লামা আবু বকর মুহাম্মদ বিন ওয়ালিদ তারতুশি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মওসাসাল কিতাবিছ ছাকাফিয়া, বৈরুত, ১৪২৩হিঃ
ইমালী ইবনে বশরান	আল্লামা আবুল কাসিম আব্দুল মালিক বিন বশরান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল ওয়াতান, ১৪১৮হিঃ
জজবুল কুলুব	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	নুরী বুক ডিপো, লাহোর
আত তা'রিফাত	আল্লামা সায়্যিদ শরীফ আলী বিন মুহাম্মদ জুরজানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	দারুল মানার, সুদান
মসনভী	মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
ফযায়েলে দো'আ	আল্লামা মাওলানা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী, ১৪৩০হিঃ
হায়াতে আ'লা হযরত	আল্লামা মাওলানা জাফরুদ্দিন বাহারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রতি বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সূন্নাতে ভরা ইজতিমায় আদ্বাহ্ তায়ালাহর সঙ্ঘটির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❖ সূন্নাতে প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন সফর এবং ❖ প্রতিদিন “ফিক্কে মদীনা” করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: “আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।” إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য “মাদানী কাফেলায়” সফর করতে হবে। إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ



মাকতাবাতুল মাদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আব্দরকিছা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০০৫৮৩

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, মীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬



E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net



দেখতে থাকুন
মাদানী চরনেল
বাংলা